সন্দীপন

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বার্ষিকী

২০০৩

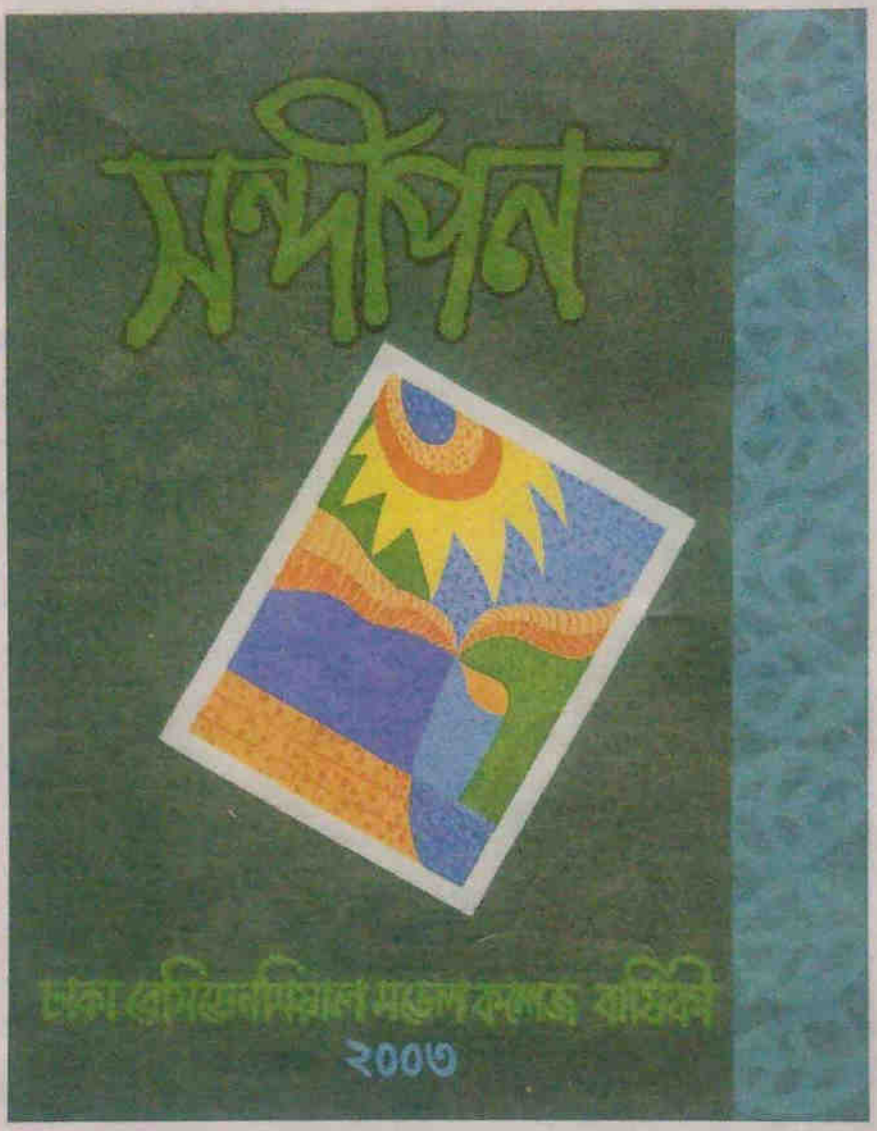

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রকাশক

অধ্যক্ষ
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ শিল্পী

মোহাম্মদ ইলতেমাস
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
(দিবা শাখা)

মুদ্রণে

ইতিকথা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭, সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে

মোঃ সুজা-উদ-দৌলা
সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ
মোঃ রফিকুল ইসলাম সেলিম
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
মোঃ হায়দার আলী
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
মোঃ ওবায়দুর রহমান
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
(দিবা শাখা)

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

সভাপতির বাণী

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের সাহিত্য বার্ষিকী 'সন্দীপন' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। যে-কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাহিত্য বার্ষিকী সে প্রতিষ্ঠানের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বিকাশোন্মুখ সৃজনশীল চেতনার বহিঃপ্রকাশ। মননশীল মানুষের ভাবনা-কল্পনা, চিন্তা-চেতনা প্রকাশের পথ অনুসন্ধান করে, নিজেকে বাণীময় করে তুলতে চায়। এ চিরন্তন আকুতিকে বয়সের সীমারেখায় বাঁধা যায় না। কোমল মতি শিশুদের ভাবনা ও কল্পনার দিগন্তে পাখা বিস্তার করতে চায়। তাদের এ আবেগ ও আকুলতাকে ধারণ করে প্রকাশিত 'সন্দীপন'-এর আত্মপ্রকাশকে আমি স্বাগত জানাই। 'সন্দীপন'-এর দীপশিখাগুলোই একদিন আলোকিত মানুষ হয়ে সৃষ্টিশীলতায় উজ্জ্বল হয়ে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করবে ; আলোর মশাল হাতে পথ দেখাবে জাতিকে—এ আমার গভীর প্রত্যাশা ও একান্ত বিশ্বাস। তাদের যাত্রাপথে আমার শুভেচ্ছা রইল।

পরিশেষে কলেজের অধ্যক্ষ এবং বার্ষিকী প্রকাশের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

মোহাম্মদ শহীদুল আলম
শিক্ষা সচিব
ও
সভাপতি, বোর্ড অব গভর্নরস
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

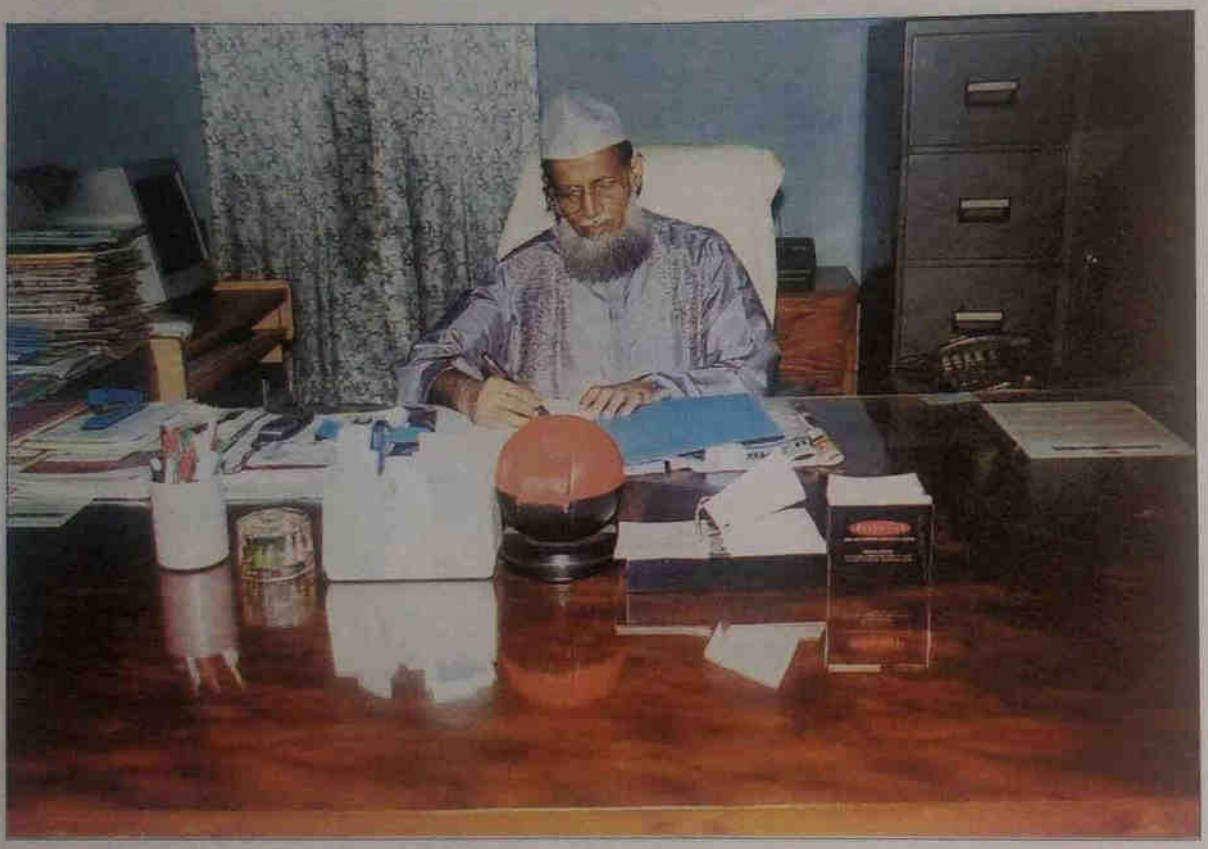

অধ্যক্ষ
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১১৮৮৩৪, ৯১২৯৯১৭
২৩ কার্তিক, ১৪১০
৭ নভেম্বর, ২০০৩

অধ্যক্ষের বাণী

আত্মপ্রকাশের তাড়না মানুষের জন্মগত। আত্মপ্রকাশের তাড়নায় তাড়িত হয়েই মানুষ চর্চা করে সুকুমার বৃত্তির। শিল্প ও সাহিত্যচর্চা হলো সেই সুকুমার বৃত্তির সর্বোত্তম অভিব্যক্তি।

মানুষের সুকুমার বৃত্তির চর্চার জন্য প্রয়োজন উদার, উন্নত ও উপযুক্ত প্রকাশ মাধ্যম। বিশেষত স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের জন্য প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এই প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বিবেচনা করেই ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ নিয়মিতভাবে বাংলা ও ইংরেজি ত্রৈমাসিক পত্রিকা, হাউস-ভিত্তিক বার্ষিক দেয়াল পত্রিকা ছাড়াও কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকাশ করে থাকে কলেজ বার্ষিকী। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকাশিত হলো ২০০৩ সালের কলেজ বার্ষিকী 'সন্দীপন'।

কলেজের শিশু-কিশোর-তরুণ শিক্ষার্থীদের কচি-কোমল মনের অকৃত্রিম প্রকাশ ঘটেছে 'সন্দীপন'-এর পাতায় পাতায়। ছাত্রদেরকে সৃষ্টিশীল কর্মে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করার জন্য কলেজের শিক্ষকগণও লিখেছেন 'সন্দীপন'-এ। আজকের শিক্ষার্থী খুদে-লেখকেরা নিয়মিত চর্চার মধ্য দিয়ে হয়ে উঠুক আগামী দিনের খ্যাতনামা লেখক-সাহিত্যিক। বার্ষিকীর প্রকাশলগ্নে মহান করুণাময় আল্লাহর কাছে এটাই প্রার্থনা।

যাঁদের প্রচেষ্টা, শ্রম ও সহযোগিতায় 'সন্দীপন' প্রকাশিত হলো, তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

অধ্যাপক এ বি এম আব্দুল মান্নান মিয়া
অধ্যক্ষ
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

কলেজ বার্ষিকী পরিষদের মাঝে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ

সম্পাদকীয়

"Let there be light and there is light"— স্রষ্টার ইচ্ছা অভিব্যক্ত হয়েছে এভাবে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষেরও অভিযাত্রা আলোরই দিকে। আলোকাভিসারী মানুষের জীবনকে সন্দীপিত করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই সৃষ্ট হয়েছে তাবৎ সুকুমার কলা।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের বার্ষিকী 'সন্দীপন' এক ঝাঁক কিশোর তরুণের দীপিত হৃদয়ের এক বর্ণিল আলোকচ্ছটা। পুরো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি একটি অনন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। চারিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্যে অনন্যতার দাবিদার এই প্রতিষ্ঠানটির বৎসরব্যাপী সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন ঘটেছে 'সন্দীপন'-এ। পাঠক এখানে পাবেন সংখ্যাগরিষ্ঠ নবীন লেখকের অপরিকল্পিত কাঁচা আবেগের তাজা স্বাদ। সকাল বেলার মিষ্টি, কাঁচা রোদের মতই তা উপভোগ্য। এখানে প্রকাশিত লেখাগুলোর অনেকগুলোই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সন্ধ্যেবেলার প্রদীপ জ্বালানোর জন্যে সকাল বেলায় সলতে পাকানোর মতই নবীন পর্যায়ের। তবু এখানেই রয়েছে আমাদের সোনালী আগামীদিনের সুপ্ত সম্ভাবনা। সংকলনটির সার্থকতাও এখানেই।

আমার শিক্ষকতা-জীবনের সুবর্ণ-সময় আমি কাটিয়েছি এ বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানেই। আজ সে জীবনের উপান্তে এসে পরপর দু'বছর বার্ষিকী সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করতে পেরে আমি যুগপৎ আনন্দিত ও গর্বিত।

বার্ষিকী সম্পাদনার ক্ষেত্রে যাঁরা আমাকে আন্তরিক সহায়তা প্রদান করেছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। বার্ষিকীর সম্পাদনা পরিষদের সকল সদস্যের অশেষ শ্রমে ও প্রেমে বার্ষিকীটি যথাসময়ে আলোর মুখ দেখেছে। অধ্যক্ষ মহোদয়ের উৎসাহ ও সক্রিয় সহযোগিতা আমাদের নিয়ত প্রাণিত করেছে। তিনি বিশেষভাবে আমাদের ধন্যবাদার্হ।

সন্দীপিত মনের জয় কামনা করি।

(মোঃ সুজা-উদ-দৌলা)

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ-এর
বোর্ড অব গভর্নরস-এর সম্মানিত সদস্যগণের তালিকা

১।	মোহাম্মদ শহীদুল আলম সচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	:	চেয়ারম্যান
২।	প্রফেসর মোহাম্মদ জুনাইদ মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা	:	সদস্য
৩।	চেয়ারম্যান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা	:	সদস্য
৪।	আলী ইমাম মজুমদার যুগ্মসচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	:	সদস্য
৫।	এস কে বিশ্বাস যুগ্মসচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	:	সদস্য
৬।	অধ্যাপক সুরাইয়া বেগম অধ্যক্ষ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ নীলক্ষেত, ঢাকা (মহিলা সদস্য)	:	সদস্য
৭।	মোঃ এমদাদ হোসেন ৬০/এফ, আজিমপুর সরকারি কলোনী, আজিমপুর, ঢাকা (অভিভাবক প্রতিনিধি—প্রভাতী শাখা)	:	সদস্য
৮।	অভিভাবক প্রতিনিধি (দিবা শাখা)	:	সদস্য
৯।	এ বি এম শহীদুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ (শিক্ষক প্রতিনিধি—প্রভাতী শাখা)	:	সদস্য
১০।	মোহাম্মদ শহীদ উল্যাহ সহকারী অধ্যাপক ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ (শিক্ষক প্রতিনিধি—দিবা শাখা)	:	সদস্য
১১।	শামীম রহমান সহকারী অধ্যাপক ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ (পর্যবেক্ষক সদস্য—মহিলা)	:	সদস্য
১২।	অধ্যাপক এ বি এম আবদুল মান্নান মিয়া অধ্যক্ষ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ	:	সদস্য-সচিব

সন্দীপন

পৃষ্ঠপোষকতায়

অধ্যাপক এ. বি. এম. আব্দুল মান্নান, অধ্যক্ষ

বার্ষিকী সম্পাদনা ও প্রকাশনা পরিষদ-২০০৩

১।	মোঃ সুজা-উদ-দৌলা (সহকারী অধ্যাপক)	-	আহবায়ক
২।	ফেরদৌস আরা বেগম (সহকারী অধ্যাপক)	-	সদস্য
৩।	মাহবুবা হাবিব (প্রভাষক)	-	সদস্য
৪।	জেহিন বেগম (প্রভাষক)	-	সদস্য
৫।	মোঃ নূরুন নবী (প্রভাষক)	-	সদস্য
৬।	রফিকুল ইসলাম সেলিম (প্রভাষক)	-	সদস্য
৭।	শাহীন আখতার (প্রভাষক)	-	সদস্য
৮।	মোঃ হায়দার আলী (প্রভাষক)	-	সদস্য
৯।	সাবেরা সুলতানা (প্রভাষক)	-	সদস্য
১০।	মোঃ মেসবাউল হক (প্রভাষক)	-	সদস্য
১১।	মির্জা তানবীরা সুলতানা (প্রভাষক)	-	সদস্য
১২।	মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ (প্রভাষক)	-	সদস্য
১৩।	কাজী জুলফিকার আলী (প্রভাষক)	-	সদস্য
১৪।	কামরুন নাহার খানম (সহকারী অধ্যাপক, দিবা শাখা)	-	সদস্য
১৫।	ফারহানা রহমান (প্রভাষক, দিবা শাখা)	-	সদস্য
১৬।	মোঃ ওবায়দুর রহমান (প্রভাষক, দিবা শাখা)	-	সদস্য
১৭।	সোহানা বিলকিস (প্রভাষক, দিবা শাখা)	-	সদস্য
১৮।	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন (প্রভাষক, দিবা শাখা)	-	সদস্য
১৯।	মোঃ আশফাকুল নোমান (প্রভাষক, দিবা শাখা)	-	সদস্য

ছাত্র-সদস্যবৃন্দ :

১। মোঃ সালাহউদ্দিন আল-আজাদ, দ্বাদশ বিজ্ঞান

২। আহমেদ শাফায়েত চৌধুরী, দ্বাদশ বিজ্ঞান

৩। মোহাম্মদ মুনতাসির আজিজ , দ্বাদশ বিজ্ঞান (দিবা শাখা)

৪। নাদিম সাদাত, দশম বাণিজ্য (দিবা শাখা)

কর্মকর্তা ও ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের তালিকা

প্রভাতী শাখা

প্রশাসন শাখা

১। প্রশাসনিক কর্মকর্তা	–	এম মোবারক আলী
২। সুপারিনটেনডেন্ট	–	মোঃ নুরুল হুদা
৩। নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	–	আব্দুল বাতেন
৪। নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	–	রওশন আরা
৫। নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	–	মোঃ সানাউল্লাহ
৬। নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	–	মোহাম্মদ মাসুম

স্টোর সেকশন

১। স্টোর এসিস্টেন্ট	–	সৈয়দ শাব্বীর আহমেদ

রক্ষণাবেক্ষণ শাখা

১। উপ-সহকারী প্রকৌশলী	–	মজিবুর রহমান

এম টি শাখা

১। গাড়ি চালক	–	আব্দুল খালেক
২। গাড়ি চালক	–	মোঃ শহীদ উল্লাহ

হিসাব শাখা

১। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	–	খন্দকার হাবিবুর রহমান
২। উচ্চমান সহকারী	–	তহমিনা খানম
৩। হিসাব সহকারী	–	মোঃ মিজানুর রহমান
৪। হিসাব সহকারী	–	শাখাওয়াত হোসেন
৫। নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	–	আব্দুর রহিম
৬। নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	–	ফারহানা আফরোজ

হোস্টেল শাখা

১। মেট্রন	–	আফিয়া খানম
২। স্টুয়ার্ড	–	খলিলুর রহমান
৩। স্টুয়ার্ড	–	মোঃ ইখতিয়ার হোসেন তালুকদার
৪। মেট্রন	–	পারভীন আক্তার (খণ্ডকালীন)

মেডিকেল বিভাগ

১। মেডিকেল অফিসার	–	মোঃ ওমর ফারুক মীর (খণ্ডকালীন)
২। ফার্মাসিস্ট	–	মোঃ গোলাম মোস্তফা
৩। ফার্মাসিস্ট	–	মোঃ নাসিম উদ্দিন প্রামাণিক (খণ্ডকালীন)

একাডেমিক উইং

১। ক্যাটালগার	–	মোঃ মতিয়ার রহমান

দিবা শাখা

১। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	–	মোঃ মফিজুল ইসলাম
২। হিসাব রক্ষক	–	ফরিদ আহমেদ

সন্দীপন

অধ্যাপক এ বি এম আব্দুল মান্নান মিয়া
অধ্যক্ষ

মোঃ আতাউল হক
উপাধ্যক্ষ

সহযোগী অধ্যাপক

প্রলয় কুমার গুহ নিয়োগী
সহযোগী অধ্যাপক

এ টি এম জালাল উদ্দিন
সহযোগী অধ্যাপক

সহকারী অধ্যাপক

গোলাম মর্তুজা
রসায়ন বিভাগ

মোঃ ফয়জুর রহমান
গণিত বিভাগ

মোঃ নূরুল ইসলাম ভূইয়া
জীববিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ সুজা-উদ-দৌলা
ভূগোল বিভাগ

মোঃ আমিনুল ইসলাম
জীববিজ্ঞান বিভাগ

এ বি এম শহীদুল ইসলাম
ইংরেজি বিভাগ

মাহফুজা ওয়ালী
রসায়ন বিভাগ

শামীম রহমান
ইতিহাস বিভাগ

সুলতান উদ্দিন আহমেদ
রসায়ন বিভাগ

ফেরদৌস আরা বেগম
বাংলা বিভাগ

ইরশাদ আহমেদ শাহীন
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ নজরুল ইসলাম
ইতিহাস বিভাগ

মোঃ মোস্তফা
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ আব্দুল লতিফ
গণিত বিভাগ

প্রভাষক

দিলারা বেগম
গণিত বিভাগ

মাহবুবা হাবিব
চারু ও কারুকলা বিভাগ

নিশাত হাসান
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ খালেদুর রহমান
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ আমিনুল ইসলাম
জীববিজ্ঞান বিভাগ

এ বি এম শহীদুল ইসলাম
ইংরেজি বিভাগ

মাহফুজা ওয়ালী
রসায়ন বিভাগ

শামীম রহমান
ইতিহাস বিভাগ

সুলতান উদ্দিন আহমেদ
রসায়ন বিভাগ

ফেরদৌস আরা বেগম
বাংলা বিভাগ

ইরশাদ আহমেদ শাহীন
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ নজরুল ইসলাম
ইতিহাস বিভাগ

মোঃ মোস্তফা
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ আব্দুল লতিফ
গণিত বিভাগ

প্রভাষক

দিলারা বেগম
গণিত বিভাগ

মাহবুবা হাবিব
চারু ও কারুকলা বিভাগ

নিশাত হাসান
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ খালেদুর রহমান
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ মনজুরুল হক
গণিত বিভাগ

মোঃ সুলতান উদ্দিন
ক্রীড়াশিক্ষা বিভাগ

মোঃ নুরুন নবী
ইংরেজি বিভাগ

জেহিন বেগম
বাংলা বিভাগ

রওশন আরা বেগম
ইসলামের ইতিহাস বিভাগ

মোঃ রফিকুল ইসলাম
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ ফিরোজ খান
পরিসংখ্যান বিভাগ

শাহীন আখতার
বাংলা বিভাগ

মোঃ হায়দার আলী
বাংলা বিভাগ

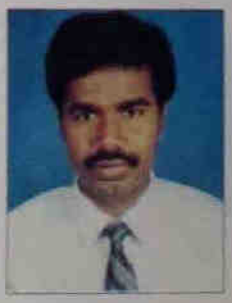

মোঃ লোকমান হোসেন
ভূগোল বিভাগ

সাবেরা সুলতানা
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ মেসবাউল হক
ইংরেজি বিভাগ

শেখ মোঃ আব্দুল মুগনী
অর্থনীতি বিভাগ

মোহাম্মদ নূরুন্নবী
যুক্তিবিদ্যা বিভাগ

রাণী নাছরীন
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

আব্দুর রহিম
রসায়ন বিভাগ

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
গণিত বিভাগ

মির্জা তানবীরা সুলতানা
চারু ও কারুকলা বিভাগ

মোঃ আহসান ইবনে মাসুদ
বাংলা বিভাগ

মোঃ আবদুল্লাহে আল মামুন
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

কাজী জুলফিকার আলী
বাংলা বিভাগ

মোঃ সাইফুল ইসলাম
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

প্রদর্শক

আব্দুল মোমেন খান
ভূগোল বিভাগ

মানিক চন্দ্র ঘোষ
রসায়ন বিভাগ

এম এম ফজলুর রহমান
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ ছানাউল হক
জীববিজ্ঞান বিভাগ

সহকারী শিক্ষক

মোঃ রফিকুল ইসলাম
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

মোঃ নূরুল ইসলাম
কৃষিবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ খলিলুর রহমান
সহঃ ক্রীড়া শিক্ষা প্রশিক্ষক

ভারত চন্দ্র গৌড়
সহঃ ক্রীড়া শিক্ষা প্রশিক্ষক

মোঃ শাহাদৎ হোসেন
সহঃ ক্রীড়া শিক্ষা প্রশিক্ষক

সূচিপত্র

১. সহশিক্ষা কার্যক্রমে ঢাকা রেডিডেনসিয়াল মডেল কলেজ ১৫
২. হাউস প্রতিবেদন ২১
(ক) কুদরত-ই-খুদা হাউস ২১
(খ) জয়নুল আবেদীন হাউস ২২
(গ) ফজলুল হক হাউস ২৩
(ঘ) নজরুল ইসলাম হাউস ২৪
(ঙ) লালনশাহ্ হাউস ২৫
৩. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ২৬

ছড়া ও কবিতা

১. ঈদ ২৭
২. বিয়ে বাড়ি ২৭
৩. বাঘ মামা ২৭
৪. মনে মনে ২৭
৫. মাছরাঙ্গা ২৭
৬. আরবি হরফের ছড়া ২৭
৭. আজকে ছুটি ২৭
৮. ঘড়ি ২৭
৯. নামায ২৮
১০. ঘড়ির চলা ২৮
১১. ইতিহাস ২৮
১২. সোনার বাংলাদেশ ২৮
১৩. মায়ের দোয়া ২৮
১৪. জনাব মশা ২৮
১৫. পেপসি ২৮
১৬. ঋতু ২৯
১৭. আধুনিক মনার ছড়া ২৯
১৮. দেশ ও ভাষা ২৯
১৯. ঢাকা শহরের খবর ২৯
২০. খেলার মেলা ২৯
২১. পড়ার ভয় ২৯
২২. নেইক মানা ২৯
২৩. সবাই যাতে পায় ৩০
২৪. সন্ত্রাস ৩০
২৫. রংধনু ৩০
২৬. মানুষ ৩০
২৭. বৃষ্টি ৩০
২৮. শিশু ৩০
২৯. মশার সাথে যুদ্ধ ৩০
৩০. আজব ভ্রমণ ৩১
৩১. রাসূলের শিক্ষা ৩১
৩২. প্রকৃতি ৩১
৩৩. হাত দিয়ে ৩১
৩৪. বাংলাদেশের মাটি ৩১
৩৫. নবীন ৩১
৩৬. পরীক্ষার ফল ৩১
৩৭. বারো ভূতের খেলা ৩২
৩৮. এসব কেন ? ৩২
৩৯. ভাল ব্যবহার ৩২
৪০. সত্য-মিথ্যা ৩২
৪১. ফুটবল বিশ্বকাপ–২০০২ ৩২
৪২. সন্ত্রাস ৩৩
৪৩. পরীক্ষা ৩৩
৪৪. মোনাজাত ৩৩
৪৫. আমার শখ ৩৩
৪৬. নামতা ৩৩
৪৭. আমার বাংলা ভাষা ৩৩
৪৮. শিয়ালের কীর্তি ৩৩
৪৯. ঢাকা শহর ঢাকা ৩৪
৫০. যানজট ৩৪
৫১. আর নয়, যুদ্ধ ৩৪
৫২. শখ ৩৪
৫৩. স্মৃতিময় নদী ৩৪
৫৪. সেই দিন ৩৫
৫৫. পড়ালেখা ৩৫
৫৬. আশ্রয় ৩৫
৫৭. অনাদরে ৩৫
৫৮. ভাল মানুষ ৩৫
৫৯. রাজার ধন ৩৬
৬০. পেশা ৩৬
৬১. ভাই ৩৬
৬২. প্রত্যাবর্তন ৩৬
৬৩. খুব মনে পড়ে ৩৭
৬৪. স্বাধীনতা ৩৭
৬৫. রান্না ৩৭
৬৬. হাউস ৩৭
৬৭. জীর্ণ কুটির ৩৮
৬৮. দুটি কবিতা ৩৮
(১) হৃদি মাঝে হৃদ্যতা ৩৮
(২) অনুভব ৩৮
৬৯. পণ ৩৯
৭০. তোমারই অনুভূতি বন্ধ ৩৯
৭১. স্মৃতি ৩৯
৭২. ব্যাবিলনে মৃত্যুর হুঙ্কার ৪০
৭৩. এখন আমায় তুমি অবিশ্বাস করতেই পার ৪০

গল্প

১. হঠাৎ আমাদের ক্লাসে একটি ঘাস ফড়িং ৪১
২. অবিশ্বাস্য এক প্রেতাত্মা ৪১
৩. সবুজ ৪২
৪. পিটারসনের উত্থান ৪৩
৫. ঝড়ের কবলে এক রাত ৪৪
৬. মুক্তি ৪৪
৭. একটি ট্রাকের আত্মকাহিনী ৪৫

সূচিপত্র

৮. সোনার ঘণ্টা ৪৬
৯. ব্ল্যাক মার্ডারের অভিযান ৪৮
১০. চৌধুরী বাড়ির রহস্য ৫০
১১. পঞ্চালিকা ৫১
১২. W.W.W. বেকারত্ব. COM ৫৩
১৩. অন্তহীন যাত্রা ৫৩
১৪. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ৫৪
১৫. গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া ও বিশ্ব উষ্ণায়ন ৫৬

ভ্রমণ কাহিনী

১. কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ৫৯
২. আমার দেখা মহাস্থানগড় ৫৯
৩. মাধবকুণ্ড ঃ অপার সৌন্দর্যের হাতছানি ৬০

প্রবন্ধ ও নিবন্ধ

১. স্রষ্টা এবং সৃষ্টির স্বরূপ উপলব্ধি ৬২
২. কবে হবে বোধোদয় ? ৬২

বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী

১. স্বাধীনতার জন্য ৬৪
২. পিসি গেমস ৬৫
৩. ফ্লাইং সসার ৬৫
৪. পৃথিবীর নতুন জন্ম ৬৬
৫. একজন মহাবিজ্ঞানীর গল্প ৬৭
৬. টাইম মেশিন ৬৮

জানা-অজানা

১. বিচিত্র প্রাণী ৭০
২. বিলুপ্তির পথে লেমুর ৭০
৩. ২০০৩ বিশ্বকাপের বিশ্ব রেকর্ড ৭১
৪. বিখ্যাত স্থাপত্য ৭১
৫. আজব তথ্য ৭২
৬. বিলিভ ইট অর নট ৭২
৭. পৃথিবীর সৃষ্টি (Origin of the Earth) ৭৩
৮. ৯ সংখ্যার কেরামতি ৭৪
৯. কিছু বিশ্ব রেকর্ড ৭৪
১০. অজানা কিছু তথ্য ৭৫
১১. ম্যাগপাই ৭৫
১২. অবিশ্বাস্য কিন্তু অলৌকিক নয় (লৌকিক) ৭৫
১৩. ইংরেজি মাসের নাম এল যেভাবে ৭৬
১৪. নাম রহস্য : রাজপথের নামকরণ ৭৭
১৫. আল্লাহর জিক্‌র রোগ নিরাময়ের উত্তম ওষুধ ৭৮
১৬. অসাধারণ এক ভবিষ্যদ্বক্তা নস্ট্রাডামাস ৭৮
১৭. মানবদেহের রহস্য ৮০
১৮. প্রাচীন মিসরীয় সূর্য ৮০

বিজ্ঞানের হাতছানি

১. পারমাণবিক বোমার কার্যপ্রণালী ৮১
২. গোয়েন্দাগিরির বিচিত্র সামগ্রী ৮১

কৌতুক

১. কৌতুক ৮৩-৮৮

ENGLISH SECTION

POETRY

1. The Rose 91
2. What I like to do 91
3. Trouble 91
4. Winter 91
5. If you want 91
6. Wish 91
7. Past 91
8. Mother 92
9. Prisoner 92
10. Humanity 92
11. Life And Beauty 92
12. Father and Mother 92
13. Model College 93
14. My Love 93
15. Life 93
16. Life 93
17. Heart & Soul 94
18. Wastage 94

JOKES

1. Jokes 95-96

RIDDLES 96
COMMON BANGLA EXPRESSIONS 97
IT'S TRUE, BELIEVE IT 97

PROSE

1. Clever trick of an old woman 98
2. The Harmful Effect of the use And Production of Polybags 98
3. Omar's (R) Judgement 98
4. Two Days of Dhaka Residential Model College 99
5. Great Explosives & Firearms 100
6. Check through it 100
7. The Experience of having 'Grass Cutter Soup' 101
8. What keeps the sun shining 101
9. Bill Gates : The man who could buy anything 102
10. Can't We Create an Educated Country? 103

সহশিক্ষা কার্যক্রমে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

কাজী জুলফিকার আলী
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

জীবনের গণ্ডি সীমিত হলেও পৃথিবীতে আহরণের বিষয় অনেক। মানুষের চেতনা, অনুভূতি ও উপলব্ধি শক্তির যথাযথ বিকাশ সম্ভব হয় স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষাগ্রহণের মধ্য দিয়ে। কেবল পাঠ্যবই শেষ করে পর্যাপ্ত নম্বর পেলেই শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণ সফল হয়েছে বলা যায় না। একজন শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ সামাজিক মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশের লক্ষ্যে তার পাঠ্য বিষয়ের পাশাপাশি সহ শিক্ষা কার্যক্রমকেও সমান গুরুত্ব দেয়া উচিত। সময়ের পরিবর্তনে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষকের জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভা এবং মনোদৈহিক বিকাশে সহশিক্ষা কার্যক্রম যে অপরিহার্য তা আজ প্রমাণিত সত্য। প্রতিযোগীরা নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের উপযোগিতা থেকে নতুন নতুন বিষয় জানতে কৌতূহলী হয়ে ওঠে, যা তাকে পরিপূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে সহায়তা করে।

ছাত্রদের সুস্থ-সুন্দর মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বছরব্যাপী সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আন্তঃহাউজ মঞ্চ প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক সপ্তাহ, একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির আয়োজন ও উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের স্বাভাবিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। এছাড়া কলেজের বাইরের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় এ কলেজের ছাত্ররা উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া দিয়ে অংশগ্রহণ করে আসছে এবং আকর্ষণীয় সফলতাও অর্জন করে চলেছে।

নিচে সেপ্টেম্বর ২০০২ থেকে অক্টোবর ২০০৩ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ও সফলতার চিত্র তুলে ধরা হল :

❑ ০৫-০৭ সেপ্টেম্বর ২০০২ তারিখে নটরডেম কলেজ বিজ্ঞান উৎসব উপলক্ষে ঢাকার খ্যাতনামা ১৬টি স্কুল ও ১৬টি কলেজের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা, ম্যাথ অলিম্পিয়াড ও সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করে। এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় স্কুল পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন এবং কলেজ পর্যায়ে রানার আপ, বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতায় ২য় ও ৩য় স্থান এবং ম্যাথ অলিম্পিয়াডে ২য় ও ৪র্থ স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে।

(ক) বিষয় ঃ সাধারণ জ্ঞান (স্কুল পর্যায়)

প্রতিযোগী :		স্থান
তাসনিম ইবনে ফয়েজ	(১০ম বিজ্ঞান)	চ্যাম্পিয়ান
ফাহমিদ-উদ-জামান	(১০ম বিজ্ঞান)	
আশরাফুল আলম	(৯ম বিজ্ঞান)	

(খ) বিষয় ঃ সাধারণ জ্ঞান (কলেজ পর্যায়)

প্রতিযোগী ঃ		
এস এম মিনহাজউদ্দীন	(দ্বাদশ বিজ্ঞান)	রানার আপ
মানজুর আল মতিন	(দ্বাদশ বিজ্ঞান)	
আব্দুল্লাহ ওমর নাসিফ	(দ্বাদশ বিজ্ঞান)	

(গ) বিষয় ঃ বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা

প্রতিযোগী ঃ		
মানজুর আল মতিন	(দ্বাদশ বিজ্ঞান)	২য়
আব্দুল্লাহ ওমর নাসিফ	(দ্বাদশ বিজ্ঞান)	৩য়

(ঘ) বিষয় ঃ ম্যাথ অলিম্পিয়াড

প্রতিযোগী ঃ		
মোঃ আরিফ-উজ-জামান	–	২য়
মোঃ জাহিদুল ইসলাম	–	৪র্থ

সন্দীপন

❑ ২৬-২৮ সেপ্টেম্বর ২০০২ তারিখে ভিকারুন্নেসা নুন কলেজ আয়োজিত ৭ম বিজ্ঞান উৎসবে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের স্কুল দল চ্যাম্পিয়ন এবং কলেজ দল রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

বিষয় : সাধারণ জ্ঞান (স্কুল দল)

প্রতিযোগী ঃ		স্থান
তাসনিম ইবনে ফয়েজ	(১০ম বিজ্ঞান)	চ্যাম্পিয়ন
ফাহমিদ-উদ-জামান	(১০ম বিজ্ঞান)	
আশরাফুল আলম	(১০ম বিজ্ঞান)	

বিষয় ঃ সাধারণ জ্ঞান (কলেজ দল)

এস এম মিনহাজউদ্দীন (দ্বাদশ বিজ্ঞান)		
মানজুর আল মতিন	"	রানার আপ
আব্দুল্লাহ ওমর নাসিফ	"	

এছাড়া উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র মানজুর আল মতিন ১ম স্থান অধিকারের কৃতিত্ব অর্জন করে।

❑ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০০২ উপলক্ষে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় আয়োজিত রচনা লিখন প্রতিযোগিতায় 'সেন্টমার্টিন'স দ্বীপ : বাংলাদেশের অহংকার' বিষয়ে রচনা লিখে ১০ম শ্রেণীর ছাত্র অনিন্দ্য রহমান ও তাসনিম ইবনে ফয়েজ যথাক্রমে ২য় ও ৩য় স্থান অর্জন করে।

❑ The University of Asia Pacific আয়োজিত 'The role of students in National Development' বিষয়ে রচনা লিখে পুরস্কৃত হয় দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ফয়েজ মাহমুদ ও দশম শ্রেণীর ছাত্রী ফাহাদ হাসান রাতুল।

❑ ০৮-১১-২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ- ২০০২ এর মহানগরী পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় খ গ্রুপের লোক নৃত্যে দশম শ্রেণীর ছাত্র আসাদুর রহমান খান প্রথম স্থান অধিকার করে।

❑ ৭, ৮ ও ৯ অক্টোবর, ২০০২ তারিখে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ মিলনায়তনে আন্তঃস্কুল ও কলেজ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা 'শরৎ উৎসব-২০০২' অনুষ্ঠিত হয়। ৭ অক্টোবর সকাল ১০ টায় এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করেন ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ জুনাইদ। তিন দিনব্যাপী আনন্দমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় ঢাকার খ্যাতনামা ১৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩৪৪ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে এবং ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬৩ জন প্রতিযোগী বিভিন্ন বিষয়ে পুরস্কার লাভ করে। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল উপস্থিত বক্তৃতা (বাংলা ও ইংরেজি), বিতর্ক, সাধারণ জ্ঞান, চিত্রাঙ্কন ও সংগীত (রবীন্দ্র, নজরুল, লোক ও আধুনিক)–এ প্রতিযোগিতায় রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের বিজয়ী প্রতিযোগীরা ছিল—

		স্থান
(ক) বিষয় : উপস্থিত বক্তৃতা (বাংলা) স্কুল পর্যায়		
(১) খালেদ মাহমুদুর রহমান	১০ম শ্রেণী	দ্বিতীয়
(২) রাকিবুল হাসান	৯ম শ্রেণী	তৃতীয়
(খ) বিষয় : উপস্থিত বক্তৃতা (ইংরেজি) কলেজ পর্যায়		
(১) আব্দুল্লাহ ওমর নাসিফ	দ্বাদশ শ্রেণী	দ্বিতীয়
(২) মানজুর আল মতিন	দ্বাদশ শ্রেণী	তৃতীয়
(গ) বিষয় : বিতর্ক (কলেজ পর্যায়)		
(১) আহমেদ শাফায়েত চৌধুরী	একাদশ শ্রেণী	রানার আপ
(২) মানজুর আল মতিন	দ্বাদশ শ্রেণী	
(৩) আব্দুল্লাহ ওমর নাসিফ	দ্বাদশ শ্রেণী	
(ঘ) বিষয় : সাধারণ জ্ঞান (স্কুল পর্যায়)		
(১) তাসনিম ইবনে ফয়েজ	১০ম শ্রেণী	চ্যাম্পিয়ান
(২) ফাহমিদ-উজ-জামান	১০ম শ্রেণী	
(৩) আশরাফুল আলম	৯ম শ্রেণী	
(ঙ) বিষয় : সাধারণ জ্ঞান (কলেজ পর্যায়)		
(১) এস এম মিনহাজ উদ্দীন	দ্বাদশ শ্রেণী	রানার আপ
(২) মানজুর আল মতিন	দ্বাদশ শ্রেণী	
(৩) আব্দুল্লাহ ওমর নাসিফ	দ্বাদশ শ্রেণী	
(চ) বিষয় : চিত্রাঙ্কন ('খ' গ্রুপ)		
(১) তাকভীর আহমেদ		তৃতীয়

৪ নভেম্বর ২০০২ তারিখে অতিরিক্ত শিক্ষা সচিব জনাব মো আব্দুর রশীদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শরৎ উৎসব ২০০২-এর বিজয়ীদের মধ্য পুরস্কার বিতরণ করেন।

❑ ৮ম জাতীয় টেলিভিশন স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতার ২য় পর্বে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বিতার্কিক দল গাজীপুর আনসার ভিডিপি উচ্চ বিদ্যালয় দলকে পরাজিত করে বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বির্তকের বিষয় ছিল "সামাজিক সচেতনতাই পারে সমাজকে দুর্নীতি মুক্ত করতে।" প্রতিযোগী ছিল—

(১) মোঃ রাকিবুল হাসান — ১ম বক্তা
(২) ইরতেজা আহমেদ — ২য় বক্তা
(৩) খালেদ মাহমুদুর রহমান — দলনেতা

❑ ৩০ জানুয়ারি-১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩-এ নটরডেম কলেজ বিজ্ঞান ক্লাব আয়োজিত স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড প্রথম আলো চতুর্দশ আন্তঃকলেজ সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় ৩২টি দলের মধ্যে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ কুইজ দল রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

প্রতিযোগী ঃ		স্থান
(১) এস এম মিনহাজ উদ্দীন	দ্বাদশ বিজ্ঞান	রানার আপ
(২) এ এস এম মাহদী জামীল	একাদশ বিজ্ঞান	

❑ ০২ মার্চ ২০০৩ তারিখে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র আয়োজিত বইপড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ প্রতিযোগিতার মূল্যায়ন পর্বে অংশগ্রহণ করে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা মোট ১২২টি পুরস্কার লাভ করে।

❑ ২৮.৩.২০০৩ তারিখ 'Josephite Festival-2003' উপলক্ষে সেন্ট যোসেফ স্কুল ও কলেজ আয়োজিত আন্তঃস্কুল সধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে এবং আন্তঃকলেজ সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় রানার আপ হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করে।

স্কুল দলের প্রতিযোগী ঃ		কলেজ দলের প্রতিযোগী ঃ	
(১) নাইম হাসান	— ১০ম শ্রেণী	(১) এম এম মিনহাজ উদ্দিন	— দ্বাদশ শ্রেণী
(২) আশরাফুল আলম	— ১০ম শ্রেণী	(২) এ এস এম মাহদী জামীল	— একাদশ শ্রেণী
(৩) রিফাত আলম সিদ্দিকী	— ১০ম শ্রেণী	(৩) তানিম আশরাফ	— একাদশ শ্রেণী

❑ ১২-১৯ এপ্রিল ২০০৩ সপ্তাহব্যাপী তথ্য প্রযুক্তি ম্যাগাজিন ই-বিজ ও আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আয়োজনে 'AIUB' Talent Search 2003' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কলেজ-পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে দেশের ৬টি বিভাগের নির্বাচিত মোট ৪৪টি দল চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ১৯ এপ্রিল ২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মূল পর্বের প্রতিযোগিতায় তিনজন শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে গড়া দলগুলোকে ২৫টি গাণিতিক ও প্রোগ্রামিং সমস্যার সমাধান করতে বলা হয়। এ প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ-১ দল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পয়েন্ট ১১০ পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে এবং পুরস্কার হিসেবে সিটিসেল মোবাইল কোম্পানির দেয়া সংযোগসহ তিনটি মোবাইল ফোন লাভ করে।

প্রতিযোগী ঃ

(১) এম এম মিনহাজ উদ্দিন — দ্বাদশ বিজ্ঞান
(২) এ এস এম মাহদী জামীল — একাদশ বিজ্ঞান
(৩) মোঃ সালাহউদ্দীন — একাদশ বিজ্ঞান

❑ ২০ এপ্রিল ২০০৩ তারিখ পর্যন্ত রাশিয়ান কালচারাল সেন্টারের আহ্বানে '300 years of glorious history of Russia's northern Capital St. Pitersburg' বিষয়ের উপর রচনা জমা নেওয়া হয়। এ বিষয়ের উপর রচনা লিখে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের দু'জন ছাত্র পুরস্কৃত হয়।

প্রতিযোগী ঃ

১। নূর শাফায়েত — ৯ম শ্রেণী
২। তাসনিম ইবনে ফয়েজ — ১০ম শ্রেণী

❑ ১৮ মে— ২৬মে ২০০৩ তারিখ পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আয়োজিত ঈদে মিলাদুন্নবী (স) ১৪১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণ করে এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক পুরস্কার লাভ করে।

(ক) বিষয় ঃ ইসলামী জ্ঞান প্রতিযোগিতা

			স্থান
'ক' গ্রুপ			
(১)	রেজওয়ান চৌধুরী	৬ষ্ঠ শ্রেণী	দ্বিতীয়
(২)	রিফাত আল শাহরিয়ার	৬ষ্ঠ শ্রেণী	তৃতীয়

(খ) বিষয় ঃ রচনা লিখন

'ক' গ্রুপ			
(১)	সামিউল হক	৬ষ্ঠ শ্রেণী	দ্বিতীয়
(২)	আসিফুর রহমান	৫ম শ্রেণী	তৃতীয়
'খ' গ্রুপ			
(১)	সিয়াম আল ইসলাম	৯ম শ্রেণী	তৃতীয়

(গ) বিষয় ঃ উপস্থিত বক্তৃতা

'ক' গ্রুপ			
(১)	তুষিত চাকমা	৫ম শ্রেণী	প্রথম
(২)	মীর ফারহাবুন আলী	৬ষ্ঠ শ্রেণী	দ্বিতীয়
'খ' গ্রুপ			
(১)	রাকিবুল হাসান	১০ম শ্রেণী	প্রথম
(২)	মোঃ ফজলে রাব্বি	৮ম শ্রেণী	দ্বিতীয়

(ঘ) বিষয় ঃ হামদ-নাত

'খ' গ্রুপ			
(১)	মোঃ নজরুল ইসলাম	৯ম শ্রেণী	প্রথম

❑ ১৪ জুন— ১৭ জুন ২০০৩, 'SOS International Day of 2003' উপলক্ষে এসওএস হারম্যান মেইনার কলেজ আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে এবং পুরস্কৃত হয়।

(ক) বিষয় ঃ সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা (৮ম শ্রেণী পর্যন্ত) — স্থান

প্রতিযোগী ঃ

(১) মোঃ ফজলে রাব্বি	৮ম শ্রেণী	চ্যাম্পিয়ান
(২) শুব্ধ চৌধুরী	৮ম শ্রেণী	
(৩) সাখাওয়াত হোসেন	৮ম শ্রেণী	

(খ) বিষয় ঃ উপস্থিত বক্তৃতা (স্কুল পর্যায়)

প্রতিযোগী ঃ

(১) খালেদ মাহমুদুর রহমান	১০ম শ্রেণী	প্রথম
(২) মোঃ রাকিবুল হাসান	১০ম শ্রেণী	প্রথম

❑ ২ জুন ২০০৩ তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশন মিলনায়তনে ৮ম জাতীয় স্কুল বিতর্কের কোয়ার্টার ফাইনাল পর্বের প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের বিতার্কিক দল কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ দলকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়। বিতর্কের বিষয় ছিল 'প্রকৃত সমাজমনস্কতাই সুনাগরিক গড়তে পারে।' বিজয়ী দলের অবস্থান ছিল বিষয়ের বিপক্ষে।

প্রতিযোগী ঃ

(১) মোঃ রাকিবুল হাসান — প্রথম বক্তা

(২) ইরতেজা আহমেদ — দ্বিতীয় বক্তা

(৩) খালেদ মাহমুদুর রহমান — দলনেতা

বিজয়ীদলের দলনেতা খালেদ মাহমুদুর রহমান শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হয়।

❑ ২০ আগস্ট ২০০৩ তারিখ বাংলাদেশ টেলিভিশন মিলনায়তনে ৮ম জাতীয় টেলিভিশন স্কুল বিতর্কের সেমিফাইনাল পর্বের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বিতার্কিক দল ময়মনসিংহ জেলা স্কুল দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উন্নীত হয়। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল "শিশুদের জন্য হ্যাঁ বলুন স্লোগানটির বাস্তবায়নে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের চেয়ে সামাজিক অঙ্গীকার অধিক গুরুত্বপূর্ণ।" বিজয়ী দল বিষয়ের পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করে।

প্রতিযোগী ঃ

(১) মোঃ ফজলে রাব্বি — ১ম বক্তা
(২) ইফতেখার-উল-করীম — ২য় বক্তা
(৩) মোঃ রাকিবুল হাসান — দলনেতা

বিজয়ী দলের দলনেতা মোঃ রাকিবুল হাসান শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হয়।

❑ UNICEF আয়োজিত 'Students Rights' বিষয়ের ওপর রচনা লিখে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র ইফতেখার-উল-করীম বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত হয় এবং একশত মার্কিন ডলার অর্থমূল্য লাভ করে। এ প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ১৩টি দেশের মেট ১৮৭ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে।

❑ ঢাকা কম্যুনিটি হাসপাতাল আয়োজিত ডা. শিবতোষ স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতায় 'আর্সেনিক দূষণ ও তার প্রতিকার' বিষয়ে রচনা লিখে এ কলেজের ছাত্র অনিন্দ্য রহমান ৩য় এবং ৭ম শ্রেণীর ছাত্র ফরিদ উদ্দীন আহমেদ ৪র্থ স্থান অর্জন করে। বিজয়ী ছাত্রদ্বয় পুরস্কার হিসেবে ব্রোঞ্জ পদক, সার্টিফিকেট, একহাজার ও পাঁচশত টাকা লাভ করে।

❑ ২৫ আগস্ট ২০০৩ তারিখে ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল আয়োজিত ১০ম আন্তঃস্কুল প্রথম আলো মবিল বিতর্ক প্রতিযোগিতার ১ম পর্বে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বিতার্কিক দল হলিক্রস স্কুল দলকে পরাজিত করে।

প্রতিযোগী ঃ

(১) মোঃ ফজলে রাব্বি — ৮ম শ্রেণী
(২) ইফতেখার-উল-করীম — ১০ম শ্রেণী
(৩) মোঃ রাকিবুল হাসান — ১০ম শ্রেণী

❑ ২৭ আগস্ট ২০০৩ তারিখে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আয়োজিত মঙ্গলগ্রহ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প উৎসবের বিজ্ঞান কুইজ প্রতিযোগিতায় এ কলেজের ৮ম শ্রেণীর ছাত্র মোঃ ফজলে রাব্বি ২য় স্থান অধিকার করে।

❑ ৬-৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩ তারিখে চ্যানেল আই-এর হরলিক্স জিনিয়াস বাংলাদেশ-২০০৩' এর কুইজ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন পর্বের প্রতিযোগিতার রেকর্ডিং অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে ধারণকৃত এ প্রতিযোগিতার ১ম পর্বে এবং কোয়ার্টার ফাইনালে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ কুইজ দল বিজয়ী হয়।

প্রতিযোগী ঃ

(১) নাঈম হাসান — ১০ম শ্রেণী
(২) আশরাফুল আলম — ১০ম শ্রেণী

নটরডেম কলেজ আয়োজিত 'IT Fair-2003' এ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। এ মেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় 'সফটওয়্যার ডিসপ্লে' প্রতিযোগিতায় এ কলেজের ছাত্রদের 'বাংলা সফট' ২য় স্থান অর্জন করে।

প্রতিযোগী ঃ

(১) মাহমুদ হাসান — ৯ম শ্রেণী
(২) শাহরিয়ার রহমান — ৯ম শ্রেণী
(৩) নূর শাফায়েত — ৯ম শ্রেণী

❑ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩ তারিখে গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুল আয়োজিত আন্তঃস্কুল সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ কুইজ দল ১৩টি দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

প্রতিযোগী ঃ

(১) নাঈম হাসান — ১০ম শ্রেণী
(২) নূর শাফায়েত — ৯ম শ্রেণী

❑ ০১ অক্টোবর ২০০৩ তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশন মিলনায়তনে ৮ম জাতীয় টেলিভিশন স্কুল বিতর্কের চূড়ান্ত পর্বের রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়। চূড়ান্ত পর্বে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ বিতার্কিক দল মতিঝিল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় দলকে পরাজিত করে (অপরাজিত) চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। প্রায় দু'বছর ধরে দেশের খ্যাতনামা ৬০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। চূড়ান্ত পর্বে প্রধান বিচারক হিসেবে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা প্রতিযোগীদের বক্তব্যের মূল্যায়ন করেন। চূড়ান্ত পর্বের বিতর্কের বিষয় ছিল "শক্তিশালী স্থানীয় সরকারই সুশাসন নিশ্চিত করতে পারে।" বিজয়ী দল প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করে। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন দলকে 'প্রধানমন্ত্রী গোল্ড কাপ' প্রদান করবেন।

প্রতিযোগী ঃ

(১) মোঃ ফজলে রাব্বি	৮ম শ্রেণী	—	১ম বক্তা
(২) ইফতেখার-উল-করীম	১০ম শ্রেণী	—	২য় বক্তা
(৩) মোঃ রাকিবুল হাসান	১০ম শ্রেণী	—	দলনেতা

এ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলের ২য় বক্তা ইফতেখার-উল-করীম শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হয়।

❑ ১৬-১৮ অক্টোবর, ২০০৩, ভিকারুন্নেসা নূন বিজ্ঞান ক্লাব আয়োজিত ৮ম বিজ্ঞান উৎসবের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে এবং পুরস্কৃত হয়। উৎসবের Math Olympiad প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন কলেজের ৫২ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের প্রতিযোগী দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র এ এস এম মাহদী জামীল সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ১ম স্থান অর্জন করে। এছাড়া আন্তঃকলেজ সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় ঢাকার সেরা ১৫টি কলেজের মধ্যে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের প্রতিযোগীরা রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

প্রতিযোগী ঃ		স্থান
(১) এ এস এম মাহদী জামীল	দ্বাদশ শ্রেণী	রানার আপ
(২) তানিম আশরাফ	দ্বাদশ শ্রেণী	
(৩) তাসনিম ইবনে ফয়েজ	একাদশ শ্রেণী	

এছাড়া গত এক বছর ধরে এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা বিটিভির 'জোনাকি' অনুষ্ঠান, ব্রিটিশ কাউন্সিল IT Fair, হলিক্রস ডিবেটিং ক্লাব আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতা, JDC বিতর্ক প্রতিযোগিতা, EFA ডিবেট চ্যাম্পিয়ানশীপসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

কলেজ কর্তৃপক্ষের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দের সহযোগিতা এবং প্রতিযোগীদের যথাযথ অনুশীলন ও পরিচর্যা এ বিজয়ের ধারা অক্ষুণ্ন রাখতে সহায়তা করবে। প্রতিষ্ঠানের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরতে, অর্জিত ফলাফল আগামী দিনে প্রতিযোগীদের দিক নির্দেশনা দান করবে এবং আরও ভাল ফলাফলে উৎসাহ যোগাবে বলে মনে করি।

যে ঘৃণা করতে জানে না, সে ভালবাসতেও জানে না। —কনজাভ
মেজাজ ঠাণ্ডা রাখ, তাহলে সবাইকে শাসন করতে পারবে। —সেন্টজ্যাক

হাউস প্রতিবেদন

কুদরত-ই-খুদা হাউস

হাউস মাস্টার ঃ মোঃ আবদুল লতিফ
হাউস টিউটর ঃ মোঃ ফিরোজ খান
হাউস এন্ড্রার ঃ মোঃ ইশতিয়াক হোসেন
হাউস প্রিফেক্ট ঃ মোঃ রিজভান আমীন

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের গৌরবময় যাত্রার সাথে এই কলেজের পাঁচটি হাউস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কুদরত-ই-খুদা হাউস এ পাঁচটি হাউসের মধ্যে অন্যতম। এই কলেজের জন্মলগ্ন থেকেই এ হাউসের সূচনা। প্রাচীন হলেও এ হাউস সর্বদাই প্রাণোচ্ছলতায় উদ্ভাসিত। এ হাউসের ছাত্রদের সৃজনশীলতা সবসময়ই প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে আসছে। এই হাউসটি দীর্ঘদিন '১ নম্বর হাউস' নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে দেশবরেণ্য খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নামে এ হাউসের নামকরণ করা হয়।

কুদরত-ই-খুদা হাউসের অবকাঠামো অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও মনোরম। ছোট-বড় মোট তেরটি ছাত্রকক্ষ বিশিষ্ট বর্গাকৃতি দ্বিতল এ হাউসটিতে রয়েছে মোট ১৯০ জন ছাত্রের আবাসনের সুব্যবস্থা। ছাত্রদের জন্য রয়েছে একটি বড় আকারের ডাইনিং হল। এছাড়াও হাউসের সাথেই রয়েছে চিত্ত বিনোদনের জন্য কমনরুম এবং ধর্মচর্চার জন্য প্রেয়ার রুম। হাউসের অভ্যন্তরে রয়েছে একটি অপরূপ মোহনীয় ফুল বাগান। এছাড়া চারদিকে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য বৃক্ষের সবুজ সমারোহ হাউসটিকে দিয়েছে নৈসর্গিক স্নিগ্ধতা। ছাত্রদের সার্বক্ষণিক দেখাশোনা এবং সহযোগিতার জন্য হাউসের সাথেই রয়েছে হাউস মাস্টার এবং হাউস টিউটরের বাসভবন। একজন হাউস মাস্টার ও একজন হাউস টিউটর ছাড়াও হাউসের বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রয়েছেন ১৩ জন কর্মচারী। এছাড়া হাউসের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ছাত্রদের মধ্য থেকে রয়েছে ২১ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড।

তৃতীয় থেকে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্ররা এ হাউসের আবাসিক ছাত্র। হাউস মাস্টার এবং হাউস টিউটরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতায় হাউসের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। ছাত্রদের লেখাপড়া, সংস্কৃতি চর্চা, ধর্মচর্চা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের ব্যাপারে সচেতন এবং সযত্ন দৃষ্টি রাখার ফলে এ হাউসের ছাত্ররা লেখাপড়া এবং সংস্কৃতি উভয় ক্ষেত্রেই অব্যাহতভাবে গৌরবময় কৃতিত্বের অধিকারী।

লেখাপড়ায় কুদরত-ই-খুদা হাউস বরাবরই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের অধিকারী ছিল। ১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১ সালে পরপর ৩ বার শিক্ষাবর্ষে চ্যাম্পিয়ন (Academic Best) হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০০২ সালে এ গৌরব অর্জিত না হলেও বিভিন্ন ক্লাসে এই হাউসের ছাত্ররা উল্লেখযোগ্য ফলাফল করেছে। ৩য় শ্রেণীতে তানভীর রহমান ১ম এবং মেহেদী হাসান ৩য়, ৪র্থ শ্রেণীতে তুষিত চাকমা ২য়, ৫ম শ্রেণীতে আব্দুল মঈন ২য়, জোবায়ের আহমেদ ৩য়, ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে রাজবীর হুসাইন ২য় এবং ৭ম শ্রেণীতে ফজলে রাব্বি ১ম ও মুক্তাদির হাসান ৩য় স্থান অধিকার করে। লেখাপড়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও এ হাউস বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। ২০০১ সালে এবং ২০০২ সালে সংস্কৃতি প্রতিযোগিতায় এ হাউস সাফল্যের সাথে বিজয়ী হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এ হাউস স্বল্প পয়েন্টের ব্যবধানে রানার আপ হলেও বিভিন্ন ক্লাস থেকে এ হাউসের ছাত্ররাই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়। ৩য় শ্রেণীতে নেওয়াজ শরীফ, ৪র্থ শ্রেণীতে সাদ্দাম হোসেন, ৫ম শ্রেণীতে মামুন পারভেজ এবং ৭ম শ্রেণীতে ফজলে রাব্বি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়। এ হাউসের ৭ম শ্রেণীর ছাত্র ফজলে রাব্বি পরপর দুইবার জুনিয়র উইং-এর সেরা খেলোয়াড়-এর পুরস্কার পায়।

কুদরত-ই-খুদা হাউসের উল্লিখিত কৃতিত্ব ও গৌরব অর্জন মূলত এ হাউসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ছাত্র, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফল। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলেই ধন্যবাদার্হ। কুদরত-ই-খুদা হাউসের এ কৃতিত্ব ও গৌরব চির অক্ষুণ্ন থাকুক—এটাই এ হাউসের সকলের প্রত্যাশা।

লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টাতেই গৌরব নিহিত, লক্ষ্যে পৌঁছানোতে নয়। —মহাত্মা গান্ধী

জয়নুল আবেদীন হাউস

হাউস মাস্টার ঃ খালেদুর রহমান
হাউস টিউটর ঃ সাবেরা সুলতানা
হাউস এল্ডার ঃ দিদার আলম
হাউস প্রিফেক্ট ঃ শোয়েব আল মাহবুব

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ৩য় থেকে ৭ম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য দুটি হাউসের একটি জয়নুল আবেদীন হাউস। দেশবরেণ্য ব্যক্তিত্ব শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের নামে নামকরণ করা হয়েছে এ হাউসটির। এর যাত্রা শুরু ১৯৬১ সালের ১ মে থেকে আইয়ুব হাউস নামে। স্বাধীনতা উত্তর এর নামকরণ করা হয় জয়নুল আবেদীন হাউস।

বর্তমানে প্রায় দুইশত ছাত্র হাউসটিতে অবস্থান করছে গোলাপ সৌরভ, পলাশ কানন, কৃষ্ণচূড়া মেলা, কাশবন, পদ্ম পরশ, শিমুল সাথী, দ্যুলোক নীল, শৈল বিশাল, ভাস্কর দিগন্ত, সৃজন, মনন এবং সারথী নামের বড় বড় আটটি এবং চারটি ছোট ছোট বিশেষ কক্ষে। এছাড়া প্রেয়ার রুম, কমন রুম এবং ডাইনিং হল তো রয়েছেই। হাউস মাস্টার এবং হাউস টিউটরের আবাসস্থল রয়েছে হাউসের সাথে ছাত্রদের সার্বক্ষণিক দেখাশোনার জন্য। এছাড়া একজন মেট্রনসহ তের জন কর্মচারী রয়েছেন ছাত্রদের খাওয়া ও অন্যান্য কাজে সহায়তার জন্য। হাউস পরিচালনার সুবিধার্থে এবং একই সাথে ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকশিত করার উদ্দেশ্যে রয়েছে একটি প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড। প্রতিটি পদের জন্য রয়েছে একজন করে প্রিফেক্ট। তারা তাদের সহযোগিতার হাত সর্বদাই বাড়িয়ে রাখে সতীর্থ সহপাঠী ও অনুজপ্রতিম ছোট ছাত্রদের উদ্দেশ্যে।

গতবছর সকল ক্ষেত্রে জয়নুল আবেদীন হাউসের ছাত্রদের সাফল্য ছিল ঈর্ষণীয়। লেখাপড়ায় জয়নুল আবেদীন হাউসের ছাত্ররা বরাবরই প্রথমদিকে অবস্থান করছে। আবাসিক ছাত্রদের মাঝে ৫ম শ্রেণীতে একমাত্র ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র এ.এস.এম রেজওয়ান চৌধুরী এ হাউজেরই ছাত্র। ২০০২ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় এ হাউসের ৩য় শ্রেণীর খালিদ ইবনে জামাল ২য়, ৪র্থ শ্রেণীর মেহেদী হাসান ১ম, আমিনুল ইসলাম ৩য়, ৫ম শ্রেণীর মাহাদী আল মাসুদ ১ম, সামিউল হক ৩য়, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর মহিউদ্দীন আলমগীর ১ম এবং ৭ম শ্রেণীর বিজন মালাকার ২য় স্থান অর্জন করে।

এ বছর খেলাধুলাতে জয়নুল আবেদীন হাউস সেরা সফলতা প্রদর্শন করেছে। আন্তঃহাউস ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়াও ফুটবল, ক্রিকেট, দাবা, টেবিল টেনিস, কেরাম এবং ভলিবল— প্রতিটি খেলাতেই জয়নুল আবেদীন হাউস চ্যাম্পিয়ন হয়। এবছর জুনিয়র শাখায় হাউস পরিচ্ছন্নতা প্রতিযোগিতায়ও জয়নুল আবেদীন হাউস চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে।

জয়নুল আবেদীন হাউসের এই কৃতিত্বের দাবিদার এ হাউসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ছাত্র, কর্মকর্তা ও কর্মচারী। সকলের আন্তরিক ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলেই এই গৌরব অর্জন সম্ভব হয়েছে। জয়নুল আবেদীন হাউসের এ কৃতিত্ব ও গৌরব অক্ষুণ্ন থাকুক— এটাই চির প্রত্যাশা।

মনের উদারতার সাথে ঐশ্বর্যের তুলনা করা চলে না। —মার্শাল
অনুতাপে পাপ খণ্ডায় আর অহমিকায় পুন্য খণ্ডন হয়। —হযরত আলী (রা)

ফজলুল হক হাউস

হাউস মাস্টার : মোঃ মনজুরুল হক
হাউস টিউটর : মোঃ আব্দুল্লাহ্ আল মামুন
হাউস এল্ডার : মোঃ সালাউদ্দিন আল আজাদ
হাউস প্রিফেক্ট : সাদ ইউসুফ গালিব

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ স্বমহিমায় ভাস্বর এক স্বনামধন্য বিদ্যাপীঠ। আর এই বিদ্যাপীঠের প্রাণের উৎস হল সুশৃঙ্খলতার মূর্ত প্রতীক এর হাউসগুলো। এদের মধ্যে ফজলুল হক হাউস স্বীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। দেশ মাতৃকার অমর সন্তান, কৃষক বন্ধু শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত এ হাউসের ছাত্রদের প্রতিটি কাজে তাঁর দেশ প্রেম ও সুমহান আদর্শের অনিন্দ্য প্রকাশ ঘটে। এ হাউসের গাঢ় সবুজ রঙের পতাকায় যেন রূপসী বাংলার শ্যামল প্রকৃতি জীবন্ত হয়ে উঠে।

শৃঙ্খলা, নৈপুণ্য ও ঐতিহ্যের প্রতিভূ ফজলুল হক হাউস। এ হাউসের শান্ত, স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশ প্রতিটি ছাত্রের কাছে এনে দিয়েছে পড়াশুনার সর্বোত্তম সুযোগ। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিটি পরীক্ষার ফলাফল তারই প্রতিচ্ছবি। পার্বিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় বরাবরের মতো, এ বছরও এ হাউসের ছাত্ররা কৃতিত্বের সাথে মেধা তালিকায় স্থান অর্জন করেছে। বিগত মাধ্যমিক পরীক্ষায় এ হাউসের ছাত্র তাহজীব উল ইসলাম, মঞ্জুর মোর্শেদ, সাজ্জাদ হোসেন ও শায়েক রেজওয়ান জি.পি.এ. ৫ লাভের মাধ্যমে এ হাউসের সাফল্য গাথাকে আরো মহিমান্বিত করেছে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসমূহে ফজলুল হক হাউসের অর্জন কৃতিত্ব ও নৈপুণ্যে ভাস্বর। সহপাঠ কার্যক্রমেও এ হাউসের ছাত্ররা কলেজ এবং হাউসের পক্ষে তাদের প্রতিভার উজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০০৩-এর সেমি ফাইনালে এ হাউসের ছাত্র রাকিবুল হাসান শ্রেষ্ঠ বক্তা হওয়ার মাধ্যমে কলেজ এবং হাউসের নাম সমুন্নত করেছে। AIUB আয়োজিত Talent Search 2003-এ হাউসের ছাত্র সালাউদ্দিন আল আজাদ রানার্সআপ কলেজ দলের পক্ষে তার মেধার অনিন্দ্য স্বাক্ষর রেখেছে। শৃঙ্খলা ও পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্নতায় এ হাউসের ছাত্রদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। হাউসের হাউস মাস্টার, হাউস টিউটর ও প্রতিটি কর্মচারীর সাথে ছাত্রদের সম্পর্ক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতাপূর্ণ। বন্ধুত্ব-মায়া মমতার এক নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ আমরা। দেশপ্রেম ও সত্যের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সকল বাধাকে চূর্ণ করে আমরা নব নব প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাব অভীষ্ট লক্ষ্যে, আমাদের ঈপ্সিত সাফল্যের দিকে এই মূল মন্ত্রই আমাদের অন্তরে প্রোথিত। হাউসের প্রতিটি ছাত্রের কণ্ঠে অনুরণিত হয় এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

'কর্মভার নব প্রাতে নব সেবকের হাতে
করে যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান।'

তিনটি অভ্যাসের জন্য তিনটি পুরস্কার :
(১) মৌনতার জন্য শান্তি
(২) খোদাভীরুতার জন্য মর্যাদা
(৩) সেবার জন্য নেতৃত্ব।
—নিজামুল মুলক

নজরুল ইসলাম হাউস

হাউস মাস্টার ঃ ইরশাদ আহমেদ শাহীন
হাউস টিউটর ঃ শেখ মোঃ আব্দুল মুগনী
হাউস এল্ডার ঃ আশরাফ উদ্দীন
হাউস প্রিফেক্ট ঃ আহমেদ শাফায়াত চৌধুরী

১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আবাসিক ছাত্রদের জন্য এখানে পাঁচটি হাউস আছে। হাউসগুলোর মধ্যে অন্যতম 'নজরুল ইসলাম হাউস'। জাতীয় ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামানুসারে এ হাউসের সকল ছাত্র তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং তাঁর গুণাবলী নিজেদের মধ্যে বিকশিত করার স্বপ্ন দেখে।

নজরুল ইসলাম হাউসের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য আছেন একজন হাউস মাস্টার, একজন হাউস টিউটর, একজন স্টুয়ার্ড, ওয়ার্ডবয়, টেবিলবয়, দারোয়ান, মালী ও বাবুর্চীসহ অন্যান্য কর্মচারী। ছাত্ররা হাউসের চমৎকার পরিবেশে বিকশিত হয়ে ওঠে। শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্যের এক অনুপম সমন্বয় এ হাউসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর ফলে ছাত্ররা মানবিক গুণাবলীর সামান্যতম ক্ষতি না করেও নিখুঁত, শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনাচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম হাউসের প্রতিটি ছাত্র সর্বদা উৎকর্ষ অর্জন করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০২ সালের নিরঙ্কুশ সাফল্যের সূত্র ধরে ২০০৩ সালেও লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্ররা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে উজ্জ্বল সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট এবং ভলিবল প্রতিযোগিতায় নজরুল ইসলাম হাউস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০০২ সালের মত চলতি ২০০৩ শিক্ষাবর্ষে সাপ্তাহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় হাউস এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এসবই সম্ভব হয়েছে হাউসের প্রতি ছাত্রদের নিষ্ঠা ও গভীর ভালবাসার কারণে।

চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রতি বৃহস্পতিবার হাউসে সাপ্তাহিক ভোজের পরপর হাউস মাস্টার অথবা হাউস টিউটরের উপস্থিতিতে ছাত্ররা অনাড়ম্বর অথচ মনোযোগী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিজেদের সৃষ্টিশীলতা প্রকাশ করে। এ ভোজ পরবর্তী অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য শুধু আনন্দ দানই নয়, বরং তাদের ভয়-ভীতি ও সংকোচ কেটে যাওয়া যাতে করে তারা ভবিষ্যতে Public Speaking ও বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মকাণ্ডে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

নজরুল ইসলাম হাউসের ছাত্ররা হাউসের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে কঠোর শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিয়ে থাকে। কখনও তারা অন্যের বন্ধু, অন্যের সহযোগী, অন্যের প্রতিযোগী। বিদ্রোহী কবির আদর্শে তারা অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত। আকাশী নীল রঙের হাউস-পতাকার নিচে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর প্রতিটি ছাত্র মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে—

"মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম,
মোরা ঝর্ণার মত চঞ্চল
মোরা বিধাতার মত নির্ভয়
মোরা প্রকৃতির মত সচ্ছল।"

"শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানুষের মাঝে সুপ্ত ক্ষমতার বা সামর্থ্যের বিকাশ, জ্ঞানের পরিবর্তন ও উন্নয়ন।" — সক্রেটিস

লালনশাহ্ হাউস

হাউস মাস্টার ঃ মোঃ নূরুন নবী
হাউস টিউটর ঃ মোঃ ছানাউল হক
হাউস এল্ডার ঃ ফিরোজ রহমান
হাউস প্রিফেক্ট ঃ মোঃ মঞ্জুরুল হাসান

ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের গৌরবোজ্জ্বল যাত্রাকে অক্ষুণ্ন রেখেছে যে পাঁচটি হাউস, তাদের মধ্যে লালনশাহ্ হাউস অন্যতম। ১৯৭৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তদানীন্তন অধ্যক্ষ মরহুম কর্নেল জিয়াউদ্দিন আহমেদ এ হাউস উদ্বোধন করেন। শুরুতে এটি ৩নং হাউস হিসাবে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে প্রয়াত অধ্যক্ষ লুৎফুল হায়দার চৌধুরী বিখ্যাত বাউল সম্রাট লালনশাহ্-এর নামানুসারে এ হাউসের নামকরণ করেন 'লালনশাহ্ হাউস'।

'সময় গেলে সাধন হবে না' —মরমী কবির এই অকুণ্ঠ উচ্চারণে অনুপ্রাণিত লালনশাহ্ হাউসের ছাত্ররা। সৌহার্দ্যপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশে আশ্রিত এই হাউসের প্রতিটি ছাত্র তাই এক নিবিড় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। জন্মলগ্ন থেকেই লালনশাহ্ হাউস তার স্বকীয়তা ও কৃতিত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে অক্ষুণ্ন রেখে চলেছে রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ঐতিহ্যকে।

৯টি বিশেষ কক্ষসহ মোট ২৯টি কক্ষে প্রায় ১০০ জন ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে এ হাউসে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মনোরম পরিবেশে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্ররা দৈনন্দিন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত শিক্ষালাভ করছে যুক্তিবাদী মানুষরূপে গড়ে ওঠার।

শুরু থেকেই এ হাউসের ছাত্ররা ভাল ফলাফল করে আসছে। ১৯৭৭ সালে মোঃ কামরুল ইসলাম এস.এস.সি পরীক্ষায়, ১৯৭৯ সালে মোঃ গোলাম সামদানী এবং ১৯৮০ সালে মোঃ সুলতান আহমেদ এইচ.এস.সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয় কলেজের সুখ্যাতি। ২০০২ সালে ঢাকা বোর্ডে সাঈদ ইবনে ফয়েজ বিজ্ঞান বিভাগে ১৪তম এবং বাহাদুর আলম মানবিক বিভাগে ১৬তম স্থান অধিকার করে। তারা সবাই ছিল লালনশাহ্ হাউসের ছাত্র। তারই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ২০০০ ও ২০০১ সালে এ হাউসের ছাত্ররা একাডেমিক্স এ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

খেলাধুলাতেও সমান এগিয়ে হাউসের ছাত্ররা। ২০০০ সালে বাস্কেটবলে, ২০০১ সালে ফুটবল ও ক্রিকেটে, ২০০২ সালে ক্রিকেটে এবং সবশেষে ২০০৩ সালে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে লালনশাহ্ হাউস।

মননশীলতা বিকাশের জন্য হাউস থেকে প্রতিবছরই প্রকাশিত হয় বার্ষিক দেয়ালিকা। ১৯৯৯ সালে দেয়াল পত্রিকা প্রকাশে লালনশাহ্ হাউস চ্যাম্পিয়ন এবং ২০০১ ও ২০০২ সালে পরপর দুইবার রানার্সআপ হয়। পাশাপাশি আন্তঃহাউস সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও ২০০০ ও ২০০১ সালে শীর্ষে ছিল এ হাউসের ছাত্ররা।

স্নেহ ও প্রীতির অদৃশ্য ও অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ লালনশাহ্ হাউসের ছাত্ররা। মরমী সাধক লালনশাহ্ এর যুক্তিবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকল বাধা বিপত্তিকে ভাসিয়ে দিয়ে তারা এগিয়ে যাক অভীষ্ট লক্ষ্যে —এটাই কাম্য।

যার অল্প আছে সে দরিদ্র নয়, যে বেশি আশা করে সে দরিদ্র।
—ডানিয়েল

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল

প্রভাতী শাখা

ফলাফল : এস. এস. সি-২০০৩

বিভাগ	A+	A	A-	B	C	D	F	মোট পরীক্ষার্থী	পাসের হার
বিজ্ঞান	১৫	৮৪	০১	-	-	-	-	১০০	১০০%
মানবিক	-	১৩	১৬	০১	-	-	-	৩০	১০০%

ফলাফল : এইচ. এস. সি-২০০৩

বিভাগ	গ্রেড							মোট পরীক্ষার্থী	পাসের সংখ্যা	পাসের হার
	A+ 5	A 4+	A- 3.5+	B 3+	C 2+	D 1+	F			
বিজ্ঞান	-	৬৯	৩৭	৮	-	-	-	১১৪	১১৪	১০০%
মানবিক	-	৪	৯	১৭	২০	-	১	৫১	৫০	৯৮%

দিবা শাখা

ফলাফল : এস. এস. সি-২০০৩

বিভাগ	A+	A	A-	B	C	D	F	মোট পরীক্ষার্থী	পাসের হার
বিজ্ঞান	১৭	৩১	-	-	-	-	-	৪৮	১০০%
ব্যবসায় শিক্ষা	-	২০	০৩	০১	-	-	-	২৪	১০০%

ফলাফল : এইচ. এস. সি-২০০৩

বিভাগ	গ্রেড							মোট পরীক্ষার্থী	পাসের সংখ্যা	পাসের হার
	A+ 5	A 4+	A- 3.5+	B 3+	C 2+	D 1+	F			
বিজ্ঞান	-	৩৮	৩৬	১৭	২	-	৩	৯৬	৯৩	৯৭%
ব্যবসায় শিক্ষা	-	৩	১৭	২৬	১১	-	২	৫৯	৫৭	৯৬.৬%

কুদরত-ই-খুদা হাউসের ছাত্রদের মাঝে হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটর

জয়নুল আবেদিন হাউসের ছাত্রদের মাঝে হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটর

ফজলুল হক হাউসের ছাত্রদের মাঝে হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটর

নজরুল ইসলাম হাউসের ছাত্রদের মাঝে হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটর

লালন শাহ্ হাউসের ছাত্রদের মাঝে হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটর

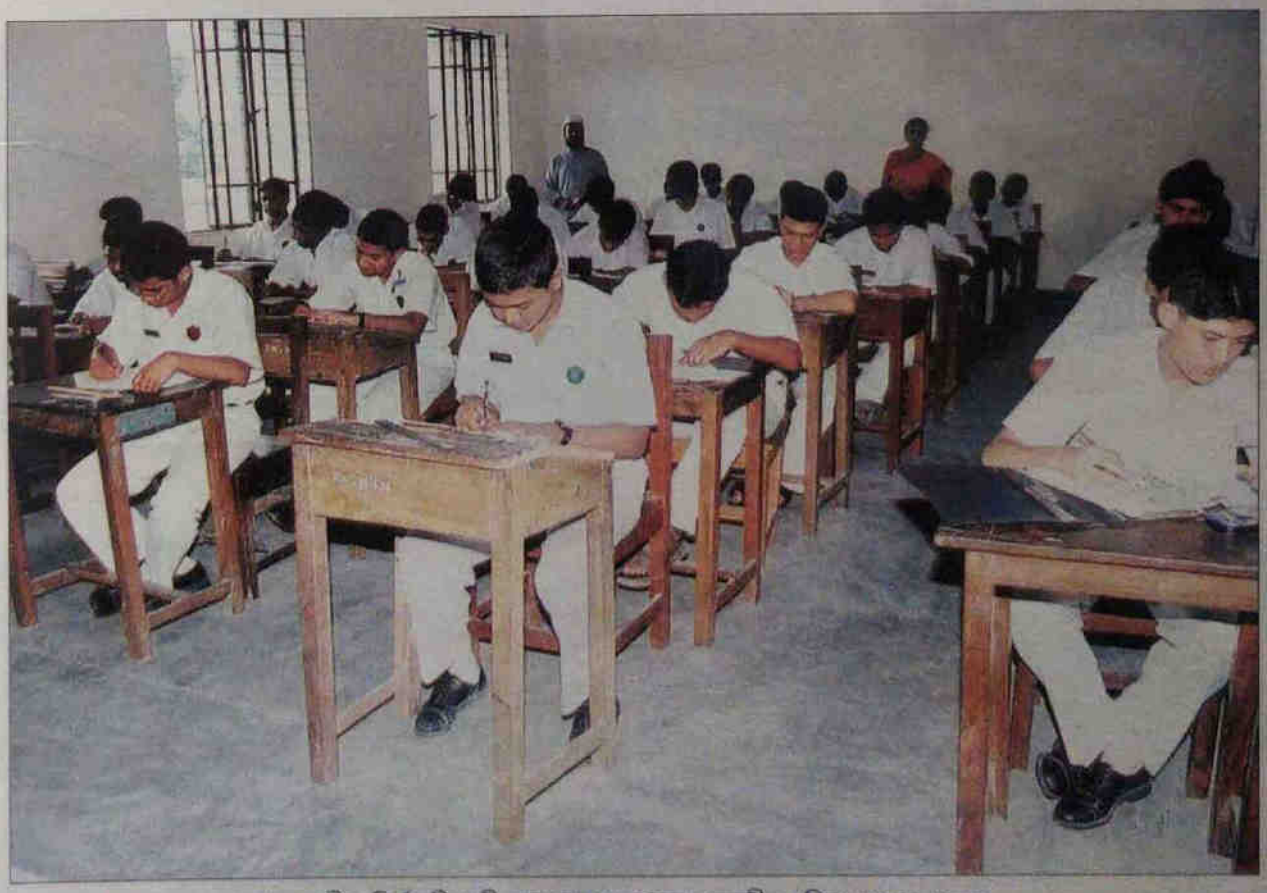

দশম শ্রেণীর নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণরত প্রভাতী ও দিবা শাখার ছাত্ররা

পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগারে শিক্ষারত ছাত্রবৃন্দ

রসায়ন বিজ্ঞান গবেষণাগারে শিক্ষারত ছাত্রবৃন্দ

জীববিজ্ঞান গবেষণাগারে শিক্ষারত ছাত্রবৃন্দ

ভূগোল গবেষণাগারে শিক্ষারত ছাত্রবৃন্দ

গণিত গবেষণাগারে শিক্ষারত ছাত্রবৃন্দ

পরিসংখ্যান গবেষণাগারে শিক্ষারত ছাত্রবৃন্দ

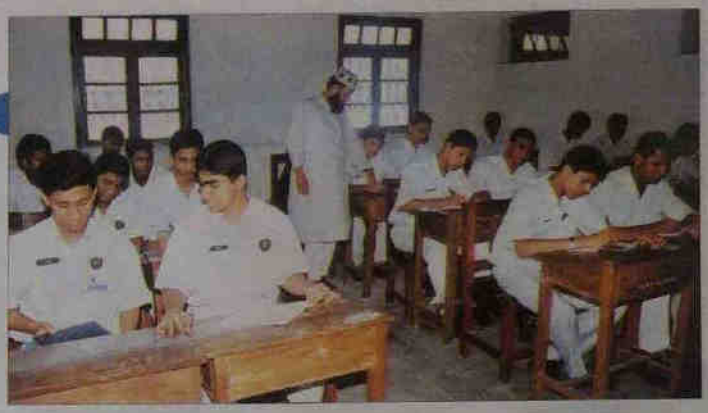

কম্পিউটার গবেষণাগারে শিক্ষারত ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা

কলেজ গ্রন্থাগারে অধ্যয়নরত ছাত্রবৃন্দ

ছাত্রদের শরীর চর্চার খণ্ডচিত্র-১

ছাত্রদের শরীর চর্চার খণ্ডচিত্র-২

কলেজ ফুটবল দল

কলেজ ক্রিকেট দল

কলেজ হকি দল

কলেজ বাস্কেটবল দল

কলেজ ভলিবল দল

কলেজ বাদক দল

কলেজ হাসপাতাল

কলেজের বিজ্ঞান মেলায় উপস্থাপিত দুটি প্রকল্প

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় "যেমন খুশি তেমন সাজো"
(ডেঙ্গুমশা ও রোগী)

মহানগর আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার রানার আপ ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ দলের সাথে মাননীয় পানিসম্পদ মন্ত্রী হাফিজ উদ্দিন (বীরবিক্রম), এম. পি., মাননীয় ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ফজলুর রহমান, এম.পি. ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি এস. এ. সুলতান, এম.পি

মাননীয় পানিসম্পদ মন্ত্রী হাফিজ উদ্দিন (বীরবিক্রম), এম.পি'র নিকট থেকে মহানগর আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার ম্যান অব দি ম্যাচ ট্রফি গ্রহণ করছে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ দলের খেলোয়াড় নজরুল ইসলাম

স্কুল ও কলেজ কুইজ দলের সাথে অধ্যক্ষ ও মডারেটর

৮ম জাতীয় টেলিভিশন স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ-এর স্কুল শাখার তার্কিকদের সাথে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক এম মনিরুজ্জামান মিঞা এবং প্রতিযোগিতার পরিকল্পনাকারী ও নির্দেশক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ

কলেজ পরিদর্শন শেষে পরিদর্শক বইয়ে স্বাক্ষর করছেন মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ. ন. ম. এহসানুল হক মিলন, এম. পি. পাশে রয়েছেন কলেজের বোর্ড অব গভর্নরসের মাননীয় সভাপতি ও শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম ও কলেজের অধ্যক্ষ

কলেজ মসজিদে জুমা'র নামায

কলেজের সাপ্তাহিক সমাবেশ

২০০৩ সালের এস.এস.সি. পরীক্ষার জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৩২ জন ছাত্রের সাথে কলেজের বোর্ড অব গভর্নরসের সভাপতি মাননীয় শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম, সদস্যবৃন্দ ও অধ্যক্ষ

ইসলাম শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ হেমায়েত উদ্দীন ও গ্রন্থাগারিক শীলব্রত চৌধুরীর বিদায় সংবর্ধনা

অফিস কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের মাঝে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও আহবায়ক

- চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীবৃন্দের মাঝে অধ্যক্ষ, উপাধ্যাক্ষ ,আহবায়ক ও কর্মকর্তাবৃন্দ

চতুর্থ শ্রেণীর হাউস কর্মচারীবৃন্দের মাঝে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ,আহবায়ক ও কর্মকর্তাবৃন্দ

ছড়া ও কবিতা

ঈদ

রাহবার আফরোজ
কলেজ নম্বর : ৮৮১৯
শ্রেণী : তৃতীয়, শাখা : খ

ঈদ এল ভাই, ঈদ এল,
মনের দুঃখ সব গেল
আমি পেলাম রঙ্গীন জুতো
ভাই একটি শার্ট পেল
ঈদ এল ভাই, ঈদ এল
খুশির চোটে মন চাহে,
এখনি যাই ঈদগাহে।

বিয়ে বাড়ি

সালেহিন রহমান খান
কলেজ নম্বর : ৯০২৯
শ্রেণী : তৃতীয়, শাখা : খ

বিয়ে বাড়ি খেতে গেলাম
হাঁড়ি হাঁড়ি মিষ্টি,
এমন সময় শুরু হল
জোরে সোরে বৃষ্টি।
তাড়াতাড়ি হাঁটতে গিয়ে
গেলাম আমি পড়ে,
তাই না দেখে সবাই—
শুধুই হেসে মরে।

বাঘ মামা

জান্নাতুন নাঈম
কলেজ নম্বর : ৮৫৩৯
শ্রেণী : চতুর্থ, শাখা : ক

বাঘ মামা ঢাকা যাবে
সঙ্গে নিবে কারে।
শিয়ালকে নিয়ে গেলে ঢাকা
ঠকতে হবে তারে।
হরিণকে নিয়ে গেলে ঢাকা
খেতে ইচ্ছে করবে।
কারে নিয়ে যাবে ঢাকা
সেই চিন্তায় মরে।

মনে মনে

আব্দুল্লাহ আল মামুন
কলেজ নম্বর : ৮৫৭১
শ্রেণী ঃ চতুর্থ, শাখা : ক

মনে মনে ভাবছি আমি
একটা কিছু করব।
যা করব তা আমি,
মনে মনেই রাখব।
গড়ব আমি বিশাল প্রাসাদ
আমি থাকব তার মালিক,
মা বাবাকে রাখব সেথায়,
রক্ষী রাখব হাজার হাজার সৈনিক।
তার সামনে রাখব আমি,
বিশাল বড় পুকুর।
ভাইবোন মিলে করব আমি,
গোসল প্রতি দুপুর।

মাছরাঙ্গা

মোঃ ফয়েজ আহম্মেদ
কলেজ নম্বর : ৮৫৪৭
শ্রেণী : চতুর্থ, শাখা : খ

মাছরাঙ্গা! মাছরাঙ্গা!
কামরাঙ্গা খাবে?
মাছ খাওয়া একদম
তবে ভুলে যাবে।
মাছ ধরা মুশকিল;
মাছ যায় পালিয়ে।
তাই বলি ফল খাও
ঠোঁট দুটি শানিয়ে।

আরবি হরফের ছড়া

রকিবুল হাসান
কলেজ নম্বর : ৮৯৬০
শ্রেণী : চতুর্থ, শাখা : খ

আলিফ, বা, তা, সা,
বেহেশতী জবান আরবি ভাষা।
জীম, হা, খা, দাল,
আল্লাহর দেয়া জানমাল।
যাল, রা, যা, সীন,
রবের তৈরি রাতদিন।
শীন, ছোয়াদ, দোয়াদ, তোয়া,
মাবুদ খুশি চাইলে দোয়া।
যোয়া, আইন, গাইন, ফা,
দিবেন আল্লাহ চাইবে যা।
ক্বাফ, কাফ, লাম, মীম,
বিশ্বনবী আল আমীন।
নূন, ওয়াও, হা, হামযা, ইয়া
রাখব নাকো দিলে রিয়া।

আজকে ছুটি

নূর ইসলাম
কলেজ নম্বর : ৮৯৮০
শ্রেণী : চতুর্থ, শাখা : খ

করছি খেলা
যাক্ না বেলা,
ভাসছে মনে পুলক ভেলা—
আজ ভুলেছি সব
আয় ছুটে আয় সবাই মিলে
করবো কলরব।
শাসন ভুলে
দুয়ার খুলে
নাচবো শুধুই হেলে-দুলে—
গাইব সুখে গান।
দখিন হাওয়ার পরশ পেয়ে
মুখর হবে প্রাণ।

ঘড়ি

আবিদ আল নাফিস
কলেজ নম্বর : ৮৫৪৬
শ্রেণী : চতুর্থ, শাখা : খ

ঘড়ির আছে তিনটি ছেলে
খেলে হেলেদুলে।
একটার নাম ঘণ্টা
যায় না বোঝা তার মনটা।

মিনিট হল একটা
চকলেট খায় দুইটা।
সেকেন্ড চলে তাড়াতাড়ি
করে বেশি বাড়াবাড়ি।

নামায

মোঃ ফাহিম সিদ্দিকী
কলেজ নম্বর : ৮৬৪২
শ্রেণী : চতুর্থ, শাখা : খ

মাগো আমি পড়ব নামায,
উঠব সকাল বেলা।
মুয়াজ্জিনের আযান আমি
করবো না আর হেলা।
শীতের দাপট যতই থাকুক,
পড়ব আমি নামায।
টাকা পয়সা যতই থাকুক
হবে না তাতে শান্তি,।
ইবাদত করলে পাব
আখিরাতে শান্তি।

ঘড়ির চলা

মাসায়েদ বিন হোসাইয়ার
কলেজ নম্বর : ৮৯৮৭
শ্রেণী : চতুর্থ, শাখা : খ

ঘড়ি চলে
টিক টিক।
সময় তার
ঠিক ঠিক।
দম নিয়ে ব্যাটারিতে
চলে অবিরাম।
এমনি করে বছর ঘুরে
আসে শতাব্দী।
ঘড়ি থেকে জানতে পারি
দিন রাত্রির গতি।

ইতিহাস

ফেরদৌস আহমেদ
কলেজ নম্বর : ৮৫২৯
শ্রেণী : চতুর্থ, শাখা : খ

ছোটদের ইতিহাস
বিজ্ঞান বিশ্বাস,
জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে
প্রতিটি নিঃশ্বাস।
এই বই, সেই বই
কত বই পড়া,
মাঝে মাঝে রয়েছে
সুন্দর ছড়া।
আমি ইতিহাস
দারুণভাবে পড়ি,
ইতিহাস বিশ্বাস
কেবল আমি করি।

সোনার বাংলাদেশ

সিফাত-ই-মঞ্জুর
কলেজ নম্বর : ৮৬৩১
শ্রেণী : চতুর্থ, শাখা : খ

ছোট হলেও দেশটি মোদের
সোনার বাংলাদেশ
নানান জিনিস আছে দেশে
দেখতে লাগে বেশ ॥

সোনার ফসল ফলে মাঠে
গাছে ফোটে ফুল
বর্ষাকালে দেখতে ভাল
ভরা নদীর কূল ॥

কৃষকেরা লাঙ্গল দিয়ে
জমি করে চাষ
স্বাধীনভাবে চলে তারা
শান্তি বারো মাস ॥

নদীর বুকে নৌকা চলে
মাঝিরা গায় গান
সেই গানেতে জুড়িয়ে ওঠে
সকল লোকের প্রাণ ॥
মাছ ধরা জেলের পেশা
আরেক দিকে নেশা
যার যে কাজ তা করলেই
তাকে বলে পেশা ॥

মাঠে মাঠে গরু চরায়
রাখাল বাজায় বাঁশি
রাখাল হলেও দেশের ছেলে
তাইতো ভালবাসি ॥
বাংলা মোদের জন্মভূমি
ছোট একটি দেশ
বিশ্বের ভিতর দেখার মত
সোনার বাংলাদেশ ॥

মায়ের দোয়া

ফয়সাল রহমান
কলেজ নম্বর : ৮৫৬৯
শ্রেণী : চতুর্থ, শাখা : খ

মাগো আমায় ক্ষমা করো
দুষ্ট ছেলে আমি,
কষ্ট তোমায় দিচ্ছি কত
তুষ্ট তবু তুমি।
আমার চোখে তোমার মত
কোথাও কেহ নাই,
তোমার দোয়া নিয়ে মাগো
বড় হতে চাই।

জনাব মশা

ফারদীন রহমান
কলেজ নম্বর : ৯০৭০
শ্রেণী : চতুর্থ, শাখা : গ

আমার নাম মশা
বাঁশবাগানে বাসা,
কামড় দেয়া পেশা
রক্ত খাওয়া নেশা।
টিকটিকিটা যম,
আমার রক্ত মাংস কম।
মানুষের ঘরে ঢুকি
ফাঁকি দিয়ে থাকি।
ছড়িয়ে দেয় মরটিন
আমি মরি না কোনদিন।
এখন আমি যাই
সবাইকে বাই বাই।।

পেপসি

হায়দার মোহাম্মদ তানভীর
কলেজ নম্বর : ৮৫৭০
শ্রেণী : চতুর্থ, শাখা : গ

Pepsi খেতে ভারি মজা,
Pepsi আমার চাই।
Pepsi থেকে মজার কিছু,
অন্য জিনিস নাই।

খাওয়ার পরে Pepsi আমার
খেতে ভারি লাগে।
Pepsi অনেক মজার জিনিস,
সবাই খেতে চায়।
তাই Pepsi খেতে আমারও ভাল লাগে।

ঋতু

রিফাত বিন হাসান
কলেজ নম্বর ৮৫৮২
শ্রেণী : চতুর্থ, শাখা : গ

গ্রীষ্ম আসে রোদ নিয়ে
আনে নানা ফল,
বর্ষা এলে সব ভিজে যায়
বলব কি তা বল।
ভাদ্র ও আশ্বিনে শরৎ যে ভাই আসে
শরতে নদীর কূল ভরা সাদা সাদা কাশে।
হেমন্ত যে আসে রে ভাই
মটরশুঁটির হাত ধরে।
শীতকালে যে সবারই
শীত করে।
বসন্তটা থাকে যে ভাই
ফুলে ফুলে ভরা
ও ভাই মাতৃভূমি বাংলা
আমার ঋতুতে যে সেরা।

আধুনিক মনার ছড়া

সাকিব বিন আনোয়ার
কলেজ নম্বর : ৮৬৩০
শ্রেণী : চতুর্থ, শাখা : গ

মনারে মনা কোথায় যাস
সুন্দর বনে কাটতে গাছ।
গাছ কি হবে ? করব পাচার
গড়ব টাকার বিশাল পাহাড়।
টাকা কি হবে ? বলো কি তুমি
টাকা ছাড়া সব মরুভূমি।
বানাব আমি হাজার বাড়ি
থাকবে গাড়ি সারি সারি।
কিনব আমি নতুন কার
যাব হোটেল ফাইভস্টার।

দেশ ও ভাষা

মোঃ সাইয়্যেদুর রহমান
কলেজ নম্বর : ৮২৬৪
শ্রেণী : পঞ্চম, শাখা : ক

একটি দেশ—
সে যে আমার বাংলাদেশ।
একটি ভাষা—
সে যে আমার বাংলাভাষা।
স্বাধীনতা এনেছে যাঁরা
আমাদের কাছে ধন্য তাঁরা,
আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় তাঁরা
আমরা তাঁদের ভুলব না।

ঢাকা শহরের খবর

মোঃ রেজওয়ানুল হক
কলেজ নম্বর : ৮২২৪
শ্রেণী : পঞ্চম, শাখা : ক

ঢাকা, ঢাকা, ঢাকা শহর
ঢাকা আমাদের শহর।
এই শহরে ঘটছে কত
ছিনতাই অহরহ।
এই শহরের কত ম্যানহোলের
ঢাকনা খোলা।
সেই ম্যানহোলে পা পড়ে হয়
কারও পা খোঁড়া।
এই শহরে আছে কত,
রাস্তা ভাঙ্গাচুরা।
সেই রাস্তায় চলতে গিয়ে
হয় কত দুর্ঘটনা।
এই শহরে আছে কত
গুন্ডাদের ফাঁদ।
তবু ঢাকা ভালোবাসি,
আমি ছাহাদ।

খেলার মেলা

মোঃ আর রাফি
কলেজ নম্বর : ৮২১২
শ্রেণী : পঞ্চম, শাখা : ক

ক্রিকেট একটি খেলা
জগৎ জুড়ে ক্রিকেটের মেলা।
আরও আছে ফুটবল।
সবাই শুধু বলে—
খেলা দেখতে চল।
খেলার মাঠে খেলোয়াড়রা।
দেখায় দারুণ খেলা।
তাই তো বলি—
জগৎ জুড়ে খেলার মেলা।

পড়ার ভয়

শরীফ রকিবুল হাসান
কলেজ নম্বর : ৮২৫০
শ্রেণী : পঞ্চম, শাখা : ক

পড়ার কথা শুনলে আমার
গায়ে আসে জ্বর
বইকে আমার যমের মত
লাগে ভীষণ ডর।
সকাল বেলা আম্মা বকে
বিকেল বেলা ভাই,
রাত্রি হলে অমনি আবার
বাবার বকা খাই।
এখন থেকে ঠিক করেছি
সময় মত পড়ব,
নিজের হাতে আমি আমার
জীবনটাকে গড়ব।

নেইক মানা

মোঃ তানজীম আলম
কলেজ নম্বর : ৯০৯৯
শ্রেণী : পঞ্চম, শাখা : ক

নেইক মানা শহর ঢাকায়
ফেলতে থুথু রাস্তায়
নেইক মানা ফেলতে ময়লা
ডাস্টবিনের পাশের জায়গায়।

নেইক মানা রাস্তা ঘাটে
ট্রাফিক আইন অমান্যতে
নেইক মানা ফুটপাতে-তে
আকাশতলে হাট বসাতে।
নেইক মানা ভিড় জমাতে
নেইক মানা গান বাজাতে
নেইক মানা কোন কিছুতে
মারতে যে ঢিল আম গাছেতে।

নেইক মানা হাসতে যেতে
নেইক মানা কাঁদতে,
নেইক মানা কোন খাবার
কাউকে কিছু সাধতে।

সবাই যাতে পায়

মেহেদী হাসান
কলেজ নম্বর ঃ ৯১০৬
শ্রেণী : পঞ্চম, শাখা : ক

গনগনে গ্রীষ্মে ও
কনকনে শীতে
চলে জোর গবেষণা
ল্যাবরেটরিতে।
ভাগ্যিস চলে সেটা
দেশে-দেশে তাই
বের হয় অসংখ্য
রোগের দাওয়াই।
সে দাওয়াই সবাই
যাতে পায় তার
উপায়টা এই বারে
করো দেখি বার।
তাহলেই দেখবে যে
চিকিৎসা ছাড়া
কোনোখানে কেউ আর
যাচ্ছে না মারা।

সন্ত্রাস

মুইন রাহমান
কলেজ নম্বর : ৯০৮৬
শ্রেণী : পঞ্চম, শাখা : ক

ঐ দেখা যায় তাল গাছ,
ঐ আমাদের হল
ঐ খানেতে বাস করে সন্ত্রাসীর দল।
ও সন্ত্রাসী তুই খাস কি ?
টাকা দিয়ে করিস কি ?
টাকা আমি চাই না
অস্ত্র আমি পাই না
একটা যদি পাই
অমনি ধরে মানুষ মেরে গাপুস গুপুস খাই।

রংধনু

মোঃ ইব্রাহীম মারুফ
কলেজ নম্বর : ৮২১৭
শ্রেণী : পঞ্চম, শাখা : ক

রংধনুর সাতটি রঙে
মন ভুলেছে আজ,
ওরে খোকন সোনা ওরে
ঘুড়ি উড়া আজ।
আকাশ জুড়ে মেঘের মাঝে
সাতটি রঙের খেলা,
রঙে রঙে চারিদিকে
জমলো মেঘের খেলা।
মেঘের আভাস পেলেই তবে
রং উঠেছে সবে,
খোকন সোনা দেখছে না আজ
মেঘ এল যে কবে।
তাইতো বলি খোকন সোনা
শুনে যারে আজ,
গগন জুড়ে মেঘের মেলায়
পড়ছে শুধু বাজ,
ওরে খোকন, সোনা ওরে
ঘুড়ি উড়া আজ।

মানুষ

আমিরুল ইসলাম
কলেজ নম্বর : ৮৩১৮
শ্রেণী : পঞ্চম, শাখা : খ

কিছু মানুষ মন্দ ভারী
কিছু মানুষ ভালো,
কিছু মানুষ পাপাচারী
নেই হৃদয়ে আলো।
কিছু মানুষ ফুলের অধিক
কিছু মানুষ মানব
কিছু মানুষ হয় পাশবিক
কিছু মানুষ দানব।
কিছু মানুষ আছে উদার
কিছু মানুষ শুদ্ধ
কিছু মানুষ ঘনায় আঁধার
বাধায় শুধু যুদ্ধ।

বৃষ্টি

জোবায়ের আল বায়েজীদ
কলেজ নম্বর : ৮২১০
শ্রেণী : পঞ্চম, শাখা : ক

বৃষ্টিতো সারাদিন টুপটাপ পড়ছে
নদী নালা, মাঠ ঘাট থই থই করছে।
মাছেরা সবাই এদিক ওদিক ঘুরছে
ব্যাঙেরা মনের সুখে আনন্দ করছে।
নদী-নালা-খাল-বিল পানিতে ভরছে
ব্যাঙেরা আনন্দে নিজ আবাস গড়ছে।
গাছের পাতাগুলো জোরসে নড়ছে
ফলগুলো টুপটাপ মাটিতে পড়ছে।
অনেকেই বৃষ্টিতে মজা করে ভিজছে
বৃষ্টিতো সারাদিন টুপটাপ পড়ছে।

শিশু

মোস্তাফা রায়হান
কলেজ নম্বর : ৮০৪২
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : ক

এই দেশেতে কত না শিশু
রয়েছে অনাহারে,
কত যে শিশু রয়েছে পড়ে
ফুটপাতের ঐ ধারে।
রোদে পুড়ে, হাতুড়ি হাতে
সারাদিন কাজ করে,
নেই তাদের কোন আশা-ভরসা
পায় না একটু স্নেহ ভালবাসা।
তাদের আদর করে কেউ ডাকে না
তাদের সুখের কথা কেউ বলে না।

মশার সাথে যুদ্ধ

সোহেবুর রহমান
কলেজ নম্বর : ৭৯৬১
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : খ

মশার সাথে যুদ্ধ করে
পারবে নাকি কেউ ?
তাইতো মশার কামড় খেয়ে,
কাঁদছে হাউমাউ।
পারবে নাকি বুশ-ব্লেয়ার ?
পারবে কোনো বাবু ?

মশার ঔষধ না থাকলে
তারাও হবে কাবু।
যুদ্ধ যদি করতে চাও
কর এদের সাথে।
মানুষ নয়, রাজ্য নয়
বিশাল এদের বংশ
আগে কর ধ্বংস।

আজব ভ্রমণ

আদীব আহমেদ
কলেজ নম্বর : ৯০৮০
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : গ

এক লাফে টেকনাফ,
দুই লাফে তেঁতুলিয়া,
তিন লাফে ভারত,
চার লাফে লিবিয়া।
ঠিক করে তারা দুইজন
আশু ও লিয়া,
মিষ্টি পান খাবে
জাপানে গিয়া।
পাঁচ লাফে জাপান
ছয় লাফে চীন,
চীনে গিয়ে বাজায় তারা
বাংলাদেশের বীণ।

রাসূলের শিক্ষা

মোঃ রায়হান সাগর
কলেজ নম্বর : ৯১৩৪
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : খ

রাসূল আমায় শিক্ষা দিলেন
সত্য কথা বলতে
রাসূল আমায় শিক্ষা দিলেন
ন্যায়ের পথে চলতে।
রাসূল আমায় শিক্ষা দিলেন
মিথ্যে বলা বাদ
শিক্ষা দিলেন কারো কাছে
না পাততে হাত।
রাসূল আমায় শিক্ষা দিলেন
কোরআন হাদিস পড়তে
সেই আলোতে সবার সেরা
মানব জীবন গড়তে।

প্রকৃতি

রিয়াসাদ নূর
কলেজ নম্বর : ৮৯৫২
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : গ

ভোমরা উড়ছে ফুলে ফুলে
আমরা গাইছি দুলে দুলে
প্রজাপতি উঁকি মেরে টুক দিয়ে যায়
আয় সবে ছুটে আয়।
দোয়েল নাচে ডালে ডালে
ফিঙে হাসে গানের তালে
মাছ রাঙা ডুব দিয়ে মাছ নিয়ে যায়
সবে ছুটে আয়।
সোনা রোদ আলো দিয়ে যায়,
মাছেরা সব তাকায় ঘুমায়
ঘুম ভাঙা চোখ দুটো রঙ এঁকে যায়
আয় সবে ছুটে আয়।

হাত দিয়ে

মোঃ তানভীর হোসেন
কলেজ নম্বর : ৭৯৪৭
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : গ

হাতদিয়ে কত কিছু
কত মাতামাতি
এই ধর দুষ্টুরা
করে হাতাহাতি।
পোশাকেই দু'টো আছে—
হাফ্ আর ফুল
আরো হাতা আঁটোসাঁটো
খাটো আর ঝুল।
হোটেলেতে এক হাতা
মানে এক বাটি
এক হাত দেখে নেব
বলে মারে চাটি।
বাম হাত কেউ যদি
করে কোন খেল…
নিস্তার নেই নেই
সরাসরি জেল।
হাত দিয়ে কত শত
ছড়া লেখা হয়,
সেই ছোট ছড়াটাই
কত কথা কয়।

বাংলাদেশের মাটি

মোঃ আদনান ইসলাম খান
কলেজ নম্বর : ৮০২০
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : গ

পূর্ব দিকে সূর্য ওঠে
বাগানেতে ফুল ফোটে
মাঠে মাঠে ধান, পাট
কৃষকেরা কাটে,
বাংলাদেশের মাঠে।
হাট বাজারে মানুষের মেলা
ছেলে-মেয়েরা করে খেলা,
দুপুর বেলা কড়া রোদে
কৃষকের বুক ফাটে
বাংলাদেশের মাঠে।

নবীন

এ. আর. মোঃ ফয়সাল
কলেজ নম্বর : ৭৯৮৩
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : গ

শোন হে নবীন,
আমরা এদেশ করেছি স্বাধীন,
আমরা হাতে তুলে নিয়েছিলাম অস্ত্র
হানাদারদের বিরুদ্ধে করেছি যুদ্ধ।
শোন হে নবীন,
আমরা তিরিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে
করেছি এদেশ স্বাধীন
এবার তোমাদের হাতে তুলে দিলাম
এদেশ, হে নবীন।

পরীক্ষার ফল

রিফাত আল শাহরিয়ার
কলেজ নম্বর : ৭৯৮২
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : গ

আব্বা শুধাল, পেলি নাকি
পরীক্ষার ফল ?
পাস করেছিস ? কেমন হল—
রেজাল্টটা তোর বল।
ছেলে বললে, গেল বছর
বৃথাই গেল আশ,
আচ্ছা, এবার ভাল রকম
করি যদি পাস ?

আব্বা বলেন, পাসের খবর
শোনাস যদি মোরে
আনন্দে আজ মরেই যাব
সত্যি বলছি ওরে।

ছেলে বলল, ওটাই আমার
বড় বাধা আব্বা,
তুমি মরবে চাইনি আমি
তাই মেরেছি ডাব্বা।

বারো ভূতের খেলা

চৌধুরী ফয়সাল হাসান
কলেজ নম্বর : ৯০৪৬
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : গ

খেলার মাঠে ভূত নেমেছে
চলছে ভূতের খেলা,
শূন্য মাঠে গোল দিয়ে যায়
তপ্ত দুপুর বেলা।
রেফারি কেউ আছে কিনা
যায় না বোঝা ছাই,
মাঠ জুড়ে তাই অনিয়মের
নিয়ম দেখতে পাই।
এমনি ভাবে একে একে
নষ্ট হবে সকল।
সবকিছু কি বারো ভূতেই
করবে জবর দখল?

এসব কেন ?

মোঃ হাসিবুল হাসান
কলেজ নম্বর : ৭৮৫১
শ্রেণী : সপ্তম, শাখা : গ

তুমি যখন কাকা ডাকো
ভীষণ ভালো লাগে
কাকে যখন কাকা ডাকে
কাঁপতে থাকি রাগে।
ভেড়া যখন ভ্যা ভ্যা করে
বিড়াল ডাকে ম্যাও
তোমরা অমন ভ্যা ভ্যা রেখে
এখন খাবার দাও।
ভালোই লাগে গুন গুনানি
পান্তা ভাতে নুন
গুনগুনিয়ে ডাকলে মশা
মাথায় চাপে খুন।

ভাল ব্যবহার

রাফিউল হোসেন শিহাব
কলেজ নম্বর : ৯১৪৫
শ্রেণী : সপ্তম, শাখা : ক

সকলের সাথে কর ভাল ব্যবহার
সওয়াবের কাজ অতি,
মানুষের মনে সুখ দিলে ভাই
হয় না কখনও ক্ষতি।
সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে
আদেশ করেছেন বিধাতা,
তারই সম্মানে, মোদের কল্যাণে
মোরা মানবো সেকথা।
এই ধরণীর সকলেই ভাই
স্রষ্টার সৃষ্টি,
বিধাতা সকলকে দিয়েছেন তার
আপন দৃষ্টি।
সকল সৃষ্টির প্রতিই তোরা
ভাল ব্যবহার কর,
মরণের পরে আল্লাহ তোদের
কভু করিবেন না পর।
ভাল ব্যবহার উন্নতির সোপান
মনে রেখ এ কথা,
মনের ভুলেও তোমরা কারো মনে
কভু দিও না ব্যথা।
ভাল ব্যবহার কর তোমরা
এটাই আমার শেষ কথা,
মরণের পরেও তবে এ ধরণী
মনে রাখবে তোমার কথা।

সত্য-মিথ্যা

মো: ইশতিয়াক হোসেন
কলেজ নম্বর : ৭৭১৩
শ্রেণী : সপ্তম, শাখা : ক

সত্য সত্য সত্যের জয় ;
সত্য কথায় নেই কোন ভয়।
মিথ্যা বলে ভাবো যদি
নিজেকে করেছ জয়,
তবে সেই মিথ্যা আনবে তোমার
জীবনের পরাজয়।
মিথ্যা যে জন ঘৃণা করে
সত্য কথা কয়,
সেই জন যেন করল দমন
জীবনের পরাজয়।
পার্থিব এই ক্ষুদ্র জীবনে
শান্তি যদি চাও,
নির্দ্বিধায় ভয় না পেয়ে
সত্য বলে যাও।

মিথ্যার নেই জয় ;
মিথ্যা ছেড়ে সত্য বলতে
করো না সংশয়।

ফুটবল বিশ্বকাপ–২০০২

নাবীল আল জাহান
কলেজ নম্বর : ৭৬৯১
শ্রেণী : সপ্তম, শাখা : গ

টপ ফেবারিট ছিল
সেবার আর্জেন্টিনা
কাপ যে যাবে তাদের ঘরে
বাজবে জয়ের বীণা।
ব্রাজিলও ছিল টপ ফেবারিট,
ছিল পর্তুগালও,
ইংল্যান্ডও ছিল লিস্টিটাতে,
ভর্তি ফ্রান্সের থালও।
ইটালিও ছিল ৮টি দলের
ফেবারিটের লিস্টিতে,
জার্মানিও উপস্থিত ছিল
ফেবারিটের বৃষ্টিতে।
আরও ছিলো ফেবারিটের
তবলা নিয়ে স্পেন,
কিন্তু প্রথম ম্যাচেতেই
খুলল অঘটনের চেন।
আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, পর্তুগাল
চলে গেল বিসমিল্লায়,
দর্শকদের মাথায় হাত
রব উঠল হায় হায়।
অতঃপর বিদায় নিল
ইংল্যান্ড, ইটালি, স্পেন,
ভুল হল সকলের গণনা
আর ধারণা ধ্যান।
তৃতীয় হল তুরস্ক;
চতুর্থ হল কোরিয়া।
ব্রাজিল-জার্মানি ফাইনালে,
রোনাল্ড-কানের হাত ধরিয়া।
শেষ হল এভাবে
অঘটনের বিশ্বকাপ:
চ্যাম্পিয়ন হল ব্রাজিল,
জার্মানি হল রানার আপ।

সন্ত্রাস

এ.বি.এম. তানভীর পাশা
কলেজ নম্বর : ৯১২৫
শ্রেণী : সপ্তম, শাখা : ক

কুরুরু কুক কুরু কুরু,
মনটা করে দুরু দুরু।
শুধু সন্ত্রাসেরই ভয়ে,
ভেবে পাই না দেশটা নষ্ট
হয়ে গেল কোন্ সময়ে।
পথ ঘাট আর বন্দরেতে
রয়েছে যে সন্ত্রাস
এদের ভয়ে মানুষ এখন
চলে ফেরে সাবধানে।
কাকে ধরে, কাকে মারে,
নেই এর কোন ঠিকানা।
পত্রিকাতে দেখি প্রতিদিন।
মরার ছাপাখানা।

পরীক্ষা

মোস্তাক শহীদ
কলেজ নম্বর : ৭৪২৭
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : ক

পরীক্ষাটা সামনে আমার
মাত্র দু'দিন বাকি,
সারা টার্ম গেছে চলে
দিয়েছি শুধুই ফাঁকি।

টেবিলেতে বসি যখন
ঘুরে ওঠে মাথা
বই-এর পাতা খুলে দেখি
সবই নতুন কথা।

খাতার পাতা খুলি যখন
একি দেখি হায়
কাল সকালে পরীক্ষা আমার
কিছুই পড়ি নাই।

পথ না পেয়ে গেলাম আমি
পীর বাবার কাছে
পীর বলে "বাছা তুমি ফিরে দেখ পিছে"
এরপর যদি পরীক্ষাতে
ভাল করতে চাও
ফাঁকি ঝুঁকি আর দেবে না
এবার বাড়ি যাও।

মোনাজাত

মো: শাহ আলম
কলেজ নম্বর : ৯১৪৪
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : গ

ওগো আল্লাহ ! তুমি বড়ই দয়াবান
এইটুকু আমি জানি
তাইতো আমি তোমার দরবারে
দিলাম দু'নয়নের পানি।
ওগো দয়াময় আল্লাহ
দয়া করে কবুল কর আমার মোনাজাত
আমার আম্মুকে দিওগো জান্নাত।
রহমতের সুখ বর্ষণ কর
আমার মায়ের উপর
জান্নাতের সুখ বর্ষণ কর
আমার মায়ের কবর।

আমার শখ

রকিবুজ্জামান মো: আল-মাসুদ
কলেজ নম্বর : ৭৮৩২
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : গ

বড় হয়ে হব পাইলট
এটাই আমার হবি
লিখছি কবিতা, লিখছি গল্প
আঁকছি নানান ছবি।
উড়ব আমি মুক্ত আকাশে
ঘুরব হরেক দেশে
কখনো পাইলট, কখনো যাত্রী
কত রকম বেশে।
সকল দেশে ঘুরে আবার
ফিরবো আমার দেশে
তখন আর রইব নাকো
বিদেশীর বেশে।
বাংলা আমার মাতৃভাষা
বাংলা আমার প্রাণ
তারই জন্য দিতে পারি
প্রিয় আমার জান,
তার তরে যুদ্ধ করে
বাঁচাবো তাহারই মান।
বড় হয়ে হব পাইলট
এটাই আমার হবি
তবুও যদি হতে পারি
মস্ত বড় কবি।

নামতা

রুম্মানুন ইসলাম
কলেজ নম্বর : ৭৪৩৩
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : ক

এক এককে এক
পিছন ফিরে দেখ।
দুই এককে দুই
মশার রাজা লুই।
তিন এককে তিন
খোঁচা দেয় আলপিন।
চার এককে চার
বুশকে ধরে মার।
পাঁচ এককে পাঁচ
গান গেয়ে সব নাচ।
ছয় এককে ছয়
নেইকো কোন ভয়।
সাত এককে সাত
খেতে চাই ভাত।
আট এককে আট
সোজা পথে হাঁট।
নয় এককে নয়
মাস্তান কারে কয় ?
দশ এককে দশ
সোজা হয়ে বস।

আমার বাংলা ভাষা

তামজীদ-উস-সাকিব
কলেজ নম্বর : ৯০৮২
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : ক

বাংলা আমার মায়ের ভাষা
বাংলা আমার প্রাণ,
বাংলায় করি সকল আশা
বাংলায় গাই গান।
বাংলায় আমি কবিতা লিখি
বাংলার আমি কবি,
বাংলা ভাষার বর্ণ শিখি
বাংলায় আঁকি ছবি।
বাংলায় কই মনের কথা
বাংলায় আমি হাসি,
বাংলায় ভুলি সকল ব্যথা
বাংলায় ভালোবাসি।
বাংলায় আমি জন্মেছি মা
বাংলায় যেন মরি,
তোর ঋণ কভু শোধ হবে না
তাইতো তোরে স্মরি।

শিয়ালের কীর্তি

মো: জুলকার নাঈন নিশান
কলেজ নম্বর : ৭৩৮৪
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : খ

শিয়াল যাবে সিডনী
দেখাতে হবে কিডনী,

অনেক টাকা দরকার
ঋণ দেবে এই সরকার।
চাই ভিসা, বিমান ভাড়া,
হঠাৎ কুকুর করল তাড়া
ছুটল শিয়াল জঙ্গলে
জঙ্গল থেকে মঙ্গলে।
তাই কুকুর বসে পৃথিবীতে,
সবাই হাসে তার কীর্তিতে।

ঢাকা শহর ঢাকা

ফুয়াদ হাসান
কলেজ নম্বর : ৭৪০৫
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : খ

হরেক রকম ঢাকনা দিয়ে
ঢাকা শহর ঢাকা,
টাকা ছাড়া এ শহরে
যায় কি বলো থাকা ?
রাস্তা ঘাটে যন্ত্র মানব
করছে আনাগোনা,
ঢাকা শহর ঢেকে রাখে
কালো ধোঁয়া আবর্জনা।

রঙ-বেরঙের মানব-দানব
লক্ষ কোটি মশা,
মশার হুলে শরীর জ্বলে
যায় না শুয়ে থাকা।

ঢাকা সিটি মেগা সিটি
বস্তি দিয়ে ঢাকা,
অট্টালিকার সারি আছে
আছে সোজা বাঁকা।

যানজট

ফুয়াদ হাসান
কলেজ নম্বর : ৭৪০৫
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : গ

বাস, ট্রাক, ঠেলাগাড়ি
নির্ভয়ে কি চলতে পারি ?
অলি গলি বড় রাস্তা
মেগা সিটির চৌরাস্তা।

সকাল থেকে গভীর রাত
যানজটে রাস্তা কাৎ।
ড্রাইভার সব হ্যান্ডসেক করে
পুলিশ ব্যাটা পকেট ভরে।

যাত্রী সকল নিরুপায়
রাস্তাতেই নাস্তা খায়,
নগরবাসী অসহায়
চলার সহজ পথটি চায়।

আর নয়, যুদ্ধ

ত্বাসীন-উস-সাকিব অনন
কলেজ নম্বর : ৯০৮১
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : গ

বিশ্বজুড়ে একটি ধ্বনি,
যুদ্ধ নয়, শান্তি
সবার মনে হোক সম্প্রীতি,
ছোট্ট বড়র প্রেম প্রীতি।
টনি ব্লেয়ার, শ্যারন, বুশ,
আর করো না ঠাসঠুস।
খুব হয়েছে বাড়াবাড়ি,
আসছে পতন তাড়াতাড়ি।
বিশ্বটা আজ ক্রুদ্ধ,
আর নয় যুদ্ধ।

শখ

মো: ইশতিয়াখ ইসলাম
কলেজ নম্বর : ৯০৬৫
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : খ

শখ মানে বুঝলেন
শখ মানে হবি
শখ করে অনেকেই
হয়ে যায় কবি।
কবি হয়ে শখ করে
রাখে দাড়ি চুল
যেমনটি রেখেছিলেন
রবি নজরুল।
শখ করে অনেকেই
কাঁধে নেয় ঝোলা
যেহেতু শখের দাম
৮০ টাকা তোলা।

সুন্দরী মেয়েদের
Favourite শখ
আঙ্গুলে পুষে রাখে
বড় বড় নখ।

নখ যেন নখ নয়
পাঁচ জোড়া ছুরি
রেগে গেলে ছিঁড়ে নেয়
ছেলেদের ভুঁড়ি।

কারো শখ বই পড়া
কারো আঁকাআঁকি
শখ করে বড়শীতে
কেউ মারে টাকি।
শখ করে কেউ আবার
টান দেয় বিড়িতে
শখ থেকে ধীরে ধীরে
উঠে যায় সিঁড়িতে

আমার একটা শখ
হয়নি যে পূরণ
নিজের ইচ্ছামত
চলি সারাজীবন।

স্মৃতিময় নদী

খালিদ বিন ইউসুফ
কলেজ নম্বর : ৭১৭৮
শ্রেণী : নবম, শাখা : খ (বিজ্ঞান)

দূরে নাকি বহুদূর
যায় নাতো ভোলা
নদীটির নাম হলো
কীর্তনখোলা।

এক পাশে বড় নদী
এক পাশে চর
সেই চরে মানুষের
ছোট ছোট ঘর।

ছোট ছোট ঢেউ এসে
দেয় শুধু দোলা
নদীটির নাম হলো
কীর্তনখোলা।

পাখি ডাকে, সিটি দেয়
ইস্টিমারে
সেই নদী স্মৃতি হয়ে
ডাকে আমারে।

পাল তোলা নৌকাতে
চাঁদ জাগা রাতে
কত স্মৃতি আছে সেই
নদীটির সাথে।

সেই দিন

ওয়াহিদ আনাম
কলেজ নম্বর : ৮৫৪৩
শ্রেণী : চতুর্থ, শাখা : ক

তোমার কি মনে পড়ে সেই দিনের কথা ?
যেদিন ঘর ছেড়ে গিয়েছিলাম,
স্বাধীনতার তীব্র যুদ্ধে।
যেদিন শত শত মায়েরা,
কাঁদছিল তাদের সন্তানের মৃত লাশ দেখে।
তোমার কি মনে পড়ে ?
যেদিন শত মা, বোন,
লাঞ্ছিত হয়েছিল হানাদারদের কাছে।
তোমার কি মনে পড়ে ?
শত শত নিষ্পাপ শিশুকে,
প্রাণ দিতে হয়েছিল, সেই কাল রাতে।
তোমার কি মনে পড়ে ?
লাখ, লাখ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছিল,
একমুঠো খাদ্যের জন্য।
তবুও এত কষ্ট করে,
বিজয় এনেছিল তারা,
এটাই মোদের গর্ব।

পড়ালেখা

রাকিব আহমেদ
কলেজ নম্বর : ৭৯৯৫
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : গ

ওহ! কি পড়ালেখা আর লাগে না ভাল,
না পড়লে রেজাল্ট আমার কি হবে তা বল,
পরীক্ষার দিনে পড়ালেখা রাখতে হবে গুছিয়ে,
পরীক্ষার খাতায় দিতে হবে সব কিছু বুঝিয়ে।
পড়া লেখায় থাকতে হবে সব সময়েই বিজি,
না পড়ে ফেল করলে অধ্যক্ষ দিবেন টি.সি।
পড়ালেখা করে মানুষ হয় নামিদামি,
তাই ছোট থেকেই হতে হবে জ্ঞানেরই পথগামী।

আশ্রয়

রাজু আহমেদ
কলেজ নম্বর : ৮০০১
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : গ

বৃক্ষ আমায় দিয়েছে ছায়া
দেশ দিয়েছে মায়া
গাছের ছায়ায় দেশের মায়ায়
এই বাংলায় থাকি
মনের মধ্যে ছোট্ট করে স্বাধীন দেশটি আঁকি।
কোকিল আমায় সুর দিয়েছে ভাই
তাইতো আমি গান গেয়ে যাই
বাংলার কথা বলব আমি
বাঁচি কিংবা মরি
তবু বুক ফুলিয়ে বলব আমি বাংলায় বাস করি।

অনাদরে

কাজী আসাদুর রহমান
কলেজ নম্বর : ৮০৫৬
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : ক

পথের ধারে অনাদরে,
পড়ে আছে যারা,
আমরা কভু জানতে চাই না
কেমন আছে তারা ?
তাদের কথা জানার মতো
সময় কারও নেই,
সবাই এমন ব্যস্ত থাকে,
নিজেকে নিয়েই।
তাদের ক্ষুধা নিয়ে কেউ চিন্তা করে নাক,
তাদের অসুখ হলে চিকিৎসা পায় না গো।
তাদের কেউ কেউ পড়ে থাকে রেলস্টেশনে,
আবার কেউ কেউ শুয়ে থাকে ফুটপাতের ধারে।

ভাল মানুষ

মোঃ জিয়াউর রহমান
কলেজ নম্বর : ৭৯৬৮
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : গ

সৎকার্য সত্যবাদী সত্য উপদেশ,
এসব দিয়ে গড়ো তোমার জীবন পরিবেশ।
মহৎ কর্মে পুণ্য যদি জীবন তোমার হয়,
ভাল মানুষ বলে তোমার হবে পরিচয়।

সবার ভালবাসা পাবে ভাল মানুষ হলে,
দোষত্রুটি থাকলে কিছু সেসব যাবে চলে।
শত্রু তোমার মিত্র হবে থাকলে তোমার গুণ,
সৎস্বভাব যে এমন জিনিস লাগে না তায় ঘুণ।
অনেক গুণের সমন্বয়ে সৎস্বভাব যে হয়,
সৎস্বভাবী ব্যক্তিজনে মহামানব কয়।
পূর্ণতর মহামানব নাইবা যদি হও,
ভাল মানুষ হয়ে ধরায় তুমি বেঁচে রও।

রাজার ধন

আসিফ মাহমুদ
কলেজ নম্বর : ৭৭২০
শ্রেণী : সপ্তম, শাখা : খ

এক যে ছিল রাজা
তার ছিল না প্রজা,
সে ছিল অসহায়
লোকে বলে, এখন কি করবে মশাই ?
রাজা বলে, কোথায় আমি অসহায়
আমার তো আছে ধনসম্পদ কড়ায় গণ্ডায়,

ধনসম্পদ আছে বলেই আমি রাজা,
ধনসম্পদে আছে আমার গোলা ভরা।

এই ধনসম্পদ চুরি করবে যে,
সাজা তাকে পেতেই হবে যে।

এই আমার ধনসম্পদ এই আমার রত্ন
এই ধনরত্ন সমানভাবে সবার জন্য বদ্ধ।

পেশা

মোঃ ইমজামাম-উল হক
কলেজ নম্বর : ৯১২৬
শ্রেণী : সপ্তম

সবাই বলে শিক্ষকতা মহৎ পেশা ভাই
ইহার মত সর্বোত্তম পেশা কিছু নাই।
আমি বলি কোন পেশাই মহৎ পেশা নয় ;
মানুষ মহৎ হলেই তাহার পেশা মহৎ হয়।
সেবা করার ইচ্ছা যার থাকে মনের মাঝে
সেবা করতে পারে সেজন তাহার সকল কাজে।
ভাল যদি না হয় মানুষ, হয় যদি সে বদ
যে পেশাই গ্রহণ করুক রবে নাকো সৎ
পেশাকে নয়, মানুষকে তাই হতে হবে ভালো
দূর করতে হবে তাহার মনের সব কালো।
মনের কালো দূর করে ভাল হবার তরে
আলো জ্বেলে রাখতে হবে সদা মনের ঘরে।
মনে যদি থাকে কারো ভালো হবার নেশা
খারাপ কভু হয় নাকো সে যাহাই থাকুক পেশা।

ভাই

নবকুমার বসাক
কলেজ নম্বর : ৭৭০৪
শ্রেণী : সপ্তম, শাখা : ক

ছোটবেলা থেকে বড় সাধ ছিল তাই,
ভাইয়া বলে মোরে ডাকবে যে ভাই
ভাইয়ের মুখের সেই আধো আধো ভাষায়,
আনন্দে মাতে মন, কত না আশায়।

সবাই যখন ঘুরতে যায় ভাইকে সঙ্গে নিয়ে
তখন আমি একলা বসে জানালায় হাত ঠেকিয়ে।
দুজনার মাঝে কথোপকথনে কত না কথা হয়
মোর মন তখনই, কাঁদো কাঁদো সুরে কি যেন শুধুই কয় !

কেমনে করিব প্রকাশ মোর মনের দুঃখখানি ?
রজনীর পর রজনী জেগে করি স্বপ্নের আমদানি।
সবই ছিল দূর পাতালের স্বপ্নের হাওয়া
ভাই কি তবে সত্যিই হলো নাকো মোর পাওয়া ?

প্রত্যাবর্তন

মোর্শেদ হাসান
কলেজ নম্বর : ৯১৬২
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : ক

একদিন ছিলাম আমি আকাশের ঐ ছাদে,
রঙ্গরস করতে এলাম এ দুনিয়ার মাঝে।
কি রঙ্গ করব আমি ভেবে নাহি পাই,
রং বলতে এ জগতে কোন কিছু নাই।
নদীর পাড়ে যেয়ে যখন ডাকি মাঝিরে,
ফিরেও তাকায় না মাঝি, কি বলব তারে।
বাগানে গিয়ে যখন ফুলে হাত দেই,
মালি বেটায় তেড়ে আসে বড়ই কষ্ট পাই।
জঙ্গলে গিয়ে যখন পাখিরে শুধাই,
কোন পাখি কয় না কথা উড়ে যায় সবাই।
বনেতে গিয়ে যখন গাছের নিচে বসি।
বাতাস এসে কেড়ে নেয় পাতা রাশিরাশি।

ছায়া ছায়া করে যখন দৌড়াতে থাকি,
কে যেন, কোন ক্ষণে বাজিয়ে দিলে আখেরী বাঁশি।
রঙ্গ আমার ভঙ্গ হল ধ্যান গেল ছুটে,
পাতাল ছেড়ে চললাম আবার আকাশের ঐ ছাদে।

খুব মনে পড়ে

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ আল আজাদ
কলেজ নম্বর : ৮৯৬৪
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : খ

আজ খুব মনে পড়ে সেই ছোট্টবেলা,
যখন শুধু ছিল আদর আর ছিল খেলা।
বাবার আদর মায়ের আদর সবার আদর পেয়ে,
আমার সেসব সোনালী দিন কাটতো নেচে গেয়ে
দুষ্টুমিটা বাড়লে পরে করতো শাসন বাবা,
শাসনের পর আদর আবার করতেন ঠিক মা।
বাবার সাথে ঘুরতে যাওয়া মায়ের হাতের পিঠা,
আমার সেসব সোনার স্মৃতি আজও অনেক মিঠা।
এতটা দিন জীবন থেকে কেমনে কেটে গেল
এখন ভাবি সেসব দিনই ছিল অনেক ভালো।

স্বাধীনতা

নাজমুল হুদা
কলেজ নম্বর : ৭৪৫৪
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : খ

স্বাধীনতা! স্বাধীনতা! স্বাধীনতা
তোমরা কি দেখেছ স্বাধীনতা
এখন কি রয়েছে এদেশে স্বাধীনতা
তাহলে কিসের যুদ্ধ
তাহলে কিসের বিগ্রহ
তাহলে কি সব শহীদের রক্তই গেল বৃথা
তাহলে কি রক্তের
কোন মূল্য নেই
তাহলে কেন হয়েছে বাংলাদেশ
সন্ত্রাসের জলাভূমি
স্বাধীনতা ! স্বাধীনতা ! স্বাধীনতা
স্বাধীনতা বলতে স্বাধীনভাবে চলতে শেখায়
"কিন্তু এখন দেখছি ?"
স্বাধীনতা বলতে বদ্ধ ঘরে
মরতে শেখায়
তাহলে কি লাভ হল
যুদ্ধ করে
তাহলে কি লাভ হল
শহীদের রক্ত ঢেলে।

রান্না

মোঃ আশরাফ জামিল আফগান
কলেজ নম্বর : ৯২৮৬
শ্রেণী : ৯ম, শাখা : গ

হাঁড়ির মধ্যে শুয়েছিল লাল মোরগের গোশত।
লবণ এসে বলল তাকে, কেমন আছ দোস্ত ?
লবণের পরে এবার এল আদা,
জিরা বলে, উহ্! ভাই, তোমার গায়ে কাদা।
লবণ, আদা, জিরার পর এবার এল জল,
হাঁড়ির মধ্যে, আগুনের তাপে তা, ফুটছে অনর্গল।
প্রচণ্ড তাপে করছে তারা উথাল-পাথাল কান্না,
আমরা মানুষ, খেয়ে মজা পাই, তাদের করে রান্না।

হাউস

তালুকদার মোঃ শাহ্‌জালাল লিমন
কলেজ নম্বর : ৯১৯৭
শ্রেণী : একাদশ, (বিজ্ঞান)

হাউসে এখন বন্দি মোরা
ঝুলছে গেটে লোহার তালা।
না হয়েও ভালুক বাঁদর
থাকছি মোরা খাঁচার ভেতর।
রোজ সকালে বয়ের ডাকে, বুক ওঠে মোর ধড়ফড়িয়ে
ব্রাশ রেখে দাও, গোসল! ফেলাও....খেতে চলো....ফুল
ড্রেসেতে।
পড়া লাগে না, লেখা লাগে না....গেঞ্জি-জুতো থাকুক আগে।
গাধা গরুর মত শুনে
নেয় যে মোদের ডাইনিং রুমে।
না খেতেই ভাই দামামা বাজায়
সিঙ্গার ফুঁকের চেয়েও জোরে।
এবার চল পাঠশালাতে শার্ট খিঁচিয়ে, প্যান্ট, জুতাতে
মনটা যতই ময়লা থাকুক, শুভ্র সার্ট চাই সবার আগে।
বয়! তারা তো আর নেই কলেজে
ঘুমোও সেথায় মহা সুখে।
টিফিন এলো পড়া ছাড়,
স্যার চাই না, চাই সেথা
ভেলকি মারে টিফিন যেথা—
টিফিন হলো, এবার চলো ক্যামিস্ট্রির প্রাক্টিক্যালে
হাঁটু যেথায় মনে হল ছাতু হয়ে গেল পড়ে।
সবতো হলো, এবার চল হাউস রূপী ঐ মন খাঁচাতে
যেথায় আবার জমবে মেলা
তরুণ-কিশোর জাত বিজাতে।
উঠতে মনে মায়ের ব্যথা, বন্ধু এসে মারে যাঁতা
গল্প জমে আড্ডা চলে
এভাবে যায় চলে বেলা।

জীর্ণ কুটির

মোঃ শের-ই-আলম
কলেজ নম্বর ঃ ৭৯৯৮
শ্রেণী : দ্বাদশ (বিজ্ঞান)

আমি আর কোথাও যাব না,
বসে থাকব শুধু এই জীর্ণ কুটিরে।
যার এক পাশে দেখা যায় গোধূলিক্ষণ ;
যার অন্তরে গমন করে সূর্যের আলো,
বসেই থাকব শুধু, সেখানে ॥
আর শুধু চেয়ে দেখব ঐ নীলাকাশ
ডানা মেলে উড়ে যায় ঝাঁক ঝাঁক পাখি ;
ঐ সরু নদী যার জল নেই, আছে শুধু কূল দুটি,
ত্রস্ত পায়ে হেঁটে চলে একটি লাল কাঁকড়া।
বসেই থাকব শুধু সেখানে।
উল্লম্ব ঐ যে এক নারকেল গাছ, যার শাখায়
আন্দোলিত হয় জীবনের অচিন কঙ্কন ধ্বনি।
আহা ! ঐ যে সেই বটগাছ শত দু:খে দাড়িয়ে
আছে একা আজ
তারই নিচে একটা দাঁড়কাক, ঠুকরে খাচ্ছে
এক মৃত শেয়াল
কি কুৎসিত সুন্দর সে দৃশ্য!
বসেই থাকব শুধু সেখানে ॥

দুটি কবিতা

মনদীপ ঘরাই
কলেজ নম্বর : ৮০০৪
শ্রেণী ঃ দ্বাদশ (বিজ্ঞান)

১
হৃদি মাঝে হৃদ্যতা

অংশুকে আজ লাগছে ফিকে
প্রাণ নেই প্রকৃতিতে
চায় কি তারা ? প্রাণ ?
নাকি হৃদ্যতাকে পেতে।

বলতে কি চাও জীবন মানেই
হৃদ্যতারই ছায়া !
জীবন যদি আত্মা হয় ;
হৃদ্যতা তার কায়া।

থমকে দাঁড়ায় জীবন যখন
কালের অমানিশায় ;
কিংবা যখন পূর্ণশশী
অন্ধকারে মিশায়—
প্রশ্ন কর। আঘাত হানো তো
হৃদয় দুয়ার মাঝে
শিয়রে তোমার কে ছিল তখন
ছিল কে তোমার কাছে ?
সকলের মত পিছপা হয়নি
দিয়েছে হস্ত বাড়িয়ে
স্বজন সকল হেরেছে ;
সে বিধিকে দিয়েছে হারিয়ে

সে আর কেউ নয় ; সুহৃদ তব
বন্ধুত্বের ডাক।
হৃদি মাঝে হৃদ্যতা আজ
জাগ্রত হয়ে থাক।

২
অনুভব

আমার চোখে কি দেখ ?
অভিমান, ব্যর্থতা, বেদনার অশ্রু ?
হ্যাঁ। বেদনা আমাকে গ্রাস করেছে।
আজ আমি শুধু একা নই
আমার মত আকাশও বর্ষণ করছে
বেদনার অশ্রু।

সেই বারিধারা সিক্ত করেছে হৃদয়ের জমিন।
আমি এই বেদনার কোন রং খুঁজে পাই না।
খুঁজে পাই না ক্ষোভের কোন অবয়ব।
অদৃশ্য, দুর্লভ সেই রঙে ঢেকে দিতে চাই
সমগ্র ধরণীকে।

একি তুমিও কাঁদছ ?
অনুভব করছ বেদনাকে ?
তাহলে কি হৃদয় নামের বস্তুটি
তোমার মাঝ থেকে হারিয়ে যায়নি ?
তুমিই বল—

কি ছিল ওদের অপরাধ ?
কি জন্য ওরা দিল প্রাণ
হয়ত বেঁচে থাকাটাই ছিল একমাত্র অপরাধ !
নওশীন, সনি, সিমি... বিদায়।
হয়ত ফিরে পাব না তোমাদের, স্মৃতি হয়ে রবে তোমরা—
তবু তোমাদের শোকপ্রদত্ত শক্তিতে
চেষ্টা করে যাব বদলে দিতে—
এ সমাজকে,
এ দেশকে,
সমগ্র বিশ্বকে ॥

পণ

মোঃ মামুনুর রশীদ
কলেজ নম্বর : ৮৭৭৮
শ্রেণী : দ্বাদশ, (মানবিক)

পণ করেছি আপন মনে
প্রেম করিব প্রভুর সনে।
ইবাদত করব তার ধ্যানে
কাটবে সময় অধ্যয়নে।
প্রশ্ন করব আপন মনে
উত্তর পাব আল-কুরআনে।
পণ করেছি আপন মনে
ধন্য হব দোজাহানে।

তোমারই অনুভূতি বন্ধ

আহমেদ শাফায়াত চৌধুরী
কলেজ নম্বর : ৭৫৭৬
শ্রেণী : দ্বাদশ (বিজ্ঞান)

কি ভাবছো বন্ধু ?
তাকিয়ে ঐ দূরের আকাশ—
কার কথা ভাবছ তুমি ?
বৃষ্টি হয়েছে কিছু আগে।
ভেজা ভেজা ভাবটা এখনো রয়ে গেছে।
সূর্যটাও কিভাবে যেন
—টুপ করে ডুব দিল।
অন্ধকারের মাঝেও হলদে একটা আভা।
মনে হচ্ছে,
কেউ বুঝি অন্ধকারের গায়ে
জড়িয়ে দিয়েছে হলুদ শাড়ি।
নীল আকাশের বুকে
এখনো কয়েক চিলতে কালো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে।
জানালার গ্রিলের সাথে মুখ লাগিয়ে
তাকিয়ে আছো সেই—
—মেঘের পানে।
কি ভাবছো তুমি বন্ধু ?
মনের ভিতর তোমার কিসের ঝড় ?
স্মৃতির পাতাগুলো তুমি হাতড়ে বেড়াও।
"কোথায় গেল সেই সব দিন,
পাচ্ছি না কেন খুঁজে ?
স্মৃতিগুলোতো ছিল অমলিন,
তবে কেন পাচ্ছি না ?"
না! বন্ধু,
তুমি স্মৃতিতে নয়,
তোমার হৃদয় হাতড়ে দেখ।
তারই এক কোণে
—হঠাৎ ব্যথা পাবে।
স্মৃতিতে নয়,
দেখবে সেই ক্ষতটা
এখনো আছে জেগে—
—তোমারই হৃদয়ের কোণে।
চোখের কোণে জমে উঠবে
নোনতা জল।
ঠেকিও না বন্ধু,
তাকে ঝরতে দিও
অঝোরে...।

[কবিতাটি ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের সকল প্রাক্তন ছাত্রের উদ্দেশ্যে।]

স্মৃতি

মুত্তাজান রেজা
কলেজ নম্বর : ৮৭৭৩
শ্রেণী : দ্বাদশ (বিজ্ঞান)

স্কুলের গণ্ডি পেরুলুম যখন
কোনদিন ভাবিনি তখন,
এদিন দেখিতে হবে আজিকে
এরূপে দেখিতে হবে আপন কলেজকে।
ভাগ্যদেবীর অশেষ কৃপায়
পড়ার সুযোগ পেলাম এথায়;
হায়, অবাক হয়ে দেখিনু ঘটনা
কলেজ ও হোস্টেল মনে হয় জেলখানা।
কিন্তু দেখিলুম অপার বিস্ময়ে
সব কিছু কেমনে যাচ্ছে আপন হয়ে,
কলেজে হোস্টেলে সর্বত্র সবখানে
টিচার, বড়ভাই সকলের আচরণে,
একটি কথাই বারংবার ফুটে উঠে মনে
ধন্য হল জীবন আমার এসে এইখানে।
জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে
তাকিয়ে যদি দেখি পিছে
সর্বত্র, সবখানে নিকষে কালো অন্ধকারের জাল
খুঁজলে পাব এককোণে হীরের ন্যায় করছে জ্বলজ্বল
আমার কলেজ জীবনের স্মৃতি ঝলমল।

ব্যাবিলনে মৃত্যুর হুঙ্কার

রাশেদুর রহমান লিটন
কলেজ নম্বর : ৮৭২৪
শ্রেণী : দ্বাদশ, (মানবিক)

ব্যাবিলনে মৃত্যুর হুঙ্কার জেগে ওঠে রক্তপিপাসু নির্মম উৎসবে
কলুষিত বিভেদের বিবমিষা মেলে ধরে
আরাধ্য মৃত্যুর হুঙ্কার
দিগ্বিদিক বীভৎস থাবার উন্মত্ত হাতছানি।
অবিরত নির্মম রুদ্র জাগর
মৃত্যুলোলুপ ঘাতক গর্জন!
প্রত্নস্রোতের করোটিতে ছেয়ে যায়
অভিশপ্ত ধ্বংসের কালোছায়া।
ব্যাবিলনে শুকোয় সব স্বপ্নের বীজ
প্রতিনিয়ত জোরালো জাগর হয়
রক্ত তৃষ্ণা দানবিক তাণ্ডব
অবলুণ্ঠিত মানবতা
খুবলে খুবলে খায় পৈশাচিক হিংস্রতায়!
যত্রতত্র জিঘাংসায়
রুদ্র শূন্যবিদারী তুখোড় ক্লাস্টার গর্জন
বিস্ফোরণের করাল উগরে দেয়
বিষাক্ত সর্পিল ধোঁয়ার কুণ্ডলী
নিদারুণ নৃশংসতার প্রণোদনায়
মুহুর্মুহু হানা দেয়
ভায়ঙ্কর কাপালিক অন্ধকার
ব্যাবিলনে অগুনতি ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তনাদ
বাতাসের বুক চিরে একাকার হয়ে যায়
রক্তাক্ত তাইগ্রিস ও
আলোড়িত ইউফ্রেতিসের হাহাকারে
ব্যাবিলনের বিদীর্ণ বুকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
আজ শুধু বারুদের আক্রোশ
খাঁ খাঁ মৃত্যুর স্তব্ধতা,
অগুণিত রুদ্র শকুনের বিচরণ
নির্মম ঘাতক হুঙ্কার—
শত শত শতাব্দীর অনভিপ্রেত
নিদারুণ নিষ্ঠুরতার শিকার
ব্যাবিলনে অগুনতি মৃত্যুর স্তূপ !

এখন আমায় তুমি অবিশ্বাস করতেই পার

আরিফুর রহমান
কলেজ নম্বর : ৭২৬৪
শ্রেণী : দ্বাদশ (বিজ্ঞান)

এতটা সত্য নয়
যে সাত পুরুষের ভিটে আগলে থাকার মতো
আজীবন রয়ে যাব তোমার সাথে
অতটা নিশ্চিন্ত হয়ো না।
নিশি ডাকে যেমন রাত দুপুরে
সেরকম ডেকো না আমায়,
ডাকলেই চলে যাব ভেবো না এখন
অতটা সঠিক নই আজকাল।

এখন গ্রামান্তরে ঘুরি
মাঠঘাট দেখি,
চারদিকে এখন ভীষণ অনিশ্চয়তা।
মায়ের কোলের মতো নিরাপদ আশ্রয়
এখন আর কোথাও নেই।

যখন ছোট্ট ছিলাম,
পুরনো পোড়ো বাড়িটার কার্নিশে
দুষ্টু চড়ুইগুলোর অবিরাম খেলে যাওয়া দেখতাম।
দেখতাম নীড়ে ফেরা পাখিদের ঝাঁক
সুন্দর নিয়মে ঝাঁক নেমে আসা।

এখন নিয়ম সব অনিয়মে বেঁধে রাখা
দুচোখে এখন শুধু তারকার ভীড়,
এখন আমি নির্বিকার আছি
এখন আমায় তুমি অবিশ্বাস করতেই পার।

গল্প

হঠাৎ আমাদের ক্লাসে একটি ঘাস ফড়িং

মোঃ নিয়াজুল হাসান
কলেজ নম্বর : ৮৭৯০
শ্রেণী : তৃতীয়, শাখা : ক

হঠাৎ আমাদের ক্লাসে একটি ঘাস ফড়িং এল এবং সেটা দরজায় ছিল। আমাদের ক্লাসে তখন ফেরদৌস আরা ম্যাডাম। দরজায় থাকাকালে ম্যাডাম ঘাস ফড়িংটিকে দেখে ফেলেছেন। ম্যাডাম বাইরে চলে গেলেন। আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। এবং অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ম্যাডামের দিকে। ম্যাডামের হাতে সেই ঘাস ফড়িংটি দেখলাম। ঘাস ফড়িংটি ম্যাডামের হাত থেকে পড়ে গেল। তারপর ম্যাডাম একটা কাচের টুকরা হাতে নিলেন এবং সেই ফড়িংটিকে ক্লাসের ভিতর নিয়ে এলেন। আমরা প্রথমে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলাম। মজাও লাগল। ম্যাডাম সেই ফড়িংটিকে কাচের উপরে রেখে আমাদেরকে ভালভাবে দেখালেন। অনেকেই ভয় পেল আবার অনেকেই মজা পেল। আমরা আলোচনা করলাম ঘাস ফড়িংটি নিয়ে। ম্যাডাম সেটাকে দেখালেন আমাদের সামনে এনে এনে। এর ছয়টি পা, দুটি চোখ ও একটি মাথা আছে। এর গলাটা বেশ লম্বা। ডানা বড় বড় আকারে বেশ লম্বা। এরকম বড় আকারের ফড়িং আমি আমার জীবনে আর দেখিনি। ডানার নিচের দিকটা ফিকে হলুদ। মাথাটা কিছুটা গোল আবার কিছুটা চেপ্টা। দেখে ভালই লাগল। চোখ ছোট ছোট। তার গায়ের রং সবুজ। বন্ধুরা বলল—সে কামড় দিলে গা ফুলে যায়। ঘাস ফড়িংটি দেখে আমাদের ক্লাসের আরাফ আমাদের বন্ধু—ও সবচেয়ে বেশি ভয় পেল। তারপর তার ভয় আর রইল না। ম্যাডাম ঘাস ফড়িংটিকে শাড়ির উপর রেখে বললেন, "তোমরা তো ভীষণ ভয় পেলে। আমি তো ভয় পেলাম না।" আরাফের মনে শক্তি আসল। সে আর ভয়ই পেল না। ঘাস ফড়িংটি ম্যাডামের নীল-সাদা শাড়ির আঁচলে লুকিয়ে রইল। সে খুব অপূর্ব দৃশ্য। ম্যাডাম তখন বললেন, "আমি যদি আজ সবুজ শাড়ি পরতাম তাহলে ওর সাথে আমার রঙ মিলত।" ঘাস ফড়িংটি ম্যাডামের শাড়ির উপর উঠতে থাকে। তখন ম্যাডাম ঘাস ফড়িংটিকে ধরে ক্লাসের বাইরে বের হয়ে মাঠে ঘাসের উপর রেখে আসেন। ঘাস ফড়িংটি আমাদের ছুটির আগ পর্যন্ত ওখানেই হাঁটাহাঁটি করছিল। তখন আমাদের শেষ পিরিয়ড। যেই আমাদের ছুটির ঘন্টা পড়ল, সবাই তখন হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর দেখলাম ঘাস ফড়িংটিকে। আমাদের বন্ধু ফয়সাল ঘাস ফড়িংটি নিয়ে দুষ্টুমি করতে শুরু করল। ম্যাডাম মানা করলেন ফয়সালকে। ফয়সাল থামল। ম্যাডাম বললেন, "তোমরা হাউজে যাও। ও ঘাস ফড়িং ঘাসেই থাক।" ম্যাডাম বলার পরে আমরা হাউজের পথে রওয়ানা হলাম। হাউজে যাওয়ার পথেও আমার ঘাস ফড়িংটির কথা মনে পড়ল। এখনও মাঝে মাঝে আমার সেই মুগ্ধকর দৃশ্য মনে পড়ে।

অবিশ্বাস্য এক প্রেতাত্মা

ফজলে সাদিক
কলেজ নম্বর : ৮২৬৩
শ্রেণী : পঞ্চম, শাখা : ক

কয়েক হাজার বছর আগে জার্মানির এক শহরে এক রাজা ছিলেন। কোনো এক যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। তারপর ঐ রাজাকে জ্যান্ত কফিনে গভীর এক জঙ্গলে রেখে দেয়া হয়। কয়েক বছর পর সেই জঙ্গলে হঠাৎ আগুন ধরল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল জঙ্গল থেকে একটি কফিন উড়ে সেই শহরটির দিকে আসছে। এ কাণ্ড দেখে শহরবাসী অবাক হল এবং মনে মনে ভয়ও পেল। কফিনটি উড়ে এসে রাজমহলের এক নির্জন কক্ষে পড়ল। সৈন্যরা সেই কক্ষের দিকে ছুটে গেল। তারা কফিনটি খোলার চেষ্টা করল। কিন্তু খুলতে পারল না। তারপর তাদের রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতিসহ সবাই খোলার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। সেই রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে গেছে তখন হঠাৎ সেই নির্জন কক্ষ থেকে একটি চিৎকারের শব্দ শোনা গেল। চিৎকারের শব্দে মন্ত্রীর ঘুম ভেঙে গেল। সে নির্জন কক্ষের দিকে হাঁটতে লাগল এবং ভিতরে গেল। সে দেখল কফিনটি এমনিতেই খুলে গেল। কফিন থেকে বেরিয়ে এল এক অদ্ভুত প্রেতাত্মা। তার মুখের দুই পাশের দুটি লম্বা দাঁত দিয়ে রক্ত ঝরছে। তার চোখ দিয়ে নীল আলো বের হচ্ছে। সে আলো মন্ত্রীর চোখে গিয়ে পড়ল। তার হাত দিয়ে লম্বা লম্বা নখ বেরিয়ে এল। এসব দেখে মন্ত্রী এমন ভয় পেল যে সে ভয়ে চিৎকারও দিতে সাহস পেল না। সে বলল, তোমরা আমাকে জ্যান্ত কফিনে মেরেছ। আমি তোমাদেরও কফিনে ঢুকাব। তারপর প্রেতাত্মাটা মন্ত্রীর দিকে এগিয়ে এল এবং তার বড় বড় দাঁত দিয়ে মন্ত্রীর রক্ত চুষে খেল। পরদিন সকালে লাশটা কফিনের সামনে পড়ে থাকতে দেখে সবাই অবাক হল এবং ভয় পেল। একজন সৈন্য এসে রাজাকে বলল, রাত যখন গভীর হয়েছিল তখন আমি এক বিকট শব্দ শুনতে পাই। তারপর ভয়ে আর বিছানা থেকে উঠতে পারিনি। তবে মাঝখানে একটা লোকের পায়ের শব্দ শুনি। তারপর কি হয়েছে জানি না। সেই রাত্রেই সেনাপতি ঠিক এভাবেই মরে গেলেন। এই ঘটনার পর রাজা খুব চিন্তিত হয়ে গেল। অনেক কিছু ভেবে রাজা সবাইকে রাজদরবারে ডাকলেন। রাজা সবাইকে বললেন :

এমন কোনো ব্যক্তি আছে—যে এই কফিন খুলতে পারবে। এক বৃদ্ধ সৈন্যের সন্তান বলল, আমি খুলতে পারব। তার নাম জ্যাক ফানি। সে ছিল খুব সাহসী ও বুদ্ধিমান। তাকে রাজা হুকুম করল কফিন খোলার জন্য। সেইদিন রাতে সে নির্জন কক্ষে কফিনের কাছে গেল। কফিনের সামনে একটা মোটা বই ছিল। সে ভাবল এটা রাজদরবারের কোন বই হবে। তাই এটাকে কোন গুরুত্ব দিল না। হঠাৎ খুব বাতাস শুরু হল। জ্যাক দেখল, বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো বাতাসে জোরে উল্টাতে লাগল। হঠাৎ একটি পৃষ্ঠার মধ্যে দেখা গেল পৃষ্ঠা আর উল্টাচ্ছে না। ব্যাপারটা দেখে সে খুব অবাক হল। এ কেমন ঘটনা। সে সাথে সাথে বইটির সামনে গিয়ে দেখল, বইয়ের ভিতরে এক অদ্ভুত চেহারা বেরিয়ে এল। সে যেন তাকে বলছে, এখান থেকে অনেক দূরে এক গভীর জঙ্গলে একটি গাছে একটি খুব সুন্দর পাখি দেখবে, সেই পাখি যখন উড়বে তখন সেই পাখির মুখ দিয়ে শামুক বের হবে। সেই শামুক ভেঙ্গে ফেললে দেখবে একটি হীরা, সেই হীরা এনে তুমি যদি কফিনটির তলায় লাগাও তাহলে তালা খুলে যাবে। সেখানে একটি কুঁড়েঘরও দেখবে। কুঁড়েঘরে এক অদ্ভুত মানুষ দেখবে। সে বলবে প্রেতাত্মাটাকে মারার পদ্ধতি। তার পরদিন সকালে সে তার বাবার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে রওনা দিল। যেতে যেতে রাত হয়ে গেল। তার একটু একটু ভয়ও করছিল। সে একটি সুন্দর পাখি দেখতে পেল। পাখিটিকে ধাওয়া করতেই পাখিটি উড়ে গেল এবং মুখ থেকে একটি শামুক পড়ল। সে শামুক ভেঙ্গে হীরা বের করল। হীরার আলোয় চারদিক উজ্জ্বল হয়ে গেল। তারপর সে হীরাটি নিয়ে যেতে লাগল। যেতে যেতে গভীর রাত হয়ে গেল। সে একটি ছোট কুঁড়েঘর দেখল। দেখে সে সেদিকে যেতে লাগল। গিয়ে দেখল কুঁড়েঘরটি সম্পূর্ণ নিশ্চুপ, শুধু একটি নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ কুঁড়েঘরের দরজাটি খুলে গেল। সে কিছুটা ভয় পেয়ে গেল। বেরিয়ে এল এক অদ্ভুত রকমের মানুষ। তার মনে পড়ল সেই বইয়ের ভিতরের লোকটির কথা। কুঁড়েঘরের অদ্ভুত মানুষটি তাকে বলল, এই হীরাটি যখন তুমি কফিনের তালাতে লাগাবে তখন কফিনটি খুলে যাবে, আসলে তোমার উদ্দেশ্য হল কফিনের ভেতরের প্রেতাত্মাকে মারা। এজন্য আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। আমি তোমাকে একটি কাগজ দিব। এই কাগজটি প্রেতাত্মার দিকে ছুঁড়ে মারতে পারলে সেটা মরে যাবে। কিন্তু প্রেতাত্মাটি তোমার অনেক ক্ষতি করতে চাইবে। এজন্য আমি তোমাকে একটি পাথর দিচ্ছি। তুমি সেই পাথরটি নিজেকে রক্ষার জন্য কাজে লাগাতে পার। তারপর সেই কুঁড়েঘরটিসহ মানুষটিও উধাও হয়ে গেল। রাত শেষে ভোরের আলো ফুটল। তারপর সে শহরে ফিরল। ফিরে সে রাজাকে সবকিছু বলল। রাত গভীর হয়ে গেল। রাত যখন ঠিক একটা বাজে তখন একটি বিকট শব্দ শোনা গেল। জ্যাক তার সব জিনিস নিয়ে তৈরি হয়ে সেই নির্জন কক্ষে ঢুকল। আজকে কিন্তু কফিনটি খোলা অবস্থায় ছিল না। তারপর সে সেই হীরাটি সে কফিনের তালায় লাগাল। সঙ্গে সঙ্গে সারা কক্ষে আলো ছড়িয়ে গেল। খুলে গেল সেই রহস্যের কফিনটি। বেরিয়ে এল সেই প্রেতাত্মা। সে বলল, আমাকে তুই মারতে পারবি না। আমার সব শক্তি কাজে লাগাব। তারপর প্রেতাত্মাটা উধাও হয়ে গেল। হঠাৎ জ্যাকের পিছনে এসে তার ঘাড়ে হাত দিল। সাথে সাথে সে সেই পাথরটি বের করে সেই প্রেতাত্মার হাতে লাগিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রেতাত্মার গায়ে আগুন লেগে গেল। তারপর জ্যাক তার দিকে সেই কাগজটি ছুঁড়ে মারল। তারপর প্রেতাত্মাটা আরও যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগল। আগুনে জ্বলতে জ্বলতে এক সময় ছাই হয়ে বাতাসে মিশে গেল। তারপর আবার ভোরের আলো ফুটল। প্রেতাত্মা মারা গেছে শুনে রাজ্যের মানুষ খুশি হল। রাজা জ্যাককে তার মেয়ের সাথে বিয়ে দিল এবং রাজার অর্ধেক সম্পত্তি তাকে দিল। রাজ্যে পুনরায় শান্তি ফিরে এল।

সবুজ

মোঃ ফাহ্‌মিদ মতিন
কলেজ নম্বর : ৭৯৭১
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : ঘ

সবুজ একটি ছেলের নাম। সে ছিল তার মায়ের একমাত্র সন্তান। সে চাইত কীভাবে তার মাকে সাহায্য করা যায়। সে থাকত কমলাপুর রেল স্টেশনের এক ধনী লোকের বাড়িতে। তার মা ছিল খুব অসহায়। সবুজের বয়স যখন মাত্র তিন মাস তখন তার বাবা এক ভয়ানক অসুখে মারা যায়। তার বাবার হয়েছিল ব্রেন টিউমার, সেটা ঠিক করার জন্য লাগত অনেক টাকা। সবুজের মাও তখন অসুস্থ। তারা কেউ কিছু করতে পারল না। সবাই অসহায়ভাবে সবুজের বাবাকে মরতে দেখল। সবুজের বয়স এখন ১২ বছর ১১ মাস। সামনের অক্টোবরের ৭ তারিখে তার জন্মদিন। সেদিন তাদের মালিকের ছেলেরও জন্মদিন, তো ধীরে ধীরে তার জন্মদিন আসে, একদিনে দুজনার জন্মদিন। একজন ডাল ভাত খেয়ে জন্মদিন পালন করল, অন্যজন কেক কেটে জন্মদিন পালন করল। সেদিন সে টি. ভি. তে দেখে যে এক ১১ বছরের ছেলে একটি বৃদ্ধ লোককে রেল ক্রসিং থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। তাকে সরকার পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়। সবুজ মনে মনে ভাবল তারও কি এই সৌভাগ্য আসবে ? হ্যাঁ এসেছে ! একটি ছেলে রেললাইনে পাথর দিয়ে খেলছিল। তখন একটি ট্রেন খুব দ্রুত ছুটে যাচ্ছে। সবুজ পাশে বসে দেখছিল। তখন সে ছুটে গিয়ে বাচ্চাটিকে সরিয়ে দিল। ট্রেন রেলের উপর দিয়ে যায়। কিন্তু কোথায় সবুজ ? ট্রেন সরে যাওয়ার পর দেখে সেখানে একটি খণ্ড-বিখণ্ড লাশ, যার মাথা ছিটকে গিয়ে পড়েছে কয়েক হাত দূরে। সেই হল সুবজ। সেই সবুজ যে চেয়েছিল তার মাকে সাহায্যে করতে। এরকম দুঃখ কোন মায়ের জীবনে ঘটতে পারে ? কেমনে বাঁচবে সেই মা ? কী নিয়ে বাঁচবে ?

পিটারসনের উত্থান

মোঃ সাইফুল ইসলাম
কলেজ নম্বর : ৮০৩৫
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : গ

ল্যাটিনহাম। সুবিশাল এক রাজ্য। রাজধানীর নাম ল্যাটিন।

অত্যন্ত সুন্দর শহর ল্যাটিন। এমনই এক সুন্দর রাজ্যের রাজা ছিলেন পিটারসন। সিংহাসনে বসেছেন সবে মাত্র দু'বছর। তাঁর ছিল বিশাল সৈন্যবাহিনী। তিনি যেমন ছিলেন সাহসী তেমনি ছিল তার বাহুর শক্তি। একজন রাজা হওয়ার মতই ছিল তার বুদ্ধিজ্ঞান। পিটারসনের বাবা মারা গিয়েছেন দু'বছর আগে। বাবা লর্ড রবিনসন মারা যাওয়ার সময় তার একমাত্র পুত্র পিটারসনের হাতে হাত রাখেন এবং বলে যান, "নিজের মৃত্যুকে ভয় পেয়ে কখনো মাতৃভূমিকে ছেড়ে যেও না।" পিটারসন তখন তার বাবার দু'হাত ধরে বলে, "কসম আমার পিতা আমি কখনও আমার মাতৃভূমিকে দূরে সরিয়ে দেব না।"

সুবিশাল রাজ্য সুন্দরভাবে চলতে থাকল। সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে চলতে থাকে রাজ্য। পিটারসনের সুনাম ধীরে ধীরে দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার বাহুর শক্তির কথা। কিন্তু এই বিশাল সাম্রাজ্যে একসময় নেমে এল দুঃখের ছায়া। লর্ড রবিনের পুরনো শত্রু গিরিবার্ট আচমকা আক্রমণ করে বসল ল্যাটিনহামকে। হঠাৎ আক্রমণে দেশের মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়। আর গিরিবার্ট তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পিটারসনের উপর। পিটারসনের আদেশে তার বিশাল বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল গিরিবার্টের বাহিনীর উপর। শুরু হল ফেরত আক্রমণ। ধীরে ধীরে গিরিবার্টের সৈন্য সংখ্যা কমতে লাগল এবং পরাজিত হয়ে তারা পিছপা হল। গিরিবার্ট চরম অপমান নিয়ে তার সৈন্যদেরকে সাথে নিয়ে পালিয়ে গেল। সারা রাজ্যে নেমে এল পরম আনন্দের পরশ। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে আবার ভরে উঠল ল্যাটিনহাম। ধীরে ধীরে পিটারসনের দক্ষতা আর সুনাম বেড়ে চলল। ইতিমধ্যে তিনি উত্তরের আটজন রাজাকে হার মানিয়ে তার রাজ্যের আয়তন আরো বড় করে ফেললেন।

রাজা পিটারসন তার রাজ্যের এক পরমাসুন্দরী মেয়েকে বিবাহ করলেন। নাম হেলেন। হেলেন যেমনই ছিলেন রূপবতী তেমনি গুণবতী। তাদের বিবাহিত জীবন বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে কাটতে লাগল।

বিবাহের দু'বছর পর তার এক পুত্র সন্তান জন্ম নিল। আহ! কী সুন্দর দেখতে। যেন স্বয়ং দেবতার পুত্র। সারা রাজ্যে নেমে এল আনন্দের ঝড়। উৎসবে মুখরিত সারা রাজ্য।

কিন্তু এদিকে চলছিল রাজা পিটারসনের বিরুদ্ধে এক বিশাল ষড়যন্ত্র। ষড়যন্ত্র করছিল গিরিবার্ট এবং পিটারসনের সেনাপতি স্বয়ং নেরাজ। অথচ রাজা কিংবা রাজ্যের লোক তা ঘুণাক্ষরেও টের পেল না। অক্টোবর মাসের শেষাশেষি আচমকা আবার গিরিবার্ট তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করে বসল ল্যাটিনহামকে, পিশাচ গিরিবার্ট ভয়ানক ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করল। সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই হত্যা করছে। মায়ের বুক থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে শিশুর গায়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। আর মাকে বেঁধে রাখছে গাছের সাথে। ওহ! কী বীভৎস! দেখতে সেই দৃশ্য। এসব দেখে রাজা পিটারসন আর থেমে থাকতে পারলেন না। দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভিনদেশীদের উপর। তিনি তার প্রধান সেনাপতি নেরাজকে দায়িত্ব দিলেন বিশাল এক সৈন্য বাহিনীর এবং নিজে এক সৈন্য বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গিরিবার্টের একটি দলের উপর। রাজা স্বয়ং গেলেন সৈন্যবাহিনী নিয়ে দক্ষিণ দিক দিয়ে এবং নেরাজকে পাঠালেন উত্তর দিক দিয়ে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নেরাজ বিশাল সৈন্য বাহিনীটিকে নিয়ে উত্তরে না গিয়ে পূর্ব দিকে চলে গেল। যেখানে শত্রুর সামান্য রেশটুকুও নেই। যুদ্ধের ময়দানে রাজা সবই বুঝতে পারলেন কিন্তু তখন তার করার কিছুই ছিল না। ইতিমধ্যে রাজার এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা পড়েছে। এসময় রাজার কয়েকজন অনুরাগী সৈন্য এসে রাজাকে পালানোর জন্য অনুরোধ করতে লাগল। কিন্তু রাজা কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। তখন সৈন্যরা বললেন, "স্বয়ং রাজা নিজেই যদি মারা পড়েন। তবে ল্যাটিনহাম আর কোনদিন স্বাধীন হতে পারবে না। অন্তত এই জন্য রাজার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।" রাজা তবুও রাজি নন। অনেক কাকুতি-মিনতির পর রাজা পালাতে রাজি হলেন। তিনি সেখান থেকে বিদায় নিয়ে সোজা তার প্রাসাদে গেলেন। কিন্তু সেখানে যে কেউ নেই। সবাই শত্রুর ভয়ে পালিয়েছে। কয়েকজন অনুগত সৈন্য শত্রু হাতে নিহত হয়েছে। তাদের মৃতদেহ পড়ে আছে এখানে সেখানে। তিনি ছুটে গেলেন শোবার ঘরে। ঘরে ঢুকেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন। ওহ! এটা কী হয়ে গেল, এই কী ছিল আমার জীবনে, মেঝের উপর পড়ে আছে তার প্রিয় পুত্রের মৃতদেহ। যার একটি হাত কাটা, এক পা কাটা এবং একটি চোখ ওপড়ানো। পিটারসন চিৎকার করে উঠলেন, ওহ ! খোদা এই নৃশংস কাজও কী কারও দ্বারা সম্ভব। পিটারসন তার পুত্রের মৃতদেহ বুকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। ছুটে গেলেন পিটারসন বিছানার উপর। সেখানে পড়ে আছে তার প্রিয়তম স্ত্রীর মৃত দেহ। দুঃখে কষ্টে তিনি মেঝেতে তার মাথা আছড়াতে লাগলেন। দুঃখে সে দেবতাকে অভিশাপ দিতে লাগলেন। হঠাৎ তার সামনে ভেসে এল এক তীক্ষ্ণ হাসির শব্দ। তিনি মাথা তুলে তাকালেন। দেখতে পেলেন বিশ্বাসঘাতক নেরাজ আর পিচাশ গিরিবার্টকে। মুহূর্তের মাঝে পিটারসন তার তলোয়ার খাপ মুক্ত করে তা সজোরে ঢুকিয়ে দিল

নেরাজের বুকে। তিনি চিৎকার করে উঠলেন "বিশ্বাসঘাতকের এমনই শাস্তি হওয়া উচিত।" পর মুহূর্তেই তার নজর পড়ল গিরিবার্টের উপর। ইতিমধ্যে গিরিবার্ট তার তলোয়ার খোলসমুক্ত করেছে। পিটারসনের মুখ ধারণ করছে সিংহের প্রতিমূর্তি। পিটারসন ঝাঁপিয়ে পড়ল শয়তান গিরিবার্টের উপর। শুরু হল দুইজনের জীবন মরণ খেলা। এখানে একজনই বেঁচে থাকবে। দুজন নয়। পিটারসনের দুঃসাহসিক বাহুর শক্তির কাছে গিরিবার্ট হার মানল। মুহূর্তের মাঝে তার তলোয়ার দ্বিখন্ডিত হল। পিটারসন সজোরে গিরিবার্টের বুকের উপর বসলেন। এবার প্রতিশোধের পালা। পিটারসন প্রথমে গিরিবার্টের একটি হাত দেহ থেকে আলাদা করলেন। এরপর তার একটি পা কেটে ফেললেন। সবশেষে তলোয়ারের তীক্ষ্ণ ডগা গিরিবার্টের চোখে সজোরে ঢুকিয়ে দিয়ে তার চোখ উপড়িয়ে ফেললেন। ভীষণ আর্তনাদ করে গিরিবার্ট চিৎকার দিয়ে উঠল। কিন্তু তাতেও পিটারসন তাকে ছেড়ে দিলেন না। তলোয়ারের আঘাতে গিরিবার্টের সমস্ত শরীর ছিন্ন ভিন্ন করে ফেললেন। পিটারসন পরম ঘৃণা নিয়ে কিছু সময় গিরিবার্টের নিস্তেজ মুখটির উপর তাকিয়ে রইলেন।

আস্তে আস্তে তিনি হেলেন এবং তার শিশুপুত্রের কাছে গিয়ে তাদেরকে বুকে জড়িয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। তিনি তার পিতার কথা রেখেছেন।

ঝড়ের কবলে এক রাত

সৈয়দ ফুয়াদ আলী
কলেজ নম্বর : ৮৯৫০
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : গ

গ্রীষ্মের ছুটি, স্কুল বন্ধ, সবাই মিলে ঠিক করা হল এবার মামার বিয়েতে বরিশালে যাওয়া হবে। আমি, ফুপী, চাচ্চু বরিশালের উদ্দেশে রওনা করলাম। সে দিন ছিল সোমবার, প্রচণ্ড ভিড়, আমরা কোনরকমে আমাদের ফেরির কেবিনে গিয়ে উঠলাম, একটু পরেই আমাদের ফেরি ছাড়া হলো। আমি, ফুপী ফেরির ছাদে দাঁড়িয়ে গ্রাম বাংলার প্রকৃতির বৈচিত্র্য, অপরিসীম সৌন্দর্য দেখছিলাম। আকাশ জুড়ে ছিল কালো-কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন মেঘ আর মেঘ। যে দিকে তাকাই সেদিকে শুধু পানি আর পানি, তার মাঝে উঁকি দেয় বাতাস। যেন বাতাস আর ঢেউ তারা একজন অন্য জনের সাথে খেলা করছে। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি হল। আমরা রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ ঘুমের মধ্যে চিৎকার শুনি, সবাই জাগো—জাগো ও আজানের ধ্বনি। আমাদের ফেরি এতো জোরে দোল খাচ্ছে এই বুঝি এক্ষুণি ফেরি ডুবে যাবে। আমরা সবাই কেবিন থেকে বের হয়ে ছোটা-ছুটি করতে লাগলাম। প্রায় ১ ঘন্টা যাবৎ বাতাসের শব্দ ও পানির ঢেউয়ের গর্জনের খেলা চলছে। আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না কি করব। চাচ্চু আমাদের নিয়ে খুব চিন্তায় পড়ে গেল। প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি পড়ছিল। ফেরি অনেক কষ্টে নদীর কিনারায় নেয়া হলো। সারারাত এভাবে বাতাস আর বৃষ্টি হলো, প্রায় সকালে বৃষ্টি থামলো। আবার ফেরি বরিশালের ভোলার উদ্দেশে রওনা হল। আমরা সন্ধ্যার সময় সেখানে পৌঁছলাম। আমার চোখে দেখা ঝড়ের রাতের সে স্মৃতি আমি আজো ভুলতে পারি না।

মুক্তি

রকিবুল আলম সৌরভ
কলেজ নম্বর : ৮৯৫০
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : গ

আজও তুই বাইরে, জানালা থেকে উপলকে বলল শহিদ। উপল বলল, এই তো ভাগ্য। খেলতে যাওয়ার জন্য প্রায়ই উপলকে বের করে দেয় উপলের সৎ মা। উপল পড়ে ক্লাস এইটে। উপলের বাবা মোঃ আকবর হোসেন সরকারি বড় চাকরি করেন। উপলের একটি ছোট বোন আছে। তার সৎ বোন। উপলের মা উপলের বাবাকে বলে উপলকে হোস্টেলে রেখে আসতে। কিন্তু উপলের বাবা এগুলো কানেই তোলেন না। এদিকে উপলের সৎ মা উপলকে দু চোখে দেখতে পারে না। সেদিন উপল বলল তার ক্ষুধা লেগেছে। সেজন্য আচ্ছামত মারলো তার মা। উপল ব্যথার জন্য ঘুমাতে পারল না। সবকিছুতেই উপলের মা উপলের চেয়ে ছোট বোন টুশীকে বেশি আদর করেন। মায়ের অত্যাচারও চরমে উঠে। এদিকে দুই বছর পর উপল ক্লাস টেনে উঠে। এবার উপলের মাথায় ম্যাট্রিক পরীক্ষার চিন্তা। ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে ঘটে গেল অনেক বড় বিপদ। তার হাত থেকে পড়ে গেল রেডিওটা। উপল প্রায় পাগলের মত হয়ে গেল। আগামীকাল ম্যাট্রিক পরীক্ষা আজ আর কিছু পড়তে পারছে না। সে ভাবল আর বাড়িতে থাকা যায় না। রওয়ানা হয়ে গেল রাস্তায়। রাস্তায় গিয়ে চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসল, এমন সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিল পাড়ার মাস্তান শাহীনুর। সে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার বসে আছিস কেন ? উপল তাকে সব কথা বলল। শাহীনুর বলল, তোর আর লেখা পড়া হবে না, আয় আমার সাথে। উপল

বলল কোথায়? শাহীনুর বলল এসেই দেখ। উপল চলল শাহীনুরের সাথে এক সময় উপল শাহীনুরের বাসায় পৌঁছল। শাহীনুর ভেতরে ঢুকে উপলকে বসতে বলল। তারপর তার হাতে তুলে দিল একটা ছুরি। বলল, সহজ সরলভাবে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যায় না। বাঁচতে হলে এভাবেই বাঁচতে হবে। উপল তার পরদিন থেকে ছিনতাই করা শুরু করে। আর্তনাদ শুনতে আজকাল তার ভাল লাগে। টাকা ওড়ায় প্রচুর। পুলিশের খাতায় উঠে গেল উপলের নাম। তার অপরাধের মাত্রাও বেড়ে গেল। ড্রাগের নেশা ধরেছে তাকে। এদিকে শাহীনুর এসে বলল, কাল একটা কাজ আছে একজন ৫ লাখ টাকা নিয়ে আসবে। উপল তৈরি হয়েছিল। সে যখন ছিনতাই করতে গেল তখন পুলিশ তাকে ধাওয়া করল। ওটা ছিল পুলিশের ফাঁদ। সে পালাবার চেষ্টা করল। পুলিশের একটা গুলি এসে তার বুকে আঘাত করল। সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। সে পৃথিবী থেকে চলে গেল। কিন্তু সৎ মায়ের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেল। এভাবেই একটি উজ্জ্বল প্রতিভা নিভে গেল। এভাবেই সন্ত্রাস ধ্বংস করছে আমাদের কিশোর-যুবক সমাজকে।

একটি ট্রাকের আত্মকাহিনী

মোঃ শাইখ বিন রশিদ
কলেজ নম্বর : ৭৪২৫
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : ক

আমার নাম ট্রাক। ঢাকার ধোলাইখাল এলাকায় জন্ম। তবে কখন কোন্ তারিখে আমার জন্ম হয়েছে তা আমি কী করে বলব ? আমি কি আর সন তারিখের হিসাব জানি ? তবে দুই নম্বর তক্তা দিয়ে লোহার পেরেক ঠুকে যখন আমাকে তৈরি করা হচ্ছিল তখন আমি বুঝতে পেরেছি আমার জন্ম কত যন্ত্রণাদায়ক। আমার গায়েও সুকুমার বৃত্তির চর্চা করা হয়। যেমন, সংকেত দিন, ভেঁপু বাজান, সমগ্র বাংলাদেশ, পাঁচ টন। টাংকির গায়ে লেখা থাকে জন্ম থেকে জ্বলছি, এ ছাড়াও মাঝে মাঝে বিরাট বড় ঈগল পাখি আঁকা হয়। এর যে কী অর্থ তা আমার জানা নেই। যদিও আমার গায়ে 'ভেঁপু বাজান' লেখা থাকে তথাপিও আমার মত আমার অনেক জাত ভাইদের গায়েও ভেঁপু নেই। কারণ ব্যাটারী খরচ হবে বলে মালিক সেটা লাগায় না। তাই হেলপার আমার গায়ে থাপ্পড় মেরে মেরে সাইডে সাইডে বলে। আমার খুব কষ্ট হয়। হেলপারের জন্যও খারাপ লাগে, এভাবে চিৎকার করতে থাকলে ওর তো ভোকাল কর্ড ছিঁড়ে যাবে। আহার মানুষ শুধু একটি ভেঁপু লাগালেই কিন্তু সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আমি যেন তাদের হাতের পুতুল, যখনই ইচ্ছা হয় আমাকে নিয়ে খাদে, ডোবায়, গর্তে চলে যায়। রাস্তায় যখন চলি তখন রিকশা, স্কুটার ধাক্কা দেয়াসহ শিশু, পথচারীদের পিষ্ট করে দিয়ে যাই।

অথচ আপনারাই বলুন এর জন্য দায়ী কে ? আমি না আমার চালক ? আমাকে যারা চালায় তারা কোন গতিসীমা মানে না। অসীমের পানে তারা যেন ছুটছে। কেন আমার এই গতির ব্যাপারে তো আপনারাই আবার কৌতুক করেছেন। স্পীডমিটার ছাড়া আমাকে চালাচ্ছিল এক চালক। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কত মাইল বেগে চালাচ্ছে... বোঝে কী করে ? উত্তরে সে বলেছিল, "যখন বনেট কাঁপে তখন ২০ মাইল, যখন দুই দরজাসহ কাঁপে তখন ৪০ মাইল, যখন বডি কাঁপে তখন ৬০ মাইল, যখন আমিসহ কাঁপি তখন ৮০ মাইল।" এবার আপনারাই বলুন এই ধরনের চালক যদি আমাকে চালায় তাহলে আমার বদনাম হবে না কেন ? ইদানীং আমি যেন যন্ত্র তারকা হয়ে গেছি। পত্রপত্রিকায় আমাকে নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে— আমাকে ঘাতক যন্ত্রদানব আখ্যা দেয়া হয়েছে— আমার নামে কবিতা লেখা হচ্ছে, পড়া হচ্ছে কবিতা টেলিভিশনে।

কবিতার কটি লাইন শুনুন—

আমি দুরন্ত, আমি দুর্বার
আমি ভেঙে করি সব চুরমার।
আমি ঘাতক আমি দানব
আমি পিষ্ট করি মানব।

কিন্তু এর জন্য দায়ী তো আমার চালক। কৈ তাকে নিয়ে তো কেউ কিছু বলে না। তাকে কেউ বিচার করে না। যখনই তাকে নিয়ে কিছু করা হয় আবার কয়দিন পরে তা তুলে নেয়া হয় তাদের দাবির মুখে। কিন্তু আমার বাকশক্তি নেই। কথা বলতে পারি না। প্রতিবাদ করতে পারি না। তাই আমার এত দুঃখ, এত অপবাদ। যারা আমাকে চালায় তারা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। আমাকে ব্যবহার করে সংসার চালায় অথচ দুর্ঘটনা ঘটিয়ে আমাকে একা বিপদে ফেলে পলাতক হয়। আর মারমুখো জনতা এসে আমার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ এসে সে অবস্থাতেই আমাকে গ্রেফতার করে। অন্য গাড়ির সাথে চেইন বেঁধে টেনে নিয়ে যায় থানায়। হে বিধাতা কার সাজা কে পায়। আমি কি কম কাজ করি। মাল বহন করা ছাড়াও আন্দোলনে মিছিলে আমাকে ব্যবহার করা হয়। হরতালের সময় আমাকে রাস্তায় আড়াআড়িভাবে রেখে যানবাহন চলাচলে বাধা দেয়া হয়। আমি অপবাদের শিকার হই। কাগজে আমার ছবি ছাপা হয়। অথচ যারা এর জন্য দায়ী তাদের ছবি দেখি না। কেউ কেউ টিপ্পনী কেটে বলে আমাকে নাকি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাই অকাতরে মানুষ মারছি। বলুন এই অপবাদ সহ্য হয় !

এখন সকাল ১০টার আগে আমাকে শহরে ঢুকতে দেয়া হয় না। কিন্তু আমার কথা, যতদিন আমার চালককে ঠিক করা না হবে, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করা না হবে এবং আমার মালিক আমার অসুবিধাগুলো বিশেষ করে আমার ইঞ্জিনের অসুবিধাগুলো মেরামত না করবে ততদিন এ অবস্থা চলতে থাকবে। কারণ ১ ঘন্টা চলেও আমার দ্বারা ১০ ঘন্টার দুর্ঘটনা ঘটানো সম্ভব এদের দ্বারা। আর আমার ভাগ্যেও ঘাতক যন্ত্রদানব অপবাদ জুটতেই থাকবে। সেই অপবাদের জন্য দায়ী আমি নই— আপনারা, হ্যাঁ আপনারা, যারা মানুষ তারাই।

সোনার ঘণ্টা

বিজন মালাকার
কলেজ নম্বর : ৮০৯৪
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : ক

১

অনেক দিন আগের কথা। শান্ত সমুদ্রের বুক চিরে চলেছে নিঃসঙ্গ এক পাল তোলা জাহাজ। যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল। বিকেলের পড়ন্ত রোদে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে নিজ চিন্তায় মগ্ন রয়েছে ফ্রান্সিস। তার মাথায় শুধু একটাই চিন্তা। সোনার ঘণ্টার গল্পটা সত্যি না সবটাই গুজব। নিরেট সোনা দিয়ে তৈরি একটা বিরাট জাহাজের মাস্তুল সমান লম্বা ঘণ্টা লুকানো রয়েছে এই ভূ-মধ্যসাগরেই কোন এক দ্বীপে। গুজবটা ফ্রান্সিস শোনে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া বুড়ো নাবিকদের মুখে।

এ ঘণ্টাটা তৈরির ইতিহাসও বিচিত্র। স্পেনের এক গীর্জায় থাকতো জনাপঞ্চাশেক পাদ্রী। তারা দিনের বেলা পাদ্রীর কাজ কর্ম করতো। কিন্তু সন্ধ্যা হলেই পোশাক খুলে ডাকাতি করতে বেরুত। টাকা-পয়সা লুট করা তাদের লক্ষ্য ছিল না। লক্ষ্য ছিল একটাই সোনা লুট করা। কিন্তু ধারে কাছে ও দূরের গ্রামগুলোতে তাদের এ ডাকাতির কথা জানাজানি হয়ে গেল। গরিবরা সোনা লুকিয়ে ফেলল। ধনীরা যার যার সোনা বিদেশে সরিয়ে ফেলতে লাগল গোপনে। ডাকাতরা হঠাৎ করেই এই গোপন খবর জানতে পারল। তারপর শুরু হলো তাদের জলদস্যুগিরি। জাহাজ লুট করে তারা প্রচুর সোনা পেল। এবার তারা মাটি গর্ত করে ঘণ্টার ছাঁচ নির্মাণ করে তার মধ্যে গলিত সমস্ত সোনা ঢেলে দেয়। এভাবেই তৈরি হয় সেই বিরাট সোনার ঘণ্টা। এরপর তারা ঘণ্টাটি সরিয়ে ফেলার প্রয়োজন বোধ করে। তখন তারা তা জাহাজে নিয়ে জনমানবহীন এক দ্বীপে গিয়ে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু ফিরে আসার পথে সমুদ্র ঝড়ে জাহাজের সবাই মারা যায়। শুধু কয়েকজন জাহাজে না গিয়ে রেহাই পায়।

২

ফ্রান্সিস বাস্তবে ফিরে আসে জাহাজের এই যাত্রা পথে ফ্রান্সিসের জ্যাকব নামে এক পর্তুগীজের সাথে বন্ধুত্ব হয়। সন্ধ্যা হলে দুজনে জাহাজের খাবারঘরে ঢোকে। জ্যাকব ফ্রান্সিসকে বলে, "তুমি হলে যোদ্ধার জাত। তোমার কি জাহাজের কাজ শোভা পায় ?"

ফ্রান্সিস বলল, "তোমার কথাটা মিথ্যা নয়। আমরা ভাইকিং— যে-কোন রকম কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের জন্মগত।"

জ্যাকব বলে, "বন্ধু তাহলে তুমি খামোখা জাহাজের কাজ নিলে কেন ?"

ফ্রান্সিস জবাব দেয়, "ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি এক ঘণ্টার কথা।" সে ঘণ্টার কথাটা জ্যাকবকে জানায়। "সেই ঘণ্টার জন্যই আমার এ জাহাজে কাজ নেওয়া।"

জ্যাকব ফ্রান্সিসকে বললে, "তুমি পাগল হয়ে গেছ।"

ফ্রান্সিস বলে, "বুড়ো নাবিক আমাকে আরো বলে ঝড়ের মুখে পাদ্রীদের জাহাজ দিক ভুল করে ফেলে। ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে জাহাজ ডুববার সময় তারা সেই ঘণ্টার ঢং ঢং আওয়াজ শুনতে পায়।"

জ্যাকবের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সে বলল, "সময়ই বলবে সব কথা।"

৩

দুদিন পরের ঘটনা। ফ্রান্সিস ডেকে পায়চারি করছে। তার সাথে রয়েছে জ্যাকব। সূর্য ঢাকা পড়েছে ঘন কুয়াশায়। অবাক কাণ্ড তখন গ্রীষ্মকাল, সব নাবিক বিমর্ষ কিন্তু ফ্রান্সিস খুশি। কারণ হিসেবে সে জ্যাকবকে বলল, "আমাকে যে পাগলাটে নাবিক এ ঘণ্টার কথা বলেছিল সে বলে ঝড়ের আগে এমনি কুয়াশা দেখা গিয়েছিল তখন।"

ফ্রান্সিস বলে, "যদি বুড়ো নাবিকের কথা সত্যি হয় তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ঝড়ের কবলে পড়ব।"

জ্যাকব— "তারপর"

—"ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে—"

—"জলের তলায় অক্কা পাব।"

—"তার আগে সোনার ঘণ্টার বাজনা তো শুনতে পাব।"

হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার সাথে সাথে জাহাজটা প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠল। জাহাজের ভেতরে নাবিকরা ছিটকে উঠল। ফ্রান্সিস ও জ্যাকব কোন মতে ঝড়ের ধকল থেকে উঠতে উঠতে শক্ত কিছুর ধাক্কায় জাহাজের তলা মড়মড় করে উঠল। ঠিক তখনই সমস্ত জল ঝড় বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে বেজে উঠল ঢং ঢং ঢং শব্দ। সোনার ঘন্টার শব্দ। উল্লাসে চিৎকার করে উঠল ফ্রান্সিস। ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে জাহাজ। ওদিকে একনাগাড়ে বেজে চলেছে ঘন্টা— ঢং ঢং ঢং।

৪

সকালের আলো পড়ছে ফ্রান্সিসের মুখে। জ্ঞান ফিরে অবাক হলো বেঁচে আছে বলে। ধীরে ধীরে গতরাতের সব কথা তার মনে পড়ল। দ্বীপের চারপাশের পরিবেশ ঘুরে দেখতে উঠে পড়ল সে। চারপাশ কিছুক্ষণ ঘুরেই বুঝতে পারল দ্বীপে দ্বিতীয় কেউ নেই। ফ্রান্সিস জানে নিঃসঙ্গ দ্বীপে আটকা পড়ার সমস্যাগুলো। প্রথমত দ্বীপ থেকে মুক্তি পাবার সমস্যা। আরো আছে খাবার ও পানির সমস্যা। দ্বীপের সামান্য পরিমাণ নারকেল গাছই ওকে যা ভরসা জোগাল। নারকেল খেয়েই কোনমতে দুপুরের খাওয়া সেরে সাগরে নামল সে। খালি হাতে মাছ ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে বেলা পড়ে এল। একটু গভীর পানিতে যেতেই ফ্রান্সিসের পায়ে ধাতব কিছুর স্পর্শ লাগল। তুলে নিয়ে দেখে বুঝল জিনিসটা কোন জাহাজের নামফলক। পিতলের তৈরি জিনিসটা অনেক পুরানো। তার মানে এখানে কোন জাহাজ ডুবে গিয়েছিল।

৫

পরদিন সকালবেলা দ্বীপের একমাত্র অনুচ্চ পাহাড়টায় চড়ে দেখতে লাগল দ্বীপের চারপাশের স্বচ্ছ পানি। কোন জাহাজের দেখা পাওয়ার চিন্তা ফ্রান্সিসকে বাদ দিতে হবে। কারণ রাতে নক্ষত্রের অবস্থান দেখে অনুমান করেছে এটা ভূমধ্যসাগরের কোন এক অজ্ঞাত দ্বীপ। হঠাৎ সাগরের স্বচ্ছ পানিতে কালো একটা কাঠামো তার চোখে পড়ল। তার মানে এই সেই ডুবে যাওয়া জাহাজ, যার নামফলক গতকাল চোখে পড়েছিল। ফ্রান্সিসের মনে হয় এটা তো সেই পাদ্রীদের জাহাজটাও হতে পারে। দ্রুত পাহাড় থেকে নেমে সাগরের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রান্সিস। ডুব সাঁতার দিয়ে ওখানে ডুবোজাহাজটার কাছে পৌঁছল। জাহাজের মাস্তুল ভাঙ্গা শেওলা জমে রয়েছে ডেকে। জাহাজের ক্যাপ্টেনের ঘরে পৌঁছে আলমারির ভাঙ্গা ড্রয়ার থেকে একটা কাচের বোতল বের করল। দ্রুত উপরে উঠে বুক ভরে শ্বাস নিল ফ্রান্সিস। উত্তেজনায় দু'মিনিটের বেশি দম আটকে রেখেছিল। বালুর মধ্যে বসে বোতলটার ছিপি খুলল সে। ভেতর থেকে বেরোল মোড়ানো এক মলিন কাগজ। কাগজে লেখা রয়েছে কম্পিত হাতে 'দি বেল ইজ ইন দি কেভ অব দি মাউন্টেইন।' এভাবেই কোন খবর রেখে দিত জাহাজীরা। কাগজটা পেয়ে যারপর নাই খুশি হল ফ্রান্সিস। এখন সে জানে কোথায় আছে সে ঘন্টা। কিন্তু কথা হল কোন্ দ্বীপে আছে সে ঘন্টা ? এই দ্বীপে থাকলে তো একমাত্র পাহাড়টিতেই থাকবার কথা। কিন্তু পাহাড়ে কোন গুহা তার চোখে তো পড়েনি।

৬

সারাটা বিকেল পাহাড়ের গায়ে গুহামুখ খোঁজার চেষ্টা করেছে ফ্রান্সিস। কিন্তু গুহা বা কোন রকম গুহার চিহ্ন পায়নি সে। তার ধারণা হলো এই দ্বীপে হয়তো ঘন্টাটা নেই। কেননা দ্বীপের এত কাছেই কি জাহাজটা ডুবেছিল ? এসব ভাবতে ভাবতে ফিরে আসার পথে ফ্রান্সিসের পায়ের নিচ থেকে হঠাৎ মাটি সরে গেল। এক গহ্বরের মুখে ঝোপঝাড় জন্মে এমন হয়েছিল জায়গাটা। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গুহার ভেতরে ঢুকল ফ্রান্সিস। ভেতরে অন্ধকার হওয়ায় বাইরে থেকে মশাল জ্বালিয়ে আবার ভেতরে গেল সে। গুহাটা কৃত্রিম ও ভগ্নপ্রায়। ঝড় ও ভূমিকম্পে এই অবস্থা হয়েছে। হঠাৎ তার মশালের আলোয় বাম দিকটা চিক্‌চিক্ করে উঠল। তাহলে তার ধারণাই সত্যি! এই গুহাতেই আছে সে ঘন্টা। হ্যাঁ তাই ! সিলিং থেকে আংটায় ঝুলে রয়েছে বিশাল ঘন্টাটা। অভিভূত হয়ে দেখতে লাগল সে ঘন্টাটাকে। নিখুঁত করে সোনা দিয়ে তৈরি। জাহাজের মাস্তুল সমান না হলেও তার কাছাকাছি হবে ঘন্টার উচ্চতা, কল্পনা করল সে। ঘন্টাটি ঘুরে এক চক্কর দিল সে। তার চোখ যেন সার্থক আজ ! হঠাৎ তার পায়ের কাছে এক ডায়েরি সে দেখল। ডায়েরির পাতা ক্ষয়প্রাপ্ত। মরিস ওয়ার্নার নামে এক ব্যক্তির লেখা। প্রতিটা পাতাই স্প্যানীশ ভাষায় লেখা শুধু শেষের পাতার ইংরেজি লেখাটা ফ্রান্সিস পড়তে পারল। লেখাটা হল "যথাসম্ভব দূরে থাক অভিশপ্ত ঘন্টাটা থেকে।" কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকল সে। তারপর বাইরে বেরিয়ে এল। কীজন্য তা নিজেও বলতে পারবে না। মশালের আলো কমে আসছে বলে, নাকি অভিশাপের ভয়ে ! বালুর মধ্যে শুয়ে পড়ল সে। ঘুমানোর আগে দেখল আকাশে মেঘ করেছে।

৭

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল ফ্রান্সিসের। প্রচণ্ড ঝড়ে সাগর তোলপাড়। নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার তাগিদে পেছনে ফিরে থ হয়ে গেল সে। ধ্বসে বিলীন হয়ে গেছে পাহাড়। তার স্থানে রয়েছে সাগরের তাণ্ডবরত জলরাশি। পরবর্তী ঢেউয়ে সেও হারিয়ে গেল অথৈ সাগরের বুকে। হয়তো সোনার ঘন্টার মতো সেও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল চিরতরে।

ব্ল্যাক মার্ডারের অভিযান

মোঃ সাদিরুল ইসলাম
কলেজ নম্বর : ৭৪৩৮
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : ক

গোয়েন্দা বাহিনী ঃ স্কুল ছুটি হতেই সৌরভ বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে বসে গেল। বাসায় ফিরতে দেরী হলে পিঠে যে বাবার মার পড়বে সেদিকে তার খেয়ালই নেই। দু'ঘণ্টা আড্ডা দেয়ার পর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তার টনক নড়ল, বাড়ি যাওয়ার পথে মিঠুর সাথে গল্প করতে করতে আরও দেরী হয়ে গেল। বাড়ির সামনে আসলেই তার বুকে ঢিপ ঢিপ শব্দ হতে লাগল, না জানি আজ কি হয়!

বাসায় ঢোকার সাথে সাথেই ডাক পড়ল, "সৌরভ, দাঁড়াও"। সৌরভ মনে মনে ভাবতে লাগল, "এই সেরেছে, আব্বা বাসায় এসেছে। এখন তো এক চোট খেতেই হবে।" তার আব্বা কাছে এসে বলল,

— কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

— ইয়ে মানে, বাসায় আসছিলাম কয়েকজন বন্ধু ধরে নিয়ে মিঠুদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল।

— খেয়ে এসেছো ?

— জ্বি... জ্বি। (ভয়ে ভয়ে)

এবার থতমত খেয়ে গেল, কি বলবে, তাদের স্কুল ছুটি হয়েছে ১২ টায়। বলল, "১২ টা ৪০।" বাবা আবার তার কঠোর জেরা শুরু করলেন।

— কটা বাজে ?

— আ... আড়াইটা।

— কতক্ষণ পরে এসেছ ?

— দু...ই ঘণ্টা।

— এতক্ষণ কি করলে ?

— স্কুলের সাইন্স ফেয়ার হচ্ছে তো। মিঠু সবাইকে তার প্রজেক্ট দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল।

— প্রজেক্ট দেখতে এতক্ষণ লাগে ?

— জ্বি জ্বি... জ্বি ?

— একটা প্রজেক্ট দেখতে এতক্ষণ লাগল ?

নীরব হয়ে গেল সৌরভ। হঠাৎ তার মায়ের কথা মনে হতে লাগল। মাকে কখনো সে দেখেনি। বাবা তাঁকে বলেছিলেন মা তার জন্মের এক বছর পরই মারা গেছে। বাবাই তার মা আবার বাবাই তার বাবা। বাবা সহজে রাগ হন না তবে রাগ হলে বাবা যমদূতের মত নির্মমভাবে মারেন। সৌরভ মনে মনে ভাবল, আজ বুঝি বাবার সেই রকম মারই খেতে হবে, মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল সে। কি বলবে ভেবে পেল না। ভাগ্য ভাল থাকায় সেদিন আর বাবার পিটুনি খেতে হল না। বাবা কিছু না বলে খেতে গেলেন।

সেদিন বিকালে সৌরভদের ফুটবল ক্লাব 'স্পুটনিক ফুটবল ক্লাবের' সঙ্গে রসুলপুর গ্রামের খেলা। তাদের সাথে খেলা শুরু হতেই বুঝা গেল স্পুটনিকের কাছে রসুলপুর ফুটবল টীম নিতান্তই শিশু। সৌরভ স্পুটনিকের গোলকীপার, খেলা শুরু হওয়ার আধা ঘণ্টার মধ্যে রসুলপুর পাঁচ পাঁচটি গোল খেয়ে গেল। খেলা শেষে সাত শূন্যতে হেরে মুখ লাল করে রসুলপুরের খেলোয়াড়রা বাড়ি ফিরল। আগামী কাল স্পুটনিকের সঙ্গে সবচেয়ে ভাল টীম ঠাকুর পাড়ার খেলা। ঠাকুর পাড়ার সাথে এর আগে স্পুটনিক যতগুলো খেলেছে সবগুলোতে চার শূন্যতে হেরেছে। অবশ্য ঠাকুর পাড়ার টীমে রাশেদ নামে একজন সৌরভদের পাড়ার ছেলে খেলত। রাতে অংক কষে বাড়ি ফেরার সময় সৌরভ, টিপু, ফয়সাল গিয়ে এমন ভয় দেখিয়েছে, বলেছে ঠাকুর পাড়ায় যেন না খেলে। তখন থেকে রাশেদ স্পুটনিকে, স্পুটনিকে রাশেদ আসার পর টীমটা এমন শক্ত হয়েছে যে, এই শহরের একটা দলও স্পুটনিককে হারাতে পারেনি। যা হবে হোক অসুবিধা নেই।

পরদিন সকালে সৌরভদের পাশের বাসায় এক নতুন ভাড়াটে এল। এই নতুন ভাড়াটেদের সাথে পাড়ার সকলেরই ভাল সম্পর্ক হয়ে উঠল। সৌরভদের সমানই একটা ছেলে সেই বাসায় আসল। খুব ভাল বন্ধু হয়ে উঠল সৌরভ আর রবিন। রবিনদের বাসায় রবিনদের আগে যারা থাকত তাদের পাড়ার কেউই পছন্দ করত না। রবিনকে নিয়ে গিয়ে সৌরভ তাদের ফুটবল ক্লাবের সদস্য বানাল, সকালে প্র্যাকটিস করার সময় বুঝা গেল রবিন ফরোয়ার্ড হিসাবে সবচেয়ে ভাল। তখন সৌরভ সবাইকে বলল, রবিনকে দলে রাখতেই হবে। তখন রবিন নাছোড় বান্দার মত বলল, তাহলে আমাকে ক্যাপ্টেন বানাতে হবে না হলে আমি খেলব না। কি আর করা। রবিনকে

ক্যাপ্টেন করতেই হল। রেশাদ অর্থাৎ ক্যাপ্টেন হয়ে গেল ভাইস ক্যাপ্টেন, বিকালে খেলা শুরু হল। চারপাশে সৌরভদের পাড়া ও ঠাকুর পাড়ার দর্শক দিয়ে ভর্তি রবিন আর টিপুর আব্বা খেলা দেখতে আসছেন। পিছন পিছন সৌরভের আব্বাও গুটি গুটি পায়ে এগোচ্ছেন।

রেফারির ইঙ্গিতে সবাই আন্তর্জাতিক খেলার মত মাঠে প্রবেশ করছে। চারপাশ থেকে শুরু হৈ চৈ, চিল্লাপাল্লা, হাততালির শব্দ হচ্ছে। ক্যাপ্টেনদের হ্যান্ড শেকের পর রেফারি টস করে স্পুটনিককে দক্ষিণে পাঠিয়ে দিল। দুর্ভাগ্যবশত দক্ষিণ দিকে চোখে রোদ লাগে। খেলা খুব জমজমাট সৌরভ ও দু'তিনটি নির্ঘাত গোল বাঁচিয়ে দিয়ে দু'তিন বার করতালি পেয়েছে। এতে সৌরভের বুক গর্বে পনের হাত ফুলে গেছে। চল্লিশ মিনিটের সময় মাঝমাঠ থেকে রেশাদ বল কাটিয়ে বিপক্ষ দলের আক্কাসকে পাশ কাটিয়ে, একজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে রবিনকে পাস দিল, রবিন ডিবক্সে ঢুকেই জোরালো এক কিক্ করল গোল কিপারের হাত ফস্কে গোল হল। সবাই চিৎকার করে উঠল— 'গো... ওল'। তার পরে তো ঠাকুর পাড়া রেগে আগুন তারা ত একটি গোল দিয়ে ঠাকুর পাড়ার হাততালি পেয়ে গেল। রেফারি বাঁশি বাজিয়ে হাফ টাইম ঘোষণা করলেন। রবিনের বাবা চুয়িংগাম দিলেন সবাইকে। এদিকে নাসির ভাই সবাইকে বলে দিলেন, "স্পুটনিক জিতে গেলে তিন কেজি মিষ্টি"। রবিন চেঁচিয়ে বলল, "তোরা সবাই সাক্ষী, তিন কেজি মিষ্টি"। দ্বিতীয়ার্ধে রবিন মাঝমাঠ থেকে কাটিয়ে আরেকটি গোল দিল। এবারে সৌরভদের পাড়ার সকলেই মাঠে এসে রবিনকে সংবর্ধনা দিল। খেলা শেষের দু'মিনিট আগে ঠাকুর পাড়ার আক্কাস সুন্দর একটা সুযোগ পেয়ে গেল। ফয়সাল দৌড়ে এসে এমন ল্যাঙ মারল যে আক্কাস উড়ে গিয়ে পাঁচ হাত দূরে গিয়ে পড়ল। রেফারি এবারে পেনাল্টির নির্দেশ দিলেন। মামুন ভাই চেঁচিয়ে বললেন, "সৌরভ! ঠেকাতে পারলে স্পেশাল মর্নিং শো"। বিপক্ষ দলের সাজ্জাদ সজোরে কিক করল। সৌরভ বল ধরে মাটিতে লুটোপুটি খেতে লাগল। এদিকে রেফারি বাঁশি বাজিয়ে বললেন খেলা শেষ।

জিতে শহরের এক নম্বর টীম হল 'স্পুটনিক'। এক নম্বর টিম হবার পরে আর ফুটবল খেলার নেশা নেই। একদিন রবিন বলল, চল দোস্ত একটা গোয়েন্দা বাহিনী বানিয়ে ফেলি, রবিন গল্পের বই খুব বেশি পড়ে, তাই গোয়েন্দা বাহিনীর নামের দায়িত্বটা দিয়ে গোয়েন্দা বাহিনী বানিয়ে ফেলা হল। দু'দিন পর রবিন বলল, গোপন নাম হবে ব্ল্যাক সার্ভার। আর প্রকাশ্য নাম হবে শফিকুল ইসলাম এন্ড কোং (শফিকুল ইসলাম রবিনের নিজের নাম তো)। রবিন আবার নাছোড় বান্দার মত শুরু করল 'আমি তোদের সর্দার না হলে সব ফাঁস করে দেব। কি আর করা; তাকেই দেয়া হল সর্দারের দায়িত্ব, তারপর সবাই হাতের মধ্যের আঙ্গুলটা ফুটো করে একফোঁটা রক্ত দিয়ে শপথ করল।

গোয়েন্দা বাহিনীর অভিযান : গোয়েন্দা বাহিনী তৈরি হওয়ার পর একমাস হয়েছে কি হয়নি। রবিন, সৌরভ, টিপু, মিঠু চার জন যাচ্ছে। টিপু একটা ল্যাবরেটরী তৈরি করতে চাচ্ছে নান্টুকে নিয়ে। মিঠু আর টিপু তা নিয়েই গুজগুজ করছিল। আর সৌরভ আর রবিন গুজগুজ করছিল একটা গুপ্তধনের ব্যাপারে।

পরদিন ভোরে টিপুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। এখন শত চেষ্টা করেও তো আর ঘুমাতে পারবে না। তাই আকাশের দিকে জানালা দিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ কি একটা তাড়াতাড়ি হাতড়ে হাতড়ে দূরবীন বের করে দেখল ধূমকেতু। সেদিন সবাইকে বলল, "ধূমকেতু ভোররাতে দেখা গেছে"। সেদিন সবাই ধূমকেতু দেখতে রাত জেগে বসে থাকল। ভোররাতে, সবাই টিপুর দূরবীন দিয়ে ধূমকেতু দেখল। ধূমকেতু দেখে সবাই যার যার মত ঘরে ঘুমাতে গেল। শুধু ব্ল্যাক মার্ডারের সদস্যরা গুপ্তধন ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগল। তারপর হঠাৎ করে রবিন বলল, চল শ্মশান ঘাটের দিকে যাই কিছু পেতে পারি। শ্মশানের কাছে যেতে না যেতেই দেখা গেল একদল লোক কয়েকটা বড় বড় বাক্স নিয়ে নৌকায় উঠাচ্ছে। সবার কোমরে একটা করে রিভলবার। সবাই আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে একটা ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্ল্যাকমার্ডার সদস্যরা আস্তে আস্তে একটা মোটা বটগাছের পিছনে লুকিয়ে দেখতে লাগল। একটা বাক্স রেখে একটা লোক ফিরে যেতে গিয়ে গোবরের উপর পা পড়ে পিছলে এমন আছাড় খেল যে সারা গায়ে গোবর লেগে গেল। তা দেখে এত বিপদের মাঝেও ব্ল্যাকমার্ডারের সদস্যরা হেসে ফেলল। স্মাগলাররাও হেসে ফেলল জোরেজোরে তাই তারা আর ব্ল্যাকমার্ডারের হাসি শুনতে পারল না। লোকটা একটা গাছের সামনে কাপড় চোপড় রেখে নদীতে গোসল করতে গেল। রবিন বলল (ফিসফিস করে), "চল পিস্তলটা নিয়ে নেই"। সবাই আস্তে আস্তে কাপড়ের কাছের গাছটার পিছনে চলে গেল। রবিন কাপড় হাতড়ে হাতড়ে রিভলবারটি নিয়ে নিল। তারপর সবাই পা টিপে টিপে গাছগুলো পেরিয়ে এসে ভোঁ দৌড়। পরদিন গভীর রাত্রে ব্ল্যাকমার্ডারের সদস্যরা বাড়ি থেকে পালিয়ে এল। সবাই আস্তে আস্তে সেই গাছটার পিছনে গেল। রবিন তিনটা কালো চাদর আর তিনটা কালো হাঁড়ি নিয়ে গেল। তারপর শ্মশান ঘাটে গিয়ে ঝোপের পিছনের গুহার পাহারাদারকে বেঁধে ফেলল। ব্ল্যাকমার্ডারের সবচেয়ে ভাল দৌড়বিদ রঞ্জুকে পুলিশ ডাকতে বলা হল। ভোর না হতেই পুলিশ আসার কথা। পাহারাদারের স্টেনগান নিয়ে লুকিয়ে রাখল। তারপর গুহার দরজা বন্ধ করে দিয়ে তার উপর বড় একটা পাথর ঠেলে ঠেলে এনে রেখে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশের গাড়ি এসে পড়ল। পরদিন সকালে সাংবাদিকরা ব্ল্যাকমার্ডারের ছবি তুলল। তারপর পেপারেও উঠল এই ছবি।

চৌধুরী বাড়ির রহস্য

মাকছুদুর রহমান
কলেজ নম্বর : ৮৮৩২
শ্রেণী : নবম, শাখা : গ

১

"সজীব, দেখ আমার নতুন টেলিস্কোপ" হাসিমুখে বলে নাফিজ। তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে বন্ধুকে দেখিয়ে বাহবা আদায় করে নেবার আনন্দ।

সজীব প্রবল উচ্ছ্বাসে টেলিস্কোপটা ধরে। মনে মনে খানিকটা হিংসে অনুভব করে। "ওয়াও! দারুণ তো।"

নাফিজ হাসে, "হুঁম, দারুণ!" কিছুক্ষণ থেমে বলে, "চল এটা নিয়ে ঘুরে আসি।"

সাথে সাথে সজীব প্রস্তাবটা লুফে নেয়, "দারুণ হবে। চল বুড়ো চৌধুরীর ভাঙা বাড়িটা থেকে ঘুরে আসি।"

নাফিজ খানিকটা ভয় পেয়ে যায়, "ওখানে! ওতো ভূতের বাড়ি।"

সজীব ওকে ভীতু আখ্যায়িত করে এমন চাপাচাপি করতে থাকে যে শেষমেষ ও রাজি হয়ে যায়। ওরাও বাড়িতে গিয়ে জঙ্গলে পরিণত হওয়া চৌধুরীর সাধের বাগানটাতে ঘুরতে থাকে।

"আমার ভয় করছে।" হঠাৎ করে নাফিজ বলে উঠে। কোন উত্তর না পেয়ে ও পিছনে তাকায়। আরে সজীব কোথায়! সজীবের নাম ধরে ও কয়েকবার ডাকে কিন্তু কোন জবাব পায় না। ওর বুক দুরু দুরু করতে থাকে। ও বাগানে সজীবকে খুঁজতে থাকে। বড় শিমুল গাছটার তলায় এসে আবছা অন্ধকারে ওর টেলিস্কোপটা খুঁজে পায়। ওটার কাচ ভাঙা। ও তাতে চিন্তিত হয়ে পড়ে। শিমুল গাছের পাশের বরই গাছটার পাশে এসে দেখল সজীব পড়ে আছে। নাড়ি খুঁজে পেল না। তবুও বিশ্বাস করতে পারল না সজীব মারা গেছে। ও দৌড়ে বেরিয়ে এল ও বাড়ি থেকে। লোকজন ডেকে নিয়ে গেল। সবাই সজীবকে ধরাধরি করে বের করে আনল। ওর চোখ তখন জলে ভিজে যাচ্ছিল।

২

নাফিজ ওর ঘরে বসে আছে। সজীব যেদিন মারা গেল এটা তার পরের দিন। ও জায়েদের সাথে কথা বলছে। কিছুটা অন্যমনস্ক। ঘুরে ফিরে সজীবের কথা মনে পড়ছে।

"সজীব কিভাবে খুন হল, ঠিক বুঝা যাচ্ছে না।" নাফিজ এবার জায়েদের দিকে ঘুরে পূর্ণ মনোযোগ দিল। জায়েদ বলতে থাকে, "ওর গলায় যে হাতের ছাপ পাওয়া গেছে তার সাথে কোন মানুষের ছাপ মিলছে না। পুলিশ ইন্সপেক্টর আরিফুদ্দীনের সাথে ভাল খাতির বলে আরেকটা গোপন খবর জেনেছি।" জায়েদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু জেনে ফেলেছে এমন ভাবে হাসে।

'কি ?' আগ্রহে সামনে মাথা বাড়িয়ে দেয় নাফিজ।

"ওর গলায় পাওয়া হাতের ছাপ, দুই বছর আগে ওই বাড়িতে খুন হওয়া সাতটা লোকের গলায় পাওয়া হাতের ছাপ একই।"

'কি বলিস!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠে নাফিজ। 'তার মানে রহস্য সব ও বাড়িতে।'

'হুঁম এবং চৌধুরী মড়াটাকে ঘিরে।' জায়েদ যোগ করে।

'কেন ?' অবাক হয় নাফিজ।

'ও ব্যাটা অদৃশ্য হবার পর থেকেই তো যত ঝামেলা।' ক্ষোভের সাথে জায়েদ বলে।

'একবার... আর একবার ওখানে যেতেই হবে।'

'পাগল, মরতে!' বিস্ময় ঝরে পড়ে জায়েদের কণ্ঠে।

'আমি যাবই।' দৃঢ়কণ্ঠে বলে নাফিজ।

বিকেল বেলা। টেলিফোন বেজে উঠে। ও টেলিফোন রিসিভার নিজের দিকে টেনে নেয়।

'হ্যালো'

'হ্যালো, নাফিজ, আছে ?'

'আমিই নাফিজ।'

"জায়েদ মারা গেছে। তাকে চৌধুরীর বাড়িটাতে পাওয়া গেছে।"

'কি বললেন ?' ও রিসিভার রেখে দেয়।

যে শয়তানই তুমি হও না কেন আমি প্রতিশোধ নেব।

৩

সন্ধ্যা ৭টা। নাফিজের মা তার বোনের বাসায় গেছেন। বাবা ফিরবেন ৯টায়। বড় ভাই ও বোন টিচারের কাছে পড়তে গেছে। বাসা খালি। বুঝল এই সুযোগ। নাফিজ পড়ার টেবিলটার কাছে এসে দাঁড়াল। ড্রয়ার খুলে টর্চ, পকেট নাইফ, আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস তুলে নিল। তারপর লাইট অফ করে দরজায় তালা দিয়ে পকেটে চাবিটা পুরে সোজা চৌধুরীদের বাড়ির দিকে রওনা দিল।

হাঁটতে হাঁটতে ও গেটে এসে দাঁড়াল। চৌধুরীর ভাঙা বাড়িটা চোখে পড়ছে না। অত্যধিক গাছপালা গজিয়েছে। প্রতি দুই বছর পর পর এখানে ৭ জন মানুষ খুন হয়। কি আশ্চর্য!

ওর বুক দুরুদুরু করছে। ও ঘামতে থাকে। অবশেষে সাহস সঞ্চয় করে গেট দিয়ে ঢুকে যায়। মূল বাড়ির কাছে এসে টর্চ বের করে ওর চার পাশটা ভালভাবে দেখে। তারপর মূল দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ দ্বিধা করল। তারপর দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল। ওর পেছনে দরজাটা ঠাস করে লেগে যায়। চিৎকার করে দরজার হাতল চেপে ধরে নাফিজ। ভয়ের একটা শীতল স্রোত বয়ে যায় শরীর দিয়ে। ঘনঘনে একটা হাসিতে ভরে যায় রুমটা। ও ফিরে তাকায়। ওকি, এ যে চৌধুরী।

'পালানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। পারবে না!'

নাফিজ অনেক কষ্টে বলল, 'চৌধুরী!'

'হ্যাঁ। আমি চৌধুরী।'

'এখন... এখনও আপনি বেঁচে আছেন?'

আবার সেই একই গলায় হাসল চৌধুরী, "মরে গেছি ভেবেছ। তুমি তো মরবেই। বলতে অসুবিধা নেই। প্রতি ২ বছর পর পর সাতজনকে খুন করি। এতে দুই বছর করে আয়ু বাড়ে। শয়তানের কাছে বলী দেই।"

শিউরে উঠে নাফিজ।

"তুমি এখন মর।" এগিয়ে আসে চৌধুরী। ওর গলা চেপে ধরতে যায়। কিন্তু নাফিজ চকিতে সরে যায়। এতে চৌধুরী কিছুটা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। কিন্তু পরক্ষণে আবার ছুটে আসে। ওর গলা চেপে ধরে চৌধুরী। ওর হাত থেকে টর্চ ছুটে যায়। টর্চটা নিচে পড়ে ভেঙে ব্যাটারী দুটো দুদিকে ছুটে যায়। ঘরের মাঝখানে কিছু জ্বলন্ত কয়লা ছিল। একটা ব্যাটারী তার মধ্যে পড়ল। তাতে আগুন জ্বলে উঠল। আগুনের আঁচ সহ্য করতে না পেরে চৌধুরী ওর গলা ছেড়ে একদিকে ছুটে গেল। আঁচ কমতেই আবার এসে গলা চেপে ধরতে গেল। এদিকে আগুনকে ভয় পেতে দেখে নাফিজের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়। সে পকেট থেকে লাইটারটা বের করে নেয়। চৌধুরী গলা চেপে ধরতে যেতেই ও লাইটার জ্বেলে চৌধুরীর কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। চৌধুরীর মরণ চিৎকার করে উঠে। নাফিজ ছুটে যায় দরজার দিকে।

পঞ্চালিকা

মোঃ নাহিদ সালমান

কলেজ নম্বর : ৮৭০৪

শ্রেণী : দ্বাদশ, শাখা : খ (বিজ্ঞান)

১

ফ্যানটা একনাগাড়ে ঘুরছে তো ঘুরছেই। বাতাস কেমন যেন ভাসাভাসা, ছেঁড়াখোঁড়া, গায়ে লেগেও লাগে না। তাই শরীরের ভ্যাপসা ভাবটাও কমছে না—বরং আরও বেড়ে যাচ্ছে। জামা-কাপড়গুলোও শরীরের সাথে নির্দয়ভাবে সেঁটে আছে। তাও ভাল, বাইরে তো তাকানোই যাচ্ছে না—কেমন হলদেটে ঝিম ধরা ভাব। এর মধ্যে মালিগুলো যে সারাদিন কীভাবে কাজ করে? সত্যিই এদেশে শ্রমের সঠিক যাচাই হয় না। একে তো বাইরে এক রকম 'দেড় ব্যাটারি' মার্কা অবস্থা, তার উপর ক্লাসে টিচারের প্যানপ্যানানি। বাংলা উপন্যাস পড়াচ্ছেন আর মাঝে মাঝে সুড়সুড়ি দিয়ে কথা বলছেন—ছাত্রগুলোও নির্লজ্জের মতো হে হে করে হেসেই চলেছে। এ হাসি যে একেবারেই অর্থহীন নয় তা কি তিনি বুঝতে পারছেন না। অসহ্য! এমনিতেই মনটা খারাপ গতরাতের ঘটনায়! আচ্ছা! লুকিয়ে লুকিয়ে মনোবিজ্ঞানের বইপড়া কি এমন অপরাধ! আর মার যেন শকুনের চোখ! কোথা থেকে ছুটে আসলো তো চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল— অ্যাই তোরা দেখে যা আমার তৌফিক না মনোবিজ্ঞানী হয়ে গেছে। আর যায় কোথায়—মুহূর্তেই বাড়ির মধ্যে যেন কমেডি সিরিয়াল শুরু হয়ে গেল। পুষ্পটা আজ কদিন ধরে ঠোঁটে লিপস্টিক মারে আর সারাক্ষণ হা করে থাকে। মুখ বন্ধ করলে যদি লিপস্টিক উঠে যায়। বদমাসটা হা করেই হাসছিল। উফ্, কি বীভৎস, শিবলী তো আরেক ঘাট উপরে। এসে বলে কিনা— ও সাইকিয়াট্রিস্ট ভাই, আমার না, খাইলে ক্ষুধা লাগে না, ঘুমাইলে চোখে দেখি না। এখন কি করা যায়? মনে হচ্ছিলো ঠাস করে একটা চড় লাগিয়ে দিই। এটা কি সভ্য সমাজের মানুষের লক্ষণ। সেই থেকে মনটা খারাপ হয়ে আছে, তার উপরে ক্লাসের এই অবস্থা। কিছুতেই মনোযোগ বসাতে পারছি না। কিছু একটা অন্তত করা দরকার। এভাবে থুম্ মেরে বসে থাকার কোন মানে হয় না। হঠাৎ চিন্তাটা মাথায় আসে—আচ্ছা আজ কলেজ থেকে পালালে কেমন হয়? মুহূর্তেই একরাশ উত্তেজনা যেন শরীরে এসে ভর করে। জীবনে প্রথম কলেজ ফাঁকি দেওয়া, একটু উত্তেজনা তো থাকবেই। যদিও পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই তবুও এভাবে মন খারাপ করে বসে থাকার চেয়ে পালানোটা অনেক ভালো। তাই মনে মনে কিছুটা পরিকল্পনা করে নিই। প্রতিদিনই কেউ না কেউ পালায়—কাজেই খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

— অ্যাই ইমতিয়াজ, আজ বুঝছিস আমি চলে যাবো। আমাকে একটু সাহায্য করবি?

— কলেজ পালাবি, তার জন্য আবার সাহায্য কি ?

— না, শোন কেউ যদি আবার নাম ডাকতে আসে তবে আমার রোলেও তুই একটা প্রেজেন্ট দিয়ে দিবি। রোল ৮৭০৪। মনে থাকবে তো দোস্ত ?

— আচ্ছা ঠিক আছে যা দিয়ে দেবো।

— আর যদি বাইচান্স ধরা পড়েই যাই তবে টিচারকে বলিস আমার খুব মাথা ব্যথা তাই কলেজের হাসপাতালে গেছি।

— হ্যাঁ, তা না হয় বললাম, কিন্তু একটু খোঁজ নিলেই তো ধরা পড়ে যাবি।

— সে আমার ব্যাপার, তুই শুধু আমার উপস্থিতিটা দিয়ে দিবি, ৮৭০৪। আর শোন, কলেজের পেছন গেট দিয়েই তো পালাতে হবে তাই না ?

— না না, পেছনের দেয়াল টপকাতে হবে, গেট দিয়ে গেলে তো ধরাই পড়ে যাবি।

২

বাইরে বেরুতেই মাথার মগজগুলো যেন 'আপডাউন কর্মসূচি' শুরু করে দিল। একবার মনে হলো, একদৌড়ে কলেজের ভেতরে চলে যাই।

"মরিতে চাহিনা আমি সূর্যের আলোকে।" রনিদের পেছন পেছন হাঁটছি। আজ ওরা পালাচ্ছে। তাই ওদের সঙ্গ নিয়েছি। হেঁটে যাচ্ছি পুকুরের পাশ দিয়েচলে যাওয়া পায়ে চলা রাস্তা দিয়ে। প্রকৃতি এখন কী নীরব, কী নিথর। পুকুরের পানিতে টুকরো টুকরো হলদেটে আলো শূন্যে ভর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। বলা যায় ভীষণ রকম মন খারাপ করা দৃশ্য! এবং স্বভাবতই মনটা খারাপ হয়ে গেল। হাঁটতে হাঁটতেই নানা দুশ্চিন্তা মাথায় এসে যাচ্ছে। মন খারাপ হওয়ার সাথে বোধ হয় দুশ্চিন্তার কোন সম্পর্ক আছে। এই মুহূর্তে বারবার মনে হচ্ছে, যদি কোন টিচার আমাকে এখন, এই অবস্থায় ধরে ফেলে—

— অ্যাই এদিকে আয়, বল কোথায় যাচ্ছিস ?

— স্যার, বাড়িতে যাচ্ছি, প্রচণ্ড মাথা ব্যথা স্যার।

— দেখি তোর ছাড়পত্র কই, নেই ?

— না-না মানে স্যার, না মানে.....।

— আমার সঙ্গে বিতলামি, না ? চল্ আজই প্রিন্সিপালের কাছে নিয়ে তোর টি.সি.-র ব্যবস্থা করছি। কলেজ পালাস, না ? দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি.....।

ওরে বাপরে, যাও বা মনে মনে একপা এগিয়েছিলাম এখনতো পঁচিশ পা পিছিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। স্যারের কাছে ধরা পড়লে ইহজন্মে আর মুক্তি নেই। রনিরা বেশ অনেকটা দূর এগিয়ে গেছে— একটু দ্রুত পা চালাতে হয়। টিচারের ভয়ে মন খানিকটা হলেও ভীত হয়েছে—মনে হচ্ছে পালিয়ে কই যাবো ? রনিরা তো যাচ্ছে 'সাইবার ক্যাফেতে'। কিন্তু আমি তো এ জিনিসটা বুঝি না— শুধু রসালো কথাই শুনে আসছি। অবশ্য ওদের সাথে না গেলেই হলো। অনেকে অবশ্য ভিডিও গেম খেলতেও যায়। এ খেলাটা আমি একদমই পারি না। তাই এটাও বাদ। সিনেমা হলে যাওয়া যেত, কিন্তু তা কখন খোলা থাকে তাইতো জানি না— অবশ্য সাহসেও কুলোত না। পকেটেও বেশি টাকা নাই। খুব অসহায় মনে হয় নিজেকে। চিন্তাগুলো যেন সুনিয়ন্ত্রিতভাবে কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে। তাই এক ধরনের হীনম্মন্যতা কিংবা বলা যায় কোন এক অজানা দুর্বলতা এসে গ্রাস করে নিতে থাকে আমাকে। এই প্রখর রৌদ্রে হেঁটে যেতে যেতে মনে হয়—আচ্ছা না পালালেই কি নয় ? কী লাভ হবে কলেজ ফাঁকি দিয়ে ? অনেকটা যেন নিজেকেই প্রশ্ন করি—এ আমি কাকে ঠকাচ্ছি ? নিজেকে না অন্য কাউকে, যে আমার ভুল বিকাশের দায়িত্বটা গ্রহণ করবে ? নাহ্ এসব অর্থহীন কাজের কোন মানে হয় নাই। হঠাৎ বাতাস যেন ছুটে যায় আমাকে ছুঁয়ে এবং তারপর—তারপর তাড়িয়ে বেড়াতে থাকে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা কতগুলো নিঃসঙ্গ গাছের একাকীত্বকে। এ বাতাসে রৌদ্রের উত্তাপ এতটুকু কমে না, কিন্তু মনটা যেন আরও বিষিয়ে যায়। কেবলই নিষ্ফল আক্রোশে ফেটে পড়তে চায় সুপ্ত অহংবোধ, কেন, কেন এতটা দুর্বলতা গ্রাস করে নিচ্ছে আমাকে ? তবে কি আমি পালাতে পারবো না ? কিন্তু কোন উত্তর খুঁজে পাই না আমি। অভ্যেস কিংবা তথাকথিত নীতির শৃঙ্খলে জড়ানো এই আমি নিজেকে তাই প্রবোধ দিতে পারি না, বোঝতে পারি না কোন্‌টা ন্যায় আর কোন্‌টাই বা অন্যায়। তাই অনিশ্চিত ভঙ্গিমায় এগিয়ে যেতে থাকি প্রতিটি কদমে, প্রতিটি নীরক্ত চিন্তনে। এতক্ষণে রনিরা বেশ অনেকটা দূর এগিয়ে গেছে—তাই ওদেরকে ধরতে আমাকেও কিছুটা দ্রুত হাঁটতে হয়। কিন্তু এ হাঁটা তো হাঁটা নয়, কেবলই মনে হচ্ছে—থাক্ না, আজ থাক্, কী এমন ক্ষতি হবে আজ না পালালে। ঠিক তখুনি দুঃখের একটা কালো স্রোত বুক বেয়ে গলায় উঠে আসে, নিজেকে উপলব্ধি করি একটা ঠুনকো, চাবি দেওয়া পুতুল হিসাবে। যে চাবি না দিলে কিছুই করতে পারে না, গান গাইতে পারে না, নাচতে পারে না।

পথটার ধারে সারি সারি ইউক্যালিপটাস গাছ কেমন তির্ তির্ করে কাঁপছে। কী নিশ্চিন্ত, কী স্বচ্ছন্দ ওদের কাঁপুনি ! কাঁপতেই থাকে, কাঁপতেই থাকে এবং আমিও এগুতে থাকি নির্দয়ভাবে পথকে মাড়িয়ে। বেশ খানিকটা চলে এসেছি। এখান থেকে পেছনের গেটটা চোখে পড়ে। তবে আমাকে যেতে হবে ধোপাখানার পেছন দিয়ে। ধোপাখানার দিকে এগুতেই হঠাৎ থমকে দাঁড়াই, দৃষ্টি চলে যায় তারে নেড়ে দেয়া সার সার শুভ্র কাপড়ের দিকে। কী অপরূপ শুভ্রতা, কী বিশুদ্ধ শুভ্রতা ! মুহূর্তেই ঝলসে যায় সমস্ত পৃথিবী। যেন এই মাত্র মুখে এসিড মারা হয়েছে। এখন আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না শুধুমাত্র কয়েকটি বিচ্ছিন্নভাবে উড়ে চলা রঙ্গিন প্রজাপতি ছাড়া। আর আমি এক বুক শূন্যতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি ঝলসে উঠা নীল আকাশের স্বপ্নিল শুভ্রতার সামনে নীতির ভারবাহী ছাত্র হিসেবে !

W.W.W. বেকারত্ব. COM

মনদীপ ঘরাই
কলেজ নম্বর : ৮০০৪
শ্রেণী : দ্বাদশ (বিজ্ঞান)

হাতে সিগারেট জ্বলছে। নিষ্প্রভ ধোঁয়া, পাশে একটা চায়ের কাপ। চলছে বাকবিতণ্ডা। তবে তার সিংহভাগই অপ্রয়োজনীয়। এ চিত্রটি একটি চায়ের দোকানের আর এতে যে চরিত্রগুলো রয়েছে তারা সবাই এ দেশের মানুষ, এদেশের প্রাণ, বাংলাদেশের বেকার যুব সমাজ। যারা সবাই জীবনের শিক্ষার ধাপ পার করে বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে আজ। এই বাস্তবতা তাদের জীবনের সকল মোহকে চূর্ণ করে দিয়েছে। জীবন সমুদ্রে তারা ভেসে গেছে খড়কুটো হয়ে; ঠাঁই পায়নি তীরে। এর কারণ, তাদের কাজের সুযোগ নেই, যাকে বলে কর্মসংস্থানের অভাব, যে সব পথ খোলা রয়েছে সে সব পথে প্রবেশ করতে বা পা বাড়াতে তারা ভয় পায়; পাছে কিছু বলে সমাজের মানুষ। এ জন্য তারা আজ পথের ধারে চায়ের দোকানে সময়ক্ষেপণ করে আর পিতার কষ্টে অর্জিত অন্ন ধ্বংস করে; তারা আজ বেকার, বেকারত্ব বলতে যা বুঝায় তা হল কাজের সুযোগের অভাব। এ সুযোগ কর্মসংস্থানের। বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে সুযোগ যে একেবারে নেই তা বলা যায় না। এদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী কর্মসংস্থান বলতে বোঝে চাকরিকে, তারা এদেশের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজকে অথবা শ্রমলব্ধ কিন্তু নিম্নপদমর্যাদাসম্পন্ন কাজকে গ্রহণ করতে লজ্জা পায়। পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে ভয় পেয়ে। একটু আগেই তা বলা হয়েছে। এর মূল কারণ এদেশের মানুষের নিকৃষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের অভাব। এবার 'সোনার হরিণ' চাকরির কথায় আসা যাক। ছোটবেলায় অর্থাৎ শৈশবে আমরা সবাই শিখেছি।

"লেখাপড়া করে যে,
গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।"

আমাদের সবার এমনকি বর্তমান যুবসমাজের কাছেও তা সত্যি ছিল একসময়। যার ফল ভোগ করার জন্য অধিকাংশই চেষ্টা করেছে, মেধা অর্পণ করেছে বিদ্যাশিক্ষার জন্য। তবে তাদের মধ্যে অধিকাংশই চাকরির ম্যাচে উইকেট নিয়ে ফিরতে পারেনি। তার কারণ, আমাদের এই সোনার বাংলার চাকরি প্রদান কালচারটি বর্তমানে অনেকটা ঘুষ, দালালী, সুপারিশ বা তদবিরনির্ভর। তাই যারা ব্যর্থ হয়, তাদের অধিকাংশের ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় অর্থাভাব এবং প্রভাবশালী আত্মীয়ের অভাব। আর অপরদিকে অসদুপায়ে যারা চাকরি পায়, তারা অধিকাংশই হয় অযোগ্য। সেই সব অকাল কুষ্মাণ্ড আর কিছু পারুক বা না পারুক তাদের পূর্বসূরীদের ঐতিহ্যকে বজায় রেখে ঘুষ নিয়ে বা তদবিরের মাধ্যমে অর্থাৎ অসদুপায়ে চাকরি প্রদান করতে পারে। যার ফলে যোগ্যরা অমানিশায় থেকে যায় চাকরির বাজারে আর ঘুরে বেড়ায় "Door to door" এবং কড়া নাড়ে। আর ফলাফল ! কিছু জীবনীশক্তি আর জুতোর তলা ক্ষয়ে যাওয়া। যার ফলশ্রুতিতে এক গোষ্ঠীর কিন্তু লাভ হয়। আর সেই গোষ্ঠী হচ্ছে 'Liberty' বা 'Bata'-র মত জুতোর কোম্পানিগুলো।

অন্তহীন যাত্রা

আহমেদ শাফায়াত চৌধুরী
কলেজ নম্বর : ৭৫৭৬
শ্রেণী : দ্বাদশ (বিজ্ঞান)

ছোট্ট একটা মেঠো পথ। এঁকে বেঁকে চলে গেছে বহুদূরে। দু'ধারে কিছু গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেয়েছিল। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের। সবুজের বদলে কালো চাদর জড়িয়ে 'মাথা ভাঙ্গা' গাছগুলো কি যেন বলতে চায়। কিন্তু তাদের কথা শোনার সময় নেই। আমায় যেতে হবে বহুদূরে। সূর্য প্রায় পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে।

"দেবদূত !"

শিশুর কণ্ঠ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। আশেপাশে তাকাই। না ! সম্ভব নয়। লাশগুলোতো পচে গলে গেছে। চেনারও উপায় নেই কোন্‌টি পশু আর কোন্‌টি মানুষ।

"তুমি কোথায় যাও ?"

পড়ে থাকা একদলা হলুদ ঝকঝকে মগজে চোখ আটকে যায়। আশ্চর্য! এগুলোতো অক্ষত থাকার কথা না।

"কে তুমি ?" —কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করি।

"আবদুল্লাহ্"।

"কি চাও তুমি আমার কাছে ?"

"তুমি কোথায় যাও ?" —আবারও সেই একই প্রশ্ন।

"বহু... দূরে।"

"কি আছে সেখানে ?"

হঠাৎ নীরব হয়ে যায় পরিবেশ। আসলেই কি আমি জানি, কি আছে সেখানে।

ছুটছি শান্তির আশায়। 'সাদা কুকুরগুলো' হয়ত খাবারের গন্ধ পেয়ে সেখানেও ছুটে আসবে। তাহলে কি করব ? কোথায় যাব ?

শান্তি !!!

শান্তির কবুতর তো আটকে আছে কুকুরগুলোর ধারাল দাঁতের মাথায়। কুকুরগুলোর সাদা লোমশ থুতনি বেয়ে ক্ষত-বিক্ষত কবুতরগুলোর রক্ত গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে।

"দেবদূত, তুমি কথা বলছ না কেন ?"

"আমি দেবদূত নই।"

"তবে কে ?"

"সাধারণ মানুষ।"

"আমায় নিবে তোমার সাথে ?"

অপলক চেয়ে থাকি ঝকঝকে হলুদ পদার্থটির দিকে। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। কিভাবে যে রাতটা পার হয়ে গেল বুঝতেও পারলাম না। সকালের পাখিরাও এখানে ডাকতে ভুলে গেছে। সূর্যই কেবল তার নিয়ম মত অলসভঙ্গিতে উঠছে।

তড়িঘড়ি করে উঠে পড়ি। আবার হাঁটতে শুরু করলাম।

"আগন্তু... ক।"

পিছনে ডাক শুনে থমকে দাঁড়াই। কিন্তু ফিরে আর দেখা হয় না। হাতে সময় নেই। যেতে হবে বহুদূরে।

পাড়ি দিতে থাকি সেই ক্লান্তিকর, একঘেঁয়ে পথ। আবার শুরু হয় সেই অন্তহীন যাত্রা।

 # ছোট এই গল্পটি ইরাক এবং আফগানিস্তানে যুদ্ধে নিহত সকল নিরপরাধ মানুষের প্রতি উৎসর্গকৃত।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

মুহম্মদ হায়দার আলী
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আজ কেবল বাঙালির ভাষা ও সাহিত্য নয়, এ ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বের সমগ্র জাতির ভাষা ও সাহিত্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করে এর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরাই আমার এ লেখার উদ্দেশ্য।

বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে ভাষাবিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে রয়েছে নানা মতভেদ। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বাংলাকে সংস্কৃত ভাষার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছেন— 'বাঙ্গালা সংস্কৃতের দুহিতা'। বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী জর্জ গ্রিয়ারসন বলেছেন— 'মাগধী প্রাকৃত' থেকে উদ্ভব ঘটেছে বাংলার। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জর্জ গ্রিয়ারসনের মত সমর্থন করে বলেছেন— বাংলা ভাষা 'মাগধী প্রাকৃত' থেকেই উদ্ভূত। বহুভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জর্জ গ্রিয়ারসন ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতকে যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করে বলেছেন— সংস্কৃত বা মাগধী প্রাকৃত নয়, গৌড়ীয় প্রাকৃতের পরবর্তী স্তর গৌড় অপভ্রংশ থেকে উৎপত্তি ঘটেছে বাংলা ভাষার। পরবর্তীকালে অধিকাংশ ভাষাপণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতকে অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেন।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অভিমত অনুযায়ী বাংলা ভাষার অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্তর গৌড় অপভ্রংশ হলেও এ ভাষার মূল প্রোথিত আছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশে। পৃথিবীর বৃহত্তর ভাষাগোষ্ঠী এ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশেরই কনিষ্ঠতম সদস্য হল বাংলা ভাষা। ঐতিহাসিক বিবরণ মতে, আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে এক মানবগোষ্ঠী ইউরোপের মধ্যভাগ থেকে দক্ষিণ-পূর্বাংশ ভূভাগে বাস করত এবং তারা প্রায় অভিন্ন ভাষায় ভাব প্রকাশ করত। এ ভাষাই ইন্দো-ইউরোপীয় মূলভাষা। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার জনগোষ্ঠী আনুমানিক আড়াই হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং দেড় হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে তারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে।

ইন্দো-ইউরোপীয় মূলভাষার দুটো শাখা— কেন্তুম (Centum) ও শতম (Satam)। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের পূর্বাঞ্চলীয় ভাষাগুলো 'শতম', আর পশ্চিমাঞ্চলীয় ভাষাগুলো 'কেন্তুম' শাখার অন্তর্ভুক্ত। 'কেন্তুম' শাখার ভাষাগুলোর সঙ্গে বাংলা ভাষার কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, কিন্তু 'শতম' শাখার সঙ্গে রয়েছে নাড়ির সম্পর্ক। 'শতম' শাখার দুটো প্রশাখা হল— ইরানীয় ও ভারতীয়। ইরানীয় প্রশাখার সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক দূরাত্মীয়ের, আর ভারতীয় আর্য-প্রশাখার সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক নিকটাত্মীয়ের। কারণ ভারতীয় আর্য-প্রশাখা থেকেই ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে উদ্ভব ঘটেছে বাংলা ভাষার।

ভারতীয় আর্য-প্রশাখা তিনটি প্রধান স্তরে বিভক্ত— (ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা ; (খ) মধ্যভারতীয় আর্যভাষা ও (গ) নব্যভারতীয় আর্যভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা হল বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষা। এর কালসীমা খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। মধ্যভারতীয় আর্যভাষা হল প্রাকৃতভাষা। এর কালসীমা খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। নব্যভারতীয় আর্যভাষা বলতে বোঝায় আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলোকে। এর কালসীমা ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান পর্যন্ত। বাংলা ভাষা এ নব্যভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্ভুক্ত। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, সপ্তম শতকের মাঝামাঝি অর্থাৎ ৬৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে বাংলা ভাষা তার স্বতন্ত্র স্বরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস প্রায় অভিন্ন। আর তাই ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসবিদগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যুগবিভাগকে প্রায় অভিন্নভাবেই বিভক্ত করেছেন। বৈশিষ্ট্যগত বিচার-বিবেচনায় তাঁরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশকে তিনটি প্রধান যুগপর্বে বিভক্ত করেছেন— (ক) প্রাচীন যুগ ; (খ) মধ্যযুগ ও (গ) আধুনিক যুগ।

প্রাচীনযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কালসীমা ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ। 'চর্যাপদ' হল প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একমাত্র প্রামাণ্য লিখিত নিদর্শন। চর্যাপদের ভাষা ভূমিষ্ট শিশুর মতোই নবস্ফুট, দুর্বোধ্য ও রহস্যময়। কিছু বোঝা যায় আর কিছু বোঝা যায় না বলে চর্যাপদের ভাষাকে বলা হয় 'সন্ধ্যাভাষা'। চর্যাপদ সহজিয়া বৌদ্ধদের সাধনসঙ্গীত। মোট চব্বিশজন কবি উক্ত কালসীমার মধ্যে রচনা করেন পঞ্চাশটি পদ বা কবিতা। এসব কবিতায় বৌদ্ধ ধর্মের সহজিয়া সাধনতত্ত্বের প্রতীকী রহস্য ব্যঞ্জিত হলেও এর অবয়বে অঙ্কিত হয়েছে সমকালীন সমাজের নানা জীবনঘনিষ্ঠ চিত্র। চর্যাপদের প্রথম কবি লুইপা আর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হলেন কাহ্নপা। প্রাচীন যুগে চর্যাপদ ছাড়াও ডাক ও খনার বচন, বিভিন্ন রূপকথা, গোরক্ষ বিজয়, ময়নামতির গান, শূন্যপুরাণ প্রভৃতির অস্তিত্বের কথাও কেউ কেউ বলে থাকেন।

মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কালসীমা ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এ যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম লিখিত নিদর্শন হল কবি বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য'। এছাড়া মধ্যযুগে রচিত অন্যান্য সাহিত্যধারার মধ্যে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, রোমান্স সাহিত্য, শাক্ত সাহিত্য, সুফী সাহিত্য, পুঁথি সাহিত্য, বাউল গান প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ যুগের সাহিত্যের ভাষা প্রাচীন যুগের ভাষার চেয়ে অনেক সহজ, স্বচ্ছ ও সুবোধ্য হয়ে ওঠে। মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় অসংখ্য বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশ একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণে মধ্যযুগে ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে যেসব জাতির আগমন ঘটে, অনিবার্যভাবে তাদের ভাষাগত প্রভাব পড়ে বাংলা ভাষায়। ফলে মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় মিশে যায় আরবি, ফারসি, হিন্দি, পর্তুগিজ, তুর্কি, ফরাসি, জাপানি, বর্মি, চীনা ইত্যাদি ভাষার অসংখ্য শব্দ। প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগের বিশাল কালসীমায় গদ্যভাষায় কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি— রচিত হয়েছে কেবল অসংখ্য কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ। প্রাচীনযুগ ও মধ্যযুগে রচিত সাহিত্যের বিষয়বস্তু ধর্মনির্ভর। কেবল তাই নয়, রূপে-রঙ্গে-রসে উভয় যুগের সাহিত্য প্রায় অভিন্ন। তবে মধ্যযুগের বিভিন্ন ধারার কবিদের রচনায় বিধৃত সমকালীন সমাজের বিচিত্রমাত্রিক পরিচয় সে যুগের শৈল্পিক দলিল হিসেবে বিবেচনার যোগ্য। বড়ু চণ্ডীদাস, শাহ মুহম্মদ সগীর, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, আলাওল, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রমুখ কবি মধ্যযুগের দীপ্তিমান প্রতিভা।

আধুনিক যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কালসীমা ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান পর্যন্ত। এ যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উভয় ক্ষেত্রেই সূচিত হয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল গদ্যভাষার উদ্ভব ও বিকাশ। নানা কারণে বিদেশীদের গদ্যচর্চা, পত্র-পত্রিকার প্রকাশ এবং প্রধানত রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বিদ্বজ্জনের সচেতন প্রয়াস ও অনুশীলনে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা গদ্যভাষার বিপুল ও বৈচিত্রময় বিকাশ ঘটে। বিশেষত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যথাযথভাবে যতিচিহ্ন প্রয়োগ করে এবং পদবিন্যাসের বিধিবদ্ধ কাঠামো দান করে বাংলা গদ্যভাষাকে শিষ্টমানসম্পন্ন ও সাহিত্য রচনার উপযোগী করে তোলেন। পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরী চলিত বাংলা গদ্যরীতি প্রবর্তনে পালন করেন পথিকৃতের ভূমিকা। তাঁদের অসামান্য মনীষার স্পর্শে বাংলা গদ্যভাষা যে শক্তি, সামর্থ্য ও সৌন্দর্য লাভ করে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে আজও তার বর্ণিল স্রোতধারা প্রবহমান। আধুনিক যুগে সৃষ্ট ও বিকশিত গদ্যভাষাতেই পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত হতে থাকে গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, জীবনী প্রভৃতি সাহিত্য। এসব সাহিত্যধারার পাশাপাশি রচিত হয় আধুনিক গীতিকবিতা, নীতিকবিতা, মহাকাব্য, চতুর্দশপদী কবিতা, গদ্যকবিতা প্রভৃতি। এসব সাহিত্যধারা অসংখ্য সাহিত্যিকের সচেতন, সযত্ন ও সবিশেষ সাধনায় আজও বিকাশমান। আধুনিক যুগের সাহিত্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল মানবতাবাদ। মানুষই এ যুগের সাহিত্যের প্রধান বিষয়বস্তু। প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগের কবিতার ভাষা আধুনিক যুগে যেমন স্বতোশ্চল গদ্যভাষায় উন্নীত হয়, তেমনি সাহিত্যও

গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা ও দৈশিক গণ্ডি অতিক্রম করে হয়ে ওঠে দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ ও বৈশ্বিক। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীন, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণুদে, অমিয় চক্রবর্তী, সুকান্ত ভট্টাচার্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকের শ্রম ও সাধনায় আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যভাণ্ডার হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধ ও বিশ্বমানসম্পন্ন। শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, আলাউদ্দীন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকের প্রয়াস ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্য অফুরন্ত বিকাশের সম্ভাবনায় উন্মুখ।

প্রায় এক শতাব্দী আগে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে উন্নীত করেছেন বিশ্বভাষা ও বিশ্বসাহিত্যের গৌরবময় মর্যাদায়। সম্প্রতি বাংলা ভাষা লাভ করেছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মহিমা। এসব ঘটনা আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে গৌরবজনক ও আনন্দদায়ক। কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাাহিত্যের চর্চায় আমাদের রয়েছে আরো অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলা আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও বাংলা শব্দের বানানের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা আজও দূর হয়নি। তদুপরি বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীদের মধ্যে মাতৃভাষাকে শুদ্ধভাবে জানার, বোঝার ও শেখার ব্যাপারে আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাও সুলক্ষ্য নয়। বাংলা ভাষার শিল্পোত্তীর্ণ ধ্রুপদী সাহিত্যের পঠনেও রয়েছে আমাদের যথেষ্ট অবজ্ঞা ও উদাসীনতা। আমরা যদি সত্যি বাংলা ভাষা, বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশকে ভালোবাসি, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতে হবে আমাদের ভাষা-সাহিত্যকে এবং প্রয়াসী হতে হবে এ ভাষা-সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে। তবেই শান্তি পাবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের আত্মা, সার্থক হবে বাংলা ভাষার বিশ্বস্বীকৃতি।

গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া ও বিশ্ব উষ্ণায়ন

মোঃ লোকমান হোসেন,
প্রভাষক, ভূগোল বিভাগ

জলবায়ুর কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ১৯৭০-এর দশকের পর থেকে বিশ্বসংস্থাগুলোর বিভিন্ন সম্মেলনে, প্রচার মাধ্যমে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা পত্রিকাগুলোতে আলোচিত হয়ে আসছে। এ বিষয়গুলোর মধ্যে গ্রীন হাউজ প্রভাব ও বিশ্ব উষ্ণায়ন (Green house effect and Global warming), ওজোন বিনাশন ও তার প্রভাব, অরণ্য নিধন, মরুকরণ, খরা, এসিড বৃষ্টি এবং এল্ নিনও প্রধান। তবে যে বিষয়টি পৃথিবী ব্যবস্থা (Earth system) সমীক্ষায় নিয়োজিত বিজ্ঞানীদের যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে তা হচ্ছে 'গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া' পৃথিবীর মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের অশুভ ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট গ্যাসগুলো গ্রীন হাউস গড়ে তুলছে যা আজকের অধিকাংশ মানুষের জীবদ্দশার মধ্যেই পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বাড়িয়ে দেবে। ১৯৯৯ সালে UNEP পরিচালিত সমীক্ষা Global environmental outlook-2000-এ একুশ শতকের সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রথম দিকেই বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। আর এ জন্য 'গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া'ই প্রধানত দায়ী।

সারা বিশ্বে ১৯৮০-এর দশকে উত্তপ্ত দশক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯৮৮ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত কয়েকটি ঘটনা এবং বিশ্ব আবহাওয়া পর্যালোচনা করলেই বিশ্ব উষ্ণায়ন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। ১৯৮৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের খরা, উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার দাবানল, বাংলাদেশের বন্যা, ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ১৯৯৮ সালের দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী বড় বড় বন্যা, খরা ও দাবানলের ঘটনাগুলো ঘটে। এতে মানুসের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, গোটা বিশ্বসমাজ চরম বৈরি আবহাওয়ায় বিপদাপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া (Green house effect) : সূর্য থেকে আগত সৌরশক্তি (Insolation) আলোক তরঙ্গরূপে মহাশূন্যে প্রবেশ করে। তবে এ সৌর বিকিরণে সামান্য অংশই (২০০ কোটি ভাগের এক ভাগ) পৃথিবীতে এসে পৌছায়। সৌর-বিকিরণের যে পরিমাণ তাপ পৃথিবীকে উত্তপ্ত করছে ঠিক সে পরিমাণ তাপ পৃথিবী তরঙ্গরূপে মহাশূন্যে ফিরিয়ে দেয়। এভাবেই তাপ সমতা (heat balance) রক্ষা হয়। ফলে হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকছে। কিন্তু সম্প্রতি এক্ষেত্রে বিপত্তির সৃষ্টি করেছে বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত কতিপয় গ্যাস।

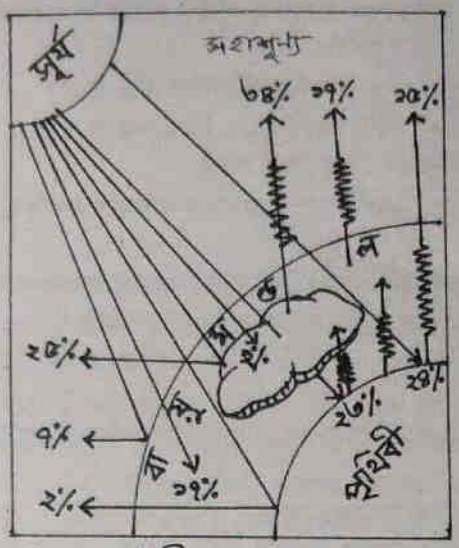

চিত্র: পৃথিবীর তাপসমতা

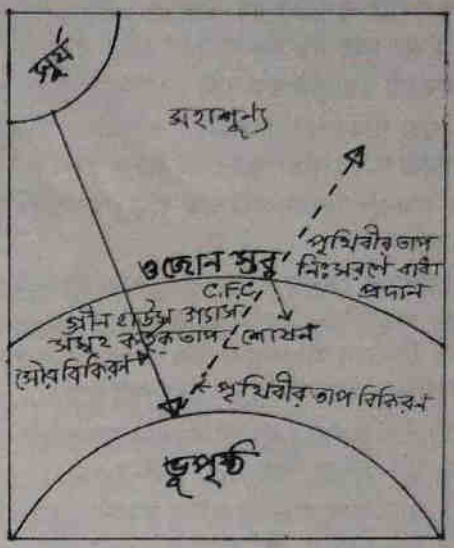

চিত্র: গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া

সূর্যের তাপমাত্রা ও শক্তি অনেক বেশি বলে ক্ষুদ্রতরঙ্গ রূপে সৌর বিকিরণ আসে। তুলনামূলকভাবে ঠাণ্ডা পৃথিবী থেকে দীর্ঘ তরঙ্গ মাধ্যমে তাপ বিকিরণ হয়ে থাকে। পৃথিবী থেকে নিঃসরিত দীর্ঘ তরঙ্গের বিকিরণকে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড, ওজোন, নাইট্রাস অক্সাইড জলীয় পদার্থ ও মিথেন গ্যাস অতিসহজে শোষণ করে বায়ুমণ্ডলের উত্থাপনে সাহায্য করে। দীর্ঘ-তরঙ্গের বিকিরণ বায়ুমণ্ডলে এভাবে ধরে রাখার কৌশল অনেকটা 'কাঁচ ঘরে' (green house or glass house) উত্তাপ ধরে রাখার কৌশলের মত বলে, বায়ুমণ্ডলের প্রক্রিয়াকে 'গ্রীন হাউস প্রভাব' (green house effect) বলে। শীতের দেশসমূহে কাঁচের ঘরে এভাবে তাপ ধরে রেখে সবুজ শাকসবজির চাষ হয় বলে এ ঘরগুলোকে সবুজ ঘর বা Green house বলে।

গ্রীন হাউস গ্যাসসমূহ ও প্রভাব (Green house gases and effect) : যে সব গ্যাস দীর্ঘ তরঙ্গের সৌর বিকিরণ ও পৃথিবী নিঃসরিত তাপ বিকিরণ ধরে রাখতে সমর্থ তাদের গ্রীন হাউস গ্যাস বলে। কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4) ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (CFC), নাইট্রাস অক্সাইড, জলীয়বাষ্প ও জলীয় বাষ্প ভূপৃষ্ঠের কাছের বায়ুমণ্ডলে তাপ ধরে রেখে উষ্ণায়ন ঘটায়।

বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্রীন হাউস গ্যাসের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ সবচাইতে বেশি। বায়ুমণ্ডলে এর স্বাভাবিক মাত্রা ০.০৩৩ শতাংশ। পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় যে, শিল্প বিপ্লবের পর থেকে খনিজ জ্বালানী ব্যবহারের ফলে বায়ুমণ্ডলে এ গ্যাসের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ২৫ শতাংশ হারে বাড়ছে এবং সঞ্চয় বাড়ছে ০.৪ শতাংশ হারে। বিশ্বব্যাপী খনিজ জ্বালানী পোড়ানোর ফলে প্রতি বছর ৫০০ কোটি মেট্রিক টন কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে সংযোজিত হয়। প্রাকৃতিক উদ্ভিদের ধ্বংস সাধনের ফলে প্রতি বছর আরো ১০০ কোটি মেট্রিক টন কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে থেকে যায় Photosynthesis-এর পরিমাণ কমে যায় বলে। এ ৬০০ কোটি মেটিট্রক টনের মধ্যে প্রতিবছর ৩৫০ কোটি মেট্রিক টন পৃথিবীতে ফিরে আসে প্রধানত সাগর ও মহাসাগর এবং উদ্ভিদকুল তা গ্রহণ করে। বাকি ২৫০ কোটি মেট্রিক টন কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে থেকে যায়। কোন কোন গবেষণার ফল থেকে দেখা যায়, বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেড়ে যাবার কারণে তাপমাত্রাও বাড়ছে।

অন্যান্য গ্রীন হাউস গ্যাসসমূহ কার্বন ডাই-অক্সাইডের চাইতে অনেক বেশি কার্যকরভাবে অবলোহিত রশ্মি বিশোষণ করে থাকে। এসব গ্যাসের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইডের সমান বা বেশি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। বায়ুমণ্ডলে বর্তমানে মিথেন গ্যাসের মাত্রা প্রতি দশ লাখ ভাগে ১.১ ভাগ হারে বেড়ে চলেছে। অণুপ্রতি এই গ্যাস কার্বন ডাই-অক্সাইডের তুলনায় ১৫ গুণ বেশি তাপ ধরে রাখতে পারে। ক্লোরোফ্লোরো কার্বন কার্বন ডাই-অক্সাইডের তুলনায় ১৯,০০০ গুণ তাপ ধরে রাখতে পারে। বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাসের সঞ্চয় বছরে ৫ শতাংশ হারে বেড়ে চলেছে। তাছাড়া এই গ্যাস ওজোন স্তর ধ্বংস করছে। বার্ষিক আনুমানিক ২-৩ শতাংশ হারে নাইট্রাস অক্সাইডের সঞ্চয় বাড়ছে। অণুপ্রতি এই গ্যাসের তাপ ধারণ সামর্থ্য CO_2 এর তুলনায় ১৫০ গুণ। তাছাড়া জলীয় বাষ্প সবচেয়ে বেশি তাপ ধারণে সক্ষম এবং মেঘ আকারে বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করে ভূ-পৃষ্ঠের তাপ বিকিরণে বাধার সৃষ্টি করছে। শিল্পোন্নত দেশগুলোই সবচেয়ে বেশি গ্রীন হাউস গ্যাস উৎপাদন করে। কেবল যুক্তরাষ্ট্রই গ্রীনহাউস গ্যাসসমূহে এক-পঞ্চমাংশ নিঃসরণ করে থাকে (The UNECO courier, Oct 1998 P. 12)

পরিবেশ ও জলবায়ুর উপর গ্রীন হাউস প্রক্রিয়ার প্রভাব (Effect on environment and climate) ঃ জলবায়ু ব্যবস্থার ত্রিমাত্রিক মডেলসমূহ ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর ভবিষ্যতের পরিবেশ কেমন হবে সে সম্পর্কে কতগুলো উৎপত্তিতে উপনীত হয়েছেন।

১। **স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ব্যাপক শীতলায়ন :** CFC থেকে আগত ক্লোরিন আয়ন উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর হ্রাস পাবে। ফলে সৌর বিকিরণ কম বিশোষণ হবে ও কম উষ্ণায়ন ঘটবে। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে সময়ের ব্যবধানে ব্যাপক শীতলায়ন ঘটবে এবং উষ্ণতা হ্রাসের হার হবে ১০° — ২০° সেলসিয়াস।

২। বিশ্ব পর্যায়ে ভূপৃষ্ঠের গড় উষ্ণায়ন : গ্রীন হাউস গ্যাসগুলো তাপ ধরে রাখার কারণে ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ধীরে ধীরে বাড়বে। ফলে গড় উষ্ণতা ১.৫° থেকে ৫° সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

৩। বিশ্বব্যাপী গড় বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি : তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বাষ্পীভবন বৃদ্ধি পাবে এবং গড় বৃষ্টিপাতও বৃদ্ধি পাবে।

৪। মেরুতে শীতকালে উষ্ণায়ন : তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বরফ এলাকা যতই মেরুকেন্দ্রের দিকে সরতে থাকবে ততই মেরু অঞ্চলের তাপমাত্রা আরো বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানের তুলনায় তাপমাত্রা ১০° সেলসিয়াস বেড়ে যেতে পারে।

৫। উচ্চ অক্ষাংশ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি : জলবায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু মেরু অভিমুখে প্রবাহিত হবে। ফলে বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পাবে।

৬। মধ্যঅক্ষাংশ অঞ্চলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও ফসল উৎপাদন ঋতুর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি : তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে কানাডার উত্তরাঞ্চলের, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ও রাশিয়ার' বোরিয়াল অরণ্য' (Boreal Forest) উত্তর দিকে তুন্দ্রা অঞ্চল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। মধ্যঅক্ষাংশ অঞ্চলের ফসল উৎপাদন অঞ্চলগুলো উচ্চ অক্ষাংশ অঞ্চলের দিকে সম্প্রসারিত হবে। ফলে ইউরোপ, কানাডা ও রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলে গম, ভুট্টা, সয়াবিন ও শাক-সবজি উৎপাদন সম্ভব হবে।

৭। মহাদেশীয় শুষ্কতা : তাপমাত্রা বেড়ে যাবার কারণে মহাদেশের অভ্যন্তরে বাষ্পীভবন ও প্রস্বেদনের পরিমাণ বেড়ে যাবে। এর ফলে মৃত্তিকাস্থ পানি শুকিয়ে গিয়ে শুষ্কতা বাড়িয়ে দেবে।

৮। সমুদ্র সমতলের পরিবর্তনজনিত সমস্যা : বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধির মেরু অঞ্চলের আবরণ গলতে শুরু করবে। এর ফলে এবং সমুদ্রের পানির উত্তাপজনিত স্ফীতির (Thermal expansion) ফলে সমুদ্র সমতল উপরের দিকে উঠবে। ধারণা করা যায় যে, ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্র সমতল ৩-৫ মিটার বেড়ে যাবে। এর ফলে উপকূলীয় সমভূমি এবং বদ্বীপ অঞ্চলগুলোর অধিকাংশই সমুদ্রে তলিয়ে যাবে। এসব উর্বর অঞ্চল তলিয়ে গিয়ে সারা পৃথিবীতে খাদ্যাভাব সৃষ্টি করবে। এর প্রভাবে নদীগুলোর প্রবাহপথেরও পরিবর্তন ঘটবে।

৯। আঞ্চলিক উদ্ভিদমণ্ডলে দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন : তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের ফলে ভূপৃষ্ঠের উদ্ভিদ উদ্ভিদমণ্ডলেও দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন আসবে।

১০। কিছু সম্ভাব্য জলবায়ুগত সমস্যা : উষ্ণতর ও আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে ক্রান্তীয় অঞ্চলে ঝড়-ঝঞ্ঝা জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাবে। বন্যার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে এবং শুষ্ক অঞ্চলে দাবানলের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাবে।

বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশে তার প্রভাব 'Global climate change and effect on Bangladesh : গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার কারণে বিশ্বব্যাপী জলবায়ুগত পরিবর্তন প্রায় স্পষ্ট। বিশ্বের তাপমাত্রা ১.৫° — ৫° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। গবেষণার ফলাফল থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে ১.৫° — ২° সেলসিয়াস এবং গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে বর্তমানের তুলনায় ২০ শতাংশ। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে হিমালয়ের বরফগলন ও বৃষ্টিপাত বেড়ে যাবে। ফলে নদীপ্রবাহ এতই বাড়বে যে, প্রায় বছরই বন্যার সৃষ্টি হবে।

তাছাড়া ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক ঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ঘটনা বাড়তে থাকবে। ধ্বংস হবে জনপদ, কৃষি ও পশুখামার ও শিল্পের কাঁচামাল। ফলে বাংলাদেশের কৃষি ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সবচেয়ে বড় যে ঘটনাটি ঘটবে তা হচ্ছে সমুদ্র সমতলের উচ্চতা বৃদ্ধি। ESCAP-এর ১৯৯০ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায়, এক মিটার সমুদ্রসমতলের (Sea level) উচ্চতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের প্রায় ২২,৮৮৯ বর্গকিলোমিটার কিংবা মোট আয়তনের ১৬ ভাগ পানিতে তলিয়ে যাবে। ফলে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ পৃথিবীর বৃহত্তম গরান বনভূমির (সুন্দরবন) পুরোটাই পানিতে নিমজ্জিত হবে। দুই মিটার উচ্চতা বৃদ্ধিতে মৃতপ্রায় বদ্বীপের দক্ষিণাংশ, সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চল জলমগ্ন হবে। পাঁচমিটার বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক পানিতে নিমজ্জিত হবে। কারণ বাংলাদেশের প্রায় সমুদ্রসমতল থেকে মাত্র তিন মিটার উঁচু। তাছাড়া বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ও মেঘনা মোহনার সমভূমি প্রায় সমুদ্র সমতলে অবস্থিত। ফলে সমুদ্র সমতলে সামান্য বৃদ্ধিতেই বাংলাদেশ মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হবে।

বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগরের পানি তলে বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে গবেষকগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর কথা উল্লেখ করেছেন :

— বাংলাদেশের অসংখ্য নদীবাহিত পলির স্তরায়ন।

— বদ্বীপ গঠন প্রক্রিয়া

— ভূ-গাঠনিক কারণে বঙ্গোপসাগরের তলদেশের উত্থান ও অবনমন।

— বঙ্গোপসাগরের তলদেশে পলি সঞ্চয়নের ফলে তলদেশের (Seafloor) গভীরতা হ্রাস।

— হিমালয়ের বরফগলন ও এই অঞ্চলে অতিমাত্রায় বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি।

NASA ও WHO-এর বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগ বৃদ্ধি পাবে। (The Independent, May-11, P-1)। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া জনস্বাস্থ্যের উপরও পড়বে।

সবমিলিয়ে বলা যায় যে, গ্রীন হাউস প্রক্রিয়ার প্রভাবে বিশ্বব্যাপী উত্তাপনের (Global Warming) ফলে পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চল লাভবান হবে এবং কোন কোন অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাংলাদেশের যত দরিদ্র দেশের পক্ষে এ বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তবে বিশ্বব্যাপী লাভ-ক্ষতির প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্পর্কে আগাম কিছু বলা সম্ভব নয়।

ভ্রমণ কাহিনী

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত

জুনায়েদ কিবরীয়া
কলেজ নম্বর : ৮২৩৪
শ্রেণী : পঞ্চম, শাখা : খ

মানুষের জীবনে উন্নতি করতে হলে জ্ঞান দরকার। পাঠ্য বইয়ের চেয়ে ভ্রমণের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা আনন্দদায়ক। তাই প্রত্যেক মানুষের উচিত ভ্রমণ করা। আমিও জীবনে অনেক জায়গা ভ্রমণ করেছি। প্রথমে আমি কক্সবাজারে ভ্রমণ করেছিলাম। আজ আমি সেই ভ্রমণকাহিনীই লিখবো।

তখন আমার বয়স পাঁচ বছর ছিল। আমার স্কুল জীবনের প্রথম বছর শেষ হবার পর বাবাকে বললাম কোন জায়গায় বেড়াতে যাব। আমার বাবাও তখন আমাকে কক্সবাজারে যাবার জন্য উৎসাহিত করলেন। তারপর আমরা সবাই কক্সবাজারে যাবার জন্য তৈরি হলাম।

যথাসময়ে আমরা বাসের টিকিট করলাম। টিকিট করার পর দেখি এটা একটা ভূয়া বাস কোম্পানি। আর কি করার, আবার টিকিট কেটে এবার রাত ১২টার বাসে রওয়ানা হলাম। নানা জায়গা দেখে আমি আমার বাবা ও মাকে নানান ধরনের প্রশ্ন করে অস্থির করে তুলেছি। একসময় এরকম প্রশ্ন করতে করতে ঘুমিয়েই পড়লাম।

সকালে উঠে দেখি আমরা কক্সবাজার এসে গেছি। মা তাড়া করে বলছেন তাড়াতাড়ি ওঠো। এসে গেছি। ওখানে আগে থেকেই আমাদের রেস্ট হাউস ভাড়া করা ছিল। নয়ত এরকম সময় রেস্ট হাউস বা হোটেল পাওয়া যেত না। একটা সুবিধা ছিল যে ওখানে সমুদ্রের সব গর্জন শোনা যেত—মানে, রেস্ট হাউসটি সমুদ্র সৈকতের একদম কাছে।

তো সেদিন আর যাওয়া হলো না। পরদিন ভোরে হালকা নাশতা করে সমুদ্র সৈকতে ঘুরতে বের হলাম। প্রথমেই খেয়াল করলাম যে ওখানে অনেক দোকান। তারপর একটা দোকানে আমার নাম খোদাই করে একটা প্লাস্টিকের শামুকে লিখতে বললাম। তারা খুবই সুন্দর করে শামুক খোদাই করে আমার নাম লিখে দিল।

তারপর ওখানে এক মর্মান্তিক ঘটনা দেখলাম। একদিন একটা গাড়ি সমুদ্র সৈকত দিয়ে যাচ্ছিল। তখন একটা ছেলে সমুদ্রের শামুক, কড়ি কুড়াচ্ছিল, তখন গাড়িটা ছেলের পায়ের ওপর দিয়ে চলে যায়। তারপর কি রক্ত! আমি সে মুহূর্তেই চলে আসি।

সেখান থেকে একবার সেন্টমার্টিন গেলাম। ওখানে অনেক প্রবাল-এর দোকান। খেয়াল করলাম, অনেক বিদেশী পর্যটক অনেক দামে প্রবাল কিনছে। আমরাও প্রবাল কিনে কক্সবাজার আসলাম।

প্রায় তিন সপ্তাহ সেখানে ছিলাম। ওখানকার অনেক মানুষের সাথে পরিচিত হলাম। এবং অবশেষে আমাদের বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এল।

প্রত্যেক মানুষেরই ইচ্ছা থাকে ভ্রমণ করতে। আমারও মাঝে মাঝে এখন ভ্রমণ করার ইচ্ছা হয়। আমি আমার এ ছোট্ট জীবনে অনেক জায়গাই দেখেছি। তবে সবচেয়ে ভাল লেগেছে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত। তাইতো মনে হয়, ফিরে আসার সময় কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল।

আমার দেখা মহাস্থানগড়

কাজী মুহাইসিন মারুফ
কলেজ নম্বর : ৯১৩৫
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : গ

নদী বিধৌত আমাদের এই বাংলাদেশে হাজার বছরের ইতিহাস। এ দেশেই আছে লাখ বছরের পুরনো লাল মাটির এলাকা। এমনি একটি প্রসিদ্ধ স্থান হল বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়। কিছুদিন আগে ইতিহাসের এই নিদর্শন দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। আমার সাথে ছিল আমার বাবা ও মা।

বগুড়া সদর থেকে কয়েক মাইল দূরে করতোয়া নদীর অদূরে এই দুর্গনগরী। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখলাম মনির কোণের বুরুজ, বৈরাগীর ভিটা, পরশুরামের বাড়ি, জীয়ত কুণ্ড, মা কালীর কুণ্ড, খোদার পাথর ভিটা, সুলতান বলখীর মাজার ইত্যাদি। এর পাশেই বাইরে দেখলাম, শীলা বেদীর ঘাট, গোবিন্দ ভিটা ইত্যাদি।

এখানে এসেই জানতে পারলাম এর ইতিহাস। এর বয়স প্রায় আড়াই হাজার বছর। খননের পর পাওয়া একটি শিলালিপির বয়স খ্রিস্টের জন্মের ৩০০/৪০০ বছর আগের বলে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ধারণা করেন। ব্রাহ্মী বর্ণে লেখাটি রাজা অশোকের আমলের। এখানে রাজা অশোক এখানকার রাজাকে দুর্ভিক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে সাহায্য করার নির্দেশ দিচ্ছেন। কারণ এই মহাস্থানগড়ই সম্ভবত ছিল প্রাচীন পুণ্ড্র জনপদের রাজধানী। এখানে অনেক প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গেছে। এগুলো খ্রিস্টের জন্মের প্রায় ১০০-২০০ বছর আগে পর্যন্ত ব্যবহৃত হত।

ফিরে আসার সময় বারবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল সেই সময়কার ঘটনা। যেন হারিয়ে যাচ্ছিলাম সেই যুগে। তাই বগুড়ার এই মহাস্থানগড়ই আমার দেখা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক স্থান।

মাধবকুণ্ড
অপার সৌন্দর্যের হাতছানি

টি. এম. ফাহাদ নাছিফ
কলেজ নম্বর : ৮৭০৮
শ্রেণী : দ্বাদশ-বিজ্ঞান

সবুজে-সুফলা, শস্য শ্যামলা আমাদের এই মাতৃভূমি বাংলা। এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য! এ যেন রূপের আধার। আমরা হয়তো অর্থের দিক দিয়ে দরিদ্র হতে পারি, কিন্তু সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অন্তত এই তিন দিক দিয়ে বিপুল সম্পদের অধিকারী। এ দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা এমন যে, আমরা যদি এর সৌন্দর্য অনুভব করতে চাই তবে খুঁজে বের করতে হবে এর অসুন্দরকে। এ দেশের মাঠ সে-তো শস্য-শ্যামলা ফসলে ভরা, এদেশের নদী সে-ত চির প্রবহমান অনন্তকাল। এ দেশের পাহাড়, বৃক্ষ, মানুষ প্রত্যেকেই আপন রূপে ভাস্বর। প্রকৃতি যেন নিজ হাতে গড়ে দিয়েছে এই দেশকে।
তাইতো জীবনানন্দ দাশ মনের আনন্দে বলেছেন—

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর, অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দোয়েল পাখি–চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশ্বথের করে আছে চুপ।

এদেশের প্রকৃতি এতটাই বৈচিত্র্যময় যে, এখানে কোথাও পাহাড়, কোথাও নদী, দিগন্ত জোড়া সবুজ মাঠ, আবার ধু ধু প্রান্তর। সব মিলিয়ে এক অপরূপ রূপের সমাহার। ঠিক তেমনি এক বৈচিত্র্যময় রূপের আবাসস্থল মাধবকুণ্ড। এখানেই অবস্থিত বাংলাদেশের একমাত্র জলপ্রপাত "মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত"। এর সৌন্দর্য এতটাই মনোমুগ্ধকর যে অযুত আঁখি সহস্র বছর ধরে চেয়ে থাকতে চায় এই প্রবাহ ধারার দিকে। তবুও যেন দেখা শেষ হয় না।

এই জলপ্রপাতটি মৌলভীবাজার জেলাধীন 'বড়লেখা' থানার অন্তর্গত। বড়লেখা থানা সদর হতে এর দূরত্ব ১২ কি.মি., কুলাউড়া উপজেলা সদর হতে প্রায় ৩২ কি.মি. এবং মৌলভীবাজার জেলা সদর হতে ৬৫ কি.মি.।

শাহ্ জালালের পুণ্যভূমি বৃহত্তর সিলেট জেলার নব গঠিত ৪টি জেলার অন্যতম মৌলভীবাজার। এ জেলার উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত ঘেরা পাথারিয়া পাহাড় এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত হাকালুকি হাওরের মধ্যবর্তী অংশকে দুই ভাগে ভাগ করে, উত্তরাংশকে ছোটলেখা এবং দক্ষিণাংশকে বড়লেখা নামকরণ করা হয়। 'বড়লেখা' নামকরণ সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, প্রাচীন কালে এই এলাকাটিকে ঘিরে একটি বড় বাজার অবস্থিত ছিল। সম্ভবত সেই থেকে এর নাম বড়লেখা।

বড়লেখা উপজেলার আয়তন ১৭৭ বর্গমাইল। এর পূর্বে ভারত সীমান্ত, দক্ষিণে কুলাউড়া, পশ্চিমে ফেঞ্চুগঞ্জ ও গোলাপগঞ্জ এবং উত্তরে বিয়ানীবাজার। নবাবী শাসনামলে এটি বাহাদুরপুর, শাহবাজপুর, বড়লেখা, ছোটলেখা, ইয়াকুবনগর, পাথারিয়া ও চৈতন্য নগর নামে ৭টি পরগণায় বিভক্ত ছিল। এ সময় পুরো অঞ্চলটি ছিল করিমগঞ্জ মহকুমার আওতায়। করিমগঞ্জ মহকুমার একটি বিরাট থানা ছিল 'জলডুপ'। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে ব্রিটিশ সরকার আনুমানিক ১৯৪০ সালে জলডুপ থানাকে ভেঙ্গে বিয়ানী বাজার ও বড়লেখা নামের দু'টি পৃথক থানা করে। এই বড়লেখাই ধারণ করে আছে বাংলাদেশের একমাত্র জলপ্রপাতটিকে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, পূর্ব সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরীর মতন দাঁড়িয়ে আছে পাথারিয়া পাহাড়। এ পাহাড়ের ৫টি শৃঙ্গ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে—লাঠিটিলা, ধুনাটিলা, দিরমীন টিলা, নাগিনী টিলা ও প্রাচীন গঙ্গামায়া টিলা। প্রাচীনকালে পর্বতের এ শৃঙ্গটির নাম ছিল গঙ্গামায়া, সেই অনুসারে কুন্ডটির নামকরণ করা হয়েছিল গঙ্গাই মায়া। বর্তমান সময়ে শৃঙ্গটি মাধবকুণ্ড নাম লাভ করেছে। সেই অনুসারে জল ধারাটিও মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত নামে পরিচিত হয়।

আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নিচু পথ পেরিয়ে যেতে হয় মাধবকুণ্ড। প্রায় আধা কিলোমিটার দূর হতে শোনা যায় এর জল রাশি পতনের শাঁ-শাঁ শব্দ। প্রায় তিরাশি মিটার উঁচু হতে পাহাড়ের টিলার গা বেয়ে শাঁ-শাঁ শব্দে জল রাশি আছড়ে পড়ে। একবার দুচোখ মেলে চাইতেই চোখ জুড়িয়ে আসে। মন চায় যেন অনন্ত কাল ধরে চেয়ে থাকি। প্রায় ১২০ ফুট উঁচু হতে জল রাশি খাড়াভাবে পড়ছে। এত উপর হতে অবিরাম পানি পতনের ফলে নিচে সৃষ্টি হচ্ছে ধূমায়মান শীতল বায়ু। দেখে মনে হয় কোন তপ্ত পাত্র হতে জলীয় বাষ্প উড়ে যাচ্ছে।

যে পাহাড় হতে পানি গড়িয়ে পড়ছে সেটি সম্পূর্ণ পাথরের। ১২০ ফুট উঁচু হতে প্রচণ্ড বেগে পানি পতনের ফলে পানির নিচে সৃষ্টি হয়েছে সুড়ঙ্গের। এছাড়া এর চতুর্দিক একটা অগভীর জলাশয়ের মত। জল প্রপাতের পানি সরে যাওয়ার জন্য সৃষ্টি হয়েছে ছোট প্রাকৃতিক নদী। স্থানীয় ভাষায় এ নদীর নাম মাধবছড়া। আদিবাসী নারী-পুরুষেরা গোসল হতে শুরু করে প্রাত্যহিক প্রায় সকল প্রয়োজন মেটায় মাধবছড়ার পানি দ্বারা। এ নদীর শুরু হতে শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অজস্র ছোট বড় পাথর। কোন কোন পাথর মানুষের চাইতেও উঁচু।

কুণ্ডের ডান দিকে পাহাড়ের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক প্রকার প্রাকৃতিক গহ্বরের। দেখতে অনেকটা মানুষ সৃষ্ট গুহার মতন। ধাপে ধাপে পাথর ধ্বসে এমনভাবে গুহাটি সৃষ্টি হয়েছ যা দেখে মানুষের বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে যে এটি প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি। এটি এমনভাবে উপরের দিকে উঠে গেছে যা দেখে মনে হয় একটি কৃত্রিম শেল্টার। আসলে এটি প্রকৃতিরই সৃষ্টি। স্থানীয় ভাষায় এই গুহাকে 'কাব' বলা হয়। এ সম্পর্কে অচ্যুত চরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে লিখেছিলেন, "এ যেন বহু যত্নে মানুষের দ্বারা সৃষ্ট পাথরের একটি এক চালা ঘর"।

এই জলপ্রপাতটি যতটুকু সুন্দর কখনও কখনও তার চাইতেও বেশি ভয়ঙ্কর। কেউ যদি এর চূড়া হতে একবার পা পিছলে বা যেকোন কারণে পড়তে পারে তবে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ০.০০% অবশিষ্ট থাকবে। অনেকটা এই ধরনেই দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল সিলেট মেডিকেল কলেজের ছাত্রী ফারহানা আক্তার বহ্নি। বন্ধুদের সাথে আনন্দে মত্ত থাকার এক পর্যায়ে সে ছিটকে পড়ে ১২০ ফুট নিচে। এভাবেই সে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমায়।

জলপ্রপাতের ঠিক পাশেই রয়েছে শিব মন্দির। এটি হিন্দুদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উপাসনালয়। নিশ্চিতভাবে এই মন্দির জল প্রপাতের ধর্মীয় গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকগুণ। সিলেটের জৈন্তা পাহাড় হতে আগত খাসিয়া উপজাতিদের পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে পান পুঞ্জি। পানের লতাগুলো প্রতিটি বৃক্ষকে পরম মমতায় আবৃত করে রেখেছে। যা মাধবকুণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে করেছে অপার সৌন্দর্যমণ্ডিত। এখানে পর্বতের ঢালে সুবিন্যস্ত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য চা-বাগান। যা এখানে আগত পর্যটকদের বিস্ময়ে বিমোহিত করে।

মাধবকুণ্ডের সৌন্দর্য এতটাই নয়ন মুগ্ধকর যে, এর যতই প্রশংসা করা হউক না কেন তা অত্যুক্তি হবে না। স্রষ্টা এর পরিবেশকে এতটা ঢেলে সাজিয়েছেন যে তার তুলনা শুধু সে নিজেই। তাই বলতে বাধা নেই মাধবকুণ্ড যেন এক অপার সৌন্দর্যের হাতছানি।

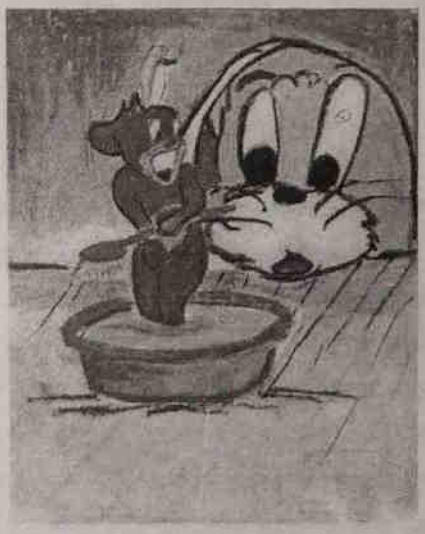

ফাহমিদ মতিন
কলেজ নম্বর : ৭৯৭১
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : খ

মুবিনুল হক
কলেজ নম্বর : ৮৫৫৬
শ্রেণী : ৪র্থ

প্রবন্ধ ও নিবন্ধ

স্রষ্টা এবং সৃষ্টির স্বরূপ উপলব্ধি

মোঃ শাহ আলম
কলেজ নম্বর : ৯১৪৪
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : গ

পৃথিবীতে সকল গ্রন্থের মধ্যে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হচ্ছে একমাত্র গ্রন্থ যার শুরুতে আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, "এই কিতাব এমন এক কিতাব—যার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই।" তিনি আরো ঘোষণা করেছেন, "আমি জ্বীন এবং মানবজাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" আল্লাহর এই অমোঘ বাণী অনুসারে আমাদের কাজ হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা সব সময় কি আল্লাহর ইবাদত করি ? আর সব সময় আমাদের ইবাদত করা সম্ভব কিনা ? আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে আর হযরত মোহাম্মদ (স)-এর দেখানো পথে চললে আর সব সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখলে আল্লাহর উদ্দেশ্য মোতাবেক সব সময় আল্লার ইবাদত করা সম্ভব।

আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে রহস্য আছে। আমরা ছিলাম কোথায় ? আছি কোথায় ? যাবো কোথায় ? এসব প্রশ্নের উত্তর কি কখনও খুঁজেছি ? এসব উত্তর বুঝার আগেই আমরা অনেকেই দুনিয়ার জীবন সাঙ্গ করি। আল্লাহকে জানা আমাদের সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণা করলে সৃষ্টির অপার রহস্য আর আল্লাহর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। আল্লাহর সৃষ্টি মাটি এমন একটি উপাদান যা থেকে হাজারো প্রাণের উৎপত্তি। আল্লাহর সকল বস্তু আর প্রাণীকে মাটির সাথে মিশে যেতে হবে। তাহলে বুঝা যায় মাটিতে সব কিছুর উপাদান নিহিত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "আমি দিনকে রাতের ভিতর এবং রাতকে দিনের ভিতর প্রবেশ করাই, রাতকে তোমাদের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করেছি। আর জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে আমি এইভাবে মৃত মানুষগুলোকে আবার জীবিত করব।" প্রত্যেক নফসকে যখন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে তখন মৃত্যুর আগেই স্রষ্টা এবং সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে গবেষণা করে দু'য়ের স্বরূপ উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি।

কবে হবে বোধোদয় ?

মোঃ মোসাদ্দেক খান
কলেজ নম্বর : ৮৬৯৭
শ্রেণী : দ্বাদশ, শাখা : গ

"কথা বলতে গিয়ে বুকটা টাটিয়ে উঠল খালিদ নূর মোহাম্মদ শেখের। গুজরাটের আহমেদাবাদের নারোদা পাটিয়ায় ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারিতে গণহত্যার ঘটনায় তিনি তাঁর পরিবারের নয়জন সদস্যকে হারিয়েছেন। চোখের সামনে নৃশংসভাবে খুন হতে দেখেছেন প্রিয়জনদের, অন্তঃসত্ত্বা আপন মেয়েকে। তিনি জানান, তাঁর মেয়েকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল ডেলিভারির জন্য। সময় হয়নি বলে ডাক্তাররা তাকে পরদিন নিয়ে আসতে বলেছিলেন। পরদিন সকাল আর তার জীবনে আসেনি। আগেই সব শেষ হয়ে গেছে। দাঙ্গাকারীরা হামলা করে তার মেয়ের উপর, পেট ছিঁড়ে শিশুটিকে বের করে এনে মায়ের সামনেই তাকে কুটি কুটি করে কেটে পরে মাকেও মেরে ফেলে।" এই সংবাদ পত্র-পত্রিকায় অনেক বার এসেছে। কি বিচার করেছে ভারতের গণতান্ত্রিক সরকার ? এটাই শুধু শেষ নয় পৃথিবীর সকল প্রান্তে মুসলমানরা আজ একই রকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে দিন যাপন করছে। ভারতের কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তানসহ মধ্য এশিয়ার সব জায়গায় একই অবস্থা। কোন শিশু জন্মের পর যখন হাসি আনন্দের মধ্যে বড় হবে তখন সে যদি নিজেকে পরিবারের সদস্যদের সাথে পলায়নরত অবস্থায় আবিষ্কার করে তখন তার মনের অবস্থা কি হবে ? পরে এই শিশুটিই যদি বিদ্রোহী হয়ে উঠে, ফিরে পেতে চায় নিজের আবাসভূমি আর নিজেদের শান্তিতে বেঁচে থাকার অধিকার— তবে তাকে কি আমরা দোষ দিতে পারব ? বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্ব এই বিদ্রোহী হয়ে উঠা যুবকদের সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে নিজেদের অপকর্ম ঢাকার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

আর মুসলিম বিশ্বের তথাকথিত নেতা, বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের অবস্থান পশ্চিমাদের কাছে তুলে ধরার জন্য তাদের সাথে গলা মেলাচ্ছে।

পৃথিবীর ইতিহাস বলে, নিজেদের স্বকীয়তাকে যারা ত্যাগ করেছে তারা কোনদিনই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। পশ্চিমাদের সাথে গলা মিলিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের করুণা করতে তারা অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কিন্তু একথা তাদের জেনে রাখা অত্যন্ত জরুরি যে ইসলাম করুণার জিনিস নয়। ইসলামের অতীত ইতিহাস একথা খুব ভালভাবেই মনে করিয়ে দেয়। মুসলমানরা এখনও একথা বলতে অস্বস্তি বোধ করে যে তাদের উপর আঘাত এসেছে। আমরা নিজেদের সান্ত্বনা দেই ইরাকে তেলের জন্য হামলা হয়েছে আর আফগানিস্তানে হামলা হয়েছে আল-কায়েদা নির্মূল করার জন্য। তাই যদি হবে তাহলে ইরাকের ঐতিহাসিক লাইব্রেরী আর জাদুঘরগুলো কি দোষ করেছিল ? আফগানিস্তানেও ধীরে ধীরে মুসলিম সভ্যতাকে পশ্চিমাতে পরিণত করার পাঁয়তারা চলছে। উত্তর কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে হুমকি দেওয়া সত্ত্বেও কোন হামলা হল না অথচ ইরাক, আফগানিস্তান কোন হুমকি না দিলেও তাদের উপর কি হল তা তো সারা পৃথিবী দেখেছে। আমাদের সর্বপ্রথম নিজেদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। আমরা ইসলাম নিয়ে কথা বলতে কুণ্ঠাবোধ করি কেননা তা আমাদের নিজেদের কাছেই হাসির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলাম নিয়ে কোন কথা বললেই মৌলবাদ, আর মুসলমানরা একটা আঙ্গুল তুললেই সন্ত্রাসী একথা আমাদের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে সর্বত্র। তাই এই সমস্ত প্রলোভন থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে সর্বপ্রথম নিজেদের স্বকীয়তাকে আবিষ্কার করতে হবে ধূলিমলিন হয়ে যাওয়া ইসলামের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের পাতা থেকে।

মোঃ শাইখ বিন রশীদ
কলেজ নম্বর : ৭৪২৫
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : ক

এস. এম. জুবাইর হাসান
কলেজ নম্বর : ৭৬৭০
শ্রেণী : সপ্তম

স্বাধীনতার জন্য

মোঃ সামিউল হক
কলেজ নম্বর : ৮০২২
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : ক

এখন ২১২৫ সাল। বিজ্ঞান আজ মানব জাতিকে অনেক উন্নত করেছে। মানুষ কত কিছুই না আবিষ্কার করেছে। কিন্তু মানুষের একটি জিনিসের অভাব। তা হল স্বাধীনতা। বর্তমানে মানুষ পরাধীন। 'জেড সেভেনটিন'[১] গ্রহের রোবট-কাম-প্রাণীরা[২] মানুষকে শাসন করছে। মানুষের স্বাধীনতার বড়ই অভাব।

নিউ জেনেটিক সিটি, বর্তমান বাংলাদেশের অর্থাৎ নিউ জেনেটিক দেশের রাজধানী। পৃথিবীর আর সব দেশের মতই এই দেশও 'জেড সেভেনটিন' গ্রহের অধীনে। ঐ গ্রহের একজন শক্তিশালী রোবট-কাম-প্রাণী এই দেশ শাসন করছে। তার নাম জন লভ ফিলিপ। খুবই অত্যাচারী শাসক ফিলিপ। তার মনে মানুষদের জন্য কোন দয়ামায়া নেই। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ধীরে ধীরে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। সবার মনে একটাই কথা, ফিলিপকে ধ্বংস করতে হবে।

লুইস কুমার, নিউ জেনেটিক সিটির একজন মানুষ। খাঁটি দেশপ্রেমিক লুইস। পরিবারে তার শুধু নব্য বিবাহিতা স্ত্রী আর সে। দেশকে তথা দেশের মানুষকে বাঁচাতে জীবন দিতে প্রস্তুত লুইস। আজ গোপনে স্বাধীনতাকামী মানুষের সভা হবে। সভায় লুইস আর তার স্ত্রী এলিনাও যোগ দিল। সভা শুরু করলেন একজন বিজ্ঞ-বুদ্ধিমান-প্রবীণ ব্যক্তি। সকলেই তাঁকে গুণী বলে জানে। তিনি বললেন, "সকল স্বাধীনতাকামী মানুষকে অভিনন্দন। আমরা সকলেই জানি কি জন্য এখানে মিলিত হয়েছি। আমরা সৃষ্টির সেরা জীব হয়ে কেন পরাধীন থাকব ?" সকলে বলে উঠল, "আমরা স্বাধীনতা চাই, স্বাধীনতা চাই।" "কিন্তু এজন্য ফিলিপকে ধ্বংস করতে হবে।" সকলে বলল, "ফিলিপকে ধ্বংস করতে হবে।" "আর ফিলিপকে ধ্বংস করার একমাত্র উপায় তার লাইফ জীপ[৩] ধ্বংস করা। এজন্য আমাদের মধ্য থেকে কাউকে ফিলিপের আস্তানায় যেতে হবে।" এবার আর কেউ কোন সাড়া করল না। সকলেই চুপ করে আছে। "কে যাবে ফিলিপের আস্তানায় ?" "আমি, আমি যাব" বলল লুইস। সবকটা চোখ এখন লুইসের দিকে চেয়ে আছে। সবাই ভাবল, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লুইস ফিলিপের আস্তানায় যাবে, সে কত বড় দেশপ্রেমিক। সভা শেষ হল এবং যে যার বাড়ি চলে গেল।

"তুমি কেন যাবে ? দেশে কি আর মানুষ নেই ?" বলল লুইসের স্ত্রী এলিনা। "তুমি বুঝছ না এলিনা, আমাকে স্বার্থপর হলে চলবে না। আমাকে যেতেই হবে।" "তুমি কি আমার কথাও ভাববে না ?" "সে কথা বলছ কেন ? আমি দেশ ও তোমার দুয়ের কথাই চিন্তা করছি। আমি আজ রাতেই যাব।"

রাত গভীর। সকলে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে, শুধু ঘুম নেই লুইস আর এলিনার চোখে। এলিনা বাড়িতে বসে কাঁদছে আর লুইস এখন ফিলিপের বাড়ির সীমানায়। ফিলিপের সব প্রহরী রোবটদের ফাঁকি দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে লুইস। তার কাছে অস্ত্র বলতে কিছুই নেই, শুধু একটি চাকু। ফিলিপের বাড়ির ভেতরে ঢুকতে হবে তাকে, তারপর ধ্বংস করতে হবে লাইফ জীপ। তার উপরই নির্ভর করছে নিউ জেনেটিক দেশের মানুষের ভাগ্য। বাড়ির ভেতরে ঢুকল লুইস।

চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঘরের কোনায় হালকা সবুজ আভা ছড়াচ্ছে একটি বাতি। লাইফ জীপটি খুঁজে পেল লুইস। ঐ তো তার সামনেই। তার হাত কাঁপছে কেন ? সেকি পারবে সফল হতে ?

ছুরি হাতে এগিয়ে গেল লুইস। লাইফ জীপের সামনে চলে এল সে। চারটি তার বেরিয়ে আছে লাইফ জীপ থেকে। চার রঙের চারটি তার—লাল, সবুজ, নীল, হলুদ। হলুদ তারটি কেটে ফেলল সে। কিছুই হল না। নীল তারটি কাটল আর সাথে সাথে কোথায় যেন এলার্ম বেজে উঠল। অসংখ্য রোবট লুইসকে ঘিরে ফেলতে লাগল। গুলি করতে শুরু করল রোবটেরা। দ্রুতহাতে সবুজ তার কাটতে লাগল। লুইসের পায়ে গুলি লাগল। সবুজ তারও কাটা হল। যেই সে লাল তারে ছুরি চালাল সাথে সাথে ফিলিপ নিজে এল। হাতে তার অটো এক্সফাইভ[৪]। লুইসের দিকে তাক করে ট্রিগার টিপল সে। লুইসের তারও কাটা হল আর এক্স-ফাইভের বুলেটও তার গা স্পর্শ করল। মারা যাচ্ছে লুইস, কিন্তু ততক্ষণে তার কাজ শেষ। ধপ করে দুটি শব্দ হল।

এদিকে লুইসের দেরি দেখে এলিনা ভয় পেয়ে গেল। সে ছুটে চলে এল ফিলিপের বাড়িতে। ফিলিপের ঘরের মেঝেতে দুটি মৃতদেহ পড়ে আছে। একটি জন ফিলিপের, আর অপরটি.....। কান্না শুরু করল এলিনা। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল এলিনা। তার চোখে এখন পানি নেই, আছে দুঃখ মিশ্রিত গর্ব।

তথ্য–সংকেত :

১ ঃ একটি গ্রহের নাম (কাল্পনিক)।

২ ঃ রোবট ও প্রাণীর সংকর (কাল্পনিক)।

৩ ঃ এখানে ফিলিপের প্রাণপাখি বোঝানো হয়েছে।

৪ ঃ অত্যাধুনিক অস্ত্র, যার আঘাতে মানুষ সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করে।

পিসি গেমস

হ্যারি পোটার (Harry Potter-2)

চেম্বার অফ সিক্রেটস্ (Chamber of secrets)

মোঃ আলীম-উল-করিম
কলেজ নম্বর : ৭৯৮৬
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : ক

আপনারা সবাই Harry Potter নামক ছবি বা বইয়ের নাম শুনেছেন। হ্যাঁ এমন একটি গেমস (Harry Potter 2, Chamber of Scrects) তবে এর আগেও একটি (Version Pc Games) বেরিয়েছে, তার নাম Harry Potter the Sorcer's Stone)। Harry Potter-এর প্রথম Version 3 [3D Grapic] যে খেলা যেত এর আগের Version-টিও চমকপ্রদক ছিল। তবে নতুন Harry Potter গেমটিও আপনাদের নিরাশ করবে না। গেমটির Story line 3 Grapic খুবই চমকপ্রদক। তবে গেমটি বেরিয়েছে ২০০২ সালে। গেমটি চালাবার জন্য 16 M.B. TNT2 AGP CARD হলেই যথেষ্ট। তবে আজকাল যেসব গেমস্ বের হচ্ছে তা চালাবার জন্য সাধারণ Geforce 2 ও 2 M.B. AGP CARD প্রয়োজন হয়।

গেমটি ছবির মত করেই করা হয়েছে। গেমটি Ea কোম্পানি তৈরি করেছে। গেমটিতে Harry Potter-কে অনেক রকমেরই জাদুবিদ্যা শিখতে হয়। তবে Harry Potter-এর প্রথম Version-এর তুলনায় Harry Potter 2-এর পরীক্ষা খুব সহজ। তবে পরীক্ষার পরের Challenge-গুলো একটু কঠিন। গেমটি আমার কাছে খুব সহজই লেগেছে। এর লেভেল সংখ্যা ৪০টির কাছাকাছি। গেমটি কঠিন মনে হলেও গেমটি Health-এর অসুবিধা হবার কারণ নেই। কেননা এমনি Health তো রয়েছেই, এছাড়া পোসান দিয়ে Health পুরা করা যায়। যদি কারও গেমটি কঠিন মনে হয় তাহলে "http ://WWW. Cheat book. de" নামক Website-এ গেলে এর Cheat code ও Tips পাওয়া যাবে। এছাড়া এর debug on করার উপায় রয়েছে তা হল প্রথমে গেমটি Install করে প্রথম একটু লেখার পর Exit বা Quite করে Harry Potter Game-টি যেখানে Install হয়েছে সেখানে গিয়ে তার System Game ini file-এর মধ্যে শেষে দেখবে {bdebug mode-false} থাকবে তাকে {True} করে দিতে হবে। এভাবে {bedbug mode = True} লিখে save করতে হবে তাহলে debug mode on হবে।

খেলার সময়

F4 = দিলে Level select করা যাবে।
F6 = সম্পূর্ণ Health
Insart = Colour lightly হবে।
del = দিয়ে যে-কোন জায়গায় teleport করা যাবে।
Page upspeed up গেমস্।
Page down-speed down a।
যদি কোন সমস্যা হয় তাহলে এই E-mail Address-এ E-mail করা যাবে— Auk—92@Hotmail. Com.

ফ্লাইং সসার

মোঃ নাসিব-আল-হাসান
কলেজ নম্বর : ৭৯৩৫
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : খ

লন্ডনের রাতের আকাশ। চারদিকে অন্ধকার শুধু তারাগুলো ঝলমল করছে। আকাশে হঠাৎ একটা আলোর কিন্দু আকাশের এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেল। কিছুক্ষণের জন্য আকাশটা আলোকিত হল। তারপর আবার চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেল। মনে হল আকাশটাতে যেন বিজলির ঝিলিক চমকে উঠল।

২৪ মে লন্ডনের নিউ টাইমস ও বিভিন্ন পত্রিকার এই খবরের কথা ছাপাল। সারা লন্ডন জুড়ে যেন তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। লন্ডনের মহাকাশ গবেষণাগারেও এই খবর পৌঁছে গেল।

সেদিন রাতে গবেষণাগারে সকলে এই বিষয়টি নিয়ে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ (PIONEER) পাইওনিয়ার ২ নামক স্যাটেলাইটের সাথে সংযুক্ত কম্পিউটারের স্ক্রিনে ভেসে উঠল একটা গোল চাকতির মত মহাকাশযান। বেশ কিছুক্ষণ সেখানকার আকাশ আলোকিত হল তারপর আবার সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল।

২৫ মে আবার খবরের কাগজগুলোতে এই খবরটি ছাপাল। তার মধ্যে একটি হল এরকম ঃ "গত ২৩শে মে এবং ২৪শে মে এক

বিস্ময়কর গোল চাকতি মহাকাশে ভেসে চলতে দেখা গেছে। অনেক লোক এটি প্রত্যক্ষ করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে, এটি অন্য গ্রহের কোন প্রাণীদের তৈরি একটা মহাকাশযান। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে এটি মহাকাশে ভাসমান কোন পাথরের টুকরা।" কিন্তু এটা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার কারণ কোন পাথর জাতীয় জিনিস থেকে এত উজ্জ্বল আলো কখনও বের হয় না। তবে এ বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট মত পাওয়া যায় নি। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন তারা খুব তাড়াতাড়ি আসল তত্ত্ব বের করতে পারবেন।"

লন্ডনের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী জোসেফ উইলসন এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। তিনি চারদিন ধরে গবেষণা করেও কিছু বের করতে পারলেন না। তৃতীয় দিন আকাশের সূর্যটা লাল আবির ছড়িয়ে আস্তে আস্তে অস্ত গেল। চারদিকে অন্ধকার নেমে এল। জোসেফের একটা সুন্দর বাগান ছিল। সেদিন রাতে ক্লান্ত জোসেফ ঘুমিয়ে পড়লে আকাশ থেকে একটা মহাকাশযান এসে মাটিতে নামল তারপর খট্ করে একটা দরজা খুলে গেল আর একটা জিনিস উড়ে এসে মাটিতে নামল। হঠাৎ একটা বিকট শব্দ করে সেখান থেকে বেরিয়ে এল একটা রোবট।

সেই বিকট শব্দে জোসেফের ঘুম ভেঙে গেল। সে দেখল একটা রোবট তার বাগানের দিকে এগিয়ে চলেছে। জোসেফ তখন কাঁপা কাঁপা স্বরে বলে উঠল, দাঁড়াও। রোবটটা তখন পেছনে ঘুরে দাঁড়াল। তার চোখ দুটো যেন রাগে জ্বলজ্বল করছে। সে কিন্তু খুব ভালভাবেই বলল, কেন জোসেফ ? তখন জোসেফ একটু সাহস সঞ্চয় করে বলল ঃ—

জোসেফ ঃ তুমি আমার নাম জানলে কি করে ?

রোবোট ঃ তুমি জানতে চাওতো দ্যাখ।

এই বলে রোবটটা তার বুকের নিচের অংশ থেকে একটা কম্পিউটার বের করল। তারপর তার স্ক্রিনে ফুটিয়ে তুলল জোসেফের জীবন বৃত্তান্ত। জোসেফ তখন অবাক হয়ে সেগুলো দেখতে লাগল। তারপর জোসেফ বলল আচ্ছা তোমার নাম কি ? সে বলল, জেকাস। আবার জোসেফ বলল, আমাকে তোমাদের গ্রহে নিয়ে যাবে ? জেকাস বলল, না আমি তা পারব না। কারণ আমি যদি তোমাকে আমার গ্রহে নিয়ে যাই তাহলে আমার রাষ্ট্র আমাকে মেরে ফেলবে। তাছাড়া আমার গ্রহে যেতে যতটুকু সময় লাগবে তার আগেই তুমি মারা যাবে। তবে আমার গ্রহের ছবি তোমাকে দেখাতে পারি, এস আমার সঙ্গে। বলে রোবটটা ফ্লাইং সসারে ঢুকল।

চারদিকে অন্ধকার। তখন হঠাৎ সামনে ভেসে উঠল একটি স্ক্রিন। তারপরই সে দেখতে পেল অজস্র বাড়ি আর রোবট। জোসেফ বলল, তোমাদের গ্রহের সবাই কি রোবট ? জেকাস বলল, হ্যাঁ আমাদের গ্রহের সবাই রোবট। তারপরই হঠাৎ স্ক্রিনটা কালো হয়ে গেল আর একটা লাল আলো বার বার জ্বলতে লাগল। তখন রোবটটা বলল, আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে পারব না, থাকলে আমি আর কখনও ফিরে যেতে পারব না। জোসেফ তুমি তাড়াতাড়ি নেমে যাও। জোসেফ তখন তাড়াতাড়ি নেমে গেল আর সসারটা একটি বিকট শব্দ করে উড়ে গেল।

পৃথিবীর নতুন জন্ম

মুনিবুন বিল্লাহ
কলেজ নম্বর : ৮০০৩
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : গ

৮৫৩৬ সাল। এই সময়ে মানুষ বিভক্ত হয়ে গেছে দুটি ভাগে। প্রথম ভাগ হল এই সব মানুষ যারা তাদের মাথার ব্রেনের পাশে লাগিয়েছে এক মিনি কম্পিউটার। যা তাদের বুদ্ধিমত্তায় সহায়তা করবে। তাদের এই কম্পিউটার থেকে একটি ছোট গোল মেশিন বাইরে বেরিয়ে এসেছে। এর নাম জি-কে। এই মেশিন তাদেরকে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিকস্ মেশিন চালাতে সাহায্য করে। জি-কে থেকে তার নিয়ে ইলেক্ট্রনিকস্ মেশিনে লাগালেই সেটি চালানোর নিয়ম তাঁর ব্রেনে এসে যাবে এবং তাদের চোখ বায়োনিক অর্থাৎ কৃত্রিম ফলে ঐ নিয়মটি তার চোখেও ভেসে উঠবে। আর এক দল হল সাধারণ মানুষ। এই দুই ভাগের ভিতরে অনেক দিনের শত্রুতা। প্রথম ভাগ মানুষের নেতৃত্বে আছে কর্নেল ক্যালিস আর তার বিপক্ষে আছে উইলিয়াম। এর সতের বছর আগে একটি জীবাণু যুদ্ধে উইলিয়ামের দুই তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। ফলে সে প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। সমস্ত ক্ষতিপূরণ করে এখন সে এমন এক চাল চেলেছে যা সফল হলে তারা জিতবেই অথবা তাদের প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি হবে।

৫ সেপ্টেম্বর দুপুর ২টা। আমেরিকার শিকাগো শহরের একটি ছোট গলি দিয়ে এগিয়ে চলেছে জ্যাক। তার হাতে একটি সিডি। এই সিডি তার প্রাণের চেয়েও মূল্যবান কেননা এই সিডিতে আছে বিধ্বংসী ফ্যাট টুফে ভাইরাস। সারা শহরে কার্ফু চলছে। আজ রাত ৮ টায় এক অধিবেশন আছে কর্নেল ক্যালিসের। এই অধিবেশনের সময় ক্যালিসের সকল লোক তাদের জিকে মেশিনে ইন্টারনেট সংযুক্ত করে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করবে। তখন তাদের ব্রেন সম্পূর্ণ ইন্টারনেটের উপর নির্ভর করবে। এটাই উইলিয়ামের জন্য শেষ এবং সুবর্ণ সুযোগ। সে ঐ সময়ে যদি ঐ সিডির ভাইরাস ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দিতে পারে তাহলেই ক্যালিসের সকল খেল খতম। জ্যাক লুকিয়ে চলছে। মাঝে মাঝে এফ. বি. আই-এর সিকিউরিটি গাড়ি টহল দিয়ে যাচ্ছে। তখনই তাকে লুকিয়ে পড়তে হয় তা না হলেই গুলি করে

উড়িয়ে দিবে। তাকে সাড়ে ৩টার মধ্যে এই সিডি উইলিয়ামের কাছে পৌঁছাতেই হবে। এখনও পথ অনেক। সে হেঁটে যাওয়ার সময় একটি সিকিউরিটি গাড়ি তাকে দেখে ফেলে তাঁর দিকে গুলি ছুঁড়ল। সে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরেছিল বলে বেঁচে গেল। জ্যাক তাড়াতাড়ি একটি ম্যানহোলে ঢুকে গেল। সাথে সাথে গাড়িটি অন্য সব গাড়িকে সতর্ক করে দিল। ম্যানহোলের দুই মুখ বন্ধ করে ভিতরে পুলিশ নেমে বিষাক্ত গ্যাস ছোঁড়া শুরু করল। জ্যাক গ্যাসমাস্ক পরে সাদা গ্যাসের ভিতরে লুকিয়ে গেল। হঠাৎ তার গায়ের সাথে একটি পুলিশের ধাক্কা লাগল। পুলিশ কিছু করার আগেই একটি বিষের ইঞ্জেকশন তার গায়ে পুশ করে দিল। সে ঐ পুলিশের ড্রেস ও হেলমেট পরে নিল। যার ফলে তাকে আর চেনা গেল না। এমন সময় সে একটা আওয়াজ শুনতে পেল— "এর ভিতরে যে আছে সে নিশ্চয় মারা গেছে। সবাই নিজ নিজ গাড়িতে ফিরে যাও।"

জ্যাক অন্য সব পুলিশের সাথে একটি গাড়িতে উঠে বসল। তার ভাগ্য খুবই ভাল ছিল যে এই গাড়িটি তার হেড কোয়ার্টারের রাস্তায় যেতে লাগল। তার হেড কোয়ার্টার গোপনীয়তার জন্য মাটি থেকে ২৮ ফুট গভীরে। যখন গাড়িটি তার কোয়ার্টারের কাছে আসল তখন জ্যাক একটি ক্যাপসুলের সমান নিউক্লিও বোম গাড়িতে ফেললো। এটি এমন এক বোম যা একরকম গ্যাস ছড়িয়ে দিবে এবং এই গ্যাস কয়েক সেকেন্ড পরেই বিস্ফোরিত হয়ে যাবে। তারপর জ্যাক ড্রাইভারকে বলল ঃ "আমার বাইরে যেতে হবে।" সে গাড়ি থেকে নেমে আট মিটার পিছিয়ে তার ঘড়ির সুইচ অন করে দিল সাথে সাথে গাড়িটি ধ্বংস হয়ে গেল। সে গোপন পথ দিয়ে উইলিয়ামের কাছে গেল। উইলিয়ামের কাছে গেলে সে জ্যাককে অনেক ধন্যবাদ জানাল। তারপর সে অপারেটর ল্যামকে জিজ্ঞেস করল ঃ "জেসনের কি কোন সংবাদ আছে?" জেসনকে পাঠানো হয়েছে আর এক মিশনে। তার কাজ হল সুপার লগ নম্বর বের করা যার দ্বারা তারা ইন্টারনেটে মানুষে মাথার কম্পিউটার কন্ট্রোলে আনতে পারে।

তিন ঘণ্টা পরে খবর এলো জেসন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে সে পুরো নম্বরটিই জেনেছিল কিন্তু বলতে পারেনি। সে মাত্র বলেছে লগ নং সাত অক্ষরের তা হল "এক্স নাইন টু সেভেন জিরো এল" তার পরেই সে মারা যায়, শেষ শব্দটি বলতে পারলো না। উইলিয়াম খবর শুনে বেশ দুঃখ পেল কেননা তাদের অনেক খুঁজতে হবে কিন্তু মাত্র অধিবেশনের এক ঘণ্টা সময়ের ভিতরে।

ওদিকে ক্যালিসের কাছে এই খবর পৌঁছে গেছে যে এই জায়গায় একটি সিকিউরিটি গাড়ি ধ্বংস হয়েছে। সে রেগে গিয়ে বলল ঃ "আশে পাশের সব কিছু তন্ন তন্ন করে খোঁজ। ওরা কাছেই কোথাও আছে।"

রাত ৮টা বেজে ২৫ মিনিট অধিবেশন শুরু। আর এফ. বি. আই.রা খুঁজে পেয়েছে উইলিয়ামের আস্তানা। তাদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। উইলিয়ামের নিরাপত্তা চীফ খবর দিল যে খুব যুদ্ধ চলছে। তাই শুনে উইলিয়াম বলল ঃ "খুব খারাপ খবর। ওদেরকে ঠেকাতেই হবে। দরকার হলে সকল শক্তি ব্যবহার কর।"

শুরু হল এক তুমুল যুদ্ধ। ধীরে ধীরে উইলিয়ামের সব শক্তি কমে আসতে লাগলো। আর অপারেটর প্রাণপণ খুঁজছে। সব কিছু তৈরি শুধু শেষ অক্ষরটি খুঁজে 'ওকে' বাটনে চাপ দিলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল শেষ অক্ষর 'কে' হতে পারে কেননা ক্যালিসের নাম 'কে' দিয়ে শুরু। সে 'কে' লিখতেই একটি গুলি তার মাথায় এসে বিদ্ধ হল। পাশেই জ্যাক ছিল সে দৌড়ে এসে 'কে' বাটনে চাপ দিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে সিডি স্ক্যানিং হয়ে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ল ফ্যাট টুকে ভাইরাস। তখনই লাশ হয়ে গেল কর্নেল ক্যালিসসহ তার সব লোক। আর পুলিশেরা উইলিয়ামের সব কিছু ধ্বংস করে দিচ্ছে। যখন উইলিয়াম দেখল বাঁচার কোন উপায় নেই তখন সে ইমারজেন্সি কন্ট্রোল থেকে 'রেড এক্স' সুইচ অন করে দিল। আর তখনই তার নিজস্ব স্যাটেলাইট থেকে লেজার রশ্মি এসে ধ্বংস করে দিল পুরো আমেরিকা মহাদেশ, ইউরোপ ও এশিয়ার অর্ধেক। এতে মারা গেল তার দলের সব মানুষ। শুধু বেঁচে রইল হাতে গোনা দুই তিন হাজার লোক। তারা শুরু করল নতুন জীবন। সাজিয়ে তুলতে লাগল পৃথিবীকে নতুনভাবে।

একজন মহাবিজ্ঞানীর গল্প

অমিও আল সাকিব
কলেজ নম্বর : ৭৭৬১
শ্রেণী : সপ্তম, শাখা : খ

প্রচণ্ড গরমের দিন। বাইরে সবাই এসি গাড়িতে করে নানান জায়গায় চরে বেড়াচ্ছে। তাপমাত্রা ৪০° সেলসিয়াস। কার্বন ডাই-অক্সাইড বেড়ে গেছে। সব গাড়িতে অক্সিজেন সিলিন্ডার আছে। সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। ড. সিকাস এদেশের একজন নামকরা বিজ্ঞানী। তিনি আগামী মাসে মহাকাশ যাত্রা করবেন। আজ ১৫-৩-৩০১২ তারিখ। বাইরে বৃষ্টি হওয়ার কোন নামই নেই। বিশেষ এক ধরনের কপ্টার বাতাসে 'রেইন স্প্রে' দিচ্ছে যাতে বৃষ্টি হয়। হঠাৎ তার কম্পিউটারে খবর এল যে, তিনি এস-৩-এ করে যাত্রা করবেন মহাকাশে। এস-৩ একটি উন্নতমানের যান যেটি ১০৩০০ আলোকবর্ষ দূরে খবর পাঠাতে সক্ষম। আর তিনি যে গ্রহে যাবেন সে গ্রহের নাম তার জানা নেই। উদ্দেশ্য হীরা আনা। সেই গ্রহে প্রচুর পরিমাণে হীরা পাওয়া যায়। সেই গ্রহটি ১০০৩৪ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এর আগে এস-১ ও এস-২ গিয়েছিল। কিন্তু তারা গ্রহটিকে খুঁজে পায়নি। তারা ফিরে এসেছে। দেখতে দেখতে সময় ঘনিয়ে এল।

যাওয়ার জন্য তিনি তৈরি হলেন। আজ ০৪-০৪-৩০১২ তারিখ। যাত্রা করলেন। দীর্ঘ তিন বছর পর তারা পৌঁছলেন গ্রহটিতে। তারা নামলেন এক হীরার পাহাড়ের পাশে। তারপর কিছু খেয়ে নিয়ে নামলেন। চারদিক শুধু বালু আর বালু। এক হিসাবে মরুভূমি ধরা যায়। কিন্তু এখানকার তাপমাত্রা অনেক কম। কোন নক্ষত্রের আলো এসে পৌঁছায় না। তাই বেশি পাওয়ারের আলো নিয়ে বের হতে হল। এদিকে আরেক কাণ্ড ঘটলো। অক্সিজেন আর মাত্র ২০১·২ দিন চলবে। এটা জানা ছিল না ড. সিকাসের। তিনি আনন্দে আগেই নেমে পড়েছেন। তারপর কয়েকটি জায়গা ঘুরে তিনি কয়েকশো ছবি তুললেন। তার সাথে ১৫টি রোবট কাজ করছিল। তিনি তার ইকো কম্পিউটার খুললেন। এবং অনেক পরীক্ষার পর বের করলেন একটা ফসিল। কিন্তু কিসের ফসিল তা জানা নেই তার। তিনি সেই ফসিলের ছবিসহ কয়েকশো তোলা ছবি পাঠিয়ে দিলেন পৃথিবীতে। পৃথিবীর গবেষকরা সে ছবি নিয়ে প্রচুর গবেষণা করলো। কিন্তু কোন লাভ হল না। তারা সবাই ব্যর্থ হলেন। এদিকে সিকাস ক্লান্ত হয়ে ফিরতে যাবেন তখন তার চোখে পড়ল দূর থেকে ধূলো উড়িয়ে কতগুলো অদ্ভুত প্রাণী এদিকে আসছে। তিনি তাড়াতাড়ি রোবটদের নিয়ে উঠে গেলেন এস-৩-এ। কিছুক্ষণ পর কতগুলো অদ্ভুত প্রাণী এসে ঘিরে ধরলো এস-৩ কে। ড. সিকাস কতগুলো রোবট পাঠালেন লেজ্যার গান নিয়ে। তারা এলোপাতাড়ি গান চালাতে লাগলো। তাতে কিছু প্রাণী মরে গেল বাকি প্রাণী পালাতে চেষ্টা করল কিন্তু তাদেরকেও রক্ষা করল না রোবটরা। নিশানা করে সব মেরে ফেললো। তারপর ড. সিকাস নিচে নেমে এলেন। তিনি তার ফসিল নিয়ে দেখলেন এগুলোর সাথে মিল আছে। তখন তিনি ছবি তুলে পাঠিয়ে দিলেন পৃথিবীতে। তারপর তার যাবার সময় হল। কিন্তু মন চায় না। তবুও যেতে হবে। হঠাৎ তার চোখ পড়ল অক্সিজেন সিলিন্ডারের উপর। বেশি নেই। তাড়াতাড়ি যাত্রা করলেন। আর মাত্র ৩ ঘণ্টা বাকি পৃথিবীতে পৌঁছাতে। এস-৩ এর পর্দায় ভেসে উঠল পৃথিবীর ছবি। এখনো বহুদূর। কিন্তু একি ! অক্সিজেন যে কমে আসছে। আর মাত্র ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের অক্সিজেন বাকি আছে। তাহলে কি ৩০ মিনিটের জন্য অঘটন ঘটবে ! ড. সিকাস বাকশূন্য হয়ে পড়েছেন। তার হাত বন্ধ হয়ে এসেছে। তিনি যে একটা খবর দিবেন তারও উপায় নেই। রোবটরা সব নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। তবুও ড. সিকাস ভয় পেলেন না। তিনি এস-৩ এর গতি বাড়িয়ে দিলেন। হঠাৎ ড. সিকাসের শ্বাসকষ্ট হতে শুরু করল। আর বেশি দেরি নেই পৃথিবীতে পৌঁছানোর। তবুও তিনি ভয় পেলেন না। ড. সিকাসের চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এল। কিছুক্ষণ পর এস-৩ পৃথিবীর এক জায়গায় নামলো। সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো লোক অক্সিজেন নিয়ে দৌড়িয়ে আসল। তারপর বের করল ড. সিকাসকে। কিন্তু একি ! ড. সিকাস অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তাকে তাড়াতাড়ি করে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হল। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বললেন, তিনি আর বেঁচে নেই। পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ল এক নিদারুণ দুঃখ। একজন মহাবিজ্ঞানী যার জন্য পাওয়া গেল সম্পদ। তিনি আর নেই। আর কত মানুষের প্রাণ যাবে। এর কারণে পৃথিবীবাসী বিক্ষোভ করল। তারপর থেকে মহাকাশ গবেষণায় রোবটদের নিয়োগ করা হল। এরকম একজন মহাবিজ্ঞানী পৃথিবীর বুকে কম এসেছে। সবাই তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাল।

টাইম মেশিন

কৌশিকুল ইসলাম
কলেজ নম্বর : ৮৮২৩
শ্রেণী : নবম, শাখা : গ

পিউনো অবশেষে সফল হয়েছে। তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন টাইম মেশিনকে আজ সে বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল পিউনো। আর তর সইছে না তার। কি করবে ঠিক ভেবে উঠতে পারছে না সে। মন চাচ্ছে এখনই এটাতে চড়ে অতীত থেকে ঘুরে আসতে কিংবা ভবিষ্যৎটা দেখতে। কিন্তু সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল প্রথমে ওর ভিডিও ক্লিপটাতে ওর আবিষ্কার ও ভ্রমণের কথা লেখে। তারপরে কম্পিউটারে সেট করে উঠে বসে টাইম মেশিনে। লিভারটা চেপে ধরে। ওর দু'পাশে দুটো তীব্র আলো ঝলসে ওঠে। ও তীব্র আলোয় চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ পর আবার চোখ খুলল। অবাক হয়ে দেখল ওর দু'পাশের দৃশ্যপট কেমন কাঁপা কাঁপা আর খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। কতক্ষণ যাবৎ সে এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখছিল তাও তার মনে নেই। হঠাৎ সময়ের কথা খেয়াল হতেই ও দ্রুত কন্ট্রোল প্যানেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কয়েক মিনিট চোখ বুলিয়ে ও যন্ত্রের একটা সুইচ চেপে ধরে। সাথে সাথে টাইম মেশিনটা স্থির হয়ে যায়। ও স্ক্রিনটা লক্ষ করে। ২০০ বছর অতীতে চলে গেছে সে সহ মেশিনটা। ওটা সময় দেখাচ্ছে ২০০১ সাল।

ও মাথা নাড়ে, 'হুম, ভাল'।

ও মেশিনটা থেকে নেমে আসে। ওর মেশিনটা একটা নদীর ধারে দাঁড়িয়েছে। কুল কুল করে পানি বয়ে চলছে নদীতে। ও পাড়ে সামান্য জমিতে পায়ে হাঁটা রাস্তা। সেখানে বড় বড় গাছের সারি। পিউনো তার 'প্রি' যন্ত্রের দিকে তাকাল। এই 'প্রি' যন্ত্রটা ক্যালকুলেটরের মত। এটা দিয়ে যে-কোন তথ্য জানা যায়। ওটা থেকে জানা যায় নদীটির নাম ব্রহ্মপুত্র, পরে এটা ভরাট হয়ে গিয়েছিল। যেখানে এখন ওর বাড়িটা। আর ওপাশের বড় গাছগুলো হলো তালগাছ। ছোট গাছগুলোর কতকগুলো আম, কতকগুলো জাম, কাঁঠালের গাছ। সে ভাবে এলাকাটা ঘুরে দেখবে কিন্তু তার আগে টাইম মেশিনটা লুকাতে হবে। ও টাইম মেশিনটা লুকানোর জন্য ভাল জায়গা খুঁজতে থাকে কিন্তু পায় না। অবশেষে ওটাকে ঠেলে তালগাছের নিচে রেখে লতা পাতা দিয়ে ঢেকে দেয়। তারপর হাতে

'প্রি' নামক যন্ত্রটা নিয়ে তার সাথে লম্বা একটা কলমের মত অংশ যোগ করে দেয়। কলমের মত অংশটা লেজার নিয়ন্ত্রিত মারাত্মক একটা অস্ত্রও হাঁটতে থাকে। কিছুদূর গিয়ে একটা রাস্তা পেয়ে যায়। ভাল করে দেখে ও বুঝে রাস্তাটা মাটির তৈরি। ও বিস্মিত হয়। মাটির তৈরি রাস্তা সে আগে কখনো দেখেনি। সে সেই পথ ধরে হাঁটতে থাকে। লোকজন ওকে অবাক হয়ে দেখতে থাকে ও বিস্মিত হয় ওদের পোশাক দেখে। ও 'প্রি' তে দেখে জেনে নেয় ওগুলোর নাম শার্ট, লুঙ্গি, প্যান্ট। বিচিত্র নামগুলো দেখে ওর হাসি পায়। হঠাৎ খেয়াল করে লোকগুলো ওকে ঘিরে ধরেছে। ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়াতে থাকে। ওর পেছনে লোকগুলোও দৌড়ে আসতে থাকে। ও পেছনে ফিরে দেখে ইতিমধ্যে বহু লোক তার পেছনে দৌড়ে আসছে। অল্প সময় দৌড়েই পিউনো ক্লান্ত হয়ে পড়ে। পিউনের মনে হয় ও জীবনে এত কষ্ট করেনি। হঠাৎ দেখতে পায় সামনে থেকেও লোক আসছে। ও হতভম্ব হয়ে যায়। নিজের অজান্তেই ও একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ে। দরজা দিয়ে ঢুকে পিছন দিকে দরজাটা ধাক্কা দিতেই লেগে যায়। ও বিস্মিত হয়ে ভাবে এই তাহলে অতীতের দরজার সিস্টেম।

"কে তুমি ?" কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে তাকায় পিউনো।

"আমি ভবিষ্যৎ থেকে এসেছি" হঠাৎ করেই নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের আসল পরিচয় দিয়ে দেয় পিউনো এবং পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পারল। ওর উত্তরটা লোকটার মাঝে যেন জাদুর সঞ্চার করলো।

ওকে ভিতরের দিকের একটি ঘরে এনে লোকটি বলল, "তুমি এখানে বস, তোমার কোন ভয় নেই।" বলে লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ ও ঘর থেকে কথাবার্তা ভেসে আসে হঠাৎ লোকটি আবার এ ঘরে আসে। লোকটি বলল, "ওদের বের করে দিয়েছি, তোমার আর কোন ভয় নেই।"

তারপর লোকটি ধীরসুস্থে একটি চেয়ারে বসে পিউনোকে বলল, 'তাহলে তুমি দাবী করছ তুমি ভবিষ্যতের মানুষ।'

পিউনো তখন বিস্ময়ের সাথে আসবাবপত্রগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। ওর কথায় ফিরে তাকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ'।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'প্রমাণ কি ?'

পিউনো বলল, 'প্রমাণ, এই কার্ডটা দেখ।'

লোকটি মাথা দুলিয়ে বলল, 'হু বুঝলাম।'

"তুমি ভবিষ্যতের মানুষ, তাতে আমার আগ্রহ বেড়েছে।" বলতে বলতে লোকটি একটি সিলিন্ডার নিয়ে পিউনোর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। পিউনো 'প্রি'তে দেখলো ওটা একটা গ্যাস যা মানুষকে অজ্ঞান করতে ব্যবহৃত হয়। ও চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'সাবধান'।

কিন্তু লোকটা থামাথামির মধ্যে নেই সে এগিয়ে আসতেই থাকে। শেষ মুহূর্তে পিউনো লেজার নিয়ন্ত্রিত রশ্মিটা লোকটার দিকে ছুঁড়ে মারে। সাথে সাথে লোকটা স্থির হয়ে যায়।

হঠাৎ ও হালকা অনুভব করলো। ও দেখে ওর হাত পা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কানের কাছে কে যেন বলল, 'তুমি তোমার পূর্বপুরুষকে হত্যা করেছ। এখন তুমি, তোমার ভাই, বাবা সবাই অদৃশ্য হয়ে যাবে।"

'না' বলে চিৎকার করে ওঠে পিউনো।

পিউনোর ঘুম ভেঙ্গে যায়। বুঝতে পারে ও স্বপ্ন দেখেছে। দুঃস্বপ্ন দেখার পরদিন। ওর ল্যাবরেটরিতে ওর সহকর্মীরা কাজ করতে এসে দেখল টাইমমেশিনের যন্ত্রগুলো সব ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলেও পিউনো উত্তর দেয়নি।

দেরি হয়ে গেল দেরি হয়ে গেল বলে চিৎকার করো না ;
নিষ্ঠা থাকলে স্বল্প সময়েও অনেক কাজ করা যায়।

— জন উইলসন

একজন মহান ব্যক্তির মহত্ত্ব বোঝা যায় ছোট ব্যক্তিদের সাথে তার ব্যবহার দেখে।

— কারলাইল

জানা-অজানা

বিচিত্র প্রাণী

রাবাব নূর ইসলাম
কলেজ নম্বর : ৮৩৮৫
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : ক

পানি না খেয়ে বাঁচে যে প্রাণী ঃ অস্ট্রেলিয়ার একটি প্রাণীর নাম কোয়ালা। জীবনে কখনও পানি খায় না তারা। সারাজীবন পানি না খেয়ে বেঁচে থাকে। এদের খাবার হল ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা।

অদ্ভুত পাখি ঃ আর্জেন্টিনার ভূ-স্তরে এক অদ্ভুত পাখির ফসিল পাওয়া গেছে। তার অপরূপের জন্য নাম দেওয়া হয়েছে 'আর্জেন্টিনার অপরূপ পাখি।' এই পাখির ডানার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পঁচিশ ফুট দীর্ঘ। লম্বায় বার ফুট। উচ্চতা ৬ ফুট। ওজন প্রায় ১৫০ পাউন্ড। এই বিশাল পাখিটা ৫০ থেকে ৮০ লক্ষ বছর আগে বিলুপ্ত হয়েছে।

বিচিত্র ধরনের মাছ ঃ রাশিয়ার তাইগায় করেফরিডা নামক মাছ আছে। আঁইশ নেই। লম্বা পেনসিলের সমান। শরীর ভর্তি চর্বি। একে পানি থেকে উঠিয়ে রোদে রাখলে গলে যায়।

আরেকটি মাছের নাম বান ঃ আটলান্টিক বারমুডায় এদের জন্ম। দেখতে সাপের মত। এরা মিষ্টি পানিতে ডিম পাড়ে। একটি মা বান মাছ প্রায় দু'কোটি ডিম পাড়ে।

উড়ন্ত ব্যাঙ ঃ ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে হাইলা নামক এক ধরনের ব্যাঙ আছে। এরা উড়তে পারে। দেখতে সবুজ রঙের। এদের আঙ্গুলগুলো হাঁসের পায়ের পাতার মত। পরস্পরের সাথে পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া লাগানো।

উড়ে বেড়ানো গিরগিটি ঃ ইন্দোমালয় উপদ্বীপে দেখা যায় উড়তে পারা গিরগিটি। যে গাছে এরা বাস করে সেই গাছের ফুলের মতো হয়ে থাকে গায়ের রঙ। এরা পতঙ্গ খায়। পাঁজরার সাহায্যে এরা উড়তে পারে।

উড়ুক্কু শিয়াল ঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় এক ধরনের উড়ুক্কু খেঁকশিয়াল থাকে। এরা গভীর জঙ্গলে বাস করে। এদের ঘাড় থেকে শুরু করে পায়ের পাতা এবং লেজ চামড়া দিয়ে ঢাকা। চামড়াকে ডানা হিসাবে ব্যবহার করে। তারা ডানা ঝাপটিয়ে আকাশে উড়ে বেড়ায়।

তিন চোখবিশিষ্ট মানুষ ঃ চীন দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে ফুজিওয়ান প্রদেশে তিন চোখবিশিষ্ট এক মানুষের খোঁজ পাওয়া গেছে। ২৩ বছর বয়স্ক ব্যক্তিটির নাম দেং। তার দুটি চোখ দৃষ্টিহীন। অপরটি চামড়া দ্বারা ঢাকা।

বিলুপ্তির পথে লেমুর

তানভীর আহমেদ
কলেজ নম্বর : ৯১০১
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : ক

বিচিত্র এই পৃথিবী। বিচিত্র এই পৃথিবীর প্রাণিকুল। হাজার হাজার বছর ধরে নানা প্রজাতির প্রাণী পৃথিবীতে বাস করে আসছে। কিন্তু মানুষের কোপানলে পড়ে অনেক প্রাণীই বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অনেক প্রাণী এখন বিলুপ্তির পথে। এমন একটি প্রাণী লেমুর।

এক সময় মাদাগাস্কারের বনাঞ্চলে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল লেমুরদের। ১৬৫ মিলিয়ন বছর আগে সৃষ্টি হওয়া মাদাগাস্কারে সাগর পাড়ি দিয়ে এসে যে ক'টি স্তন্যপায়ী প্রাণী সেখানে বসবাস শুরু করে তাদের মধ্যে অন্যতম লেমুর। লেমুর মূলত নিরীহ এবং ভীতু প্রাণী। শরীরের তুলনায় এদের চোখ বেশ বড়। এদের দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ, আর শ্রবণশক্তিও প্রখর। তবে বর্তমান লেমুররা তাদের পূর্বপুরুষদের আকৃতির চেয়ে অনেক ছোট। এদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে মেগালাডাপিস লেমুরের ওজন ছিল ২০০ পাউন্ডের বেশি। বেবুনের মত দেখতে এই প্রজাতির লেমুর দ্রুত ছুটে বেড়াতে পারত। শিম্পাঞ্জির মত ঠাণ্ডা মেজাজের আর এক প্রজাতির লেমুর সে সময় দেখা যেত, যার নাম ছিল হিলপ্যালিওপ্রপিথেকাস লেমুর। ১১০ পাউন্ড ওজনের এই লেমুর বেশিরভাগ সময় গাছে গাছেই ঝুলে থাকত। কিন্তু আফ্রিকা ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে মানুষ এসে মাদাগাস্কারে বসতি স্থাপন করলে এক হাজার বছরের মধ্যে প্রায় ১৪ প্রজাতির লেমুর সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর বর্তমান সময়ের লেমুরদের মধ্যে মাউজ লেমুর, রেড বেলি লেমুর, শিফাকা লেমুর, ব্যাম্বু লেমুর, যদিও এরা 'জায়ান্ট পান্ডা' নামেই সমধিক পরিচিত এবং 'আই-আই' প্রজাতির লেমুরসহ বহু প্রজাতির লেমুর এখন ধ্বংসের পথে। আর এর জন্য দায়ী আমরা মানুষেরা। আমাদের শিকারি মনোভাব, লোভ ও জিঘাংসাই এসব লেমুরদের বিলুপ্তির প্রধান কারণ।

সন্দীপন

২০০৩ বিশ্বকাপের বিশ্ব রেকর্ড

মোঃ আসিফ হোসেন
কলেজ নম্বর : ৭৯৮০
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : গ

- শচীনের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহ।
- ৬৭ বলে ডেভিসনের সেঞ্চুরি।
- ২৩ বলে লারার হাফ সেঞ্চুরি।
- নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ১৫ রানে ৭ উইকেট নেওয়া।
- নামিবিয়ার বিরুদ্ধে এক ওভারে লেম্যান ২৮ রান সংগ্রহ করেন।
- জাভেদ মিয়াঁদাদ ও স্টিভ ওয়াহকে অতিক্রম করে ওয়াসিম বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেন।
- ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিপক্ষে চামিন্দা ভাস ম্যাচের প্রথম ৩ বলে ৩ উইকেট নিয়ে হ্যাট্রিক করার পাশাপাশি ঐ ওভারে মোট ৪ উইকেট তুলে নেন।
- ১৯ ফেব্রুয়ারি শ্রীলঙ্কা কানাডাকে মাত্র ৩৬ রানে অলআউট করে ইতিহাসের সর্বনিম্ন স্কোরের রেকর্ড গড়ে।
- ২২ ফেব্রুয়ারি শোয়েব আকতার ১০০ দশমিক ২৩ মাইল গতিতে একটা বল ছুড়ে নতুন রেকর্ড করেন।
- ২৩ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের ম্যাচে শোয়েব ব্যাট করতে নেমে ১১ নাম্বার ব্যাটসম্যান হিসাবে সবচাইতে বেশি রানের (৪৩) ইনিংস গড়েন।
- ২৩ ফেব্রুয়ারি ওয়েস্ট ইন্ডিজ কানাডার ২০৬ রানের জবাবে ওভার পিছু ১০ দশমিক ০৪ রানে জয় তুলে নেয়।
- ২৭ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়া নামিবিয়াকে ওয়ানডে ইতিহাসে সর্বোচ্চ ব্যবধানে (২৫৬ রানে) পরাজিত করে।
- ২৭ ফেব্রুয়ারি গিলক্রিস্ট নামিবিয়ার বিপক্ষে ৬টি ক্যাচ নিয়ে নতুন রেকর্ড গড়েন।
- ২৩ মার্চ ফাইনালের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়ে অস্ট্রেলিয়া, ৩৫৯/২, ৫০ ওভার—বিপক্ষ দল ভারত।
- ফাইনালে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়েন রিকি পন্টিং। তিনি ১৪০ রান করেন।
- ফাইনালে ৩য় উইকেট জুটিতে পন্টিং-মার্টিন ২৩৪ রানের পার্টনারশিপ গড়েন, যা বিশ্বকাপের ফাইনালে সর্বোচ্চ রানের পার্টনারশিপ।
- ফাইনালে রিকি পন্টিং ৮টি ওভার বাউন্ডারি মেরে রেকর্ড গড়েন। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এটি ব্যক্তিগত ওভার বাউন্ডারির রেকর্ড।

বিখ্যাত স্থাপত্য

মোঃ ফরিদ উদ্দিন আহমেদ
কলেজ নম্বর : ৭৬৬৬
শ্রেণী : সপ্তম, শাখা : ক

- টাইটানিক জাহাজ

  নির্মাণকারী সংস্থা : হোয়াইট স্টার মাইন (ব্রিটিশ)

  যাত্রা : ১৯১২ সালে (ইংল্যান্ড-নিউইয়র্ক), ঐ দিনই ডুবে যায়।

  মোট যাত্রী ছিল : ২২২৪ জন এবং মারা যায় ১৫১৩ জন

  জাহাজটি লম্বা ছিল : ৮৮২ ফুট।

- স্ট্যাচু অব লিবার্টি

  পরিচিতি : এ মূর্তিটি স্বাধীনতার প্রতীক। যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই। স্বাধীনতার ১০০ বছর পালিত হয় ১৮৮৬ সালে আর ঐ দিন স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্রকে এটি উপহার দেয়।

  স্থপতি : মি ফ্রেডারিক আগস্ট বার্থলডি।

  অবস্থিত : নিউইয়র্ক।

  উচ্চতা : ৩০৫ ফুট।

❑ **বাস্তিল দুর্গ**

পরিচিতি : ফরাসি বিপ্লবের সূতিকাগার। এটি মূলত একটি কারাগার। পরে এটি স্বৈরতন্ত্রের প্রতীক হিসাবে পরিচিত হয়।

স্থপতি : রাজা পঞ্চম চার্লস (১৩৭০-১৩৮২)

বাস্তিল দুর্গের পতন : ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই।

বৈশিষ্ট্য : বিশ্বের বৃহৎ সামাজিক বিপ্লবের সূচনা হয় বাস্তিল দুর্গ আক্রমণের মধ্য দিয়ে।

❑ **চীনের প্রাচীর**

দৈর্ঘ্য : ১৫০০ মাইল (উচ্চতা ৪-৮ মি.)

অবস্থান : মঙ্গোলিয়া ও চীনের মধ্যে অবস্থিত।

বৈশিষ্ট্য : পৃথিবীতে মানুষের তৈরি একমাত্র চিহ্ন চীনের প্রাচীর— চাঁদ হতে দেখা যায়।

আজব তথ্য

মোঃ সামিউল আহসান
কলেজ নম্বর : ৮৩৫৬
শ্রেণী : সপ্তম, শাখা : গ

১। **ডাক পিয়নের জেল :** ৪২ হাজার ৭৬৮টি চিঠি ডেলিভারি দিতে ব্যর্থ হওয়ায় গ্যাব্রিয়েল নামের ২২ বছরের এক যুবককে স্পেনের এক আদালত মোট ৩ লাখ ৮৪ হাজার ৯১২ বছর জেল খাটার আদেশ দেয়। তাকে প্রতি চিঠি বিলির ব্যর্থতার জন্য ৯ বছর করে জেল দেওয়া হয়।

২। **আত্মার জানালা :** সুইজারল্যান্ডের গ্রিসনস অঞ্চলের প্রতি বাড়ির শোবার ঘরের মাথার কাছে একটি অতি ক্ষুদ্র জানালা রাখা হয়। জানালাটি সব সময়ই বন্ধ থাকে। বাড়ির কেউ যদি মৃত্যুশয্যায় থাকে, শুধু তখনই এটি খুলে দেওয়া হয়। যাতে ওই মৃত ব্যক্তির আত্মা জানালা দিয়ে সহজে চলে যেতে পারে।

৩। **মানুষখেকো জাতি :** পাপুয়া নিউগিনির গহীন অরণ্যে মানুষের মাংসভোজী জাতি রয়েছে, যারা জঙ্গলের পার্শ্ববর্তী সভ্য মানুষের উপর আক্রমণ চালায় এবং তাদের ধরে নিয়ে এসে ভক্ষণ করে।

[সূত্র ঃ প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স]

বিলিভ ইট অর নট

রাকিবুল আলম সৌরভ
কলেজ নম্বর : ৮৯৫০
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : গ

১। বিশ্বের খ্যাতিমানদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা নাম হলো পাবলো পিকাসোর। তার নামটি হল "পাবলো দিয়েগো হোসে ফ্রান্সিসকো ডি পাওল হুয়ান নেপোমুসেনো মারিয়া দি লস রেমেদিওস সিপিরিয়ানো দেলা সাবাতিসিমাত্রিনিদাদ রুইস পিকাসো।"

২। শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের অন্যতম আলবার্ট আইনস্টাইন জীবনে অঙ্ক পরীক্ষায় পাস করেননি। অথচ তিনিই কিনা সর্বকালের সেরা গণিতবিদ।

৩। শুনলে অবাক হতে হয় যে, বরফপ্রধান দেশের এস্কিমোরাও ফ্রিজ ব্যবহার করে। তবে খাবার ঠাণ্ডা রাখার জন্য নয়, গরম রাখার জন্য।

৪। পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ আছে। এদের একজনের হাতের ছাপের সাথে অন্যজনের কোন মিল নেই। তেমনি পৃথিবীর জেব্রাদের কারোর শরীরের দাগের সাথে অন্যদের শরীরের দাগের কোন মিল নেই।

পৃথিবীর সৃষ্টি
(Origin of the Earth)

মোঃ শরীফুর রহমান (শুভ)
কলেজ নম্বর : ৮০৭১
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : খ

আমাদের প্রিয় বাসভূমি এই পৃথিবী। এর সৃষ্টি সম্বন্ধে আদিকাল থেকেই মানুষ ছিল কৌতূহলী। এই পৃথিবী সৌরজগতের একটি গ্রহ। সৌর পরিবারের প্রধান সূর্য (Sun) এবং একে কেন্দ্র করে নয়টি গ্রহ আবর্তিত হচ্ছে। জার্মান জ্যোতির্বিদ কেপলারই প্রথম (১৬০৬-১৬১৯ সালের মধ্যে) সূর্যের চারদিকে গ্রহের আবর্তন সম্পর্কে কতগুলো সূত্র আবিষ্কার করেন এবং কেন আবর্তিত হয় এর উত্তর দেন বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন মহাকর্ষ আবিষ্কার করে। কিন্তু তিনি বা কেপলারের কেউই কিভাবে পৃথিবীর সৃষ্টি হয় তা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। পৃথিবী সৃষ্টির উপর বিভিন্ন শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের নানারূপ মতবাদ আছে। এ মতবাদগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য এবং যুক্তিযুক্ত মতবাদগুলোর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে :

কান্টের মতবাদ : জার্মান দার্শনিক কান্টের মতবাদ নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে, বর্তমান সূর্য, গ্রহ এবং উপগ্রহগুলো অতীতে এক সময় একটি ঘূর্ণায়মান প্রসারিত নীহারিকা ছিল। এই নীহারিকার অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন বস্তুর আকর্ষণী শক্তির ফলে সংঘাত সৃষ্টি হয়। এর ফলে শীতল নীহারিকাটি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং একই সাথে ঘূর্ণন বেগও বৃদ্ধি পায়। ফলে এর নিরক্ষীয় এলাকাটি প্রসারিত হয় এবং কেন্দ্রাতিক বলের (centrifugal force) ফলে আংটির ন্যায় কয়েকটি বস্তু স্তর তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ আংটির ন্যায় অংশই পরবর্তীতে গ্রহের সৃষ্টি করে এবং গ্রহ থেকে পরবর্তীতে অনুরূপভাবে সৃষ্টি হয় উপগ্রহের। কান্টের মতে, এভাবে সৌরজগতের (solar system) সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন কারণে এ মতবাদ সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

লাপ্লাসের নীহারিকাবাদ : ফরাসি বিজ্ঞানী লাপ্লাস কান্টের মতবাদের আরও উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত রূপদান করেন। লাপ্লাসের মতে, নীহারিকাটি শীতল ছিল না এবং প্রথম থেকেই বাষ্পাকার, উত্তপ্ত এবং ধীরে ধীরে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় ছিল। কালক্রমে নীহারিকাটি শীতল হতে থাকে এবং এর ফলে সঙ্কোচন ও ঘনত্ব এবং ঘূর্ণনের বেগ বৃদ্ধি পায়। ঘূর্ণন বৃদ্ধির ফলে এক সময় নীহারিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টি হয়। নীহারিকাটির অবশিষ্ট অংশই বর্তমান সূর্য। এই মতবাদও সকলে গ্রহণ করেনি।

চেম্বারলিন ও মুল্টনের গ্রহকণা মতবাদ : চেম্বারলিন ও মুল্টনের মতে, অতীতের কোন এক সময়ে একটি বৃহৎ নক্ষত্র তার গতিপথে চলতে চলতে সূর্যের নিকটবর্তী হয় এবং এর আকর্ষণের ফলে সূর্যের কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে উক্ত নক্ষত্রের গতিপথ অনুসরণ করে কিন্তু নক্ষত্রটি এই বিচ্ছিন্ন অংশের কাছে আসার আগেই দূরে চলে যায়। ফলে বিচ্ছিন্ন অংশগুলো উল্লম্ব আকারে সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ শুরু করে এবং ক্ষুদ্র অংশগুলো কালক্রমে পারস্পরিক আকর্ষণের ফলে আয়তনে বড় হয়ে গ্রহ ও উপগ্রহের সৃষ্টি করে। এ মতবাদও নানা সমালোচনার সম্মুখীন হয় এবং অনেকেই তা গ্রহণ করেননি।

জেমস জীনসের জোয়ারবাদ (Tidal Theories) : স্যার জেমস জীনসের মতে, সূর্য অপেক্ষা কয়েক গুণ বড় একটি নক্ষত্র সূর্যের কাছে এসে পড়লে সূর্য-পৃষ্ঠের জোয়ারের আকারে উত্তোলিত কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

সূর্য ও নক্ষত্রের আনুপাতিক গতিবেগ পূর্বপেক্ষা বৃদ্ধি পাওয়ায় সূর্যের বিচ্ছিন্ন অংশ ধীরে ধীরে উত্থিত হয় এবং অগ্র-পশ্চাতে কৃশ ও মধ্যভাগে স্ফীত রূপ ধারণ করে ; কিন্তু এরা নিকটবর্তী হওয়ার আগেই নক্ষত্রটি আপন গতিপথে দূরে সরে যায়। ফলে সূর্যের আকর্ষণহেতু এ বিচ্ছিন্ন অংশগুলো সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ শুরু করে। এভাবে বিচ্ছিন্ন অংশ থেকে ধীরে ধীরে গ্রহের সৃষ্টি হয়। জীনসের মতে, সূর্যের আকর্ষণে গ্রহ থেকে এরূপ জোয়ারের ফলে উপগ্রহের সৃষ্টি হয়। এ মতবাদ সর্বজনস্বীকৃত নয়।

জেফরীজের সংঘর্ষবাদ (The Collision Theory) : জেফরীজ জীনসের মতবাদকে পরিমার্জিত রূপ দান করেন। তাঁর মতে, সূর্যের সাথে স্পর্শক আকারে নক্ষত্রটির সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পূর্বে নক্ষত্রটি সূর্যের নিকটবর্তী হলে উভয়ের পৃষ্ঠদেশ হতে জোয়ারের আকারে বেশ কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু সংঘর্ষ হবার সময় প্রবল চাপে উভয়ের বাইরের স্তর মিশ্রিত হয় এবং মিশ্রিত স্তরটি ভীষণভাবে উত্তপ্ত ও আবর্তিত হতে থাকে। সংঘর্ষের পর নক্ষত্রটি আপন কক্ষপথে চলে যায়। এই উত্তপ্ত, আবর্তিত মিশ্রিত স্তরটি সূর্য ও নক্ষত্র উভয়ের আকর্ষণে সূর্য থেকে নক্ষত্রের দিকে লম্বালম্বি প্রসারিত হয়। ফলে এর মধ্যস্থান স্ফীত ও প্রান্তদেশ সরু হয়ে যায়। এরূপ বিচ্ছিন্ন অংশ থেকে গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি হয়।

রাসেলের যুগ্ম তারকাবাদ (Binary Star Theory) : জেফরীজের সংঘর্ষবাদের সংস্কারকৃত রূপ। এ মতবাদে রাসেলের মতে সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান যুগ্ম নক্ষত্র ছিল। একটি বহিরাগত বৃহৎ নক্ষত্রের সাথে সেই ক্ষুদ্র নক্ষত্রের সংঘর্ষের ফলে (সূর্যের সাথে সংঘর্ষ হয়নি) ক্ষুদ্র নক্ষত্রটি কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি করে।

লিটলনের ত্রিনক্ষত্রবাদ (Tripple Star Theory) : লিটলনের মতে সূর্যের দুটি নক্ষত্র সঙ্গী ছিল (সূর্য ও নক্ষত্র দুটি মিলে তিনটি)। কালক্রমে এই সঙ্গী নক্ষত্র দুটির আকর্ষণে নিজেদের মাঝে সংঘর্ষ হয় এবং ফলে প্রাথমিক মিলিত একটি অংশ যেটি বিচ্ছিন্ন থাকে তা থেকে যায় এবং সেই নক্ষত্র দূরে সরে যায়। পরবর্তীকালে এই বিচ্ছিন্ন অংশ বিভক্ত হয়েই অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি হয়।

উইজ স্যাকারের মতবাদ : উইজ স্যাকারের মতবাদ আধুনিক মতবাদগুলোর অন্যতম। তাঁর মতে, সূর্য একসময় আন্ত-নাক্ষত্রিক মেঘের একটি অপেক্ষাকৃত ঘন অঞ্চলের মধ্যে উপস্থিত হয় এবং সেই মেঘের একটি পুরু অংশ সূর্য কর্তৃক আকর্ষিত হয়ে তার চতুর্দিকে পুঞ্জীভূত হয়। এই আবরণের বস্তুগুলোর অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণের ফলে তাদের পরিক্রমণের প্রবৃত্তি পরিবর্তিত হতে থাকে এবং কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন গোলাকার বস্তু সমষ্টিতে পরিণত হয়ে গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি করে।

নব নীহারিকাবাদ : সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু বিজ্ঞানী কান্ট কথিত শীতল গ্যাস ও ধূলিকণা সমন্বিত নীহারিকা থেকে সূর্য ও গ্রহগুলোর সৃষ্টি হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন। এ মতবাদ অনুযায়ী একটি মধ্যম শক্তির গতিসম্পন্ন নীহারিকার মধ্যে সুষম বিন্যাসের কতগুলো গ্যাস ও ধূলির ঘূর্ণি সৃষ্টি হয়। বৃহত্তর ঘূর্ণিগুলো মূল নীহারিকা থেকে দূরে সরে গিয়ে কালক্রমে বৃহদাকার গ্রহে পরিণত হয়। এসব গ্রহে একাধিক ঘূর্ণি সৃষ্টি করে এবং কালক্রমে সেগুলো উপগ্রহে পরিণত হয়। ঘূর্ণি থেকে মুক্ত হয়ে মধ্যস্থলের গ্যাসপিণ্ডটি ধীরগতিসম্পন্ন তেজস্ক্রিয় সূর্যে পরিণত হয়।

৯ সংখ্যার কেরামতি

আলভী শওকত
কলেজ নম্বর : ৭৫১৪
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : ক

৯ এমন একটি অদ্ভুত সংখ্যা। যার কাণ্ড শুনলে অবাক হতে হয়। ৯ দ্বারা কোন সংখ্যাকে (০, ১ বাদে) গুণ করলে যে ফল আসে তা পরস্পর যোগ করলে আবার যোগফল দ্বারাই বিভাজ্য হয়। যেমন—

৯ × ২	=	১৮ (১ + ৮ = ৯)	৯ দ্বারা বিভাজ্য
৯ × ৩	=	২৭ (২ + ৭ = ৯)	,, ,, ,,
৯ × ৪	=	৩৬ (৩ + ৬ = ৯)	,, ,, ,,
৯ × ৫	=	৪৫ (৪ + ৫ = ৯)	,, ,, ,,
৯ × ৬	=	৫৪ (৫ + ৪ = ৯)	,, ,, ,,
৯ × ৭	=	৬৩ (৬ + ৩ = ৯)	,, ,, ,,
৯ × ৮	=	৭২ (৭ + ২ = ৯)	,, ,, ,,
৯ × ৯	=	৮১ (৮ + ১ = ৯)	,, ,, ,,
৯ × ১০	=	৯০ (৯ + ০ = ৯)	,, ,, ,,

কিছু বিশ্ব রেকর্ড

সাজ্জাদুর নূর তানভীর
কলেজ নম্বর : ৭৪৭১
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : ক

মানুষের জীবন বড়ই অদ্ভুত। এ সব অদ্ভুত কাজ করতে করতে মানুষ এমন সব কাজ করে ফেলে যা হয়ে যায় বিশ্ব রেকর্ড এবং স্থান পায় "গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস" অথবা "রিপ্লিজ বিলিভ ইট অর নট" এ। তারই কিছু তুলে ধরা হল এখানে—

স্কুলে পড়ার বিশ্ব রেকর্ড ঃ উইলমা উইলিয়াম (পরবর্তীতে মিসেস হোরান) তিনি ১৯৩৩ সাল হতে ১৯৪৪ সালের মধ্যে ২৬৫টি স্কুলে লেখাপড়া করেন। উইলমার বাবা একজন মঞ্চশিল্পী ছিলেন। তাঁর বাবা পেশাগত কাজে বিভিন্ন শহরে যেতেন। সেজন্য বাবার সঙ্গে উইলমাকেও ঘুরতে হয়েছে।

হাসপাতালে থাকার বিশ্ব রেকর্ড ঃ মার্থা গেলডন নামক জড়বুদ্ধিসম্পন্না মহিলা— তিনি জীবনের ৯৯টি বছর হাসপাতালে কাটিয়েছেন। তিনি ১৮৭৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওহিয়োর কলম্বাস স্টেট ইউস্টিটিউটে মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন। সেখানেই তিনি ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে ১০৩ বছর ৬ মাস বয়সে মারা যান।

দ্রুত কথা বলার বিশ্ব রেকর্ড ঃ সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি। তিনি ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে এক বক্তৃতায় ৩২৭টি শব্দ উচ্চারণ করেন।

রক্ত দানের বিশ্ব রেকর্ড ঃ ফ্রান্সের মার্সাই শহরে 'জোসেফ জলসালে' ১৯৩১ সাল হতে ১৯৪৭ সালের মধ্যে ৬২৭ বার রক্ত দান করে বিশ্ব রেকর্ড করেন।

সন্তান জন্মদানের বিশ্ব রেকর্ড ঃ রাশিয়ার মস্কোর ১৫০ মাইল পূর্বে 'শুয়া' গ্রামের ফিওদ ভাসিলিয়েড নামক এক কৃষকের দুই স্ত্রীর মধ্যে বড় জন ২৭ দফায় ৬৯টি সন্তান জন্ম দেন। তিনি ১৬ দফায় যমজ, ৭ দফায় ৩টি করে এবং ৪ দফায় ৪টি করে সন্তান জন্ম দেন। ১৭২৫ সাল হতে ১৭৬৫ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী সন্তানদের ৬৭ জন শৈশবে জীবিত ছিল।

ভাষা জানার বিশ্ব রেকর্ড ঃ ফ্রান্সের জর্জ স্মিথ। তিনি ৩০টি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে ও ৩৬টি ভাষায় অনুবাদ করতে পারতেন।

অজানা কিছু তথ্য

মোঃ কামরুল হাসান
কলেজ নং : ৯১২২
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : ক

- সৌদি আরবে কখনও পতাকা অর্ধনমিত হয় না।
- ইংল্যান্ডের বার্ষিক বাজেটের বার ভাগের এক ভাগ সে দেশের রাজপরিবারের জন্য ব্যয় করা হয়।
- বিজ্ঞানীরা এক পরীক্ষায় দেখেছেন, মানুষের যতটুকু বুদ্ধি সে ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কম্পিউটার তৈরি করতে গেলে তার খরচ পড়বে ১০,০০,০০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি।
- একজন মানুষের শরীর থেকে এক পাউন্ড চর্বি ঝরানোর জন্য ঐ ব্যক্তিকে যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয় তা টানা এক বছর ৭ তলা সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করার সমান।
- ইংল্যান্ডের রাণীকে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে ঘুম থেকে তোলা হয়।
- 'গাছের জীবন আছে' এ কথাটি বাংলাদেশের কৃতী বিজ্ঞানী স্যার জগদীশচন্দ্র বসু অনেক আগে আবিষ্কার করলেও সম্প্রতি বিশ্বের ক'জন কৃষিবিজ্ঞানী অতি সূক্ষ্ম শব্দও গ্রহণ করতে পারে এমন একটি যন্ত্রের সাহায্যে একটি খরাকবলিত গাছের কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছেন। এছাড়া সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, গান শোনালে গাছের বৃদ্ধি দ্রুত হয় ও ফলন বেশি হয়!! (মাসিক সায়েন্স ওয়ার্ল্ড থেকে সংগৃহীত)।
- ইসরাইলই একমাত্র দেশ যে দেশের সরকার দেশের নাগরিকদের প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করার অনুমতি দেয় এবং রাস্তায় কোন অস্ত্রহীনকে দেখলে তাকে মেরে ফেলারও অনুমতি দেয়।

ম্যাগপাই

মোঃ তারেক রহমান
কলেজ নম্বর : ৯০৫২
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : ক

অতি কর্কশ ও বিকট ডাকের জন্য অস্ট্রেলিয়ার এই কাকগুলোকে 'পাপিংক্রো' বা 'মিউজিক্যাল ম্যাগপাই' বলে। সারা পৃথিবীতে ১৬৪ জাতের কাক আছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় মাত্র ২ জাতের কাক রয়েছে। ওখানকার ব্লু-ম্যাগপাই দেখতে আমাদের দেশের কাকের থেকে সুশ্রী। তারা অনেকটা দোয়েল পাখির মত। তবে আকার একটু বড়। এদের দেহ কাল, সাদা, নীল, হলুদ, বেগুনি এবং ধূসর রং-এ আবৃত। আমাদের দেশের কেউ এ পাখির চেহারা দেখে ভাবতেই পারবে না যে, এটি এক ধরনের কাক। (সংগ্রহকৃত)

অবিশ্বাস্য কিন্তু অলৌকিক নয় (লৌকিক)

রজতদাশ গুপ্ত
কলেজ নম্বর : ৮৯৩৯
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : ক

"আমরা মধ্য আফ্রিকার উপর দিয়ে যাচ্ছি। নিচের দিকে বকের মতো লম্বা ঠ্যাং-ওয়ালা মানুষ— বিল, ঝোপ, জঙ্গল। একটা বন্য হাতির পাল চলছে মন্থর গতিতে। এরোপ্লেনের শব্দে তাদের যেন ভ্রূক্ষেপ নেই। কিন্তু এদিকে এরোপ্লেন যে একটা কালো মেঘের দিকে এগিয়ে চলেছে— সে খেয়াল করেনি কেউই। একটা ধূসর বর্ণের ধূম্রজাল ঘুরে ঘুরে উপরের দিকে আসছে। মনে পড়েছে আরব্য উপন্যাসের জেলে, মাটির কলসী, ধূম্রজাল আর সেই ভূতের ছবি।

অলটিমিটার (উচ্চতা মাপক যন্ত্র) এর দিকে তাকিয়ে দেখি, কাঁটাটা ক্রমে আট হাজার, নয় হাজার এবং শেষ পর্যন্ত দশ হাজার ফুট-এ এগিয়ে এসেছে। ধূসর বর্ণের বাষ্পজাল প্লেনের পাখায় জড়িয়ে যাচ্ছে। চিবুকে যেন শীতল কর স্পর্শ। হঠাৎ প্লেনখানা কাত হয়ে

গেল। নীল একটা আলো যেন আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। প্লেনখানা পাঁচশত ফুট নিচে নেমে গেছে তখন। অয়্যারলেসে খবর নেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না। কারণ ওটা তখন খারাপ হয়ে গিয়েছে। এক ঝলক বিদ্যুৎ জানালার উপর দিয়ে খেলে গেল। প্লেনে লাগল একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। আমরা এ ওর গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেলাম। অভ্রের আবরণ দেওয়া জানালার উপর সঙ্গে সঙ্গে লাগল একটা দমকা বাতাসের ধাক্কা, কে যেন নির্মম হস্তে আমাদের ঝাঁকুনি দিচ্ছে। এটি যেন অতিপ্রাকৃত কোন ঘটনা— এর মধ্যে যেন অজানা কোন রহস্য বিদ্যমান।"

এটি একটি ভাষ্য। একজন বিমান চালকের।

বজ্র মেঘের মধ্যে পড়লে কি অবস্থা হয় তা আর একজন বিমান চালকের বর্ণনায় দেখা যায়—

"আমার সামনে দেখা দিল এক টুকরো বজ্র মেঘ। প্লেনটা ছুটে চলেছে তখন ঘণ্টায় চারশ মাইল বেগে। মেঘের সহস্র কালো বাহু যেন ঘিরে ধরল প্লেনটাকে। আমি দিশেহারা, কি করব ? কে যেন আমাকে সম্মোহিত করছে— মতিচ্ছন্নের মতো প্লেনের সম্মুখভাগ ঢুকিয়ে দিলাম সেই মেঘরাক্ষুসের করালগ্রাসের মধ্যে। প্লেনটা যেন একটা গভীর তমাসাচ্ছন্ন গহ্বরের মধ্যে নেমে গেল। চতুর্দিকে অন্ধকার। একটা অস্বাভাবিক ধাক্কা মেরে প্লেনটা যেন উপরের দিকে উঠছে। অনেক চেষ্টা করে ইন্ডিকেটরের উপরের আলো জ্বেলে দেখলাম— সেই অন্ধকারের মধ্যে মিনিটে চৌদ্দ শ ফুট গতিতে কে যেন আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে স্টিটটাকে চেপে ধরলাম। সামনের দিকে ধাক্কা খেলাম। এমন অবস্থায় প্লেনটাকে নিচে নেমে আসা উচিত— কিন্তু দেখা গেল সেটি তখনও উপরে উঠছে। কিছুক্ষণ পর প্লেনটা কাত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে যেন ছিটকে বেরিয়ে এল একটা দুর্দান্ত রাহুর গ্রাস হতে।"

একবার এক ফটোগ্রাফারকে সঙ্গে নিয়ে রোডেশিয়ার ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের উপর দিয়ে প্লেন চালিয়ে যাচ্ছিলেন স্যার এলান কপার। জলপ্রপাতের খুব কাছে এসে তাঁর মনে হলো প্লেনটাকে কে যেন টেনে ধরে রেখেছে অনেক চেষ্টায় এবং স্থির মস্তিষ্কের বলে সে যাত্রা তিনি রক্ষা পান।

একবার একজন বিখ্যাত বিমান চালক উইলিয়াম জি মার্টিন কায়রো হতে খার্তুম যাচ্ছিলেন। পথে Valley of Kings-এ তাঁর মনে হল তাঁর ওয়ারলেস আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক বৈমানিক ফারাওদের সমাধি স্তম্ভের উপর দিয়ে চলবার সময়ও এই অবস্থা লক্ষ্য করেছেন। যাঁরা বিমান চালান তাঁরা অনেক সময় বলেন— পৃথিবীর অনেক কিছুরই ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারিনে, আকাশ পথে ঠিক তেমনি আমরা রহস্যের ইন্দ্রজালের সীমা গুনতে পারি না। সেক্সপিয়ারের মহান বাণী স্মরণ করি আমরা—

"There are more things in heaven and earth that your philosophy can't discover."

তবে এক্ষেত্রে সত্যি যে কোনও কিছুই অলৌকিকভাবে হতে পারে না। এর নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

(সূত্র ঃ বিদেশী বই)

ইংরেজি মাসের নাম এল যেভাবে

মোর্শেদ হাসান
কলেজ নম্বর : ৯১৬২
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : ক

জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর। এই ১২টি মাসের রয়েছে নিজ নিজ জন্মকথা। কোথা থেকে কিভাবে এল এই ১২ মাস ? তখন রোমানদের যুগ ছিল। রোমানরা গ্রিক বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী ধরতো ৩০৪ দিনে। যাকে ১০ মাসে ভাগ করা হয়েছিল। জানুয়ারি-ফ্রেব্রুয়ারি জন্ম তখনও হয়নি। মার্চ ছিল বছরের প্রথম মাস। এক সময় রাজা পম্পিলিয়াস দেখলেন ৩০৪ দিন হিসাবে বছর করলে প্রকৃতির সঙ্গে মিলছে না। খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ সালে তিনি বছরের সঙ্গে যোগ করলেন আরো ৬০ দিন। বছরের দিন সংখ্যা বাড়লো ঠিকই। কিন্তু সমস্যা শেষ হল না। ঋতুর চেয়ে সময় এগিয়ে আছে তিন মাস। তখন জুলিয়াস সিজার ঢেলে সাজালেন বছরকে।

জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি নিয়ে এলেন বছরের প্রথম দিকে। এবার দেখা যাক ১২ মাসের নামকরণের সার্থকতা ও উদ্দেশ্য।

জানুযারি ঃ রোমে 'জানুষ' নামে এক দেবতা ছিল। রোমবাসী তাঁকে সূচনার দেবতা বলে মানতো। যে-কোন কিছু শুরু করার আগে তারা এই দেবতার নাম স্মরণ করতো। তাই বছরের প্রথম মাসের নামটিও এই দেবতার নামের সঙ্গে মিল রেখেই রাখা হয়েছে।

ফেব্রুয়ারি ঃ রোমান দেবতা 'ফেব্রুস'-এর নাম অনুসারে। ফেব্রুয়ারি মাসের নামকরণ করা হয়েছে।

এপ্রিল ঃ বসন্তের দ্বার খুলে দেয়াই এপ্রিলের কাজ। তাই কেউ কেউ ধারণা করেন ল্যাটিন শব্দ এপরিবি (যার অর্থ খুলে দেওয়া) হতে এপ্রিল এসেছে। অনেকের ধারণা দেবী, আফ্রিদিতির' নাম থেকে 'এপ্রিল' নামের জন্ম।

মে ঃ রোমানদের আলোক দেবী 'মেইয়ার' নাম অনুসারে মাসটির নাম রাখা হয়।

জুন ঃ রোমানদের নারী, চাঁদ ও শিকারের দেবী ছিলেন 'জুনো'। এই জুনোর নাম অনুসারেই 'জুন' 'এর সৃষ্টি।

জুলাই ঃ জুলিয়াস সিজারের নামানুসারে 'জুলাই' এর নামকরণ।

আগস্ট ঃ জুলিয়াস সিজার বছরকে ঢেলে সাজানোর পর অগাস্টাস মাসটি তাঁর নিজের নামে রাখার জন্য সিনেটকে নির্দেশ দেন। সেই দিন থেকে শুরু হয় আগস্টের পথ চলা।

সেপ্টেম্বর ঃ সেপ্টেম্বর শব্দের অর্থ সপ্তম মাস। কিন্তু সিজার কর্তৃক বর্ষ পরিবর্তনের ফলে মে মাস এসে দাঁড়ায় নবম মাসে। তারপর সেটা আর কেউ পরিবর্তন করেনি।

অক্টোবর ঃ 'অক্টোবর' শব্দের অর্থ অষ্টম। এটা বছর সাজানোর সময় এসে পড়ে দশমে।

নভেম্বর ঃ 'নভেম্বর' অর্থ নয়। কিন্তু জুলিয়াস সিজারের কারণে আজ 'নভেম্বর'-এর স্থান এগারোতে।

ডিসেম্বর ঃ ল্যাটিন শব্দ 'ডিসেম্বর' অর্থ দশম। এটা অবস্থান হওয়ার কথা ছিল দশমে। কিন্তু সিজারের কারণে এটা এখন স্থান পায় শেষ পাতায়। (সংগ্রহ)

নাম রহস্য : রাজপথের নামকরণ

মোঃ শাখাওয়াত হোসেন
কলেজ নম্বর : ৭৪০৮
শ্রেণী : অষ্টম, ক : শাখা

মিডফোর্ড রোড ঃ ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিডফোর্ড হাসপাতাল ছিল ওলন্দাজ কুটির। ১৮২০ সালে মি. রবার্ট মিডফোর্ড ঢাকার কালেক্টর নিযুক্ত থাকাকালে জনকল্যাণের জন্য কয়েক লাখ টাকা ওয়াকফ করে দিয়ে যান। তিনি মারা গেলে সে টাকায় তার নামানুসারে মিডফোর্ড হাসপাতাল ও তার গমনের রাস্তাটি মিডফোর্ড রোড নামে পরিচিত হয়।

ওয়ারী রোড ঃ ওয়ারীর পত্তন হয়েছিল উনিশ শতকের শেষার্ধে। আজিম-উশ-শাহ্ সাহেবের মতে ঢাকার কালেক্টর ওয়ারীর নামানুসারে এলাকাটি ওয়ারী নামে পরিচিত হয়ে উঠেছে।

দিলকুশা ঃ ঢাকার নবাব আহসানউল্লাহ একটি কুটির নির্মাণ করেন এবং তার নাম রাখেন দিলকুশা। তিনি কিছুদিন এখানে বসবাস করেন। তার কন্যা ও কন্যার স্বামী সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। সেই থেকে এলাকাটির নাম দিলকুশা হয়।

শাহবাগ ঃ নবাব আহসানউল্লাহর মেয়ে শাহবানু থাকতেন পরীবাগের দক্ষিণাংশে। মাঝখানে পাকা দেয়াল ছিল যা আজ আর নেই। শাহবানুর নামানুসারেই এর নামকরণ করা হয়েছে শাহবাগ।

আসাদ গেট ঃ '৬৯ -এর গণঅভ্যুত্থানের মহানায়ক শহীদ আসাদের নামানুসারে তৎকালীন আইয়ুব গেটের নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় আসাদ গেট।

মতিঝিল ঃ দিলকুশার ভেতর দিয়ে প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে প্রবাহিত হত সেরণ নামের ছোট খাল বা নদী। পরবর্তীতে এর নাম হয় মতিঝিল।

ফকিরের পুল ঃ ফকিরের পুলের নামের সাথে একটি অলৌকিক কাহিনী জড়িত আছে। বহুকাল পূর্বে এই এলাকায় চারজন ফকিরের কবর ছিল। একদিন হঠাৎ করে এই কবরগুলোর ওপর সাঁকো হয়ে যায়। পরে এলাকাটির নাম হয় ফকিরের পুল।

ধানমন্ডি ঃ আজকের আবাসিক এলাকা ধানমন্ডিতে আগে চাষাবাদ করা হত। এখানে কিছু বসতি ছিল। ধান ও অন্যান্য বীজের হাট বসত বলে এর নামকরণ করা হয় ধানমন্ডি।

ইস্কাটন রোড ঃ কোম্পানি আমলে ইস্কাটন এলাকায় কিছু স্কটল্যান্ডবাসী থাকতেন। তারা সেখানে গীর্জা নির্মাণ করেন। স্কটল্যান্ড শব্দটি অপভ্রংশ হয়ে ইস্কাটন রোড হয়।

ফার্মগেট ঃ পাকিস্তান আমলে এখানে খামার বা ফার্ম ছিল। যেমন এখনো পশু-সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান আছে, যার বর্তমান নাম খামারবাড়ি। পূর্ব থেকে বিভিন্ন ফার্ম থাকায় এলাকাটি ফার্মগেট নামে পরিচিত।

মহাখালী ঃ কিংবদন্তী আছে, অতীতে এখানে কালী মন্দির ছিল। ভক্তরা একে বলত মা কালী। কালক্রমে এটি বিকৃত হয়ে হয় মহাখালী।

নীলক্ষেত ঃ ব্রিটিশ আমলের গোড়ার দিকে এখানে নীল চাষ করা হতো বলে এর নাম নীলক্ষেত হয়।

পলাশী ঃ ১৯০৩ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর যখন কিছুতেই ঐ অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকারী স্বদেশীদের দমন করা গেল না তখন ১৯৩৩ সালে তাদের মোকাবেলা করার জন্য একদল গোরা সৈন্য ঢাকায় মোতায়েন করেন। এই সৈন্যদের ব্যারাকের নাম ছিল পলাশী ব্যারাক। তখন থেকে এলাকাটির নাম হয় পলাশী।

আল্লাহর জিক্‌র রোগ নিরাময়ের উত্তম ওষুধ

মোঃ শাখাওয়াত হোসেন
কলেজ নম্বর : ৭৪০৮
শ্রেণী : অষ্টম, ক : শাখা

নেদারল্যান্ডের মনোবিজ্ঞানী ভ্যান্ডার হোভেন পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন ও বারবার আল্লাহ্ শব্দটি উচ্চারণে রোগী ও স্বাভাবিক উভয়ের ওপর তার প্রভাব সম্পর্কিত এক নয়া তথ্য আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। ওলন্দাজ এই অধ্যাপক বহু রোগীর ওপর দীর্ঘ তিন বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ও অনেক গবেষণার পর এই আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। যেসব রোগীর ওপর তিনি সমীক্ষা চালান তাদের মধ্যে অমুসলিমও ছিলেন যারা আরবি জানে না। তাদেরকে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্ শব্দটি উচ্চারণ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের ফল ছিল বিস্ময়কর। বিশেষ করে যারা বিষণ্ণতা ও মানসিক উত্তেজনায় ভুগছিলেন তাদের ক্ষেত্রে। সউদী আরব থেকে প্রকাশিত দৈনিক আল-ওয়াতান পত্রিকা মি. হোভেনের উদ্ধৃতি দিয়ে জানায় যারা নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করেন তারা নিজেদের মানসিক রোগ থেকে রক্ষা করতে পারেন।

আল্লাহ্ কথাটি কিভাবে মানুষের রোগ নিরাময় করে তার ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন। তিনি তাঁর গবেষণাকর্মে উল্লেখ করেছেন (ALLAH) শব্দের প্রথম বর্ণ A তথা = (আলিফ) আমাদের শ্বাসতন্ত্র থেকে আসে বিধায় তা শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি আরও বলেন, Velar কনসোন্যান্ট L তথা = (লাম) বর্ণটি উচ্চারণ করতে গেলে জিহ্বা ওপরের মাড়ির সামান্য স্পর্শ করে একটি ছোট্ট বিরতি সৃষ্টি করে এবং তারপর একই বিরতি দিয়ে বারবার উচ্চারণ করতে থাকলে আমাদের শ্বাসতন্ত্রে একটা স্বস্তিবোধ হতে থাকে। শেষ বর্ণ H = (হা)-এর উচ্চারণ আমাদের ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রে একটা যোগসূত্র সৃষ্টি করে এবং তা আমাদের হৃদযন্ত্রের স্পন্দনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই গবেষণার একটা চমকপ্রদ দিক হচ্ছে এই যে এই মনোবিজ্ঞানী একজন অমুসলমান। এতদসত্ত্বেও তিনি পবিত্র কুরআনের অন্তর্নিহিত সত্য উৎঘাটনে খুবই উৎসাহী।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, "অবশ্যই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাদি প্রত্যক্ষ করাব এই পৃথিবীতে এবং তাদের নিজেদের মাঝে, যতক্ষণ না এটা তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ধরা দেয় যে এই কুরআন সত্য।"

অসাধারণ এক ভবিষ্যদ্বক্তা নস্ট্রাডামাস

আহসান-উল-হক
কলেজ নম্বর : ৮৩৯১
শ্রেণী : অষ্টম, খ : শাখা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১১ সেপ্টেম্বরের সেই ট্রাজেডির কথা নিশ্চয়ই এখনও সবার স্মৃতিপটে জ্বল জ্বল করছে। এক ভয়ঙ্কর আত্মঘাতী হামলায় ধ্বসে পড়েছিল আমেরিকানদের সামর্থ্য-গর্ব এবং অহংকারের প্রতীক টুইনটাওয়ার। পরিকল্পিত এই অভূতপূর্ব হামলায় অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। কে জানত সেদিন এমন এক হামলা হবে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের উপর।

একজন নিশ্চয়ই জানতেন।

তিনি হলেন অসাধারণ ভবিষ্যদ্বক্তা 'নস্ট্রাডামাস'। প্রায় ৫০০ বছর আগে বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব নস্ট্রাডামাস এই বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। নাইন ইলিভেনের ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারে তিনি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে বলেছিলেন, "একুশ শতকের শুরুতে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশটিতে এমন একটি ঘটনা ঘটবে যা সারা বিশ্বকে আলোড়িত করবে। আকাশ থেকে দুইটি ধাতব ডানা নেমে আসবে, আঘাত করবে সুউচ্চ দুটি পাহাড়ের চূড়ায়। এতে অনেক মানুষের মৃত্যু হবে। শুরু হবে সারা পৃথিবী জুড়ে অশান্তি, মারমারি, হানাহানি.....।"

উপরের উদ্ধৃতি থেকে যা বুঝা যায় তা হল—

ধাতব পাখি— অপহৃত ২টি প্লেন
সুউচ্চ পাহাড়— টুইনটাওয়ার
যা সবাই বুঝতে পারছে।

নিশেল নস্ট্রাডামাসের জন্ম ১৫০৩ সালে ফ্রান্সে। তাঁর জীবদ্দশায় প্লেন আবিষ্কারই হয়নি। আর এত বড় সুউচ্চ দালান কল্পনার অতীত। নস্ট্রাডামাস ১৫৬৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি অনেকগুলো ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যার অনেকগুলোই অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। নস্ট্রাডামাস শুধু ভবিষ্যদ্বক্তাই ছিলেন না, পাশাপাশি তিনি ছিলেন কবি, দার্শনিক, রসায়নবিদ, চিকিৎসক

এবং ভাষাবিদ। তিনি ফরাসি, ইতালিয়ান, ল্যাটিন, গ্রীক হিব্রুসহ বিভিন্ন ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। তাই তিনি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন বিভিন্ন ভাষায়। বাণীগুলো লিখে গেছেন কবিতার আকারে। তার সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত তার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বিস্ময়করভাবে ফলে গেছে। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, অবশিষ্টগুলোও হয়ত সঠিক হবে। তিনি ৩৭৯৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। তার এ ঘটনাগুলো বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর ফলাফল জানার জন্য মানুষ উন্মুখ হয়ে আছে। ধারণা করা হয় নস্ট্রাডামাস ছিলেন ই.এস.পি (এক্সট্রা সেনসরি পারসেপশন) ক্ষমতার অধিকারী। এই ক্ষমতার প্রভাবে তিনি চোখ বন্ধ করলেই ভবিষ্যতকে দেখতে পেতেন এবং তা তিনি তার কবিতায় লিখতেন। তিনি প্রায় ৯৫০টি ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু তাঁর অনেক অলিখিত ভবিষ্যদ্বাণীও রয়েছে। ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় হেনরি সম্পর্কে তার জীবদ্দশাতেই নস্ট্রাডামাস ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, "রাজা এক তরুণের সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে পরাজিত হবেন এবং সেই তরুণ তার চোখ বিদীর্ণ করে তাকে হত্যা করবে।"

তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণীটিও সফল হয়েছিল। আর সেই তরুণ ছিল মনটাগোমারি। এবং সে ছিল রাজার দেহরক্ষী।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর ফলেই তাঁর খ্যাতি সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লসের করুণ পরিণতি সম্পর্কেও নস্ট্রাডামাস অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এক প্রসহনমূলক বিচারে রাজাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে এবং এই নিরপরাধ রাজার মৃত্যুর কারণে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হবে বলেও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। অবাক ব্যাপার হল ঠিক ১০০ বছর পর তাঁর কথা পুরোপুরি সত্য হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কুখ্যাত হিটলার সম্পর্কেও তিনি অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। তবে তিনি হিটলারকে 'হিসলার' বলে অভিহিত করেছেন।

তিনি বলেছেন, দ্বিতীয়বারের মত সারা বিশ্বে এক ভয়াবহ যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে। জলে স্থলে এবং আকাশে সংঘটিত এই যুদ্ধে অনেক মানুষ মারা যাবে, অনেক দেশ ধ্বংস হবে। যুদ্ধ চলবে কয়েক বছর। যুদ্ধের শেষ দিকে জাপানের দুটি স্থানে অদ্ভুত আগুনের বিভীষিকা দেখা দিবে। এতে ঐ দুটি শহর পুরোপুরি ধ্বংস হবে। নস্ট্রাডামাসের এই ভবিষ্যদ্বাণী থেকেই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে তিনি কিসের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এটি ছিল আমেরিকা কর্তৃক জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমার হামলা। হিটলার সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "তার কারণেই যুদ্ধ সংঘটিত হবে এবং যুদ্ধের শুরুতেই হিসলার এক বোমা বিস্ফোরণের হাত থেকে বেঁচে যাবে। হিসলার হবে ভয়ংকর 'খ্রিস্ট বিরোধী' এবং যুদ্ধ করে সে অনেক দেশ দখল করবে। শেষ পর্যন্ত তার ধ্বংস হবে।"

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় হিটলার যুদ্ধে প্রায় সারা ইউরোপ দখল করেছিলেন। তবে খ্রিস্ট বিরোধী নয়। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড ইহুদি বিরোধী। তিনি অসংখ্য ইহুদিকে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে হত্যা করেন এবং ইউরোপে ইহুদি উচ্ছেদ অভিযান চালান। ১৯৩৯ সালে হিটলার এক জনসভায় বক্তৃতা দেয়ার সময় হঠাৎ তার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা মনে পড়ে যায়। তাই তিনি দ্রুত সেই স্থান ত্যাগ করেন। এর পরপরই সেই সভায় এক প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণ হয়।

অতীতে জলাতঙ্ক রোগে অনেকেই মারা যেত। জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারক কারেন লুই পাস্তুর। অথচ ৩৪০ বছর পূর্বেই নস্ট্রাডামাস লুই পাস্তুর এবং তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

নস্ট্রাডামাস কাগজের মুদ্রা, খবরের কাগজ, রেডিও, বিদ্যুৎ, আধুনিক প্লেন, জেট বিমান, রকেট মিসাইল এমনকি যুদ্ধে ব্যবহৃত লেজার রশ্মি এবং আকাশ যুদ্ধ সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। অথচ তখন এসব কল্পনাও করা যেত না।

ভারতবর্ষ সম্পর্কেও তিনি অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। সম্রাট শাহজাহানের বন্দী অবস্থায় মৃত্যু, তার তিন ছেলে দারা, সুজা ও মুরাদকে হত্যা করে ৪র্থ ছেলে আওরঙ্গজেবের সিংহাসনে বসা সম্পর্কেও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন প্রায় ১০০ বছর আগে। তিনি আরও বলে গেছেন যে, "এক রাজ্য বিবাদরত দুটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ হবে। উভয় পক্ষ পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে। আর ইংরেজরা তা পর্যবেক্ষণ করবে। তিনি সম্ভবত ভারত ও পাকিস্তানের জন্মের ব্যাপারে এ ভবিষ্যদ্বাণীটি করেছেন এ ঘটনার প্রায় ৪০০ বছর আগে। ১৯৪৭ সালে এই উপমহাদেশ ভাগ হয় এবং এই নিয়ে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়। আর তখন ইংরেজ ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন শুধু নিরপেক্ষ ভঙ্গিতে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন।

মহান জ্যোতিষী নস্ট্রাডামাসের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো যেগুলো এখনও ঘটেনি তেমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী হল, এশিয়া মহাদেশে এমন এক মহামানবের আবির্ভাব হবে যে পশ্চিমা ও পাশ্চাত্য দেশগুলোর জন্য মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে দেখা দিবে। তার জন্ম হবে তিন দিকে জলঘেরা একটি দেশে।

আসুন আমরা অপেক্ষা করি সে মহামানবের জন্য। সত্য হতেও পারে।

মানবদেহের রহস্য

সাদাব আল সিরাজ
কলেজ নম্বর : ৭৫০৪
শ্রেণী : অষ্টম, খ : শাখা

মানুষের শরীরে কতো বিস্ময়কর ব্যাপার আছে সেটা আমরা অনেকেই জানি না। যেমন একটি ডাকটিকেটের আকারে মানুষের শরীরের এক টুকরো চামড়ার মধ্যে কি আছে সেটা জানা না থাকলে অনুমান করাও বোধ হয় সম্ভব নয়। কারণ এইটুকু চামড়ায় রয়েছে প্রায় ৩০ লাখ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহকোষ, ৩ ফুট লম্বা রক্তের উপশিরা, বারো ফুট লম্বা স্নায়ু, একশো ঘামের গ্রন্থি এবং প্রায় পনেরোটি তেলের গ্রন্থি ।

মানুষের দেহে ৩ কোটি ৫০ লাখ নাড়ি আছে। এর মধ্যে ৭২ হাজার নাড়ি একটু মোটা, এই ৭২ হাজার নাড়ির মধ্যে ৭০০ নাড়ির গায়ে ছোট ছোট ছিদ্র আছে। আমরা যে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করি তার রস এই ছিদ্র দিয়ে নাড়িগুলোর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দেহকে তাজা রাখে ও দেহের বৃদ্ধি ঘটায়।

এবার দেহকোষের কথায় আসা যাক। প্রতিদিন বিভিন্ন কারণে মানুষের দেহের কোষ নষ্ট হয়ে যায়। তবে সেগুলো আবার তৈরি হয়েও যায়। কিন্তু মাথার বা মস্তিষ্কের কোষ একবার নষ্ট হলে আর পূরণ হয় না। ৩৫ বছর বয়সের পর প্রতিদিন মানুষের প্রায় এক হাজার মস্তিষ্ককোষ নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের চিন্তা বা স্মরণশক্তি ধীরে ধীরে কমে যায়। তবে এর জন্য ভয়ের কোনো কারণ নেই। মানুষের মাথার কোষের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার কোটির মতো।

মানুষের মাথার চুলের বৃদ্ধি বেশ মজার। ২৪ ঘণ্টায় মাথার চুল সমানভাবে বাড়ে না। একটা ছন্দ ধরে বাড়ে। রাতের বেলা চুল খুব ধীরে বাড়ে। সকাল হওয়ার পর থেকে এর গতি বাড়তে থাকে। আর বেলা ১০টা থেকে ১২টার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাড়ে। দুপুরের দিকে চুল বাড়ার গতি কমে আসে, কিন্তু বিকাল ৪টা থেকে ৬টার মধ্যে আবার বাড়তে শুরু করে। আবার সন্ধ্যার পর গতি কমতে থাকে।

মানুষের হৃদপিণ্ড কিন্তু খুবই কার্যকর। প্রতি মিনিটে এটি ৫-৬ মিটার রক্ত পাম্প করে দেহের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেয়। অর্থাৎ প্রতিদিন এই যন্ত্রটি আমাদের দেহের প্রায় আট হাজার মিটার রক্ত পাম্প করে। আমাদের কিডনীর মধ্যে প্রতিদিন ১৮০ লিটার জলীয় পদার্থ প্রবেশ করে। সেটা থেকে শতকরা ৯৯ ভাগ পানিই পরিশোধিত হয়ে আবার মানুষের দেহে ব্যবহৃত হয়, আর মাত্র একভাগ পানি প্রসাবের আকারে বের হয়ে যায়। মানুষের শরীরে কিডনীর প্রয়োজন এ থেকেই বুঝা যায়।

প্রাচীন মিসরীয় সূর্য

হাসান আলতাফ মাহমুদ
কলেজ নম্বর : ৭৪২২
শ্রেণী : অষ্টম, খ : শাখা

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে মিসরের সম্রাট আখানাতেনের আমলে সূর্যকে মানবজাতির একমাত্র দেবতা মনে করা হত। সে সময় সূর্যদেবের সর্বাধিক প্রচলিত নাম ছিল 'রা'। একটি পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত রয়েছে—

সূর্যদেব 'রা'-কে প্রতি সন্ধ্যায় আকাশের দেবী 'নাত' খেয়ে ফেলেন। 'নাত'-এর নক্ষত্রখচিত শরীরের ভেতর দিয়ে তিনি বারটি ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক এলাকা (রাতের ১২ ঘণ্টা) অতিক্রম করে পরদিন সকালে পুনর্জন্ম লাভ করেন।

চতুর্থ আমেনহোটেপ, যিনি নিজেকে বলতেন আখানাতেন, মিসরে একেশ্বরবাদের প্রচলন করেন। সেই একেশ্বর হল সূর্য। আখানাতেন রাজধানী সরিয়ে আমারনায় নিয়ে যান। নতুন নাম দেন আগানাতেন অর্থাৎ সূর্যের দিগন্ত।

প্রাচীন সেয়াল লিপিতে কিছু পংক্তি ও ছবি পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় ফেরাউন আখানাতেন ও রানী নেফারতিতি সূর্যদেবকে পূজো করছেন। সেখানে পূজোর পংক্তিও পাওয়া যায়।

পংক্তি ঃ

You rise glorious at the heaven's edge. O living Aten !
You in whom life began.
When you shone from he eastern beauty
You are lovely, great and glittering
You go high above the lands you have made
Embracing them with your rays,
Holding them fast for your beloved son.
....OFFERINGS TO SUNGOD (14th B.C.)

বিজ্ঞানের হাতছানি

পারমাণবিক বোমার কার্যপ্রণালী

মোঃ শরীফুর রহমান (শুভ)
কলেজ নম্বর : ৮০৭১
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : খ

পরমাণু বোমায় মজরৌর বা নিয়ন্ত্রকের প্রয়োজন নেই। যত বেশি সম্ভব নিউট্রনের ঝাঁক দিয়ে শৃঙ্খল বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভাজন প্রক্রিয়া মুহূর্তে শেষ করতে হয়। এ প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার জন্যই ইমপ্লোশন বা আন্তঃবিস্ফোরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

ইমপ্লোশন বোমার কেন্দ্র বস্তুটি দেখতে শূন্য গোলকের মত এবং এর নাম 'নিউক'। এটা ইউরেনিয়াম-235 বা প্লুটোনিয়াম-239 এর ন্যায় বিভাজনক্ষম পদার্থ দ্বারা তৈরি। আয়তন প্রায় ফুটবলের সমান। এসব গোলকের ভেতরে থাকে পোলোনিয়াম-বেরিলিয়ামের তৈরি ফাঁকা পিং পং বলের ন্যায় বস্তু। এরাই শৃঙ্খল বিক্রিয়া চালাবার জন্য নিউট্রন কণা সরবরাহ করে থাকে। নিউকের বাইরের দিক ভারী কঠিন পদার্থ দ্বারা মোড়ান। এই আবরণের বাইরে জড়ানো থাকে উচ্চ বিস্ফোরক পদার্থ 'টি এন টি'। এটা দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করে বৈদ্যুতিক তাড়নার সাহায্যে বিস্ফোরক পদার্থে বিস্ফোরণ ঘটানোর সাথে সাথে একটি ঝাপটা সৃষ্টি করে। এ অন্তর্মুখী ঝাপটা বা আন্তঃবিস্ফোরণের চাপে নিউক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। টুকরোগুলো অস্বাভাবিক চাপে সংযোজিত হয়ে নিউট্রন উৎসের নিকটে চলে আসে এবং সে মুহূর্তে শুরু হয় বিশৃঙ্খল বিক্রিয়া।

খুব দ্রুত পারমাণবিক বিভাজন ঘটার দরুন মুহূর্তে তাপমাত্রা উঠে যায় প্রায় ১ কোটি ডিগ্রী সেলসিয়াসের মত। এ প্রচণ্ড তাপমাত্রায় বিভাজিত পদার্থগুলো বাষ্পে পরিণত হয়ে দূর-দূরাঞ্চলে এর তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে দেয়। ফলে জীব-জগতের ভীষণ ক্ষতি হয়।

এক্স-রে (X-rays) এবং কসমিক রশ্মি কি ?

বেগবান কথোড রশ্মি কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করলে এক্স-রে সৃষ্টি হয়। কথোড রশ্মির ন্যায় এটা চুম্বক বা বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কসমিক রশ্মি (Cosmic rays) বা মহাজাগতিক রশ্মি মহাশূন্য থেকে পৃথিবীতে আসে যার উৎপত্তিস্থল এখনও অজানা। এই রশ্মি প্রচণ্ড তেজসম্পন্ন এবং এটা প্রায় সমস্ত বস্তুর মধ্য দিয়ে অনুপ্রবেশ করতে পারে। এর তীক্ষ্ণতা গামা রশ্মি অপেক্ষা ১০০ গুণের বেশি।

লেসার (Laser) কী !

লাইট অ্যাম্পলিফিকেশন বাই স্টিমুলেটেড ইমিশন অব রেডিয়েশনের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে লেসার। লেসার এক শক্তিশালী স্থির লক্ষ্য আলোক রশ্মি।

১৯৬০ সালে ক্যালিফোর্নিয়া থিওডর মেইম্যাল এটা আবিষ্কার করেন। নির্দিষ্ট কোন পরমাণুকে ফ্লাশ লাইটের সাহায্যে উহার উত্তেজিত কোয়ান্টাম অবস্থায় আনলে তা শক্তিশালী আলোকরশ্মি বিকিরণ করে। এটাই লেসার রশ্মি। এ রশ্মি দূরে যেতে ছড়িয়ে পড়ে না। এ রশ্মির সাহায্যে চোখ অপারেশন, দাঁতের চিকিৎসা করা যায়। শল্য চিকিৎসকগণ ছুড়ির কাজ চালান। এর সাহায্যে ইস্পাত কাটা যায় এবং কোন কিছুর আয়তন নির্ণয় সম্ভব। অবাক হলেও সত্য যে এই লেসার রশ্মির সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক বিকিরণ মিসাইল ঠেকানো এমনকি বেতার সংযোগের ব্যাপারে ১টি লেসার প্রকৃতপক্ষে ১ লক্ষ বিভিন্ন টেলিভিশন প্রোগ্রাম ছড়িয়ে দিতে পারবে। সুতরাং এর প্রভাব ও ফলাফল সুদূরপ্রসারী।

গোয়েন্দাগিরির বিচিত্র সামগ্রী

পীযূষ সরকার
কলেজ নম্বর : ৭৪১৩
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : ক

❖ **হিল ট্রান্সমিটার সু :** স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে এর ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে। জুতার হিলের ভিতর লুকানো এ ট্রান্সমিটারের সাহায্যে কথাবার্তা পাচার করা হত। কেজিবির আবিষ্কার এটি। হিলের ভিতর লুকিয়ে রাখা হত একটি ট্রান্সমিটার। এটি চলমান রেডিও স্টেশনের মত।

❁ **কোট ক্যামেরা :** ১৯৪৭ সালে এফ-২১ ক্যামেরা আবিষ্কৃত হয়। যা কোটের মধ্যে সেট করা যায়। স্নায়ুযুদ্ধের সময় সিআইএ ও কেজিবি-এর ব্যাপক ব্যবহার করেছে। কোটের পকেট থেকে নীরবে একাধিক ছবি তোলা যায় এর মাধ্যমে।

❁ **পয়জন গ্যাস গান :** ১৯৫০ সালে কেজিবি এটি আবিষ্কার করে। ডাবল ব্যারেলের এ বন্দুকে যে কার্তুজ ব্যবহৃত হয় তাতে বিষাক্ত গ্যাস অথবা এসিড থাকে। মূলত সায়নাইড গ্যাস ব্যাবহৃত হয় এই গ্যাস গানে। এর ফলে অতি সহজেই শত্রুকে নীরবে হত্যা করা যায়।

❁ **জন প্লেয়ার স্পেশাল :** এই ক্যামেরা দেখতে সিগারেটের প্যাকেটের মত। এতে ১৬ মিলিমিটারের কিভ ক্যামেরা রয়েছে। ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এম আই-৫ এর আবিষ্কার এটি। এতে সিগারেটও রাখা যায়।

❁ **দেয়াল ভেদী ক্যামেরা :** সাবেক পূর্ব জার্মান সংস্থা 'দ্য স্টেসি' এর আবিষ্কারক। বিভিন্ন হোটেল সুইটে গোপনে ছবি তুলতে এটি ব্যবহৃত হত। জার্মান টি ওয়ান ৩৪০ লেন্সের সাহায্যে এ সার্ভিলেন্স ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তোলা হত।

❁ **লিপস্টিক পিস্তল :** গোয়েন্দা বিশ্ব একে জানে ''দ্যা কিস অব ডেথ' নামে। এটি সাড়ে চার মিলিমিটারের ওয়ান শট পিস্তল। কেজিবি এটি আবিষ্কার করে তাদের লেডি এজেন্টদের জন্য।

❁ **এবিসি রিস্টওয়াচ ক্যামেরা :** এটি মাস ছয় শটের ক্যামেরা। এজেন্টরা ঘড়ি দেখার অজুহাতে এর মাধ্যমে ছবি তোলে।

❁ **রিং পিস্তল :** ১৮০০ সালের শেষ দিকে এটি আবিষ্কৃত হয়। গোয়েন্দা জগতে এর নাম ইনভিজিভল প্রটেকটর রিং পিস্তল দেখতে পুরুষের হাতের আংটির মত এটি একটি ফাইভ শট রিভলভার। হাই প্রোফাইল হত্যা পরিকল্পনায় এটি ব্যবহৃত হয়।

❁ **বিস্ফোরক কয়লা :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে মার্কিন স্ট্রাটিজিক সার্ভিস এটি আবিষ্কার করে এবং সিআইএ এর ব্যাপক ব্যবহার করে। শত্রুর বিরুদ্ধে স্যাবোটাজ অপোরেশনে এটি ব্যবহৃত হয়। বড় ধরনের কয়লার টুকরার মত দেখতে এ বিস্ফোরক ব্যবহারের জন্য রয়েছে একটি ক্যামোফ্লাগ কিট। কয়লার টুকরোর ভিতর কিট ঢুকিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটালেই এটি বিস্ফোরিত হয়।

❁ **ডু ট্রান্সমিটার :** ভিয়েতনামে আবিষ্কৃত এ ট্রান্সমিটারে স্থানীয় নাম 'টাইগার ডাঙ্ক' মাটিতে মাইন পোঁতা আছে কিনা তা পরীক্ষা করে। এটি ফাইবার গ্লাস সেলের উপর বৈদ্যুতিক টিপ ব্যবহার করে নির্মিত। এটি দিক নির্দেশনার কাজও করে।

❁ **হলো কয়েন :** কেজিবির আবিষ্কার এটি। পয়সার মত গোপন করে ব্যবহার করতো কেজিবি এজেন্টরা, এটি মাঝখান থেকে খোলা যায়। এর ভিতর গোপন চিঠি, কোড, এমন কি মাইক্রোফিল্মও রাখা যায়। পয়সাটি খোলার জন্য একটি ছোট পিন আছে।

❁ **রিগা মিনক্স ক্যামেরা :** বিশ শতকে ফটোগ্রাফি দুনিয়ার সবচেয়ে সাড়া জাগানো আবিষ্কার এই ক্যামেরা। খ্যাতনামা ওয়াল্টার জিপ কোম্পানি এটি আবিষ্কার করে। এটি এত ছোট যে, গোয়েন্দারা হাতঘড়িতে ব্যবহার করে। মূলত খুব কাছ থেকে ডকুমেন্ট কপি করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

❁ **ইকো ৮ লাইটার ক্যামেরা :** ১৯৫০ সালে এটি আবিষ্কৃত হয় এবং মার্কিন বিমানবাহিনী গোপন তথ্য সংগ্রহে প্রথম ব্যবহার করে। এটি লাইটারের মধ্যে ফিট করা।

"প্রতিভা বলে কোনো জিনিস নেই। পরিশ্রম কর, প্রতিভাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে।"

— ভলতেয়ার

কৌতুক

সাকিব মাহমুদ

কলেজ নম্বর : ৮৪৯৭
শ্রেণী : চতুর্থ, শাখা : খ

ছাত্র স্যারকে জিজ্ঞাসা করল—
ছাত্র ঃ ঘাস খেলে মনে হয় চোখের পাওয়ার বাড়ে, তাই না স্যার ?
স্যার ঃ কেন ? তোমার এই ধারণা কেন ?
ছাত্র ঃ গরু-ছাগলদের চোখে চশমা দেখি না কি-না তাই !

মোঃ মাহ্‌বুবুল ইসলাম ভূঁইয়া

কলেজ নম্বর : ৮৫৩৩
শ্রেণী : চতুর্থ, শাখা : খ

মা-বাবা ছেলেকে এলেম শিক্ষা করতে পাঠিয়েছে সৌদি আরবে। ছেলে শিক্ষা শেষ করে বাংলাদেশে এসেছে। ওয়াজ করছে। ছেলে ওয়াজ করতে করতে বলল, 'আম্মা বাদ'। এটি একটি আরবি শব্দ। কিন্তু মা আরবি জানে না। তাই মা ছেলের বাবাকে বলল ঃ ছেলেকে এত কষ্ট করে পড়ালাম, আর ছেলে কিনা ওয়াজে আমাকে বাদ দিয়ে বলে 'আম্মা বাদ'। দেখ, কিছুদিন পর তোমাকেও বাদ দেবে। তাই ছেলেকে তাড়াতাড়ি বাড়িছাড়া কর।

ফারদীন রহমান

কলেজ নম্বর : ৯০৭০
শ্রেণী : চতুর্থ, শাখা : গ

শিক্ষক ঃ আচ্ছা আতিক, এটার ইংরেজি বলতো— 'সে গেল, এমনভাবে গেল, আর ফিরে এলো না।'
আতিক ঃ He went, এমনভাবে went আর did not come.

জাবিদ ইশতিয়াক

কলেজ নম্বর : ৯০৮৩
শ্রেণী : পঞ্চম, শাখা : ক

১
এক ছেলে তার বাবার সাথে কথা বলছে। ছেলে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, "বাবা তোমার চুল পেকেছে কেন ?" বাবা বলল, "তুই যে আমার পকেট থেকে টাকা চুরি করিস, তাই।"
বাবার কথা শুনে ছেলে মুচকি হাসল। বাবা জিজ্ঞাসা করল, "কিরে, হাসছিস কেন ?"
ছেলে বলল, "এখন বুঝতে পেরেছি, দাদার চুল পেকেছিল কেন ?"

২
এক পুলিশের বাসায় চোর এল। শব্দ শুনতে পেয়ে পুলিশের স্ত্রীর ঘুম ভেঙে গেল। সে বিছানা থেকে উঠে তার স্বামীকে ডাকতে লাগল।
পুলিশের স্ত্রী ঃ ওগো, ওঠো না।
পুলিশ ঃ কেন , কী হয়েছে ?
পুলিশের স্ত্রী ঃ বাসায় চোর এসেছে তো।
পুলিশ ঃ এখন উঠতে পারব না, আমার ডিউটির সময় ৯টায় শেষ হয়ে গেছে।

শামির আজমী

কলেজ নম্বর : ৯১৪৭
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : ক

১

বিচারক ও আসামীর মধ্যে কথা হচ্ছে—
বিচারক ঃ দ্যাখো, তুমি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েই শপথ করেছ যে, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলবে না। অথচ এখন বলছ যে, তুমি আগে চুরি করতে না।
আসামী ঃ নির্ঘাত সত্যি বলছি হুজুর। এর আগে কখনো চুরি করিনি তো।
বিচারক ঃ তাহলে কী করতে ?
আসামী ঃ ডাকাতি করতাম হুজুর।

২

এক ভদ্রলোক ভাল পোশাক পরে যাচ্ছিল। হঠাৎ এক পকেটমার পকেট কাটতেই ভদ্রলোক তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলল।
ভদ্রলোক ঃ তোমার লজ্জা হয় না তুমি আমার পকেট কাটছ ?
পকেটমার ঃ লজ্জা তো আপনার হওয়া উচিত।
ভদ্রলোক ঃ কেন ?
পকেটমার ঃ এত দামী পোশাক পরেছেন অথচ পকেটে একটা পয়সাও নেই আপনার।

যোবায়ের আহমেদ

কলেজ নম্বর : ৭৯৬৫
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : খ

১

ক্রেতা ও বিক্রেতা
ক্রেতা ঃ লাউটার দাম কত ?
বিক্রেতা ঃ আগে পাঁচ টাকা ছিল এখন দশ টাকা।
[ক্রেতা লাউটি নিয়ে হাঁটা শুরু করল।]
বিক্রেতা ঃ আরে ভাই ! টাকা দিয়ে যান।
ক্রেতা ঃ আগে টাকা দিতাম এখন দিই না।

২

তরুণ ও তরুণী
তরুণ ঃ এই মেয়ে, তোমার নাম কী ?
তরুণী ঃ ইতর !
তরুণ ঃ ডাক নাম কি ?
তরুণী ঃ অভদ্র !
তরুণ ঃ নামের আগে মোসাম্মৎ না বেগম ?

সাইফুল্লাহ আকন

কলেজ নম্বর : ৭৯৩৪
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : গ

১

এক লোক রাতে ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ করে একটা মশা তাকে কামড় দিল। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে কাঁথার ভেতর ঢুকল। সেখানে ছিল একটা জোনাকি পোকা। তখন সেই জোনাকি পোকাটা জ্বলে উঠল। তখন লোকটা বলল, "শেষ পর্যন্ত মশা আমাকে টর্চ লাইট দিয়ে খুঁজছে !"

২

এক জায়গায় তিনটি লোক ছিল। একজন ছিল খোড়া, একজন ভিখারী ও একজন অন্ধ।
অন্ধ বলল ঃ আকাশে কী সুন্দর একটা চাঁদ উঠেছে।
তখন খোড়া বলল ঃ একটা লাথি দেব।
এই কথা শুনে ভিখারী লোকটি বলল : তুই ওকে লাথি মারলে আমি তোকে অনেক টাকা দেব।

লাবীব আহসান

কলেজ নম্বর : ৭৯৯১
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : গ

১

ভিক্ষুক ঃ স্যার, একটা টাকা দেন।
ভদ্রলোক ঃ নেই, যাও।
ভিক্ষুক ঃ তাহলে স্যার আট আনা দেন।
ভদ্রলোক ঃ নেই।
ভিক্ষুক ঃ তাহলে স্যার চার আনা দেন।
ভদ্রলোক ঃ নেইতো, তুমি যাও।
ভিক্ষুক ঃ তাহলে স্যার আমার সাথে ভিক্ষা করেন।

নবীনুল ইসলাম

কলেজ নম্বর : ৮৩৬০
শ্রেণী : ষষ্ঠ, শাখা : গ

এক মূর্খ চাষীর ছেলে বিদেশ থেকে এসেছে। আসার পর তার মা তাকে বলেন—
বাবা, তুই বিদেশে অনেক লেখাপড়া করেছিস। দুই একটা ইংলিশ কথা হুনাত।
ছেলে ঃ মা তুমি বুঝবে না।
মা ঃ বুঝি না বুঝি ক দেহি।
ছেলে ঃ তাহলে শোন 'Something is better than nothing.'
মা ঃ এইডা আবার এমনকি কঠিন। এইডার অর্থ অইলো 'শামসুদ্দিনের বেটার ঘরের নাতিন।'

তৌফিকুল ইসলাম

কলেজ নম্বর : ৮৩৫৮
শ্রেণী : সপ্তম, শাখা : ক

এক চোর এক দোকানে কতগুলো জিনিস চুরি করে একটি ব্যাগের ভিতর রাখল। তারপর চোর পালানোর সময় ধরা পড়ল। লোকেরা তাকে মার দিয়ে এবারের মত মাফ করে দিল। তারপর সে আরেকদিন ঐ দোকানে চুরি করতে এল এবং ধরা পড়ল।
লোকেরা বলল ঃ তুমি তো এর আগে চুরি করে ধরা পড়েছ, এবারও চুরি করতে এসেছ ?
চোর বলল ঃ আমার কি দোষ ! আমি যে ব্যাগটি চুরি করেছিলাম সেই ব্যাগের মধ্যে লেখা ছিল, "ধন্যবাদ, আবার আসবেন।"

মোঃ আরিফুল ইসলাম

কলেজ নম্বর : ৯০২৩
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : গ

১

ছিনতাইকারী সন্দেহে গ্রেফতার হয়েছে এক বিদেশী যুবক। কোর্টে নিয়ে যাবার পর সে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করল। তখন জজ সাহেব তাকে প্রশ্ন করলেন ঃ বাংলা পড়তে পারো ? বিদেশী যুবক উত্তর দিল ঃ এ লিটল। কিছু কিছু পারি।
জজ সাহেব ঃ বেশ, বাংলায় একটা বাক্য বলতো।
বিদেশী ঃ টাকা পয়সা যা আছে সব বের করে দাও।

২

একই বিমানে রাশিয়ান, আমেরিকান আর বাংলাদেশের পুলিশের বড় কর্তারা যাচ্ছেন। কথাচ্ছলে আমেরিকান অফিসার বললেন, আমেরিকায় কেউ খুন হলে খুনী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ধরা পড়ে। রাশিয়ার অফিসার জবাবে বললেন, আমাদের দেশের পুলিশ আরো তৎপর। খুনের ১২ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা খুনীকে গ্রেফতার করি। বাংলাদেশের অফিসার তখন বললেন, আমার দেশের পুলিশ আরো সক্রিয়। আমার দেশের পুলিশ খুনের ১২ ঘণ্টা আগেই জানতে পারে কে খুন হবে।

৩

এক মহিলা আর এক মহিলার সাথে স্বামীদের প্রসঙ্গে আলাপ করছে।

প্রথম মহিলা ঃ জানেন, এবার আমার স্বামী ভালো চাকুরি পেয়েছেন। ওর নিচে হাজার খানেক মানুষ আছেন।

দ্বিতীয় মহিলা ঃ বাব্বা, বিরাট চাকরি নিশ্চয়ই ? তা কী সেটা ?

প্রথম মহিলা ঃ উনি গোরস্থানে ঘাস কাটার চাকরি পেয়েছেন।

৪

শিক্ষক এক ছাত্রকে উদ্দেশ্য করে বলল ঃ কবির, তুমি বলতো 'বেনানা' শব্দের অর্থ কী ?

ছাত্র তখন উত্তর দিল ঃ স্যার যার কোন নানা নাই তাকেই বেনানা বলে।

৫

ক্রেতা ঃ ভাই, আমাকে তাড়াতাড়ি একটা কাগজের ঠোঙ্গা দিন তো, আমাকে আবার এক্ষণি বাস ধরতে হবে।

বিক্রেতা ঃ মাফ করবেন, আমার কাছে বাস ধরার মত বড় কোন ঠোঙ্গা নেই।

৬

১ম মাতাল ঃ জানিস, বাজারে একটা আন্ডাওয়ালা মোরগ দেখে এলাম।

২য় মাতাল ঃ দূর বোকা, মোরগ কি ঘোড়া যে ডিম পাড়বে।

৭

১ম ব্যক্তি ঃ পথে যেতে যেতে গান গেয়ে চলছে— বুকে আমার আগুন জ্বলে।

২য় ব্যক্তি ঃ দাঁড়ান ভাই, অনেকক্ষণ ধরে আগুন পাচ্ছি না। একটা সিগারেট ধরিয়ে নেই।

৮

একজন মাওলানা হোটেল ম্যানেজারকে বললো, রুম চাই।

ম্যানেজার ঃ আছে, তবে আপনার নাম কী ?

মাওলানা ঃ আলহাজ্ব আবু মালেক সাইফুদ্দীন মোহাম্মদ জাফর আলী খান বোগদাদী।

ম্যানেজার ঃ মাপ করবেন, আমার হোটেলে এতজনের জায়গা হবে না।

মোঃ আবির হাছান
কলেজ নম্বর : ৯০৫৯
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : গ

১

তিন বন্ধু

এক জাহাজে করে তিন বন্ধু বেড়াতে বেরিয়েছে। একজন আমেরিকান, আরেকজন জার্মান এবং অপরজন বাংলাদেশী। হঠাৎ ঝড়ে জাহাজ ভেঙ্গে গেল। তিন বন্ধু একটি কাঠ ধরে ভাসতে ভাসতে এক দ্বীপে চলে এলো। ঘুরতে ঘুরতে আলাউদ্দিনের প্রদীপ পেয়ে গেল তারা। প্রত্যেকের একটি করে ইচ্ছা সে পূরণ করবে।

১ম বন্ধু ঃ "আমেরিকায় আমার সবাই আছে। সেখানেই আমি চলে যেতে চাই।" সঙ্গে সঙ্গে সে তার দেশে চলে গেল।

২য় বন্ধু ঃ "জার্মানিতে আমার সবাই আছে। সেখানেই চলে যেতে চাই।" সঙ্গে সঙ্গে সে তার দেশে চলে গেল।

৩য় বন্ধু ঃ "বাংলাদেশে আমার কেউ নেই, তাই সেখানে গিয়ে কোন লাভ নেই। কিন্তু এই দ্বীপেও আমি একা থাকতে পারবো না। তাই আমি আমার বন্ধুদের ফেরত চাই।" সঙ্গে সঙ্গে তার দুই বন্ধু ফিরে এলো।

২

আরেকজন কে ?

শাশুড়িদের নিয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে জাপানে। ছেলের বউকে গঞ্জনা দেয় শাশুড়ি। এক সন্ধ্যায় পাড়ার এক সভা থেকে ছেলের বউ বাসায় ফিরলে শাশুড়ি ক্ষিপ্ত হয়ে জানতে চাইলেন, "এত দেরি হল কেন ? কিসের মিটিং ছিল তোমাদের ?"

একটু ইতস্তত করে ছেলের বউ জবাব দিল, "পাড়ার বউয়েরা সভা ডেকে আলোচনা করছিল, পাড়ার দুই খাণ্ডার শাশুড়ির অত্যাচার কি করে বন্ধ করা যায়।"

এক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করলেন শাশুড়ি। তারপর চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আরেকজন কে শুনি ?"

৩

অ্যাক্সিডেন্ট

একবার এক জায়গায় একটি অ্যাক্সিডেন্ট হলে তার চারপাশে অনেক লোক জড়ো হয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ সেখানে এক রিপোর্টার এসে হাজির হল। সে ভাবল, এই দুর্ঘটনার একটা ছবি তুলে নিয়ে যাবে। কিন্তু লোকজনের জন্য দেখাই যাচ্ছে না কে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। তাই সে একটা ফন্দি আঁটলো। সে চিৎকার করে বলে উঠল, "ভাইরা সরুন, যিনি অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন, তিনি আমার বাবা হন।" এই কথা শুনে সবাই সরে যেতেই দেখা গেল একটা গরু এ্যাক্সিডেন্ট করেছে।

৫

অভিজ্ঞ মোটর চালক ও হাঁটিয়ে

এক লোককে ধাক্কা দিয়েছে মোটর গাড়ির চালক। তাই নিয়ে মামলা চলছে।

চালক পক্ষের উকিল ঃ ইওর অনার, আমার মক্কেল এই মোটরচালক বিশ বছর ধরে মোটর চালাচ্ছেন। এমন অভিজ্ঞ চালকের দোষে অ্যাক্সিডেন্ট সম্ভব নয়।

পথচারী পক্ষের উকিল ঃ ইওর অনার, আমার মক্কেল এই পথচারী আজ চল্লিশ বছর হলো হাঁটছেন। এমন একজন অভিজ্ঞ হাঁটিয়ের দোষে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া সম্ভব নয়।

মোঃ শিহাব উদ্দিন আহমেদ

কলেজ নম্বর : ৯১১৬

শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : গ

মশার সাক্ষাতকার

নাম	ঃ	মশা।
জন্মস্থান	ঃ	ডাস্টবিন ওরফে ঢাকা।
প্রিয়খাদ্য	ঃ	রক্ত।
প্রিয় ঋতু	ঃ	বর্ষাকাল।
প্রিয় মানুষ	ঃ	যাদের সারারাত কামড়ালে প্রতিবাদ করে না এবং সকালে আয়নার সামনে গিয়ে চিন্তা করে এ দাগ কিসের।
প্রিয় মুহূর্ত	ঃ	গভীর রাত।
অপ্রিয় মুহূর্ত	ঃ	অকারণে কেউ থাপ্পড় মারলে।
প্রিয় স্থান	ঃ	শরীরের যে স্থানে মানুষের হাত পৌঁছে না।
প্রিয় প্রার্থনা	ঃ	কয়েল কোম্পানির কয়েলগুলো আরও দু নম্বর হোক।
প্রিয় ইচ্ছা	ঃ	হাত- পা বেঁধে একটা মানুষকে সারারাত কামড়ানো।
প্রিয় শহর	ঃ	ঢাকা।
প্রিয় কল্পনা	ঃ	লেজবিহীন গরু।
বিরক্তিকর	ঃ	মশারি।
যদি মেয়র হন	ঃ	সব বহুতল বিল্ডিং ভেঙ্গে বহুতল ডাস্টবিন বানাব।
শেষ ইচ্ছা	ঃ	থাপ্পড় খেয়ে মরতে চাই না, চাই সুন্দর মৃত্যু।

দেশদ্রোহী

একদিন পুলিশ সদর দপ্তরের ফোনটা বেজে উঠল। "হ্যালো' এপাশ থেকে ফোন উঠিয়ে জানতে চাইলেন আইজি মহোদয়।

"আমার পরিচয় আপনাকে জানাতে চাচ্ছি না। আমার প্রতিবেশী দোস্ত মোহাম্মদ একজন চোরাকারবারি। তার বাড়ির সামনের জমিতে বেশকিছু নিষিদ্ধ দ্রব্য লুকিয়ে রেখেছে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর ইনফরমেশন। আমরা এক্ষুণি এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিচ্ছি।"

একঘণ্টা পর পুলিশের স্পেশাল স্কোয়াডের একদল কমান্ডো গিয়ে দোস্ত মোহাম্মদের জমিতে হানা দিল। তারা ট্রাক্টর ও বুলডোজার দিয়ে গোটা জমি চষে, খুঁড়ে একাকার করে ফেলল, কিন্তু কিছুই পেল না। কি আর করা, দোস্ত মোহাম্মদকে সরি-টরি বলে চলে গেল পুলিশের দল।

খানিক পরেই দোস্ত মোহাম্মদের বাড়িতে ফোন বেজে উঠল, "হ্যালো দোস্ত মোহাম্মদ, পুলিশ তোমার বাড়িতে এসেছিল নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"ওরা কি তোমার ক্ষেতটা খুঁড়ে দিয়েছে?"

"আরে হ্যাঁ। একেবারে জবরদস্ত কাজ। আমার অনেকগুলো টাকা বেঁচে গেল।"

"ফাইন। এখন তাহলে তোমার পালা। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে ফোন লাগাও। আমার সব্জি বাগানটাও নিড়ানো দরকার।"

আধুনিক বাক্য সংকোচন

কোথাও থেকে যার কোন ভয় নেই—ট্রাক ড্রাইভার।
কর্মে অতিশয় তৎপর—ছিনতাইকারী।
যার মমতা নেই—মশা।
যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে—খুন।
যা অতি কষ্টে পাওয়া যায়—ধারের টাকা।
যা নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে—সততা।

চাঁদ

ছেলেকে মা ঘুম পাড়ানির গান গেয়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন "আয় আয় চাঁদ মামা......."

ছেলে : মা, চাঁদ নানা দেখতে খুব সুন্দর তাই না ?
মা : চাঁদ আবার তোর নানা হলো কবে রে ?
ছেলে : সে কি ? তোমার মামা হলে আমার নানা হয় না ?

ভাগাভাগি

দুই বন্ধু রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলো। ১ম বন্ধু ২য় বন্ধুকে থাপ্পড় দিল। তখন ২য় বন্ধু মামলা করলো।

বিচারপতি : কী হয়েছে ?
২য় বন্ধু : "ও" আমাকে থাপ্পড় দিয়েছে।

তখন বিচারপতি ১ম বন্ধুটিকে ১০ টাকা জরিমানা করলেন। তার পকেটে ছিল ২০ টাকা। তখন সে বিচারপতিকে থাপ্পড় দিয়ে বলল, দুইজনে ১০ টাকা করে ভাগ করে নেবেন।

রিশাদ বিন রেজা
কলেজ নম্বর : ৯০৯৫
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : খ

দুই বন্ধু চা পান করতে করতে গল্প জুড়ে দিয়েছে। আলাপের এক পর্যায়ে—

১ম বন্ধু : আচ্ছা দোস্ত, বিশ্বকাপ জিনিসটা কী ?
২য় বন্ধু : বিশ্বকাপ দেখতে এই চায়ের কাপের মতোই। তবে আকারে বিরাট বড়। এক সঙ্গে অনেক লোক চা খেতে পারে।

নয়া বাক্য সংকোচন

(ক) যে বাপকে ক্ষমা করে না—পাপ।
(খ) যা সহজে হওয়া যায়—নিন্দিত।
(গ) যা সহজেই করা যায়—সমালোচনা।
(ঘ) যিনি বিশেষভাবে অজ্ঞ—বিশেষজ্ঞ।

নাজমুল হুদা
কলেজ নম্বর : ৭৪৫৪
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : খ

১ম বন্ধু ২য় বন্ধুর সাথে রাস্তায় দেখা । ১ম বন্ধু ২য় বন্ধুকে সিগারেট খেতে দেখে বলে :

১ম বন্ধু : জানিস ! সিগারেট আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় শত্রু।
২য় বন্ধু : জানিস ! আমার বাবা কী বলেন ?
১ম বন্ধু : কী বলেন রে ?
২য় বন্ধু : বলেন ! জীবনে চলার পথে শত্রুকেও কাছে টেনে নাও।

স দী প ন

English Section

- *Time is a storm in which we all are lost. — William Carlos Williams*
- *Laws are silent in times of war. — Cicero*
- *When people are put into positions slightly above what they would expect, they're apt to excel.*
  —Richard Branson
- *Hunger allows no choice. —W. H. Auden*

POETRY

The Rose

Raju Ahmed
College No. 8001
Class VI. Sec : C

I like the rose
Do you know
Why I choose ?
Rose is nice
You can give as a prize.
Rose has nice scent
You can give it to
Any of your friend.

What I like to do

S M. Nasib-Al-Hasan
College No . 7935
Class : VI. Sec : B

I love my father
I love my mother
And I love my friends
All together
I like to play
But not with clay
I like to play football
And want to give a goal.
I like to eat
I like vegetable, dal and meat
But I don't like sweet
Because it is very expensive.
I just like to sleep
At the night
And wake up when
It's half past eight.
At last I want to tell
Do that what's well
But don't do that
What is not well.

Trouble

Tashfique Hossain
College No. 7663
Class VII. Sec : A

Trouble here
Trouble there
Trouble up and down
Trouble everywhere
My friends call me trouble
Cause I am a trouble
The thing I begin
Ends with trouble
So only thing that's left to say
trouble,
Is trouble and trouble.

Winter

Tashfique Hossain
College No. 7663
Class : VIII. Sec : A

Winter has come,
With its cold, chilly nights
When the days are short ;
And the sun is not bright.
We all feel warm
In our woolen clothes
It does not really matter.
How hard wind blows.
But there are many people
Who live out of door
And they are very badly
Suffering from cold.
They are in need
Of clothes which are warm.
To help them a little
Will do us no harm.
So let us try to help
As best as we can
At least we can save
One needy man.

If you want

Ahmed Nafis Salman
College No : 6942
Class X. Sec : B

If you wan'na be a friend
You have to understand,
If you want to have fun
Have to free yourself.
Because life is a gift
Share the light.
Care for each-other.
And make eveything right.
If you wan'na be the one
Have to work a lot.
If you want someone's love
Love from your heart.

Wish

Khan Ashik Ahmed
College No : 9251
Class XI. (Hum)

"What we want
A beautiful life.
Then must we study
To be great.
Have to study.
Study is tough.
The way is rough.
I want to get love of all,
But love demands for virtue,
So, study for it.
Think deeply,
No way to go
Without study."

Past

Md. Abdul Halim
College No. 9340
Class : XI (Science)

After the sun goes down,
When the night becomes dark.
Then you may feel that
You've time to look back.
All those things
Which are last,
Each and everything
Which have passed.
Can you remember
Can you feel ?
Everything that passed
That you have seen.

Mother

Md. Sayedur Rahman
College No. 8264
Class V. Sec : A

Mother, mother, mother,
It's a very sweet word.
Mother, mother, mother,
It's a magic word.
Mother, mother, mother,
I eat my breakfast with my mother.
Mother, mother, mother,
I eat my lunch with my mother.
Mother, mother, mother,
I eat my supper with my mother.
Mother, mother, mother,
It's a lovely word.
Mother, mother, mother,
It's a magic word.
Mother, mother, mother,
So I love my mother.

Prisoner

Zakiul Haque.
College No. 7424
Class VIII. Sec : C

One day I asked a friend in my word
Do you want to be free ?
He answered in a strong voice,
You can free a bird from a cage
But can you free them
From the shackle of sky ?
Then I asked the people after a revolution
Are you free now ?
They answered in a mourning voice
You can be free from chains
But can you even be free
From the struggle of life ?
No one is free
Everyone is in prison
One can only be free
Through the free imagination.

Humanity

Tasin-Us-Sakib
College No : 9081
Class : VIII. Sec : C

Hello, hello, Mr Richard,
Listen to me please.
Where do you come from ?
And where are you going ?
I come from trent bridge.
And going to the bridge.
Do not go there
Broken bridge be care.
Thank you very much Jody.
This kind of humanity is needed for everybody.
By this humanity
We make our society,
More beautiful and beautiful.

Life And Beauty

Sakib Imtiaz
College No. 8842
Class IX. Sec : B

I don't want to leave
From this beautiful world
I love my life
So I want to be alive.
Though I know
One day I have to die.
May be on that day
I can't see the blue sky
Where birds fly.
Then I can't watch the river
Where waves play
Through all the day.
May be no body will remind me so
I have not to wait for someone —
On the way also.
May be my untold words
Will never be told.
Hello, mankind !
Please open the door
I just want to say
I love all of you
What I have never told before.

Father and Mother

Imtiuz Islam
College No : 8576
Class : X. Sec : A

I have a sweet mother.
I love her more than other.
I know, she loves me so.
And I love her too.
I love my father.
My father loves me too.
Without them, now I stay here.

They live not near.
But, all time they are in my heart.
Like a small sweet bird.
I shall forget them never.
Like a full moon night, they live in my
Heart silently forever.

Model College

Abul Kalam
College No. 9287
Class : XI (Hum)

Model college, Model college
You are my choice.
You give us knowledge
That we do not get from other college.
We come daily
We read and play methodically.
That is the difference,
From the other college.
Environment is very good
Teachers are too good
So, for many students
Model college is the first choice

My Love

Md. Ashraf Jamil
College No : 9286
Class : XI

I love her,
But my love is so small
That the sky is covered in it.
My love to her
Is just like a dew drop,
That falls on the grass
And dazzles, just like glittering pearls.
My love is just like the tide of the sea.
That touch the beach
With an overflow of blue water.
My love is just like a nice view
When the budding flower blooms.
And everybody see at her,
With a gladdened heart.
Those who see her,
And love but her forever
The lover is,
My Bangladesh.

LIFE

Md. Ashraf Jamil
College No : 9286
Class : XI. Section : C

One day, I was asked
What is life ?
I said that
I do not know.
If I ask you
What is life ?
You will say something
But, it is not at all.
What a strange thing
The life is !
Only and just only God knows
About it.
And He is the only one,
Who can tell me
What life is !

LIFE

Abdullah Al-Mahmud
College No : 9192
Class XI, Section : B

Life around us is very charmful,
If we can get the zest of life whole.
In life there is a great happiness,
Yet sometimes life becomes meaningless.
In life there are love and care,
We get those if we can share.
Life is very dear, important to us
We wonder how life so fast pass !
Every moment life is changed
Doing many works we are engaged.
We can share our feelings with whom ?
When flowers of spring bloom !
In every happiness there are sorrow.
A sorrowful life becomes narrow
We pass life with sorrow and pleasure
But a man of complete happiness is rare.
All of us want to be happy in life
But how long can this happiness survive ?

Heart & Soul

Tonmoy Bose
College No. 8693
Class XII : Sec : C

This is the conflict and the factor,
Heart is actor but is director.
Heart can feel heart can dream
Soul can judge, soul can beam.
Heart is emotional soul perpetual.
Heart is carefree, soul is punctual.
Heart may be moody, heart may be cruel,
Heart is car and soul is fuel.
Heart can sleep, heart can lie
But soul never creep, nor even die.
Heart can cry, heart can laugh.
Soul does works which are tough,
Heart can be won, heart can be broken,
Soul only see this again and again.

WASTAGE

A. B. M. Shahidul Islam
Asst. Professor
(Department of English)

Much have I seen
and known
But learnt very little
To fight out my mundane
Worries and troubles
Which like sporadic rains
Cling to my existence.
I abhor it but can never shake off
For, after all, I am an unworthy
Wordly being.
The trouble of my soul
Doesn't last long
I dive into a kind of slumber
I walk and work in dreams
And search for jewels
For the ones I love
But all this seem futile
When I look at their faces
And see wrinkles of dissatisfaction
Talking in thousand tongues.
I am to come back
And feel hard soil under my feet.
I am driven away into places
Where dust and crowd huddle.
I walk through and procure
Earthly necessaries
Selling my time at a rate
Cheaper than the cries of hawkers.
I look back and see
Time going by
And on my palm.
No jewels ; not even a tact
To stand me in good stead
I don't despair
I go on and the cycle
Goes on.
Is it what people call
Wastage ?
I don't know
I don't really know.

If I would be a young man again and had to decide how to make my living, I would not try to become a scientist or scholar or teacher. I would rather choose to be a plumber or a peddler in the hope to find that modest degree of independence is still available under present circumstances.

— Albert Einstein

JOKES

Md. Samiul Haque
College No : 8022
Class : VI, Section : A

1. **Two farmers are talking :**
   1st farmer : My cow doesn't eat anything without green grass.
   2nd farmer : My cow didn't eat anything without green grass too. But now I have added a green glass on its eyes.

2. **Son** : Father, if I pass in the exam, what will you do?
   Father : I will die out of glad !
   Son : So, I have failed.

3. **1st friend** : The man who believes own is an ass.
   2nd friend : Do you believe it ?
   1st friend : Of course !

Mushfiq Sharker
College No : 7955
Class : VI, Sec : B

One day two men were quarrelling about time :
1st man : Hai! I know what time it is.
2nd man : I know too. Its 10:00 p.m.
1st man : No. you are wrong. It's 10 o'clock. Suddenly another man heard it and came there. He said, "No, you are wrong. It is half past ten.

Md. Harisul Islam
College No : 7451
Class : VIII, Sec : A

One day, a man went to a jeweller. To the jeweller he said, "Brother, take the packet and give me some money. The man said, "What is in the packet?" "Some pieces of soil," he replied. Being angry, the man said,"How dare you think that I am a mad who receives soil and gives money ?" The man said, "Why not ? Don't you hear the song which means that the soil of Bangladesh is more precious than gold."

One day, a foolish man went to a shop to buy a shirt. He bought one and gave money to the seller. The seller said, "Thank you." The man could not understand it. So, he said if "thank you" is good, it is mine and if "thank you" is bad, it is yours, your father's and your grandfather's.

Jahedul Amin Mustafi
College No : 8762
Class : XII (Hum)

One day Tom was teaching his parrot to talk.
Tom : Repeat after me, I can talk.
Parrot : I can talk.
Tom : I can walk.
Parrot : I can walk.
Tom : I can sing.

Parrot : I can also sing.
Tom : I can fly.
Parrot : That's a lie.

Will you laugh ?

Khondoker Mahmud Parvez
College No : 7828
Class : XII, Sec : A

1. **Son** : Father, let's go to the zoo.
   Father : It is very bad to go on a same place.
   Son : OK, I shall not go to school from tomorrow !
2. **1st foolish** : What will the fishes do when it is fire in river ?
   2nd foolish : You're a foolish ! The fishes will climb up the trees.
   1st foolish : Oh ! You are a great fool ! The fishes can't climb up as the elephants.

Adib Bin Rashid
College No : 9077
Class VII, Sec. C

One day a teacher was teaching how to take care of hair. After finishing the lesson he said, "Is there any question?" Then a student asked him, "Sir, you know many things about hair. But why you have a bald head ?

The teacher became very angry with him and gave punishment by pulling down of his hair. Then the student said, "I do not want to see it practically. You can say by words that you are bald because many teachers pulled your hair like today."

RIDDLES

Bijon Malaker
College No : 8094
Class : VIII. Sec : A

(a) Which table has no legs ?
(b) Which bank has no money ?
(c) More you cut, more you grow,
If you give water, run fast. What's that ?
(d) If he is missed, he is searched out, but if we get, we can not take him home. What's that thing?

Ans : See page 118

Khaled-bin-Yousuf
College No : 7178
Class : IX, Sec : B

1. Which bus can cross the Atlantic Ocean ?
2. Which has language and can speak but has no life ?
3. It floats in the pond, with no bone but has meat.
4. Which man is not man ?

Ans : See page 103

COMMON BANGLA EXPRESSIONS

Tarik-Uz-Zaman
College No : 7469
Street Bangla

(i) Ajaira— unnecessary.
(ii) Bati timtim—a low voltage light.
(iv) Chela— psychophant.
(iii) Chapa baji— telling tall tales
(v) Dhandabaji— always up to something for personal gain.
(vi) Bhua— bogus.
(vii) Fata fati— great.
(viii) Ghaowra— grouch.
(ix) Ghar tera— stubborn.
(x) Miti miti hashi—slightly coquettish giggle.
(xii) Neka—childish expression through a nasal voice.
(xiii) Taton (Tatha)— precocious child.

IT'S TRUE, BELIEVE IT

Zunayed Ali Azdi
College No : 9269
Class : IX, Sec. B

(1) A cockroach will live nine days without its head, before it starves to death.
(2) A snail can sleep for three years.
(3) All Polar bears are left-handed.
(4) American Airlines saved $40,000 in 1987 by eliminating one olive from each salad served in first-class.
(5) Americans on average eat 18 acres of pizza everyday.
(6) An ostrich's eye is biggar than its brain.
(7) China has more English speakers than the United States.
(8) Donald Duck comics were banned in Finland because he doesn't wear pants.
(9) If you keep a goldfish in a dark room it will eventually turn white.
(10) It's impossible to sneeze with your eyes open.
(11) Right-handed people live, on average, nine years longer than left handed people do.
(12) You share your birthday with at least nine million other people in the world.

Always give your best, never get discouraged, never be petty, always remember, others may hate you.
—Richard Nixon

CLEVER TRICK OF AN OLD WOMAN

Adid Bin Rashid
College No : 9077
Class VII, Sec : C

Once upon a time there was an old woman who lived in a small village. Every night she used to tell nice, interesting and funny stories to her grand-daughter. One night a thief came to the old woman's house. Entering the house he soon hid under a bed.

But the old woman came to know it earlier. She made a plan to teach the thief a good lesson. After taking dinner her grand-daughter made a request like the other days and said, "Oh, grand-mother tell me a funny story." The old woman started to tell a story. "There was a king in a country. He had much wealth. One day a thief entered his palace. The king shouted with fear, "Save me !" Save me !" Saying this the old woman shouted vigorously. Hearing the anxious voice of the old woman people came quickly with sticks. Then she took them to the bed and caught the thief red-handed.

THE HARMFUL EFFECT OF THE USE AND PRODUCTION OF POLYBAGS

Md. Yusha Islam
College No : 8367
Class VII, Sec : A

The use and production of polybags do a great deal of harm to our environment and drainage system, to air, water and soil. In our country, thousands of pieces of polythenes are being used everyday. This huge amount of polythene is neither being re-used nor being decomposed by natural way. Most of the bags are just thrown out after its first use. They find their way into the drains. Then the polybags block our drainage system, barricade regular flow of water, obstruct the rainwater flowing into the drains etc. As a result low-lying areas in the cities frequently go under water. Flood occurs every now and then. Whenever these polybags go inside the cultivable land, it loses fertility and crops do not grow in such lands. Polybags remain unchanged like a curtain through which nothing can pass. So the land does not irrigate water. Polybags are burnt to get rid of its direct effect but poly fire pollutes our air in a massive way. Such pollution is very harmful for human health. Because of huge use of polythene our traditional jute and cloth bags have lost their market. They are now out of use. Jute and cloth bags can be used several times. Whereas polybags are used only once. So polybags are waste of money. So government has banned the use and production of polybags making law.

OMAR'S (R) JUDGEMENT

Rajat Das Gupta
College No : 8939
Class : VIII, Sec : A

Hazrat Omar (R) was the second caliph of Islam. He was famous for his judgement. Once Caliph Omar (R) was on a pilgrimage to Mecca, the holy city. He was accompanied by many friends. One of them was Jabalah.

Jabalah was a king of a state near Mecca. As he was walking round the Kaba, his pilgrim scarf fell on the ground. He did not notice it. A poor man trod the scarf accidently. Jabalah became furious at this. He slapped the poor Arab on his face. The Arab kept silence for a

moment. He thought that he was not guilty for what happened. So he decided to go to Caliph Omar (R) for justice.

Hazrat Omar (R) gave a patient hearing to the poor man. Then he summoned Jabalah to him.

As Jabalah came, Hazrat Omar (R) said, "Is the charge against you true ?" Jabalah answered, "Yes, it is true."

Then he added angrily, "The man trod my scarf and made me uncovered in the sacred House of Allah."

"Did he do it willingly ?" asked Omar (R). Jabalah hesitated for a moment. Then he said, "I think he did not do it willingly. But he insulted me publicly. I wanted to kill him that day. But I am a good Muslim. So I did not want to stain the holy place with the blood of that bad man."

Jabalah was a king and a personal friend of the caliph. Still it did not influence his judgement. The caliph said to Jabalah, "I have heard both of you. Jabalah, you have confessed your guilt. So you are guilty in the eye of law."

Jabalah kept silent for a few moment. He knew that the caliph would do no unjust favour to any one. So he said, "Yes, I understand my fault now. I thought that he is a poor Arab and, I am a king. But I forgot that everyman is equal in the eye of Islam and law. Please give me punishment."

"In my opinion, the poor Arab should give a good slap on your face. But since you have realised your fault, the Arab may forgive you, if you ask for his forgiveness."

Jabalah, the king asked forgiveness of the poor Arab and the poor Arab forgave Jabalah.

TWO DAYS OF DHAKA RESIDENTIAL MODEL COLLEGE

Siam-Al Islam
College No : 8383
Class : IX, Sec : B

21st March, 1960 : Today, Residential Model School is going to start academically. All the selected students have already come to house. All the students are of class one. Fifty students have been selected and for about two or three weeks they have been given training highly, about march-past, parade discipline, etc. to present those in the parade ground before the guests. Principal, Major M. M. Rahman is very busy to arrange the programme nicely and to make it glorious.

At 12·30 p.m. chief guest, the Governor of East Pakistan, has announced the starting of Residential Model School. Starting programme has started with march-past of the boys. Chief guest is amazed to see such a nice march-past of those tots. He is also surprised to see the discipline of the boys.

21st March 2001 : Today, Dhaka Residential Model College is going to celebrate her Golden Jubilee. Chairman of Board of Governors of the college has been invited as the chief guest of the festival. The Principal is very anxious, because, the field of the college is too small to house all the students. Two years ago, two schools have been built on the college field. Jainul Abedin and Kudrat-E-Khuda houses are changed into academic buildings. Now, boys of blue batch are seldom found in the college. Total students are about five thousand now. Among them, resident boys may be two hundred only.

At 4·30 p. m. selected students' march-past has started without any band music. The students' dress is very dirty, nails and hair are very long. The march-past is very indisciplined and uncontrolled. Their hands, legs, all are moving without order. Nobody can avoid laugh to see that.

GREAT EXPLOSIVES & FIREARMS

Masrur Rahman
College No : 8807
Class IX, Sec : B

Nowadays we are living in that world which is the most ultramodern in science and technology. In the developed countries of the world, governments are using some excellent explosives and firearms in their Army, Navy and Air Force. These explosives and firearms are more valuable at the time of war. So, all rich countries buy and try to invent some firearms which will save them at the time of the war or any internal crisis. Here is given the description of some explosives and firearms in brief :

- **Ingram :** One type of light and small sub-machine gun, can be fired by both rills an magazines. Firing rate : 1100 per minute.
- **Israeli UGY :** It's also a type of sub-machine gun as like as Ingram. Bullets can be thrown by it automatically and manually.
- **Anti Tank Missile :** Generally it is used to destroy tanks and military trucks.
- **Israeli Bazooka :** A small type of bazooka used to destroy houses and cars.
- **AK-47 :** It's also a kind of rifle. It's the most popular rifle because a lot of bullets can be loaded in its magazine.
- **Wal Thar PPK :** A type of large hand gun. It is used for target anything which is very far from the spot.
- **Solar Placasus :** One type of large hand gun can be shot by loading bullets in both rill and magazine.
- **Nine Couning ASP :** A type of pistol which has both rill and magazine.
- **Silencer :** By this wonderful instrument the sound of a revolver cannot be heard. It is added in the barrel of a revolver.
- **Gutting Gun :** One kind of shotgun. Its barrel orbits and shots bullets.
- **Hand Grenade :** An explosive which is thrown by opening its pin. It is the most popular explosive and very common in the whole world.
- **Mine :** This explosive is kept hidden under the ground. It explodes if anything passes over it with more than fixed weight.
- **Detonator :** It is used to control any explosive to explode it out.

Except these explosives and firearms, there are more weapons in the whole world. Israel is famous for making firearms. Russia is also famous for building explosives and firearms which are more dangerous. The weapons are best used by United States and United Kingdom on their wars. The explosives and firearms are really very mysterious. A hydrogen nuclear bomb is enough to destroy the whole world within a few minutes. Unbelievable ?
Believe It !!!

CHECK THROUGH IT

Shiham Chowdhury
College No : 6948
Class X, Sec : B

Hi reader, if you want to have a prosperous and successive future, check through the following paras :—

Don't believe anybody with money, speech, promise or even with work. If you believe only a single person with those above things, I can assure you that, he or she will surely betray you. And don't believe yourself even, because there is a beast just inside you. Now a question may arise in your mind that "Whom should I believe ?" The answer is very simple. Just you need to

believe the Almighty Allah. He is the only One, Who will always be with you.

Dear, don't rely on other people. Because there is not a single person in the entire world to help you. You have nobody with you in the long run. So, you need to do your own work and rely on your own judgement.

Actually, if you want to have a successive and prosperous future, one thing you need to do first and that is just try to realize yourself. If you can realize yourself, you will be able to do whatever you like to do and be whatever you want to be.

THE EXPERIENCE OF HAVING 'GRASS CUTTER SOUP'

Abdullah-Al-Faisal
College No : 8580
Class X, Sec : B

One of my close relatives went to Ghana on an official purpose. One day he was going to a rural area for making a survey. On his way he and his driver stopped in front of a restaurant. Entering there he asked the waiter, "What is the most expensive and popular food of Ghana ?" The waiter replied, "Sir, it's a soup made from grass cutter meat and some root crops." My relative thought that the 'Grass Cutter' might be a Goat or Turkey. So, he ordered two bowls soup for them. When the soup came he looked at the soup and picked a brownish piece of meat and smelled it. The smell of that meat was not bad. Yet he asked his driver before eating it. His driver said, "No problem sir, all people of our country eat it. You also can have it." But my relative did not have interest after having one piece of meat. Then he only had had the soup. Again when they started their journey the driver stopped the jeep in front of a market. Getting down from the jeep the driver said, "Sir, wait for a minute. I am going to bring a 'Grass Cutter' and show it to you." Then after a minute the driver brought an animal in front of my relative, which he was not prepared to see. It was a small hairy animal, which we call 'বেজি' in Bangla. And then the driver said with a smile on his face, "Sir, look, look this is a Grass Cutter. Isn't its meat a nice meal ?"

WHAT KEEPS THE SUN SHINING

Md. Abdul Ahad
College No : 9262
Class : XI, Sec : B

It may be hard for you to believe that, when you are looking at the stars that shine at night and that shine by day. You are looking at the same kind of object ! The sun is really a star. In fact it's the nearest star to the earth. Life, as we know depends on the sun, which is 93,000,000 miles away from the earth. The bulk of the sun is about 13,00000 times bigger than that of the earth. Yet an interesting thing about the sun is that it is not a solid body like earth.

Here is how we know this : The temperature of the surface of the sun is about 6000 degrees centigrade. This is hot enough to change any metal or rock into gas ! So the sun must be a globe of gas.

Years ago, scientists believed that the reason the sun shone or gave of light and heat, was that it was burning. But nothing could remain burning for that long time.

Today scientists believe that the heat and light of the sun is the result of a process similar to what takes place in an atom bomb. The sun changes matters into energy. This is different from burning. Burning changes matters from one form to another. But when matter is changed into energy, very little matter is needed to produce a great deal of energy. Twenty-eight grams of matter could produce enough energy to melt more than a million tons of rock !

So if science is right the sun keeps shining because it is constantly changing matters into energy. And just one per cent of the sun's mass would provide enough energy to keep it hot for 150 thousand million years.

BILL GATES : THE MAN WHO COULD BUY ANYTHING

Shahriar Mohd Shams
College No : 6723
Class–XI, Group–Science

"Do you know who's the richest citizen in the world ?" If I ask you this question, I'm sure you must think me 'a fool.' Because all of us know the answer. The answer is Mr Bill Gates, a software tycoon. So, I don't like to be a fool. Well, we know the name of the richest person. But how many of us know about him ? I'm sure only few of us know about this tycoon.

Here, I'm just going to inform you about Bill, Bill's family, school and college life and his business. So, no more delay. Let's go for Bill's biography.

'Bill Gates', this is the person who could buy anything. Anything means any item what he likes. There is nothing he can't afford. When the sun rises, he is $ 200 million richer than when he went to bed. Can you imagine it ? His wealth is based on his company, 'Microsoft'. He is the owner of 39% shares of the company.

Bill Gates was born on Oct. 28, 1955 in U.S. He grew up in Seatlle with his two sisters. He has come from a prestigious family. His father, Mr William H. Gates II, is a Seatlle attorney. Bill's late mother, Mrs Mary Gates was a school teacher. His mother also was related with a foundation, the United Way International. She was the chairperson of the foundation.

At the early age, Bill went to public elementary school. Then he attended the Lakeside School. When he was in school, he was interested in software and began programming computers at the age of 13.

Bill has been called 'King of the Nerds', but this simply isn't fair. He got A's in all subjects in the ninth grade at school. It put him among the top ten students in the nation. Then he went to Harvard University. But he never finished college. When he left, he knew exactly what to do. He started up his own company, 'Microsoft'. He became a billionaire at 31 and since then Microsoft has been creating windows, which is a system that can be run by clicking an icons. The reason why the 'Microsoft' has been so successful is because Bill Gates saw that his fortune lay in software, not in hardware. The software of the tycoon is used in the two-third of the world's computers. His personal fortune estimated at £ 18 billion which is more than the annual economic output of over a hundred countries. Can you believe it ? You have to believe it. Because this is a fact.

Bill was married on Jan 1, 1994, to beautiful Melinda French Gates. They have three children. Bill has a mansion beside the Lake Washington. He has built that with high-tech gadgetry and TV monitors. The visitors are given a smart card encoded with their personal preferences, so that, as they wander from room to room, their favourite picture and the music will play. The card is programmed so that only the most intimate friends can open all the doors. It's amazing, isn't it !

Bill is an avid reader and enjoy playing golf and bridge. He wrote two books. First one was 'The road ahead', published in 1995 and the second one was "Business @ the speed of thought." Both books were on the topchart. So, we can say, as a writer, he is also a successful man. It's his intention that there should be a computer in the pocket of everyone in the world. It's a very good intention. I appreciate his desire. For this, I hope, no, we all hope that his intention may come true soon. Right ?

Sources : www. Microsoft. Com
www. Amazon. Com.

CAN'T WE CREATE AN EDUCATED COUNTRY ?

Khondoker Mahmud Parvez
College No : 7828
Class XII, Sec : A

Bangladesh is a developing country in the modern world. It can be said Bangladesh is improving day by day in many sectors. But there are many limitations in the way of prosperity. The main problem is population problem. Bangladesh is a small country but has a huge population. Most people here live below the poverty line. They also can't afford to educate their children. At first, we have to know that, what is education ? Education is one of the basic needs of a human being and is essential for any kind of development. The poor socio-economic condition of Bangladesh can be largely attributed to most people's inaccessibility to education. Many illiterate people do not have any sense of health, sanitation and population control. If they were educated, they could live a healthy and planned life. Education teaches us how to earn well and how to spend well also. It enables us to make the right choices in life and to perform our duties properly. It enhances our ability to raise crops, store food, protect the environment and carry out our social responsibilities. It is only education which can help us to adopt a rational attitude. It provides us with an energetic awareness about things and this awareness is the key to social development. There's no denying the fact that education promotes universal brotherhood. Since education broadens a person's mentality and outlook, he comes out of the boundary of his own country. He or she gets known with the tradition and culture of other countries of the world. There is not any doubt that education can freely remove the darkness of ignorance. The first sentences of the holy Quran revealed to the holy prophet was 'Read in the name of Allah.' Again, the holy prophet says that learning is compulsory both for men and women. So, we can understand that there is not any alternative to education to remove the darkness of ignorance. A proverb goes that, "Education is the backbone of a nation." Education is compared to a human body. The existence of human body can't be thought of without backbone because a human body can't stand upright without its backbone. Similarly, it is the backbone of a nation. A nation can't raise its head with dignity without it. No nation can prosper without education. Trade and commerce will come to stand. A nation can enjoy the fruit of all round development through education. A famous philosopher has told that, "If you want to destroy a nation, at first finish its education and culture." So, we've to create more educated persons to improve our country. Our country needs more schools, colleges, universities etc. At present, every educational institution is overcrowded and class size is unusually small. Our government has to take useful steps to make the needed number of institutions and class-rooms. The Government of Bangladesh should give first priority on education. The government should give a clarion call that there won't be any illiterate people in the country. Then we can create an educated country.

Keys to the riddles

Bijon Malaker

(a) Time table.
(b) Blood bank.
(c) River.
(d) Way.

Khaled-bin-Yousuf

(1) Columbus
(2) Book
(3) Leech
(4) Gorilla

No one is born hating another person because of the colour of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.

—Nelson Mandela

Few men ever drop dead from over work but many quietly curl up and die because of undersatisfaction. — Sydney J. Harris

দিবা শাখা

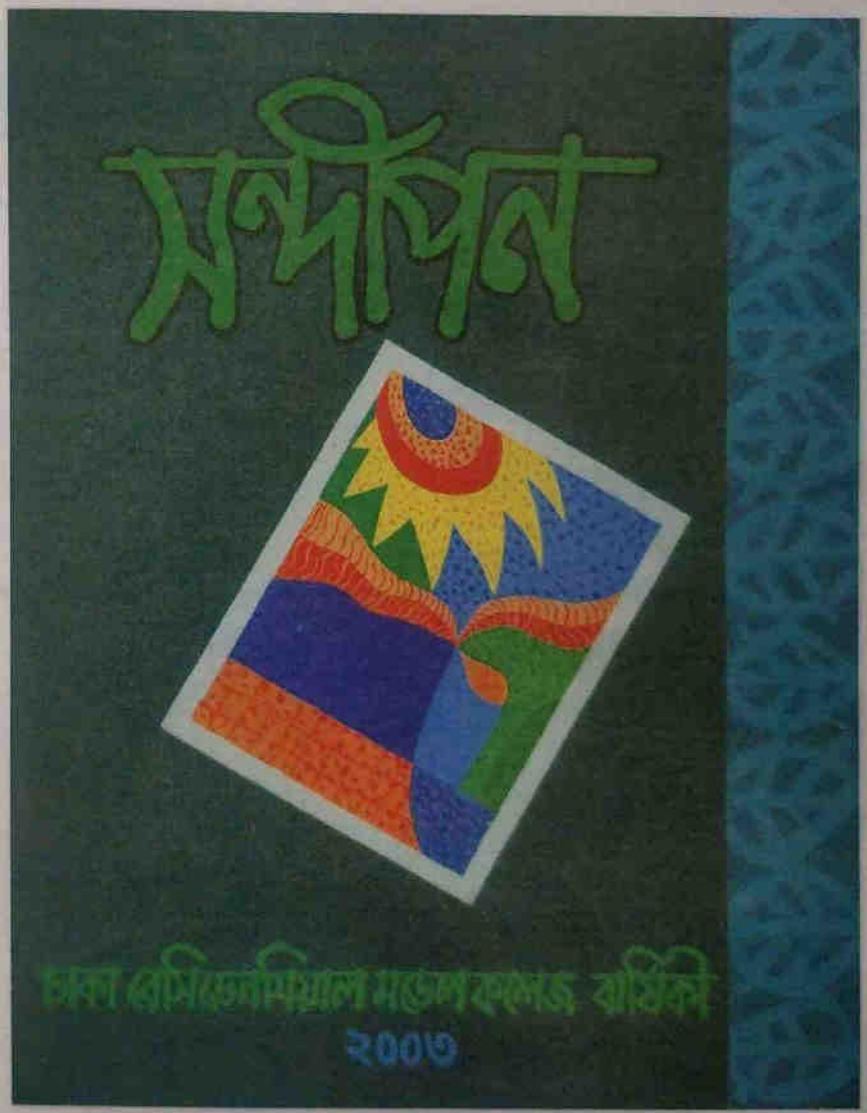

জীবনে যদি অগ্রগতি না থাকে সে জীবন অবাঞ্ছিত। — রোঁমা রোঁলা

জীবন একমাত্র জ্ঞানের উৎসব। — এমারসন

ভুল করা মানবিক, ক্ষমা করা স্বর্গীয়। — পোপ জন পল

বুদ্ধির জবান হচ্ছে কলম। — ইবনে রুশদ

সহকারী অধ্যাপক

কামরুন নাহার খানম
বাংলা বিভাগ

আসমা বেগম
জীববিজ্ঞান বিভাগ

আসমা পাঠান
ভূগোল বিভাগ

ড. সৈয়দা খালেদা জাহান
বাংলা বিভাগ

মোঃ শহীদ উল্যাহ
গণিত বিভাগ

প্রভাষক

ফাতেমা জোহরা
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

মোঃ গোলাম মোস্তফা
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

ফারহানা রহমান
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ লোকমান হাকিম
ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ফারহানা চৌধুরী
অর্থনীতি বিভাগ

মোঃ শামসুর রহমান তালুকদার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

আবু নছর মোঃ আঃ মাবুদ
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

মোঃ আনোয়ার শাহাদাত
পরিসংখ্যান বিভাগ

জে এম আরিফুর রহমান
রসায়ন বিভাগ

সুদর্শন কুমার সাহা
গণিত বিভাগ

রাশেদ আল মাহমুদ
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ ওবায়দুর রহমান
বাংলা বিভাগ

মোঃ আহসান গনি
রসায়ন বিভাগ

সোহানা বিলকিস
বাংলা বিভাগ

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ সাফায়েত আলম
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ আরিফুর রহমান
ইংরেজি বিভাগ

হারুন-উর-রশীদ
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

কে এম রবিউল আলম
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ আশফাকুল নোমান
বাংলা বিভাগ

মোঃ জাহাঙ্গীর কবির
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ বাকাবিল্লাহ
ইতিহাস বিভাগ

মোঃ আবুয়াল কায়সার
বাংলা বিভাগ

অনাদিনাথ মন্ডল
গণিত বিভাগ

মোঃ ইলতেমাস
বাংলা বিভাগ

মোঃ আনিছুর রহমান মিঞা
বাংলা বিভাগ

বাবলু হীরা মন্ডল
রসায়ন বিভাগ

মোঃ আলমগীর মিয়া
বাংলা বিভাগ

ত ম মালেকুল এহতেশাম লালন
বাংলা বিভাগ

ইফফাত আফরীন নাজ
ইংরেজি বিভাগ

চৌধুরী জাফর সাদেক
ইংরেজি বিভাগ

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
গণিত বিভাগ

আব্দুল আউয়াল
ইংরেজি বিভাগ

আখতার জাহান ফেরদৌসি বানু
কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ

রতন কুমার সরকার
চারু ও কারুকলা বিভাগ

মোঃ রোকনুজ্জামান সিদ্দিকী
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

প্রদর্শক

লায়লা আরজুমান বানু
রসায়ন বিভাগ

জি এম এনায়েত আলী
জীববিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ কামাল হোসেন
কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ আব্দুর রহিম মিয়া
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

সহকারী শিক্ষক

মোঃ এনামুল হক
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

মোঃ আবু তৌহিদ
কৃষি শিক্ষা বিভাগ

মোঃ খায়রুল আলম
কৃষি শিক্ষা বিভাগ

মোঃ মহিউদ্দিন
ইসলাম শিক্ষা বিভাগ

ক্রীড়া শিক্ষা বিভাগ

মোঃ শামসুজ্জোদা
ক্রীড়া শিক্ষক

মোঃ ফারুক হোসেন
সহঃ ক্রীড়া শিক্ষা প্রশিক্ষক

৩য় শ্রেণীর ছাত্রদের মাঝে শ্রেণীশিক্ষকবৃন্দ

৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রদের মাঝে শ্রেণীশিক্ষকবৃন্দ

৫ম শ্রেণীর ছাত্রদের মাঝে শ্রেণীশিক্ষকবৃন্দ

৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রদের মাঝে শ্রেণীশিক্ষকবৃন্দ

৭ম শ্রেণীর ছাত্রদের মাঝে শ্রেণীশিক্ষকবৃন্দ

৮ম শ্রেণীর ছাত্রদের মাঝে শ্রেণীশিক্ষকবৃন্দ

৯ম শ্রেণীর ছাত্রদের মাঝে শ্রেণীশিক্ষকবৃন্দ

একাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের মাঝে শ্রেণীশিক্ষকবৃন্দ

দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের মাঝে শ্রেণীশিক্ষকবৃন্দ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ-এর নিকট থেকে 'প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড' গ্রহণ করছে
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের দিবাশাখার ছাত্র মাহফুজুল ইসলাম

সৎ কাজে তোমরা একে অন্যের প্রতিযোগিতা কর।	— আল-কুরআন
যার বিনয় ও দয়া নেই, সে সকল ভাল শুণ থেকে বঞ্চিত।	— আল-হাদীস
যে বিদ্বান ব্যক্তিকে সম্মান করে, সে আমাকে সম্মান করে।	— আল-হাদীস
মানুষের অনেক সর্বনাশের মূলে রয়েছে হিংসা।	— নাগিব মাহফুজ
কুকুরের ডাক শক্তির প্রকাশ নয়, ভয় দেখানোর প্রয়াস মাত্র।	— মাদাগাস্কারের প্রবাদ
ভাগ্যের ডান হাত হচ্ছে শ্রম আর বাঁ হাত হচ্ছে অকপটতা।	— টমাস ফুলার
একজন সৎ বন্ধু যার নাই তার জীবন দুঃসহ।	— ডেমোক্রিটাস

সূচিপত্র

ছড়া ও কবিতা

১. নীল নীল নীল ১০৭
২. ঈদ ভাবনা ১০৭
৩. হবু কবি ১০৭
৪. জন্মেছি এই দেশে ১০৭
৫. রুমি সুমির গল্প ১০৭
৬. আধুনিক যুগের ছাত্র ১০৭
৭. মাছ ধরা ১০৭
৮. বিড়াল রাজা ১০৮
৯. বৈশাখী ঝড় ১০৮
১০. লেখাপড়া ১০৮
১১. অমর কবি ১০৮
১২. বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া ১০৮
১৩. পেটুক মানুষ ১০৮
১৪. খিলখিলিয়ে হাসছিলাম ১০৮
১৫. কঠিন পরীক্ষা ১০৯
১৬. কোষ ১০৯
১৭. চিঠি ১০৯
১৮. ভোম্বলের ভাবনা ১১০
১৯. মুক্তি ১১০
২০. পেয়ারা চুরি ১১০
২১. গদাই বীর ১১০
২২. সংখ্যার কবিতা ১১০
২৩. বিশ্ব মাতৃদিবস ১১০
২৪. আকাঙ্ক্ষা ১১১
২৫. আসল নকল ১১১
২৬. বৃক্ষ ১১১
২৭. নীল ১১১
২৮. সাম্রাজ্যবাদ সংকলন ১১২
২৯. কবিতা নয় কাকতালীয় ১১২

গল্প

১. A Fishy Story ১১৩
২. একজন রিক্সাচালক ও তার আত্মকাহিনী ১১৪
৩. ইউ.এফ.ও ১১৫
৪. ঢাকায় প্রচণ্ড তুষারপাত ১১৬
৫. পৃথিবীর কেন্দ্র ও তার রক্ষক ১১৯
৬. ধ্বংস এবং... ১২২
৭. জাদুর আম ১২২
৮. অস্তিত্ব ১২৩
৯. মজাদার মুদি ১২৪
১০. যে সাগরে কেউ কখনও ডোবে না ১২৪
১১. বোকা থেকে মহারাজা ১২৫
১২. অথবা, সুহাসিনী সন্দর্শন বিষয়ক কথকতা ১২৯

প্রবন্ধ

১. প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী ডায়নোসর ১৩২
২. ফুটবলের যাদুকর সামাদ ১৩২
৩. Cricket প্যাঁচালী ১৩৩
৪. স্কাউটিং ও সুন্দর জীবন ১৩৪
৫. পড়া মনে রাখার কৌশল ১৩৪
৭. আল-কুরআনের একটি বিস্ময়কর তথ্য ১৩৫
৮. এক্স ফাইলস ১৩৬
৯. নতুন নামে সার্স আতঙ্ক ঃ নিরাময় ও প্রতিষেধক হোমিওপ্যাথি ও বর্তমান বিশ্ব ১৩৬

ধাঁধা ও কৌতুক ১৩৯-১৪১
জানা-অজানা ১৪২-১৪৩
বিচিত্র তথ্য ১৪৩-১৪৫

ENGLISH SECTION

POETRY

1. Rain 149
2. From Heaven I See 149
3. New Beginnings 149
4. Please Do Not Sleep 149
5. Dark Deep Night 150
6. Smile 150
7. More Than Suicide 150

JOKES 151
SOME INFORMATIONS 152
THE STRANGE SIMILARITIES 152

PROSE

1. Hoking : The Famous scientist 153
2. Threats to Forests 153
3. In the Internet 153
4. An Amazing Trip 155
5. Hey! Wait a Minute ! 155
6. Number Eleven 156
7. Cricket : In Bangladesh 156

একটি সুন্দর মুখের চেয়ে কুৎসিত মুখের মধুর কথা অধিকতর সুন্দর। —এমারসন

মানুষকে সভ্য করে তোলার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে বিদ্যালয়। —টলস্টয়

রূপে মানুষের চক্ষু জুড়ায় কিন্তু গুণ হৃদয় জয় করে। —পোপ

জীবন একমাত্র জ্ঞানের উৎসব। —এমারসন

বুদ্ধির জবান হচ্ছে কলম। —ইবনে রুশদ

ছড়া ও কবিতা

নীল নীল নীল

মোস্তফা সাকিব ফাবি
কলেজ নম্বর : ২৮৪৪
শ্রেণী : ৩য়

নীল, নীল, নীল,
আকাশটা নীল।
আকাশে উড়ছে
এক ঝাঁক চিল।
মিল, মিল, মিল,
পাখিদের মিল,
ফুল আর প্রজাপতি
করে ঝিলমিল,
শুধু কেন মানুষের
মাঝে নেই মিল।

ঈদ ভাবনা

সুনন্দ কুমার সাহা
কলেজ নম্বর : ২১৬২
শ্রেণী : ৪র্থ, শাখা : ক

ডেনমার্কিন গরু নাকি
দেখতে চমৎকার,
সুদূর হতে আনবে কিনে
সাধ্য আছে কার ?
আব্বু এবং আম্মু
বসে আছে পাশাপাশি,
আম্মু ব্যাজার, আব্বু খুব
করছে হাসাহাসি।
আব্বু বলেন পাকিস্তানটা
আনব নাকি ধরে,
ভাইয়া বলেন, না আব্বু
তা হয় কি করে ?
আম্মু এবার হেসে হেসে
বলেন, ওগো শোন
এবার কটা খাসি দাও,
প্রবলেম নেই কোন।
বড় আপু রেগে বলেন,
করলেটা কি শুরু ?
সবার চেয়ে ভাল হবে
বাংলাদেশের গরু।

হবু কবি

সামনুন সালেহীন সৌরভ
কলেজ নম্বর : ২৯৫০
শ্রেণী : ৪র্থ, শাখা : ক

হবু কবি, টেকু সাহেব
হবেন নাকি কবি,
ঘর-সংসার, হাট-বাজার
ছেড়ে দিলেন সবই।
কাগজ-পত্র, কলম-কালি
কিনলেন তিনি কত।
মস্ত বড় হবেন তিনি
কবিগুরুর মত।
ভাবেন তিনি কত কিছু
আপন মনে বসে,
লিখেন যত মুছেন বেশি
আঙ্গুল ঘষে ঘষে।
লেখার বিষয় পান না খুঁজে
ঘোল হয়েছে মাথা।
খাস্তা মুখেই গালি দিয়ে
ছিঁড়ছে বইয়ের পাতা।
সব কবিরা লিখছে সবই
মস্ত কবির ছানা,
হবু কবি দিশেহারা
লিখতে কি তার মানা।
লেখার বিষয় পেলাম এবার
করব নাতো ভুল,
সবার তরে জানিয়ে দিলাম
বানাও সবে শূল।

জন্মেছি এই দেশে

এ. বি. এম. সাইফুল্লাহ্
কলেজ নম্বর : ২১১২,
শ্রেণী : ৪র্থ, শাখা : গ

কত ভালো ভাগ্য আমার
জন্মেছি এই দেশে,
জীবন আমার ধন্য হলো
দেশকে ভালবেসে।
এই দেশের মাটির সুবাস
ফুল-ফসলের ঘ্রাণে,
নতুন দিনের সুখের পরশ
আবেশ ছড়ায় প্রাণে।
এই দেশেরই মোহনরূপে
হলাম আমি কবি,
সারাটা দিন হৃদয়পটে
আঁকি দেশের ছবি।

রুমি সুমির গল্প

হিল্লোল দে
কলেজ নম্বর : ২১৮৪
শ্রেণী : ৪র্থ, শাখা : ক

দুষ্ট ভারি রুমি সুমি
পড়তে যতই বল তুমি
পড়বে না তো জানা
ছুটির দিকে চেয়ে থাকে
সব সময় মাতিয়ে রাখে
দেউড়ি ঘরখানা।

আধুনিক যুগের ছাত্র

নাজিফ সোহায়েল
কলেজ নম্বর : ১৮৮৯
শ্রেণী : পঞ্চম, শাখা : গ

কলিকালের ছাত্র আমি
বাংলা আমার ভাষা,
ইংরেজিতে দুই পেয়েছি
লেটার পাবার আশা।
অংকে আমি ভালই ছিলাম
গুণ করেছি আগে
অঙ্ক স্যারের চোখে পড়ায়
তাই ডিম পেয়েছি ভাগে।

মাছ ধরা

আরাফাত
কলেজ নম্বর : ১৮৫০
শ্রেণী : পঞ্চম, শাখা : খ

ছিপ ফেলে মাছ ধরতে গিয়ে
বাঁধলো কুনোব্যাঙ
পেট ফুলিয়ে ডাকছে যে সে
ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ!
খোকা হাসে খুকি হাসে
ঢিল ছুঁড়ে তার গায়ে
কারুর হচ্ছে ভারি মজা
পান বাতাসা খেয়ে।

বিড়াল রাজা

সৈয়দ নাসিফ আহমেদ
কলেজ নম্বর : ২২৮৮
শ্রেণী : পঞ্চম, শাখা : খ

ইঁদুর বলে বিড়াল মামা
তুমিই বনের রাজা
শিয়াল এলে বুঝিয়ে দেব
ঘুম ভাঙানোর সাজা।
বাঘ সিংহ দলে দলে
ভেসে যাবে নদীর জলে
কুকুরের গলায় দড়ি দিয়ে
করব ইলিশ ভাজা

বৈশাখী ঝড়

মোঃ আরারাত
কলেজ নম্বর : ১৮৫০
শ্রেণী : পঞ্চম, শাখা : খ

বৈশাখে ঝড় এলে করে সব
হড়মুড়,
আকাশটা মনে হয় ফেটে পড়ে
চুর চুর।
ঝড় এল, ঝড় এল, করে সব
হই চই,
বৃষ্টি নামলেই হয় সব
থই থই।
ভাসা ভাসা আম সব পড়ে
টপ্ টপ্,
মনে হয় ছুটে গিয়ে আনি
কুড়ি পট্।
অবশেষে ঝড়ে সব হয়ে যায়
তছ নছ
অনেকের মন করে বেদনায়
খচ্ খচ্।

লেখাপড়া

রাকি আহমেদ
কলেজ নম্বর : ১৮৩২
শ্রেণী : পঞ্চম, শাখা : গ

সারাদিন ধরে শুধু লেখাপড়া,
বাংলা, বিজ্ঞান আর অংক করা।
সমাজের অধ্যায়ের নাইতো শেষ,
বিজ্ঞান পড়তে ভাল লাগে বেশ।
কম্পিউটার জগৎকে জানতে হবে,
ইংরেজি ভাল করে শিখতে হবে।
ছাত্রজীবন হল অজানাকে জানা,
লেখাপড়া ছাড়া তা সম্ভব না,
লেখাপড়ায় অবহেলা করে যারা,
আদর্শ মানুষ হতে পারে না তারা।।

অমর কবি

মোঃ শাহনেওয়াজ
কলেজ নম্বর : ১৮২৪
শ্রেণী : পঞ্চম, শাখা : গ

হলুদ বরণ একটি খাম
তার উপরে প্রিয় নাম,
বিশ্বজুড়ে নামের খ্যাতি
সবাই এখন দিচ্ছে দাম।
ঝাঁকড়া চুলের একটি ছবি,
সত্য ন্যায়ের তূর্য রবি
বিদ্রোহী সেই গানের মানুষ
সকল প্রাণের অমর কবি।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া

আবু ইমতিয়াজ হোসাইন
কলেজ নম্বর : ২৮৭০
শ্রেণী : ৭ম, শাখা : গ

লেজ গোটানো বাঘ দেখা যায়
বিশ্ব ক্রিকেট মাঠে,
'ক্যাঙ্গারু' আর 'ইমু'র ভয়েই
ভাবনাতে তার কাটে।

অস্ট্রেলিয়া খেলতে নামে
খেয়ে আদা জল,
সহজভাবে ধরাশায়ী
ভারতীয় দল।

অপ্রত্যাশী এমন খেলায়
যায় শুকিয়ে গলা
ওরা বোধ হয় খেয়েছিল
সেদিন কচু-কলা।

ভারতীয়দের খেলাই হলো
পণ্ড পুরো মাটি
কেউ বলে যে, কাছে পেলে
দিতাম দুটো চাটি।

ক্যাঙ্গারুর ওই মডেল দেখে
পাইলি এমন ভয় ?
ফাইনালের ওই বিপর্যয়ে
সবারি বিস্ময়!

পেটুক মানুষ

ফয়সাল আহমেদ (তানিম)
কলেজ নম্বর : ১২৫৮
শ্রেণী : ৭ম, শাখা : গ

পেটুক মানুষ খায় যে শুধু
ঘর-বাড়ি আর রাস্তাতে
রাজ্যের যত খাবার জমে
মোটাসোটা পেটটাতে।
খাবার সময় বাছবিচার নেই
যা পায় তা খায়,
ভাত খেয়েও পেট ভরে না
পোলাও খেতে চায়।
পেট ভরে তো চোখ ভরে না
খেতেই শুধু চায়,
এই নিয়ে তার অনেক ভাবনা—
সময় চলে যায়।

খিলখিলিয়ে হাসছিলাম

তামিম রেজা
কলেজ নম্বর : ১২৫১
শ্রেণী : ৭ম, শাখা : ক

একদা রাতে মশাল হাতে
একাই পথে যাচ্ছিলাম,
হঠাৎ একটা বনের মাঝে
বাঘের হালুম পাচ্ছিলাম।
তোমরা ভাবছ হালুম শুনে
হাউমাউ করে কাঁদছিলাম ?
তা নয়রে ভাই, তখনও আমি
জোরেই গান গাচ্ছিলাম!
বাঘটা যখন আসল তেড়ে,
আমিও তখন আসছিলাম;
লাফ দিয়ে তার পিঠে চড়ে,
খিলখিলিয়ে হাসছিলাম!

কঠিন পরীক্ষা

শেখ আহমাদ শাহ্
কলেজ নম্বর : ২৩৭০
শ্রেণী : ৮ম, শাখা : গ

কাল যে পরীক্ষা
কিছুই যে পারি না,
বারবার পড়েও
কিচ্ছু যে বুঝি না।

বীজ আর পাটিগণিত
খুবই গোলমেলে,
সরষেরই ফুল দেখি
চোখ দু'টি মেলে।

জ্যামিতির কত প্রমাণ
সব যায় গুলিয়ে,
পরীক্ষার দিনে কি
থাকব গাল ফুলিয়ে ?

এরপর নাকি আবার
রসায়ন বিজ্ঞান,
অণু, সংকেত, যোজনী!
প্রাণ প্রায় অজ্ঞান।

পদার্থ ও উদ্ভিদ বিদ্যা
বিজ্ঞানের দুই শাখা,
বোঝা সহজ তবে
কঠিন মনে রাখা।

ইতিহাসে কত শত
নাম-সাল-স্থান,
এসব পড়তে গেলে
মাথা হয় খান খান।

সমাজ বিজ্ঞানীদের হায়
ভুরি ভুরি উক্তি,
মুখস্থ হয় না বলে
থাকে না কোন ভক্তি।

ভূগোলের মধ্যে হায়
কত দেশের কথা,
এসব পড়ার সময়
ধরে যায় রে মাথা।

বাংলার এক কথা
চাই-লেখা সুন্দর,
নাহলেই ধীরে ধীরে
কমে যাবে নম্বর।

ব্যাকরণ বিরচনে
ভুল হয় শত,
নম্বর পায় না কেউ
আমারই মত।

ইংরেজি গ্রামারে
হাজারটা নিয়ম,
অন্যগুলো থেকেও
তা যায় নাতো কম।

ধর্মের আয়াতগুলো
সাথে এর অর্থ,
এই সব মনে রাখার
সব চেষ্টা ব্যর্থ।

কৃষি, চারুকারু আর
শারীরিক শিক্ষা,
পারি না তাই বলি
এদের কি দীক্ষা!

এসব ভেবে ভেবে
কখন যে ঘুম এসে যায়
এদিকে পরীক্ষা
কড়া নাড়ে দরজায়।

পরীক্ষার আগের রাতে
মনে জাগে কত কথা,
ঠিকমত পড়লে যে
হতো না এই অবস্থা।

আজ থেকে আমার
একটাই হোক পণ
লেখাপড়া করবো
গড়বো মোর জীবন।

কোষ

নূর ইবনে জাহিদ
কলেজ নম্বর : ১৩৩৪
শ্রেণী : ৮ম, শাখা : গ

নাম শুনেছ প্রোটোপ্লাজমের
গাল ভরা এক নাম।
নাম শুধু নয় ভারি মজার
প্রাণের দামে দাম।
মানব দেহে
মাছের দেহে।
পাখির দেহে,
গাছের দেহে
সব জীবেই আছেন ইনি
দারুণ শক্তিমান।
সবার দেহেই দিলেন তিনি
জীবন নামে প্রাণ।
হাঁটতে পারেন, চলতে পারেন।
খেতে পারেন, বাড়তে পারেন।
নিজের দেহ ভাঙ্গতে পারেন,
নতুন করে গড়তে পারেন।
অনেক কিছুই করতে পারেন—
ইনি হলেন কোষ।
জীব জগতে ছোট্ট কণা
তাকেই বলে কোষ।

চিঠি

শাহ মুবীদ খান শূর
কলেজ নম্বর : ২৮৫৯
শ্রেণী : ৯ম, ব্যবসায় শিক্ষা

নীলফামারী মামার বাড়ি
লিখলো চিঠি সাদিয়া
খামের 'পরে নাম ঠিকানা
ডাক টিকিটও না দিয়া।
সেই চিঠি যায় স্বপ্নে উড়ে
খালার বাড়ি খালিশপুরে।

খালার মেয়ে পত্র পেয়ে
ডুকরে উঠে কাঁদিয়া।
সংগীতে তার সুনাম বাড়ে
কণ্ঠখানি সাধিয়া।

রেওয়াজ শেষে নাস্তা করে
রুটির সাথে চা দিয়া,
পড়শীরা তার গানের ভয়ে
দরজা রাখেন বাঁধিয়া।

ভোম্বলের ভাবনা

মেজবাউদ্দিন
কলেজ নম্বর : ২২৫২
শ্রেণী : ৪র্থ, শাখা : ক

বামগালে ঠেস দিয়ে
ঘুম ঘুম আবেশে
ভোলানাথ ভোম্বল
হাবিজাবি ভাবে সে
এবারের লটারীতে
ফার্স্ট প্রাইজ পাবে সে
টাকা পেয়ে সরাসরি
গণচীনে যাবে সে
চীন গিয়ে চাইনিজে
ব্যাঙ সাপ খাবে সে।

মুক্তি

শাফিন হক অম্লান
কলেজ নম্বর : ২২২৭
শ্রেণী : ৪র্থ, শাখা : গ

আব্বু বলেন, "এই যে ছেলে,
কোথায় তুমি যাচ্ছ?
লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এদিক সেদিক চাচ্ছ?"
আম্মু বলেন, "থাক না এখন।
ছেলেটি খুব ক্লান্ত।
বাইরে থেকে ঘুরে ফিরে হয়ে আসুক শান্ত।"
খালা বলেন, "দস্যি ছেলে, থামো এখন বলছি।
নইলে কিন্তু ঘুষি মেরে নাক পাল্টে দিচ্ছি।"
যেখানে যাই যে কাজ করি, বাধা কেবল বাধা।
চুপটি করে থাকি যখন সবাই বলে গাধা
এসব দেখে ভাবছি মনে কবে বড় হবো।
মুক্ত হবো, স্বাধীন হবো স্বস্তি খুঁজে পাবো।

পেয়ারা চুরি

ইনজামাম-উল-হক
কলেজ নম্বর : ১৭৯১
শ্রেণী : পঞ্চম, শাখা : খ

চুপি চুপি পাড়তে গিয়ে কচ্‌কচে পেয়ারা
দেখে ফেলল স্কুলের এক বেয়ারা।
উঠতে গাছে জোরসে এল কাশি
হঠাৎ করে উঠল বেজে বাঁশি
বলছে তেড়ে স্যারকে নিয়ে আসি
মারব তোরে গলায় দিয়ে ফাঁসি।
মাফ করো না দু-কান ধরে বলছি এবার ভাই
ফের যদি পাও দিও তুমি রামধোলাই।
সুযোগ বুঝে দৌড়ে গেলাম পালিয়ে
ধরতে পারলে মারত বেটা কিলিয়ে।
টের পেয়েছি এমনি খাওয়া ভাল নয়
পড়লে ধরা চরম সাজা পেতে হয়।

গদাই বীর

সৈয়দ নাসিফ আহমেদ
কলেজ নম্বর : ২২৮৮
শ্রেণী : পঞ্চম, শাখা : খ

গদাই বীরের বীর-কাহিনী শুনেছ তোমরা কেহ,
মিশমিশে তার দেহের বরণ
ছিপছিপে তার দেহ।
এই তো সেদিন দেখে এলাম—
বাঁ হাতের এক চড়ে
মস্ত বড় টিকটিকিটা
অমনি গেল মরে!
আরো নাকি ডোবার ধারে তিন তিনটে ব্যাঙ
এক আছাড়ে ফেলল মেরে
ধরেই দুটো ঠ্যাং।

সংখ্যার কবিতা

সৈয়দ আব্দুল্লাহ্ আল ফারুখ
কলেজ নম্বর : ২৯১৫
শ্রেণী : ৬ষ্ঠ, শাখা : গ

এক, ঐ লোকটাকে দেখ,
দুই, এত লম্বা কেন তুই?
তিন, দেয়ালে মারব আলপিন,
চার, এই চশমাটা কার?
পাঁচ, পেঁয়াজে অনেক অনেক ঝাঁঝ,
ছয়, সন্ধি কারে কয়?
সাত, তোর খেলা বাজিমাত,
আট, যাচ্ছি এখন হাট,
নয়, সৌরভ মারল ছয়,
দশ, এখন একটু বস!

বিশ্ব মাতৃদিবস

নাগিব মেহফুজ
কলেজ নম্বর : ১০২৪
শ্রেণী : ৮ম, শাখা : গ

আজকে বিশ্ব মাতৃদিবস
শুনেছ নাকি ভাই,

মায়েদের জন্য আজ
ন্যায্য অধিকার চাই।
চাই না কোন বঞ্চনা
চাই না কোন অপমান,
চাই ন্যায্য অধিকার
চাই যোগ্য সম্মান।
কেবল মুখের বুলি নয়
বাস্তব কিছু করি,
এসো মোরা তাদের জন্য
সুন্দর পৃথিবী গড়ি।

আকাঙ্ক্ষা

মোঃ আতাউর রহমান
কলেজ নম্বর : ২৩৭১
শ্রেণী : নবম, শাখা-বিজ্ঞান

আমি যদি হতাম নদী
সাগর দেখে হাসতাম,
চাঁদ হয়ে নীল আকাশে
হাসি মুখে ভাসতাম।

মেঘ হলে যে খরার দেশে
ধান পাটে জল ছড়াতাম
প্রদীপ হলে আঁধার ঘরের
কোণে আলো জ্বালাতাম।

আমি যদি শস্য হতাম
সোনা হয়ে ফলতাম,
আগুন হলে অত্যাচারীর
শরীরটাকে জ্বালাতাম।

কিন্তু যদি ক্ষেপণাস্ত্র
হতেই আমি পারতাম,
বিশ্বে যারা যুদ্ধ আনে
তাদের আগে মারতাম।

আসল নকল

মোঃ ফয়সাল আহম্মেদ
কলেজ নম্বর : ২৭৮৯
শ্রেণী : নবম, শাখা : খ

কোন্‌টা আসল কোন্‌টা নকল
চেনার উপায় নাই।
আসল বলে চালিয়ে দিলাম
সবগুলো তাই ভাই।
মরলে মরুক ক্রেতাগুলো,
আমার তাতে কি ?
নিজে বাঁচলে বাপের নাম
প্রবাদ শুনেছি।

বৃক্ষ

মোঃ মাসুদুর রহমান (রনি)
কলেজ নম্বর : ২১৩৮
শ্রেণী : দশম, শাখা : ব্যবসায় শিক্ষা

এখানে কতদিন নিভৃতে দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি।
সহস্র প্রাণেরে করছ ত্রাণ।
দরিদ্রকে দিয়েছ সান্ত্বনা, কঠিনতম সময়ে।
কতজনের শূন্যতার দহন অকপটে করেছ ভাগাভাগি।
গত বসন্তে নতুন পল্লবে সেজেছ তুমি,
রাঙায়েছ প্রকৃতিরে।
বর্ষাস্নাত দিনে তোমায় দেখেছি ;
যেন করছিলে আহ্বান, সব সৌন্দর্যকে।
আর, আমারে করেছ কৌতূহলী।
তোমার অস্তিত্বে লুকায়ে রয়েছে কোন রহস্য !
তোমার উদ্বাহু শাখা-প্রশাখা,
আমারে জাগিয়ে তোলে স্বপ্নীল সম্ভাবনায়।
তাই জীবনীশক্তি ছড়ায়ে দিতে চাই,
নিজের অস্তিত্বে।
যেমন করে তুমি ছড়ায়ে দাও বাঁচার শক্তি
প্রতিটি পরতে।

নীল

সোলায়মান সারওয়ার শাওন
কলেজ নম্বর : ৬৯৭
শ্রেণী : ১০ম, শাখা : গ

গোধূলির ধূপছায়া আভায় হেঁটে চলে যায়
নিঃসঙ্গ পথিক,
দিগন্তের নীলাভ আলোয় রোরুদ্যমান বিষণ্ন মন
আজও খুঁজে বেড়ায় কিছু
দেদীপ্যমান হৃদয়ের ভাস্কর কক্ষে যা কিছু ছিল
সাদার খোরাক।
থমকে ওঠা বর্তমান হৃদয়ে এখন শুধুই
নীল রঙের ছড়াছড়ি
খোলা দ্বারের আলোকজ্জ্বল কক্ষে যে ছিল
ভোরের স্নিগ্ধ আলো,
সেখানে এখন শুধুই মোমবাতির কার্বন ডাই-অক্সাইডের
হলুদ কালো আলো
চোখের নোনতা জলে প্রতি রাতে ভেসে যায়
সুখের চিঠিগুলো।

স্মৃতিরা মনের ঘরের কড়া নেড়ে আজও
কাঁদিয়ে যায় হৃদয়
ডক্টর জেকিল এ্যান্ড হাইডের মত এখন আমার
বাইরে আলোর ছড়াছড়ি
কিন্তু, ভেতরে প্রতি মুহূর্তে ডুকরে কেঁদে ওঠে মন নামের
অদ্ভুত জিনিসটা
প্রভাতের আলোয় উদ্ভাসিত আমি ভোরের শিঞ্জন
কিন্তু, অন্তরে রয়েছে বিষাদ
আমি,... এক মানুষ, অথবা নোনতা জলে গড়া
এক ভাস্কর্য।
আমি, আমিই হতে পারি মানুষ, হতে পারি কল্পনা,
তবে এ সত্য যে,
আমার ভেতরে শুধুই নীল...।

সাম্রাজ্যবাদ সংকলন

তানভীর আহমেদ
কলেজ নম্বর : ২৫৮৬
শ্রেণী : দ্বাদশ (বিজ্ঞান)

গোশ্‌ত আর কঙ্কালের মাঝে বিবেক খুঁজে বেড়াই,
যেখানে বোমার ধ্বংসযজ্ঞে আহত মানবতা
সাম্রাজ্যবাদীরা কুঁড়ে কুঁড়ে খায় বিদ্রোহী সত্যকে
যেখানে পঙ্কিলতার আশ্রয়ে ভূলুণ্ঠিত হয় মধ্যপ্রাচ্য
গ্রাহ্য করা হয় সকল প্রকার পৈশাচিক উপায়কে।

আমি গোশ্‌ত আর কঙ্কালের মাঝে বিবেক খুঁজে বেড়াই
যখন ক্ষুধার্ত শিশুদের রোনাজারি ছুটে শূন্য মরুভূমিতে
আর্তনাদে সাড়া দেয় না এক ঠ্যাঙ্গা জাতিসংঘ
যখন শান্তির আহ্বানে সাড়া দেয়া হয় না স্বেচ্ছায়
আধিপত্যবাদী মুসোলিনীরা মুঠোয় রাখতে চায় বিশ্বাঙ্গ।

আমি আফগান, ইরাকি কিংবা প্যালেস্তিনীর
গলিত পচা লাশের উপর দেখি ব্যর্থ
পুঁজি কম্যুনিজমের ম্লান নিশান আর তখন
গোশ্‌ত-কঙ্কালের মাঝে খুঁজে পাওয়া
শয্যাশায়িত অসুস্থ বিবেক ঠক ঠক কাঁপুনিতে শুধায়
শান্তি শান্তি শান্তি..... ॥

কবিতা নয় কাকতালীয়

মোহাম্মদ ইলতেমাস
প্রভাষক

মনে পড়ে, পড়ন্ত আশির দশকে
ঘোর লাগা কোন এক বিষণ্ন বিকেলে
হেঁটে হেঁটে কখন এসে পড়েছি রেসিডেনসিয়ালে—
কিছুদিন এভাবেই; ক্লান্ত বিকেলের অবসাদ কাটাতে
কলেজের মাঠে ছুটে আসি স্বাপ্নিক সম্মোহনে
হলুদ বসন্তের মতো ঘুরে ঘুরে....।
'মাটির কাছাকাছি' থাকি তখন
শৈশবের ছোট্ট শহরে, পড়াশুনা সেখানেই
অবকাশ যাপনে এসেছি তাজমহল রোডে
অগ্রজের আস্তানায়—
অবিরাম ঘুরে দেখা তিলোত্তমার বাঁকে বাঁকে
নাগরিক জঞ্জালে হাঁপিয়ে উঠি যখন
সজীবতার সন্ধানে হঠাৎ পেয়ে যাই
এপথের খোঁজ, রেসিডেনসিয়ালের
পুবে ও পশ্চিমের গেট ছিলো অবাধ
ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক জনতার
অনায়াসে হাঁটা চলা সে পথে, বারণ ছিল না কোন
সংসদে অথবা চন্দ্রিমা উদ্যানে যেতে যেতে—
এ পথে হঠাৎ থমকে, চেয়ে দেখি মুগ্ধতায়
'প্রকৃতির নিবিড় মমতায় অপরূপ
এমন ক্যাম্পাস যান্ত্রিক নগরে ?'
এ যেন মহাবিস্ময় !
খেলাধুলার উন্মাদনা সবুজ মাঠে, একই পোশাকে
সাদা হাঁসেরা যেমন সাঁতার কাটে আদিম উচ্ছ্বাসে
পিটি-প্যারেড-শৃঙ্খলা সবকিছুতেই স্বতন্ত্র বৈভব যেন
স্বপ্নবিলাসী হয়ে যাই সেই ক্ষণে,
'এ কলেজের ছাত্র হতে পারতাম যদি
আহা! প্রকৃতির অনন্ত আশীর্বাদ এইখানে।'
অতঃপর স্বপ্নভঙ্গ অতি দ্রুততায়
ছাত্র হতে পারিনি রেসিডেনসিয়ালের
জেলা শহরেই চুকে গেছে কলেজের পাঠ—

আরো দীর্ঘ সময় কেটেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে
শেষ করে স্নাতকোত্তর, আবার ফিরে আসা
ব্যস্ততম ঢাকায়, জীবিকার অন্বেষণে দৈবাৎ—
রেসিডেনসিয়ালে কাজ পেয়ে যাই পড়াবার...

চৌদ্দ বছর আগে নরম ঘাসের গালিচায় বসে
যে চোখে স্বপ্ন ছিল ছাত্র হবার
মায়াময় সবুজ ক্যাম্পাসে
আবার এসেছি ফিরে ভিন্নরূপে
পড়তে নয়, পড়াতে...
সেদিনের কথা ভেবে বিস্ময় জাগে মনে
একি শুধু কাকতাল ?
স্মৃতিময় সেই রেসিডেনসিয়াল !

গল্প

A Fishy Story

মূল : জেরোম কে. জেরোম
অনুবাদ : ফারসিম আহমেদ
কলেজ নম্বর : ১৯০৯
শ্রেণী : সপ্তম, শাখা : ক

জর্জ এবং আমি, আর আমাদের কুকুরটি, বাড়ির দিকে সন্ধ্যাকালে যাত্রা শুরু করলাম। আমরা দেশে একটি লম্বা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলাম এবং পাহাড়ের উপর থেকে সুন্দর সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করেছিলাম এবং তারপর বাড়ির দিকে যাত্রাকালে নদীর পার্শ্ববর্তী একটি সরাইখানায় বিশ্রামের জন্য প্রবেশ করলাম।

আমরা দর্শনার্থীদের কক্ষে গেলাম এবং সেখানে বসলাম। সেখানে একজন বৃদ্ধ কৃষক ছিল যে একটি লম্বা পাইপ টানছিল। স্বাভাবিকভাবেই আমরা তার সাথে আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম।

সে আমাদের বলল যে আজ একটি সুন্দর দিন অতিবাহিত হয়েছে এবং আমরা বললাম যে গতকালকে একটি সুন্দর দিন ছিল, আর আগামীকাল সুন্দর দিন হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

আমাদের মত বিনিময় শেষ হবার পর আমাদের চোখ ঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল, তা এসে থামল একটি নোংরা পুরনো কাচের বাক্সের উপর, যেটি আগুন জ্বালানোর স্থান থেকে বেশ উপরে আটকানো ছিল। এর ভিতরে ছিল একটি স্টাফ করা মাছ। আমি এত বড় মাছ কখনো দেখিনি বললেই চলে।

"আহ!" বৃদ্ধ লোকটি বলল। "মাছটি সত্যিই সুন্দর।"

"সত্যিই অন্য রকম", আমি বললাম। জর্জ বৃদ্ধ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এটার ওজন সম্পর্কে কি ভাবছ ?"

"এটার ওজন আঠারো পাউন্ড, ছয় আউন্স," লোকটি বলল। তখন সে উঠে দাঁড়িয়ে ওর কোটটি তুলে নিচ্ছিল।

"হ্যাঁ", সে বলে চলল, "আজ থেকে ষোল বছর আগে আমি ওকে সেতুর নিচে ধরেছিলাম। এটার দৈর্ঘ্য তেত্রিশ ইঞ্চি।"

আমরা অবাক হয়ে গেলাম। ও আমাদের শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেল। আমরা আমাদের চোখ কিছুতেই মাছটি থেকে সরাতে পারলাম না। এটা সত্যিই একটি চমৎকার মাছ ছিল।

আমরা যখন তাকিয়েই ছিলাম, তখন একজন গাড়িচালক ভিতরে এল, এবং এক গ্লাস পানীয় নিয়ে তাতে চুমুক দিতে দিতে বলল, "তোমরা কেমন আছ ?"

আমি জবাব দিলাম, "তুমি কেমন আছ ?" তখন জর্জ মাছটির দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে বলল, "মাছের একটি ভাল আকারের উদাহরণ হল এটি।"

"আহ!" লোকটি বলল। "আপনি ঠিকই বলেছেন মশাই। যখন মাছটি ধরা হয়েছিল, তখন নিশ্চয়ই আপনারা কেউ এখানে ছিলেন না।"

আমরা মাথা নেড়ে বললাম, "এই জেলায় আমরা নতুন।"

তখন লোকটি বলল, "পাঁচ বছর আগে আমিই মাছটি ধরেছিলাম!"

"তাহলে তুমিই এটি ধরেছ ?" আমি বললাম।

"হ্যাঁ মশাই", হাসিখুশি লোকটি বলল। আমি তাকে এক শুক্রবারে সেতুর নিচে একটি লোহার ছিপ দিয়ে ধরেছিলাম! এটি চৌত্রিশ ইঞ্চি লম্বা, আর ওজন ছাব্বিশ পাউন্ড! এটাকে পানির উপরে তুলতে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন। যাকগে, শুভরাত্রি, ভদ্রমহোদয়গণ, শুভরাত্রি।"

পাঁচ মিনিট পর তৃতীয় একজন লোক এল। সে বলল, "তোমরা কেমন আছ ?" আমরা বললাম, "তুমি কেমন আছ ?" তারপর আবহাওয়া নিয়ে মতবিনিময় হওয়ার পর মাছটির প্রসঙ্গ এল। আমরা অবাক হলাম না যখন সে বলল, কিভাবে সে এক ভোরে জাল দিয়ে মাছটি ধরেছে।

যখন সে চলে গেল, তখন একজন গোমড়ামুখো মধ্যবয়স্ক লোক ভিতরে এল এবং জানালার পাশে বসল।

আমরা কিছুক্ষণ কোন কথা বললাম না, কিন্তু জর্জ শেষ পর্যন্ত বলল, "ক্ষমা করবেন, আমরা এই জেলায় সম্পূর্ণ নতুন। আমি ও আমার বন্ধু খুব খুশি হব যদি বলেন আপনি কিভাবে ঐ মাছটি ধরেছেন।"

সে অবাক হয়ে বলল, "তোমাকে কে বলল যে আমিই মাছটি ধরেছি?"

আমরা বললাম যে কেউ বলেনি, কিন্তু কোন্ উপায়ে আমরা অনুমান করেছি এটা তারই কীর্তি।

"এটা খুবই আশ্চর্য ব্যাপার, খুব আশ্চর্য ব্যাপার," গোমড়ামুখো লোকটি উত্তর দিল, অল্প একটু হেসে। "কারণ, সত্যি বলতে কি, তোমরা ঠিকই বলেছ। আমিই এটাকে ধরেছিলাম। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে তোমরা কিভাবে তা অনুমান করলে। এটা প্রকৃতপক্ষেই আশ্চর্য ব্যাপার।"

তারপর সে বলতে লাগল, সে কিভাবে আধ ঘণ্টা সময় খরচ করে এটিকে ধরেছে, এটি কিভাবে তার কাঠের ছিপ ভেঙে দিয়েছিল। সে বলল সে কিভাবে এটি ওজন করেছে যখন সে বাড়ি পৌঁছেছিল। এটির ওজন বত্রিশ পাউন্ড এবং দৈর্ঘ্য ছত্রিশ ইঞ্চি! তারপর সে চলে গেল।

যখন সে চলে গেল, তখন সরাইখানার মালিক ভিতরে এল। আমরা তাকে বললাম যে, আমরা মাছটি সম্পর্কে কত ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস শুনেছি, এবং সে ভাবল এটি একটি রসিকতা এবং আমরা সবাই জোরে জোরে হাসতে লাগলাম।

বৃদ্ধ সৎ লোকটি বলল, "আমার অনেক বছরের মধ্যে আমি এমন মজার রসিকতা কখনোই শুনিনি। তারা তোমাদের বলেছে যে তারা এটি ধরেছে? হা, হা, হা! আচ্ছা, ভাল কথা। তারা মাছটি ধরে আমার কাছে দিয়েছে দর্শনার্থীদের কক্ষে রাখার জন্য! হা, হা, হা!

তারপর সে আমাদের মাছটির আসল ইতিহাস বলল। সে নিজেই এটি ধরেছিল, অনেক বছর আগে, যখন সে বালক ছিল। সে কোন রকম চালাকির সাহায্যে এটি ধরেনি, শুধু ভাগ্যের জোরে, যা ঐ বালকটির কাছে ছিল যে বিদ্যালয় থেকে দূরে থাকত এবং রৌদ্রোজ্জ্বল পড়ন্ত দুপুরে মাছ ধরতে যেত এক টুকরো দড়ি নিয়ে, যা গাছের কাণ্ডে বাঁধা ছিল। সে এই কথাও বলল, কিভাবে সে মাছটির জন্য শাস্তি থেকে বেঁচে গিয়েছিল। তার শিক্ষকও বলেছিলেন মাছটির মূল্য ঐ পড়ানোর সমান, যা সে মাছ ধরতে গিয়ে পায়নি।

সরাই রক্ষকটিকে ঐ মুহূর্তে কক্ষের বাইরে থেকে কেউ ডাকল; এবং জর্জ ও আমি আবার মাছটি দেখতে লাগলাম। এটা সত্যিই একটি আশ্চর্যজনক মাছ ছিল। আমরা যতই এর দিকে তাকিয়েছিলাম ততবারই আরও বিস্ময়জনকভাবে এটিকে পেয়েছিলাম।

এটি জর্জকে এতটাই আকৃষ্ট করেছিল যে, সে চেয়ারের উপর উঠে দাঁড়াল ভালভাবে দেখার জন্য।

তখনই একটি দুর্ঘটনা ঘটল। জর্জের চেয়ারটি পিছলে গেল, আর জর্জ নিজেকে রক্ষার জন্য সামনে হাত বাড়িয়ে দিল। সে কাচের বাক্সটি ধরল, এবং তার সাথে এটি নিচে নেমে এল। চেয়ারটি, জর্জ ও কাচের বাক্সসহ পড়ে গেল।

"তুমি নিশ্চয়ই মাছটির খারাপ কিছু করনি?" আমি বললাম।

"আমার মনে হয় না," জর্জ বলল। সে তখন আস্তে আস্তে উঠছিল।

কিন্তু সে করেছিল। মাছটি মাটিতে পড়েছিল এবং হাজার টুকরো হয়ে, আমি বলছি এক হাজার, কিন্তু সেখানে বোধ হয় নয়শত নিরানব্বইটি ছিল। আমি সেগুলো গুনতে পারিনি।

আমরা তাজ্জব হয়ে গেলাম এই ভেবে যে স্টাফ করা মাছ কিভাবে চূর্ণ হয়ে যায়। পরে আমরা বুঝতে পারলাম। এটা ছিল একটি মাছের অনুলিপি, যা কোন পদার্থের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি হয়েছিল।

[সংক্ষেপিত]

একজন রিক্সাচালক ও তার আত্মকাহিনী

চৌধুরী মোঃ নাদীম কবীর
কলেজ নম্বর : ১৬২১
শ্রেণী : ৭ম, শাখা : ক

'রিক্সা' ও 'রিক্সাচালক'। শব্দ দুটি আমাদের নিত্য জীবনে এক অন্যতম সঙ্গী। যদিও যানজট নিরসনে সরকার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তবুও ছোট ছোট রাস্তায় কম খরচে আমাদের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম হল তিন চাকার যান বা রিক্সা। এই গল্পের প্রধান চরিত্র হচ্ছে একজন রিক্সাচালক। এ গল্পের কিছু অংশ আমার অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া। ঘটনাটি ছিল ২০০১ সালের মার্চ মাসের। ৭/৮ দিন পরই অনুষ্ঠিত হবে ঈদ। সেদিন পরিকল্পনা ছিল স্কুল থেকে ফিরে মার্কেটে প্রয়োজনীয় জামা ক্রয়ের জন্য যাওয়া। স্কুল থেকে ফিরে যাওয়ার জন্য রিক্সা খোঁজ করছিলাম। সাথে ছিলেন আমার মা। সেদিন ছিল বৃষ্টির দিন। অবশ্য চার-পাঁচ মিনিট আগে বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। রিক্সা পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে একজন রিক্সাওয়ালা যেতে রাজি হল এবং ভাড়াও নির্ধারিত হল। এবার রিক্সায় উঠে পড়লাম আমরা এবং চলতে লাগলাম। হঠাৎ করে রিক্সাচালকের ডান পায়ের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল। আমি দেখলাম তার ডান পাটি নেই। প্রথমে আমি ভয় পেয়েছিলাম লোকটির দুঃসাহসী মনোভাব দেখে। একটি পা ব্যবহার করে রিক্সা চালানো যেমন একটি দুঃসাহসী দক্ষতা তেমনি বিপজ্জনক। একটি পা হারানোর কারণে তার এই অবস্থা। নাম তার আবদুল গফুর। ধারে কাছে এক বস্তিতে তার

বসবাস। তিন ছেলেমেয়ে তার। রিক্সা চালক হলেও শিক্ষার সারমর্ম সে ঠিকই বোঝে এবং তিন ছেলেমেয়েকে একটি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে। পা হারানোর কথা জানতে চাইলে লোকটি কেঁদে ফেলল। দুর্ঘটনায় আহত হয়ে সে তার মূল্যবান ডান পা হারিয়ে আজ অসহায়। সত্যিই দুঃখজনক। এক পা হারিয়েও রিক্সা চালানোর কথা জানতে চাইলে সে বলল, তিন ছেলেমেয়ের খাওয়া ও লেখাপড়ার খরচ যোগাতেই সে এ কাজ এখনও করে যাচ্ছে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করতে লোকটির উৎসাহ ও ইচ্ছা দেখে আমার খুব ভাল লাগল। ততক্ষণে বাসার নিকটে চলে এসেছি। কিছু বকশিস দিতে চাইলে সে তা না নিয়ে বলল, তার সাথে মন খুলে আমরা যে কথাবার্তা বললাম এটিই তার জন্য আসল বকশিস। লোকটি পঙ্গু হয়েও রিক্সা চালিয়ে যাচ্ছে ছেলেমেয়েদের উন্নতির আশায়। আসলে সে একজন রিক্সাচালক নয় ভাল মানুষও বটে।

ইউ.এফ.ও

জুলফিকার সাইফ
কলেজ নম্বর : ২৩৩৬
শ্রেণী : সপ্তম, শাখা : গ

ইউ.এফ.ও. (Un Identifying Flying Object)এটি বর্তমান বিশ্বের একটি আলোচিত বিষয়। অনেকে মনে করেন এটি ভিনগ্রহবাসী কর্তৃক প্রেরিত যান। আবার অনেকে মনে করেন এটি কোনো দেশের তৈরি যান। কিন্তু আসলে যে, এটি কি সে সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে কেউ আসতে পারেননি।

সারা পৃথিবী থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে। এদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় আবার কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কেউ কেউ পালিয়ে যায় আবার কেউ কেউ অন্যের হাতে গুম-খুন হয়ে যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন কিছু নিখোঁজ সংবাদ আসে যার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ইংরেজিতে একে বলে ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স (Disappearance)। সারা পৃথিবীতে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে।

১৮৮৫ সাল। আমাদের এশিয়ার দেশ ভিয়েতনাম তখন ফরাসি উপনিবেশ। ৬০০ ফরাসি সৈন্য তখন ক্যান্টনমেন্ট থেকে সায়গনের দিকে আসছিল। পথিমধ্যে হঠাৎ করে প্রত্যক্ষদর্শীদের চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা। তারা দৌড়াচ্ছিলো না, কিংবা কেউ তাদের উপর আক্রমণও করেনি। এ বিষয়ে প্রচুর তদন্ত হল, কিন্তু তাদের খুঁজে পাওয়া গেল না।

১৯৩০ সালের ঘটনা। মাসটা খুব সম্ভব আগস্ট বা সেপ্টেম্বর। জায়গাটা কানাডার উত্তর মেরুর কাছে। সেখানে আনযিকুনি নামক গ্রামে এস্কিমোরা বাস করে। একদিন হঠাৎ করে সেখান থেকে উধাও হয়ে গেল সকল এস্কিমোরা। যার যার জিনিসপত্র তার সবকিছু ঠিকঠাকভাবেই ছিল, কিন্তু শুধু উধাও হয়ে গেল মানুষগুলো। এমনকি পোষ্য জীব-জন্তুও খোয়াড়ে বাঁধা ছিল। সর্বশেষ ব্যাপারটি গণ-আত্মহত্যা কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কবর খোড়া হল। সেখানেও এক বড় ধাক্কা অপেক্ষা করছিল কর্তৃপক্ষের জন্য। দেখা গেল কবরে কোন লাশ বা কঙ্কাল কিছুই নেই। শুধু জীবিত মানুষই নয়, সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল মৃত মানুষও। তখন থেকে আজ পর্যন্ত কেউ এই ঘটনার ব্যাখ্যা করতে পারেনি।

১৯৩৯ সালে চীনে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল। তারিখটা ছিল ১০ সেপ্টেম্বর। জায়গাটা নানকিং-এর কাছাকাছি কোথাও। পুরো তিন হাজার চীনা সৈন্য গায়েব হয়ে গেল। দুপুর দুটো থেকে তিনটার মধ্যে তাদের শেষবারের মত দেখা গিয়েছিল। বিকাল পাঁচটার সময় তাদের ব্যারাকে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একজনও ফিরে এল না। তখন লোক পাঠানো হলে দেখা গেল যে, তাদের সবকিছুই ঠিকঠাক রয়েছে, এমন কি তাদের অস্ত্রশস্ত্রও রয়েছে। শুধু লোকগুলোই নেই।

এ সময় চীন-জাপান যুদ্ধ চলছিল। এরপর যখন জাপানীরা নানকিং ছেড়ে চলে গেল, তখন তাদের ফেলে যাওয়া কাগজপত্রে এ সম্পর্কে কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তাহলে ?

হিটলারের উপর 'দ্য অকাল্ট রাইখ' নামক বই লিখে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন জে.এইচব্রেনান। তিনি 'দ্য আলটিমেটাম এলসহ্যোয়ার' নামক আরেকটি বই লিখেছিলেন।

এই বইতে তিনি এই রকম গণঅন্তর্ধান সম্পর্কে লিখেছেন। বোনানের মতে, ভিনগ্রহের প্রাণীরা নিয়মিত পৃথিবীতে যাতায়াত করে এবং অনেক সময় এইখান থেকে ধরে নিয়ে যায় মানুষ। এই বইতে তিনি আরো বলেছেন যে, ভিনগ্রহ থেকে কমপক্ষে একজন ব্যক্তি পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। তার নাম ক্যাসপার হসার। তিনি একজন জার্মান তরুণ। নুরেমবার্গের রাস্তায় উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে। কে সে ? কোত্থেকে এসেছে সে সম্পর্কে সে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কিছু বলে যেতে পারে নি।

তিনি তার বইতে বর্ণনা দিয়েছেন কিভাবে হসারকে পাওয়া যায়। তখন সে দিনের আলোয় চোখ খুলতে পারছিল না। অনেকক্ষণ আঁধারে থাকলে আলোতে এসে যেমন হয় ঠিক তেমন অবস্থা ছিল তার। নিজের নামধাম বা কেমন করে নুরেমবার্গ পৌঁছেছিল তাও জানে না সে। শুধু সে কোন দুর্বোধ্য ভাষায় গোটা দশেক শব্দ আউড়ে যাচ্ছিল। খাবার দেওয়া হলে সে গোগ্রাসে গিলতে লাগল। কোনটা

দুধ আর কোনটা পানি তার ফারাক সে বুঝতে পারছিল না। তার পাগুলো ফোলা ছিল। আগুনকে দেখে সে এমন ভয় পেত যেন সে তা জীবনে প্রথমবার দেখছে।

একজন ভবঘুরে, স্মৃতিভ্রষ্ট এবং কর্পদকহীন ব্যক্তির উপর কারো রাগ থাকা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু তবুও তাকে ১৮৩৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর এক পাবলিক পার্কে কে বা কারা যেন খুন করে। লেখক মনে করেন এটি ছিল ভিনগ্রহবাসীদের কাজ।

এমন আরেকটি ঘটনার শিকার হচ্ছেন ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের সোশ্যালিস্ট পার্টির সদস্য ভিক্টর গ্রেসন। কোলন ভ্যালিতে নিজের বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তিনি। আরাম কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন বাইরে। সবার সামনে জীবনের শেষ কয়েকশ গজ হেঁটে তিনি হারিয়ে গেলেন চিরদিনের মত।

১৮০৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে ঠিক এভাবেই রহস্যজনকভাবে ডেভিড লং অদৃশ্য হয়ে যান। তিনি ছিলেন আমেরিকার টেনেসি অঙ্গরাজ্যের একজন বাসিন্দা। তিনি কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বিকালে খামার বাড়িতে কথা বলছিলেন তিনি নিজের ছেলেমেয়েদের সাথে। বেরিয়ে এসে ৪০০ ফুট এগিয়ে গিয়ে ২ জন প্রতিবেশি এবং নিজের দুই ছেলেমেয়ে সারা ও ডেভিডের চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে যান তিনি।

১৯৭৫ সালের ঘটনা। জনস্টন দম্পত্তি ছুটির দিন কাটাতে গিয়েছিলেন ভ্রমণে। জায়গাটা রাশিয়ার সীমান্তের কাছাকাছি। জায়গাটা ল্যাপল্যান্ডের কাছাকাছি কোথাও। তারা একটি পরিত্যক্ত গির্জার পাশ দিয়ে হাঁটছিলেন। খানিক এগোতেই একটি বাঁক পড়ল। অ্যালেন জনস্টন ছবি তুলবেন এজন্য তিনি ক্যামেরায় নতুন ফিল্ম ভরতে শুরু করলেন। ক্রিস্টিনা জনস্টন স্বামীকে পিছনে ফেলে একটু সামনে চলে গিয়েছিলেন। যখন তার স্বামীর কথা মনে পড়ল তখন তিনি দেখলেন তার পিছনে আর কেউ নেই। তিনি স্বামীকে ডাকলেন কিন্তু কেউ তার কথার জবাব দিল না। তিনি ফিরে এসে অভিযোগ করলে অনেক খোঁজাখুঁজি হল। কিন্তু কোন লাভ হলো না। সবাই মনে করলেন যে, রাশানরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু রাশানরা হলফ করে বলেছে যে, তারা এ নামে কাউকে বন্দি করেনি। এমনকি তারাও সার্চ পার্টি পাঠিয়েছিল। গন্ধ শুঁকে শুঁকে জিনিস বের করার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরাও ব্যর্থ হল।

কিন্তু অ্যালেন জনস্টন ? তিনি কোথায় গেলেন ? এর উত্তর জানা যায়নি। অন্যান্য ঘটনাগুলোর ব্যাপারেও জানা যায়নি এই উত্তর। আর হয়ত কখনো জানাও যাবে না।

এমনি ধরনের অসংখ্য ঘটনার খবর পাওয়া যাচ্ছে পত্র-পত্রিকায়। আমেরিকার ডিবি-১, ২ এর বিজ্ঞাপন না দিয়ে ইউ.এফ.ও'র সদস্যরা নাম না জানা কোনো দূরগ্রহে ইমিগ্রান্ট হিসাবে পাঠিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীর মানুষকে।

ঢাকায় প্রচণ্ড তুষারপাত

তাহ্‌সিন আহমেদ চৌধুরী
কলেজ নম্বর : ৯৮৬
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : গ

পরশু রাতে মৃদু ভূমিকম্প হওয়ার পরেই জোড় বৃষ্টি নেমেছিল। সেই সঙ্গে ছিল কনকনে ঝড়ো হাওয়া। সেই বৃষ্টি আবার নেমেছে আজ সকালে। কিন্তু বৃষ্টির শব্দ এখন আর শোনা যাচ্ছে না। বাইরের প্রকৃতি নীরব। হঠাৎ করে ঢং-ঢং করে ঘড়িতে ৭টা বাজল। তবুও অনুদের বাড়িতে যেন এখন মাঝরাত। সবাই জেগে, কিন্তু কারও উঠবার চেষ্টা নেই। কারণ প্রচণ্ড শীত, হঠাৎ করেই শুরু হয় এই শীত। সবাই কম্বলের ভেতরে। একটু উঠে আগুন জ্বালিয়ে ঘরটিকে গরম করার মত অবস্থাও নেই। যদিও সময়টা শীতকাল কিন্তু এত শীত। অসম্ভব! এ শীত আর আগের শীতের মধ্যে কত তফাৎ।

অনুর বাবা, অমল বসু তো অবাক! বললেন, "ঢাকায় এত শীত আগে তো দেখিনি।" অনুর মাও কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন— চু-চু-চুলা ! ঘরের বাইরে গিয়ে রান্নাঘরে চুলাটা জ্বালিয়ে আসতে পারবে !

অনুর বাড়িতে থাকেন মোট ৬ জন সদস্য। অনু, তাঁরা ছোট ভাই, সজল, মা, বাবা, চাচা ও অনুর ৮ বছরের ছোট বোন। ঘরের সবার চেয়ে সাহসী হচ্ছে অনু। তো ১৪ বছর বয়সের অনু মায়ের কথার উত্তরে এক দৌড়ে কিচেনে গিয়ে চুলায় আগুন ধরাল।

কিছুক্ষণ পর ঘরটা গরম হল। ঘড়িতে এখন ৮টা। দেখেই অনুর বাবা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। অফিসে যেতে দেরী হবে। আজ আর নাস্তা খাওয়া হল না তাঁর। রেডি হয়ে যেই কিনা দরজা খুলতে যাবেন এমনি হল আরেক বিপদ। দরজা তো খুলছেই না। মনে হচ্ছে যেন বিশাল একটা পাথর দিয়ে দরজা বাহির দিয়ে লাগানো। অনেকক্ষণ ধাক্কাধাক্কির পর দরজা খুলল। যেই বাহিরের দিকে তাকালো অমনি সবাই চুপ হয়ে গেল। হা করে তাকিয়ে থাকল। বাইরে যে বরফ! মানে তুষার! হঠাৎ ঢাকায় এত পরিবর্তন। হঠাৎ করে আবহাওয়ার কি হল ? দেখা গেল দু'চারটে বিল্ডিং এর লোকেরাও বরফ দেখে অবাক। সবার মুখে একটাই কথা,

— "ঢাকায় তুষারপাত! অসম্ভব!"

— "ভাবাই যাচ্ছে না, বাংলাদেশে তুষারপাত! অথচ গত দুদিন আগেও ছিল হালকা শীত।"

— "ঢাকায় স্নোফল ?"

— "ঢাকায়। — অ্যাঁ!"

ব্যস্ আজ কারও আর বাইরে যাওয়া হল না। অনুর বন্ধু শ্যামল ফোন করল তাকে যে সে স্কুল যাবে কিনা। অনু না বলল। সবাই যে যার মতো করে শীত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে তার চেষ্টা করতে লাগল। অনুর ভাই সজল গেল কম্বলের নিচে। ছোট বোন টুকটুকি ঠাণ্ডার বাহানা ধরে আহ্লাদ করতে লাগল। "মা, বসো না, শোও না?" সবার খুব খিদে পেয়েছে। বাজে এখন দশটা। এতক্ষণ না খেয়ে থাকা যায়? কিন্তু কিছুই করার নেই। মা দুপুরের দিকে সোয়েটার শাল পরে গেলেন কিচেনে, তাও অনেক কষ্টে। দুপুরের খাওয়া হয়ে গেলে আবার সবাই গেল খাটে।

ঢাকার এ আবহাওয়া শুধু সেই দিন নয়। চলল আরও দু'দিন। স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালতে যাওয়া হচ্ছে না। মা পুরানো একটা ব্যাগ বের করে যার যার প্রয়োজনীয় কাপড় দিলেন। এখন যেখানে সেখানে পড়ে রইল শীতের কাপড়। যেমন— জ্যাকেট, সোয়েটার, শাল ইত্যাদি। বিছানায় কাঁথা, লেপ, কম্বলের বিরাট স্তূপ হয়ে গেল। ঘরের অবস্থা তো খারাপ, এলোমেলো কি বিচ্ছিরি অবস্থা। দু'দিন পর শীতের প্রকোপ কমল। অনুকে সেদিন স্কুলে যেতে হল। আজ স্কুল-ড্রেসের উপরে তার প্রিয় জ্যাকেট আর বুট পরে বের হল। এখন সবখানেই অন্যরকম পরিবেশ। রাস্তা থেকে বরফ সরানো হচ্ছে। ছেলেরা মাঠে বরফ দিয়ে মূর্তি বানাচ্ছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর বাস পেল। স্কুলে ছাত্রদের উপস্থিতি কম। টিফিন আওয়ার্সে আগের মতো ক্রিকেট না খেলে খেলছে বোলার-স্কেটিং, কেউ বরফ ছোঁড়াছুড়ি করছে।

স্কুল শেষে বাস ধরে গেল মনিপুরীপাড়ায়। তার জ্যাঠামশাই-এর বাড়ি। নাম সুনীল বসু। তিনি একা মানুষ। তাই তাঁর একমাত্র ভাই অমলের ছেলে অনুকেই তিনি বেশি পছন্দ করেন। মূলত তিনি একজন বিজ্ঞানী। বিভিন্ন নতুন জিনিস তৈরির স্বপ্ন দেখেন। যখন অনু বাসায় গেল তখন তিনি ছিলেন না। তিনি প্রায় ২৪ ঘন্টাই থাকেন তাঁর ল্যাবে। কিন্তু তখন তাঁকে সেখানে পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ছাদে তাঁকে পাওয়া গেল। জ্যাঠামশাইকে দেখে অনু চমকে উঠল। কি অস্বাভাবিক রকমভাবে চোখমুখ বসে গেছে তাঁর, গায়ে রয়েছে একটা সুতির পোশাক আর শাল, এ শীতে এ পোশাক পরা আর না পরার মধ্যে তফাৎ নেই। জ্যাঠাকে ডেকে বলল— "জ্যাঠামশাই এত শীতে আপনি এখানে দাঁড়িয়ে, নিউমোনিয়ায় মারা যাবেন যে?"

জ্যাঠামশাই মৃদু হেসে বললেন, নিউমোনিয়া, হোক না, ঢাকার মনিপুরী পাড়ার এ বাড়ির ছাদে শ্লোফলে মারা গেলে ক্ষতি কী? এমন সৌভাগ্য ক'জন বিজ্ঞানীর হতে পারে?

অনুর যা সন্দেহ হয়েছিল ঠিক তাই হলো, পৃথিবীর এ আমূল পরিবর্তনের মূলে রয়েছেন তার জ্যাঠামশাই। কিছু না বলে অনু তাড়াতাড়ি তাঁকে ল্যাবে নিয়ে গিয়ে কফি বানাতে লাগল। জ্যাঠামশাই বললেন—"কিরে অনু, আজ একদম সাহেব হয়ে এসেছিস?"

— "হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই, শুধু আমি নই, আপনি তো সবাইকে সাহেব বানিয়ে দিয়েছেন।"

— "আমি! মানে?"

— "থাক, আর লুকানোর দরকার নেই। আমি জানি আপনিই সেই বিজ্ঞানী যাঁর কারণে পৃথিবীর আবহাওয়ার এত পরিবর্তন। আপনিই তো আমাকে একদিন বলেছিলেন যে, আপনার আবিষ্কার পৃথিবীতে এক আমূল পরিবর্তন আনবে। তখন আর ঢাকাকে চেনা যাবে না।"

— "হ্যাঁ, কিন্তু তার মানে ---।

— "আর মানে টানে বুঝি না, কি হয়েছে, মানে আসল ব্যাপারটা কি খুলে বলুন!"

অগত্যা হার স্বীকার করতে হল তাঁকে। তো মুখে একটা চুরুট নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে বুঝাতে লাগলেন আসল ব্যাপারটা কি?

— "আজকের নিউজ বুলেটিন শুনেছিস? সকাল ছ-টার?"

— "না, তো! কেন?"

— " জানিস, ঢাকায়, চট্টগ্রামের বনে জঙ্গলে, সমুদ্র উপকূলে পেঙ্গুইন ও শ্বেত ভল্লুক দেখা দিয়েছে। ঢাকার বর্তমান তাপমাত্রা এখন কত জানিস?"

— "নাহ্!"

— "হিমাঙ্কেরও ৫° নিচে। আবার, ইংল্যান্ড, ইউ, এস.এ., কানাডায় দেখা গিয়েছে চড়ুই, দোয়েল, কাক ইত্যাদি পাখির। সেসব জায়গার বর্তমান তাপমাত্রা কত জানিস? ৩৫° সে.। এই যে পৃথিবীর এ আমূল পরিবর্তনের মূলে রয়েছে একটা বিস্ফোরণ। পৃথিবী গ্রহের বাইরে ছোট এ বিস্ফোরণটা আমি ঘটিয়েছি। ঐদিন রাতের ভূমিকম্পটা টের পেয়েছিলি?"

— "হ্যাঁ।"

— "ওটাই ছিল তার প্রতিক্রিয়া। সৌরজগতের এ বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবী গ্রহটা ঘুরে যায়। ইকুয়েটরের স্থান পরিবর্তন মানে পুরো আবহাওয়ার পরিবর্তন। আস্তে আস্তে ভৌগোলিক পরিবর্তনও হবে।"

অনু বুঝল পরিবর্তনটা মারাত্মক। কিন্তু এটা কিভাবে হল ?

জিজ্ঞেস করতেই তার জ্যাঠা বললেন,

— "সূর্য আমাদের কি দেয় ?"

— "আলো ও তাপ।"

— "ঠিক! তো এ আলো ও তাপ কোথায় পড়ে বেশি, কোথাও পড়ে কম, কোথাও পড়েই না, যেমন—উত্তর ও দক্ষিণ মেরু।

অনু মনোযোগী ছাত্রের মতো শুনতে লাগল জ্যাঠামশাইয়ের কথা।

— "এখন যদি পৃথিবী গ্রহটা ঘুরে যায়, তাহলে যেখানে সূর্যের আলো বেশি পড়ত। অর্থাৎ সরাসরি সূর্যের তাপ ও আলো পড়ত সেখানে এখন পড়বে বাঁকাভাবে। যেখানে বলতে গেলে পড়তই না সেখানে এবার পড়বে। আর যেখানে আগে পড়ত সেখানে ধরতে গেলে পড়বেই না। তার মানে গোটা পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন।"

অনু তো হতবাক।

— "আবহাওয়ার পরিবর্তন কিভাবে আনা যায় সেটাই ছিল আমার জীবনের সাধনা। এ সাধনায় আমি সফল হয়েছি।"

অনু বলল— "তা হলে আর আগের মতো গরমকালের বিচ্ছিরি গরম আসবে না, না ?"

— "না। তবে বিচ্ছিরি রকম শীত আসতে পারে। প্রচণ্ড শীত। চারদিকে তুষারপাত, তুষারঝড়ও হতে পারে।"

বাইরে আবার শুরু হয়েছে তুষারপাত। প্রচণ্ড শীত পড়ছে। অনু জ্যাঠামশাইকে বলল— "জ্যাঠামশাই, আপনার ল্যাবে একটা ফায়ারপ্লেস বানিয়ে নিন না। ঘরটা গরম থাকবে।"

জ্যাঠামশাই সাথে সাথে হা-হা করে হেসে বললেন, "বেশ ভালোই উপদেশ দিয়েছ।" অনুও লজ্জা পেয়ে গেল। যে কিনা গোটা পৃথিবীটাকে বদলে দিল তাকে এরকম উপদেশ দেওয়া অনুর উচিত হয় নি।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার মুখে জ্যাঠামশাই তার আবিষ্কারের কথা অন্য কাউকে বলতে নিষেধ করলেন। বললেন যে, এ নিয়ে তিনি আরও কয়েকদিন গবেষণা করবেন। তারপর না হয় বলা যাবে।

রাস্তায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর অনু বাস পেল। রাস্তায় মানুষজন কম। সোজা সে বাসায় গেল। আজ আর পড়ল না। ঢাকার এ অবস্থা আরও এক সপ্তাহ রইল, স্কুল-কলেজ, ইউনির্ভাসিটিগুলোতে আপাতত এক মাসের বন্ধ দিল। প্রতিদিন নতুন নতুন খবর বের হচ্ছে। খবরের কাগজে উঠছে নানা খবর।

উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপের দেশগুলোতে দেখা গিয়েছে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আবহাওয়া। সেখানে দেখা দিচ্ছে নানা রকম রোগ ব্যাধি, মানুষ গরমে অস্থির হয়ে পড়েছে। এমনকি নভেম্বরেও মানুষ ছটফট করছে গরমে। কাক ও চড়ুই পাখির উৎপাত বেড়ে গিয়েছে। রাস্তায় বেড়ে গেছে আবর্জনা। শহরগুলোর বিখ্যাত নাইটক্লাবগুলো জমজমাট অনুষ্ঠান বাতিল করে বক্তৃতার আয়োজন করেছে। বক্তৃতার বিষয় : "পরিবর্তিত আবহাওয়ায় সুস্থ হয়ে বাঁচার পথ।" বক্তাদের হয় প্রবাসী ভারতীয়, না হয় বাংলাদেশী। তারা সাহেবদের দই, ঘোল, বেলের মোরব্বা, কাঁচকলার ঝোল ইত্যাদি খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন।

পক্ষান্তরে শীতপ্রধান দেশের আবহাওয়া দেখা দিয়েছে, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশে। সেখানে শীতপ্রধান দেশের ধাঁচে বাড়ি ঘর তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া কিছু কিছু জায়গায় দেখা দিচ্ছে পেঙ্গুইন, শ্বেত ভল্লুক ইত্যাদি পশুপাখি। সেখানকার মানুষের গায়ের রং ক্রমাগত ফর্সা হচ্ছে। পক্ষান্তরে, পূর্বের শীতপ্রধান দেশের মানুষের গায়ের রং ক্রমাগত কালো হচ্ছে। আবহাওয়াবিদরা বলেছেন, পৃথিবীর এ আমূল পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে নিছক প্রকৃতির খেয়াল, না হয় কোন বিজ্ঞানীর।

আবহাওয়ার এ পরিবর্তনটা অনুর জন্য একদিক দিয়ে মজারই। কারণ এর ফলে তার গায়ের রং আগের চেয়ে অনেক ফর্সা হয়েছে।

তো পরদিন অনু সকালের দিকে গেল জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি। দেখল জ্যাঠামশাই একটা অদ্ভুত রেডিও নিয়ে বসে আছেন। এটি তাঁর নিজের তৈরি। এ রেডিও-তে পৃথিবীর যে-কোন সেন্টার ধরা পড়ে। সেখানে ওয়ার্ল্ড নিউজ বুলেটিনে খবর শুনছিলেন। অনুও এসে যোগ দিল। কিন্তু কিছুই বুঝল না। খবর শেষ হওয়ার সাথে সাথেই জ্যাঠামশাই উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, "এ-খবর শোনার জন্যই আমি এতদিন অপেক্ষা করেছিলাম।"

— "কি খবর ?"

— "জানো তো, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে সূর্যালোক না পড়ায় সারাবছর বরফে ঢাকা থাকে। এখন পৃথিবীর অবস্থান পাল্টে যাওয়ায় পূর্বের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে সরাসরি সূর্যালোক পড়ায় চিরতুষার অঞ্চল গলতে শুরু করেছে।"

—"তো আমাদের কী ?"

—"আরে, যদি এসব অঞ্চলের তুষার গলতে শুরু করে তবে আমাদের চোখের সামনে এক বিশাল জগৎ খুলে যাবে।"

—"কিভাবে।"

—"জানো তো, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু সারাবছর বরফে ঢাকা থাকে। অনেক দুঃসাহসী অভিযাত্রী সেখানে যাত্রা করে প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু এখন তা আর হবে না। সূর্যালোক সরাসরি পড়ায় সেসব অঞ্চলের বরফ গলে যাবে। ফলে অজানা সে জগৎ সম্বন্ধে আমরা জানতে পারব। মানুষ সেখানকার সম্পদ খুঁজে বার করবে। সেগুলো ব্যবহার করে বেঁচে থাকবে। তাছাড়া অজানা সে অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ইত্যাদি সম্পর্কেও জানা যাবে।"

অনু বুঝল পরিবর্তনটার গুরুত্ব অনেক। কিন্তু পরিবর্তনের অনেক পরিণতি পরদিন সকালে বুঝা গেল।

পৃথিবীর এ আমূল পরিবর্তনের ফলে চিরতুষারের দেশ গলতে শুরু করেছে। ফলে সমুদ্রের পানি বেড়ে গিয়েছে। অতিরিক্ত বন্যা দেখা দিচ্ছে পূর্বের শীতপ্রধান দেশগুলোতে। ফলে এসব অঞ্চলের মানুষেরা বন্যায় মারা যাচ্ছে। জনপদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ফলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় ২১ কোটি লোক মারা যাবে বলে এক জরিপে দেখা গিয়েছে। আবার পূর্বের গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলোতে প্রচুর শীত পড়ায় পৃথিবীর দুটি মহাদেশের সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং গড়ে উঠবে চিরতুষারের দেশ।

খবর পেয়ে অনু জলদি ছুটে গেল জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি। গিয়ে দেখল জ্যাঠামশাইয়ের ল্যাব লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। ল্যাবের এক কোণে বসে আছেন তিনি। মাথায় হাত। অনুকে দেখে বললেন "আমি পারলাম নারে অনু।"

— "আজকের খবরের কাগজ পড়েছ?"

— "হ্যাঁ।"

— "তাহলে কিছু একটা কর।"

— "নারে অনু তা আর সম্ভব নয়। অনেক চিন্তা করেছি কি করব। কিন্তু কিছু মাথায় আসে না। আমাকে মনে হয় হারতে হল। আমার গবেষণার অর্ধেক কাজ করেছে। পুরোটি নয়।"

— "কিছু না করতে পারলে আপনি পৃথিবীকে আবার আগের মত করে দিন। এত মানুষকে মেরে ফেলার কোন অধিকার আপনার নেই।"

এ বলে অনু বেরিয়ে গেল। রাতে আবার একটা মৃদু ভূমিকম্প হল। কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কিন্তু মানুষ ভয় পেল। একে তো পৃথিবীর এ অবস্থা তার উপর আবার ভূমিকম্প। পৃথিবীর দিন শেষ হয়ে এল নাকি?

অনু বুঝল আসল ব্যাপারটা কি? কিছুক্ষণ পর সবাই গরমে অস্থির হয়ে পড়ল। অনুরা বাড়ির জানালা খুলে দিল। একি! বাইরে যে কোন বরফ দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশাও প্রায় নেই। হালকা মৃদু শীত। এই সেই আগের ঢাকা।

সকালে অনু গেল জ্যাঠামশায়ের বাড়ি। দেখল তিনি ল্যাবে চুপচাপ কি যেন করছেন কম্পিউটারে। অনুকে দেখে বললেন, "আমি পারলাম না অনু, আমাকে শেষ পর্যন্ত হারতে হল।"

— "না জ্যাঠামশাই। আপনিই হচ্ছেন একজন সত্যিকারের বিজ্ঞানী। আপনি আপনার গবেষণা চালিয়ে যান। হয়তো আপনার অসম্পূর্ণ কাজ অন্য কোন বিজ্ঞানী এসে সম্পূর্ণ করবে।"

ঢাকার এ ঘটনাটা অনুর চিরদিন মনে থাকবে। সুনীল বসুর ল্যাবে ছিল বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যা তাঁর নিজের তৈরি। তিনি একটি টাইম মেশিন তৈরি করেছেন। যেখানে অতীত ও ভবিষ্যতে গমন করা যায়। তিনি গবেষণা চালাতে লাগলেন। সত্যিই কি ভবিষ্যতে এমন কেউ আসবে যে তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করবে? সত্যিই আসবে। তিনি দেখেন ২১ বছর সে বিজ্ঞানীর আবিষ্কার তাঁকে বিখ্যাত করে তুলেছে। সে বিজ্ঞানী কে? সে হল অনীল বসু (অনু)।

পৃথিবীর কেন্দ্র ও তার রক্ষক

নূর ইবনে সাইদ

কলেজ নম্বর : ১৩৩৪

শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : গ

ডঃ আসিফ অনেক ভেবেছেন। একটা ঘটনা তার মত পরিবেশ বিজ্ঞানী ও সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদকেও আতঙ্কিত করেছে। বৃদ্ধ আসিফ তার সাদা চুলওয়ালা মাথাটা চুলকিয়ে তার সহকারী তপুকে বললেন, তপু ২৫৭৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন নামক শহরখানি মাটির তলে পড়ে গিয়েছিল। আমি বুঝতে পারছি না এটা কিভাবে হল?"

তপু বলল "কোন বোমা বিস্ফোরণ কিংবা ভূমিকম্প।"

ডঃ আসিফ, "না। এ বিষয় নিয়ে আমার শিক্ষক অনেক গবেষণা করেও কূল কিনারা পাননি কিন্তু আমি এই বিষয়ে সফল হতে চাই।"

একথা তপু ভাল করেই জানে ডঃ আসিফ, যা বলেন তাই করেন। একথা তেবে কেন যেন তার মুখটা ফ্যাকাশে বর্ণের হয়ে গেল। সে বলল, "স্যার এ বিষয়টা বেশ জটিল এ নিয়ে গবেষণা করে লাভ নেই।"

ডঃ আসিফ হেসে বললেন, "ভয় পাচ্ছ তপু?"

তপু চিন্তিত দৃষ্টিতে আসিফের দিকে তাকিয়ে বলল, "না।"

ডঃ আসিফ ঠোঁটের কোণায় একটু হাসি রেখে বলল "আমি জানি তুমি ভীরু নও। তবে কি জান এই গবেষণার ফল যে দিন আমি দেখব, সেই দিন আমি মৃত্যুকে হাসতে হাসতে আলিঙ্গন করতে রাজি থাকব।"

তারপর তপু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তবে তাই হোক।"

ডঃ আসিফ বললেন "তবে তুমি আমাকে সাহায্য করবে। কাজ তবে আজ হতে শুরু করে দেয়া যাক। জান তপু, আমি এত বড় গণিতবিদ হয়েও অনেক কিছু আমার অজানা। আমি তা জানতে চাই।"

তখন তপু অদ্ভুত এক স্বরে বলল "সবার সব জানলে মানুষের জীবন অনেক বেশি দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। তাই সব না জানাই ভাল।"

তারপর তাদের মাঝে আর কোন কথা হল না। তারা গবেষণা শুরু করল। বোস্টন নামক শহর সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা যেসব তথ্য রেখে গেছেন সেসব থেকে আসিফ সাহেব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো সংগ্রহ করছেন। গবেষণা কেন্দ্রে ডঃ আসিফ ও তপুর ৭ দিন কেটে গেল। মাঝে মাঝে বাড়ির কেয়ারটেকার রাকিব এসে খাবার দিয়ে যায়। একটা জিনিস আসিফ তবুও ভালভাবে লক্ষ্য করলেন, তপুর কাজে মন নেই। তাই তিনি তপুকে কিছুদিনের জন্যে ছুটি দিয়ে দিলেন। তপুর বদলে তাকে সাহায্য করতে লাগল ষষ্ঠ স্থলের একটি রোবট ও তৃতীয় স্তরের একটি কম্পিউটার।

প্রায় ১৪ দিন ইতিপূর্বে চলে গেছে। ১৫ দিনের শেষ প্রহরের দিকে ডঃ আসিফ বোস্টন শহরের ভূমি উল্টানোর ব্যাখ্যাটা পেয়ে গেলেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটা তাকে বেশ চিন্তিত করে তুলল। কারণ ব্যাখ্যাটা ছিল এরূপ "কোন প্রাকৃতিক কারণে এ ঘটনা ঘটেনি। আবার কোন মানুষ এ কাজ করেনি বা করার ক্ষমতা কোন মানুষের নেই।" ডঃ আসিফ গম্ভীরভাবে ভাবছেন। এভাবে আরও দুই থেকে তিন দিন পর, অবশেষে একদিন পুরো রহস্যটা তাঁর চোখে ধরা পড়ল। প্রাকৃতিক কারণে কিংবা কোন মানুষ এ কাজ করেনি। এ কাজ করেছে অতিবুদ্ধি কতগুলো প্রাণী। কিন্তু প্রাণীগুলোর বুদ্ধি কত স্তরের। আর তারা বারমুডায় বা কেন আছে। সেটা পৃথিবীর কেন্দ্রভূমি নাকি কোন প্রাকৃতিক শক্তি সেখানে কাজ করে? যাই হোক তিনি বারমুডায় যাবার জন্যে ব্যবস্থা করলেন। তার আগে বিশ্বকে জানান দরকার তার গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে। তাই তিনি একটা ফ্লপিতে সকল তথ্য ঢুকিয়ে ম্যাজেক্স নামক তথ্য প্রেরণকারী এক কম্পিউটারে তা ঢুকিয়ে দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন। ডঃ আসিফ ভাবলেন আর ১ ঘণ্টা পরেই তার বাড়িটা কোলাহলপূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে তপুকে খবরটা জানান দরকার। তাই তিনি দ্রুত গতিতে ফোনটা তুলে নিলেন। ভিডিও ফোনটা দ্বারা তপুর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা যুবক ভিডিও ফোনের সামনে দেখা দিল। ডঃ আসিফ তাকে সম্বোধন করে বললেন, "তপু আমি গবেষণার ফলাফল পেয়ে গেছি।" তিনি দেখলেন তপুর মুখটা শ্যামবর্ণের হয়ে গেল। হঠাৎ লাইনটা কেটে গেল। ডঃ আসিফ ভাবলেন বাড়ির বাইরে থেকে ঘুরে আসলে খারাপ হয় না। তিনি বেশ কিছুক্ষণ বাইরে থেকে বাড়ির দিকে ফিরতে লাগলেন। মনে মনে ভাবলেন নিশ্চয়ই তার বাড়িটা সাংবাদিক, ছাত্র, বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। এটা তার কাছে নতুন কিছু না। বহুবার এমন হয়েছে। কিন্তু তিনি বাড়িতে এসে দেখলেন কেউ নেই। তিনি ঘরে ঢুকলেন আজ বাড়িতে রাকিব নেই। তাই বাড়িটি আরও কোলাহলমুক্ত। তিনি তার গবেষণাগারে গিয়ে দেখলেন তার কম্পিউটার প্রোগ্রাম সব নষ্ট হয়ে গেছে। ম্যাজেক্সটাও নষ্ট। হঠাৎ পিছন থেকে একটা ডাক হল, "ডঃ আসিফ ওগুলো নষ্ট। ডঃ আসিফ দ্রুত গতিতে পিছনে ফিরলেন। তিনি দেখলেন তিন সুঠামদেহি যুবক তার সামনে। তার মধ্যে দুজন তার পরিচিত। তারা আর কেউ নয় তপু ও রাকিব। কিন্তু আজ তাদের বড়ই অদ্ভুত লাগছে।

ডঃ আসিফ প্রশ্ন করলেন, "তপু এসব কে নষ্ট করেছে?"

উত্তরে তপু বলল, "আমি! আমি করেছি।"

ডঃ আসিফ, "কিন্তু কেন?

রাকিব বলল, "আপনার গবেষণা করে বের করা তথ্যগুলো কোন মানুষের জানার অধিকার নেই।"

ডঃ আসিফ "তবে তোমরা তো জেনে গেছ। অন্যদের জানতে দোষ কি?"

তপু "আছে! দোষ আছে। ওরা মানুষ কিন্তু আমরা তা নই।

ডঃ আসিফ বললেন, "তবে তোমরাই সেই বুদ্ধিমান প্রাণী। কিন্তু তোমরা মানুষ বেশে কেন ? আর বারমুডায় বা থাকছ কেন ?

"কারণ ওটা পৃথিবীর কেন্দ্র। যার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীকে নিজেদের আয়ত্তে রাখি। আর আমাদের চেহারা দেখার মত মানুষের ত্রিমাত্রিক চোখ নেই। তাই মানুষ বেশে আপনার ও মানুষের কাছে আমরা আসি।" উত্তরে রাকিব একথাটি বলল।

ডঃ আসিফ, "তোমরা বোস্টন শহর কেন ধ্বংস করেছ ?"

তপু বলল, "কারণ একটাই, বোস্টন শহরে ডঃ মামুন পাশা নামক এক বিজ্ঞানী আমাদের কথা জেনে ফেলে। আর সে সেই শহরের সবাইকে তা জানিয়ে দেয়। তাই তাদের এরকম পরিণতি হয়েছে।"

ডঃ আসিফ বললেন, "তোমরা এত নিষ্ঠুর কেন ? তোমরা যে এই পৃথিবীতে আছ তাই বা মানুষ জানলে দোষ কি ?"

তপু বলল, "মজার মানুষ আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। আমরা চাই না তারা ভয় পাক, চিন্তিত হোক। আপনার মত কতগুলো মানুষ অন্যদের ভীত করতে চায়। তাই বাধ্য হয়ে হত্যা করতে হয় আপনাদের।

রাকিব ও তপু অপরের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে কিছু বলল।

রাকিব বলল "মহামান্য আসিফ আপনার এখন যাবার সময় হয়ে গেছে।"

ডঃ আসিফ উত্তেজিত হয়ে বলল, "কোথায় ? কোথায় ?"

তপু বলল, "কেন মৃত্যুর পর মানুষ যেখানে যায়।"

ডঃ আসিফ ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, "আমাকে এখন মরতে হবে ?"

রাকিব শান্ত গলায় বলে, "হ্যাঁ, মহামান্য। আপনার শেষ ইচ্ছাটা বলুন।"

হাঁফাতে হাঁফাতে আসিফ সাহেব বললেন, "আমি তোমাদের সম্পর্কে জানতে চাই।"

তপু বলল, "তবে শুনুন। মানব জন্মের বহু পূর্বে আমাদের পূর্বে প্রাক্ররা এ গ্রহে আসে। তখন পৃথিবীতে থাকার মত একটা জায়গা ছিল তা হল বারমুডা। তখন থেকে আজ পর্যন্ত এখানে আমরা আছি। মানুষের মস্তিষ্ক, হৃদয়, বিবেক ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করছি। আমাদের কাছে মানুষ অতি আকাঙ্ক্ষার পাত্র। আমরা চাই না তারা জানুক এ পৃথিবীতে প্রাক্র নামক অতিবুদ্ধি প্রাণী আছে। যারা তাদের থেকেও ক্ষমতাশালী।

রাকিব বলল, "তপু পেথিলিয়াম গ্যাস মহামান্য আসিফের নাকের কাছে নিয়ে যাও এতেই তার মৃত্যু ঘটবে।"

ডঃ আসিফ বলল, "আমি তোমাদের চেহারা দেখতে চাই। দেখতে চাই তোমাদের হৃদয়ে যে পাষাণ চাবুক আছে। যা দিয়ে তোমরা মানুষ হত্যা কর ওটা দেখতে কিরূপ ?"

তপু বলল, "আমরা মানুষ হত্যা করি না, তাদের রক্ষা করি। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর আজও আমাদের কারণে টিকে আছে ও টিকে থাকবে। আর আমাদের হৃদয় নেই, বিবেক নেই তাই আমরা আপনাদের নিম্নস্তরের। কিন্তু বলতে পারেন, বিবেকবান মানুষ কেমন করে হত্যা করে অন্য আর একজনকে। যা হোক আপনাকে এখন মরতে হবে।"

ডঃ আসিফ বলল, "আমি দেখতে চাই তোমার চেহারা। আমি জানি আমি তা দেখে মরে যাব। তবুও দেখতে চাই।"

রাকিব ও তপু বলল, "তবে তাই হোক।" একথা বলার পর অদ্ভুত এক রশ্মি দেখা দিল। ডঃ আসিফ ভয়ঙ্কর তিনটা প্রাণীকে দেখে চিৎকার করলেন — আ-না-আ-অ...। তারপর মৃত্যু।

পরদিন পুলিশ ও সাংবাদিকের মেলা দেখা গেল ডঃ আসিফের বাসায়। এক রাস্তার কোণে রোডভিশনে সবাই খবর দেখছে— খবরটা ছিল আজ প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ ডঃ আসিফ-আল-ফয়েজ চৌধুরী অস্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করে। পুলিশ জানায় তার চোখ মস্তিষ্ক ও হৃদয় ঝলছে গেছে। এরকম মৃত্যু পূর্বে কখনো ঘটে নি। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি কি নিয়ে গবেষণা করেন তা আজও অজ্ঞাত। তাঁর সহ কারী ও বাড়ির কেয়ারটেকার এখন পর্যন্ত নিখোঁজ।" খবর শেষ হলে সবাই নিজ নিজ কাজে চলে গেল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা যুবক বিড়বিড় করে বলল, "প্রাক্র সম্পর্কে কেউ কোনদিন জানবে না। যারা জানবে তারা বোস্টন শহর ও ডঃ আসিফ এর মত ধ্বংস হবে।"

আচ্ছা ঐ ছেলেটি কে ? ওকি তপু আর প্রাক্ররাই বা কারা ? এই প্রশ্ন চিরদিনের মত মানুষের কাছে অজ্ঞাত থেকে গেল।

পরিশিষ্ট

১। ত্রিমাত্রিক চোখ ঃ অত্যন্ত শক্তিশালী দৃষ্টি যে চোখে থাকে। (কাল্পনিক)

২। প্রাক্র ঃ অতি বুদ্ধিমান জীব। (কাল্পনিক)

৩। পেথিলিয়াম ঃ অত্যন্ত বিষাক্ত গ্যাস (কাল্পনিক)

৪। রোডভিশন ঃ রাস্তায় যে সব টি.ভি. লাগান থাকে। (কাল্পনিক)

৫। ম্যাজেক্স ঃ দ্রুতগতিতে যে কোন জিনিস নির্দিষ্ট স্থানে পৌছানোর যন্ত্র। (কাল্পনিক)

ধ্বংস এবং...

আসিফ আল-ফয়সাল
কলেজ নম্বর : ১০৬২
শ্রেণী : অষ্টম, শাখা : গ

অন্ধকারের ভেতর দিয়ে তিনজন তরুণ এগিয়ে যাচ্ছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের দিকে। ওদের নাম অ্যান্ড্রু, ডেভিড ও ট্রিগা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা প্রবেশ করতে যাচ্ছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভিতরে।

কিছু দিন আগে জার্নালে বের হওয়া একটি খবর ওদের জীবনকে ওলট-পালট করে দিয়েছে। 'মারাত্মক দূষণের ফলে পৃথিবী কিছু দিনের মধ্যেই ধ্বংস হতে যাচ্ছে'— খবরটি পুরো বিশ্ববাসীদের মাঝে হাহাকার সৃষ্টি করেছিল। কারণ বর্তমান প্রযুক্তি দিয়ে কেবল সৌরজগতের সবচেয়ে কাছাকাছি নক্ষত্রপুঞ্জে যাওয়া যায় এবং মানুষের বসবাসের উপযোগী কোন গ্রহ এখনো খুঁজে পায়নি। যার ফলে পৃথিবীর একজন মানুষকেও স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু ট্রিগা নামের তরুণটি বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের মধ্য দিয়ে গ্রহান্তরের কথা ভাবল। সে এর ভেতর দিয়ে একটি রোবট পাঠিয়েছিল। রোবটটি যেখানেই যেত সংকেত দিত, কিন্তু এটি দেয়নি, অর্থাৎ রোবটটি অন্য গ্রহে বা মহাশূন্যে চলে গিয়েছে যেখান থেকে সংকেত পৃথিবীতে আসছে না।

এরপরে ট্রিগা ভাবল যে, বারমুডার অপর প্রান্ত থাকতে পারে তিন রকম জায়গায়— (ক) মহাশূন্য, (খ) কোন গ্রহে বা উপগ্রহে বা (গ) কোন নক্ষত্রে। এর মধ্যে যদি বারমুডার অপর এক প্রান্তে কোন গ্রহে থেকে থাকে আর যদি সেটা বসবাসের উপযোগী হয়। এ ধরনের একটি চিন্তা থেকেই ট্রিগা অবশেষে বারমুডার ভেতর দিয়ে যাত্রাটাই পছন্দ করল। সে তার দুই বন্ধু অ্যান্ড্রু ও ডেভিডকেও এ সম্পর্কে বলল ও তারাও ট্রিগার সঙ্গে যেতে রাজি হল।

"আচ্ছা, আমরা যদি কোন বসবাসের অনুপোযোগী জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হই।" অ্যান্ড্রু বলল, "তাহলে আমরা মারা যাব, পৃথিবীতে থাকলেও আমরা মারা যেতাম।" ট্রিগার সহজ সরল উত্তর।

বারমুডায় প্রবেশ করার পর তাদের একটা তীব্র ঝাঁকুনি লাগল ও কিছুক্ষণ পর তারা চোখ খুলে দেখল তারা অন্য একটি গ্রহে এসে হাজির হয়েছে। একটু এগোতেই তাদের পায়ে কি যেন একটা বাঁধল। উবু হয়ে তারা দেখল যে, এটি ট্রিগার পাঠানো সেই রবোটটি। সংগীতের সুর ভেসে আসছিল তাদের কানে। তারা আরও কিছু দূর অগ্রসর হতেই একটি নারী কণ্ঠের চিৎকার শুনতে পেল। "দেখে যাও, পৃথিবী থেকে মানুষ এসেছে।" এক পাল মানুষ ছুটে এসে ঘিরে ধরল অ্যান্ড্রু, ডেভিড ও ট্রিগাকে। সৌম্যদর্শন সাদা দাঁড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, "ও ! তোমরাও তাহলে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের শিকার।" ডেভিড বলল, "আসলে আপনি যা বুঝাতে চাইছেন তা নয়, আমরা স্বেচ্ছায় বারমুডায় প্রবেশ করেছি।" ট্রিগা তাদের বারমুডায় প্রবেশের কাহিনী সবাইকে খুলে বলল। 'খুবই দুঃখজনক' বললেন সৌম্যদর্শন বৃদ্ধটি। এখানকার মানুষজনদের কাছ থেকে অ্যান্ড্রু, ডেভিড ও ট্রিগা জানতে পারল যে, বিভিন্ন সময়ে বারমুডায় প্রবেশ করা মানুষদের নিয়েই এখানে একটি সমাজ গড়ে উঠেছে। তারা আরও জানতে পারল যে, এই গ্রহটির নাম তারা দিয়েছে টুবা ও এখানেও বারমুডার মত একটি ট্রায়াঙ্গল রয়েছে যার নাম তারা দিয়েছে টারনুডা ট্রায়াঙ্গল।

এরপর প্রায় ৬০ হাজার বছর পরের কথা। টুবা নামক এই গ্রহটিতেও মানুষের বংশবিস্তার হল ও মানব সন্তানদের প্রচণ্ড নির্বুদ্ধিতার ফলে এই গ্রহটিও ভয়ানক দূষিত হয়ে পড়ল ও ধ্বংস হতে চলল। এ সময় ভ্যালী ও ট্যাফী নামে দুই তরুণ ঠিক করল তারা এই গ্রহ থেকে চলে যাবে এবং চলে যাওয়ার মাধ্যম হিসাবে তারা ঠিক করল টারনুডা ট্রায়াঙ্গলকে।

জাদুর আম

অর্ণব কুমার চৌধুরী
কলেজ নম্বর : ২৩৮৮
শ্রেণী : নবম, শাখা : বিজ্ঞান

পাহাড়ের ঢালে উঁচু একটি আম গাছে একবার একটি আম ধরেছিল। সেটি ছিল একটি জাদুর আম। জাদুর আমটি উঁচু গাছটি থেকে প্রতিদিন দূরের গ্রাম আর পৃথিবীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করত। জাদুর আমটির নিচে নেমে সব কিছু ঘুরে ফিরে দেখার খুবই ইচ্ছা ছিল। একদিন এক দমকা বাতাসে আমটি গাছ হতে খসে পড়ল। এবং সেসব কিছু দেখার জন্য গড়াতে লাগল। পাহাড়ের ঢাল দিয়ে আমটি নিচে নামতে লাগল। পথে আমটি দেখতে পেয়ে একটি ক্ষুধার্ত শেয়াল আমটিকে খাবার জন্য তার পিছু নিল। জাদুর আমটি তখন খুব জোরে ছুটতে লাগল। এবং গান গেয়ে উঠল—

বোকা শেয়াল, তুমি পারবে নাক আমাকে ধরতে
কারণ, আমি যে এক জাদুর আম।

গানটি গেয়েই জাদুর আমটি অদৃশ্য হয়ে গেল। শেয়াল আমটিকে খেতে না পারায় বিফল মনোরথে ঘরে ফিরল। শেয়াল চলে

যাবার সাথে সাথেই জাদুর আমটি আবার দৃশ্যমান হল। আমটি বিশ্রাম নেবার জন্য একটি ঝোপের মধ্যে আশ্রয় নিল। আমটি সেই ঝোপের মধ্যে একটানা ঘুমিয়ে রইল ৭ দিন। ৭ দিন পর ঘুম থেকে উঠে দেখল যে, তার গায়ে মিষ্টি রোদ দিচ্ছে সূর্যিমামা। আমটির সেখান হতে আর যেতে ইচ্ছে হল না। সে আরও ২৫ দিন একটানা ঘুমিয়ে রইল। এবার উঠে দেখল যে, সে এখান থেকে আর অন্যত্র যেতে পারছে না। কারণ এতদিনে সে একটি গাছে পরিণত হয়েছে।

অস্তিত্ব

জাভেদ কায়সার

কলেজ নম্বর : ৮০৫

শ্রেণী : নবম (বিজ্ঞান), শাখা : ঘ

আহ! এক ধরনের অস্ফুট শব্দ প্রতিধ্বনিত হল। সে, যে ভাষায় বিস্ময় প্রকাশ করল তা সে নিজেই বুঝতে পারল না।

সে উঠে দাঁড়াল। সে কি এতক্ষণ শুয়েছিল না বসেছিল কিছুই মনে করতে পারল না। সামনে এগোতে থাকল। কোথা হতে যে তার আগমন তাও মনে পড়ছে না। আরও এগোতে থাকল। কিন্তু কোন কিছুই তার দৃষ্টিগোচর হল না। চারিদিকে গুমোট পরিবেশ। তা কেবল মনে মনেই উপলব্ধিযোগ্য, ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়।

হঠাৎ দুজনের আগমনে সে স্তম্ভিত হল। কোথা থেকে যে তারা আসল, সে বুঝে উঠতে পারল না।

হঠাৎ 'স্বাগতম' শব্দটি প্রতিধ্বনিত হল। চোখ ঝাপসা হয়ে গেল, আর কোন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। যেন ঘুমের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে।

চোখ খুলতেই কেউ নেই। চারিদিকে যেন আবার স্তব্ধতা নেমে এল। মনে সাহসের সঞ্চার করে সামনের দিকে অগ্রসর হল। একটু এগোতেই সামনে এক বিরাটকায় বস্তু দেখতে পেল, তার মাঝখানে রয়েছে ফাটল।

"এ বস্তুটির নাম কি ?"

শব্দগুলো যেন অজান্তেই মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল।

আবার আগের স্থানেই সে ফিরে যেতে চাইল কিন্তু ফিরে যাওয়ার পথও ভুলে গেছে।

অগত্যা আর কোন উপায় না দেখে সে বস্তুটিকে স্পর্শ করতে গেল।

এ কথাটা ভাবতেই তার যেন মাথা ঘুরে উঠল।

কিন্তু একি ! তার মাথার কি হল ?

এতক্ষণে সে লক্ষ্য করল যে, তার শরীরের কোন অঙ্গই দৃশ্যমান নয়।

তাহলে বাকশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, চলনশক্তি সবই কি ভুল ? তার কি কোন অস্তিত্বই নেই। কিন্তু কেন ?

সে এখন নাশানা (১ ও ২) শব্দটি মনে করতে চাইল, যা তার শ্রবণশক্তির বাইরে ছিল।

কিন্তু সে পারল না। কেন ?

যখন সে এসব প্রশ্নের অফুরন্ত ভাণ্ডারে প্রবেশ করল, ঠিক তখনই 'বিদায়' শব্দটি প্রতিধ্বনিত হল। তাকে যেন কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নানা ধরনের প্রশ্ন সে করতে লাগল।

অবশেষে উত্তর এল, "তোমাদের মধ্যে 'মানবিক' গুণাবলি দেখা দিয়েছে। তাই তোমাকে পৃথিবীতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।"

ওহ হো! এতোক্ষণে তার মনে পড়ল— ১ম শব্দটি পৃথিবী ও ২য় টি মানুষ।

ঠিক তখনই আরেকটি বিরাট প্রশ্নের উদয় হল। যে কারণে প্রাণীগুলোর আজ এ করুণ অবস্থা, তাকে কি সেখানেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ? সেখানে গিয়ে কি সে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে, নাকি পারবে না ?

কিন্তু, চারদিক নিঝুম-নিস্তব্ধ।

কিন্তু তার আগেই তা খুলে গেল।

ভেতরে দেখল ভয়াবহ অবস্থা!!!

(২)

এ দৃশ্য সে কখনই দেখে নি। ভেতরে বিভিন্ন প্রাণীর ভিড়। তাকে দেখে সবাই যাওয়ার জায়গা করে দিল। তাদের এমন আচরণে সে স্তম্ভিত হল। কিছু দূর এগোতেই সে বিভিন্ন শাস্তির দৃশ্য দেখতে পেল।

শাস্তির ধরন দেখে সে বিস্মিত হল।

একদল অশরীরী আরেকদল প্রাণীর চামড়া প্রথমে খুব গভীর করে কেটে ফেলছে। আবার সেটা জোড়া লাগান হচ্ছে। এ শাস্তির কারণ জিজ্ঞাসা করায় তারা বলল, "এদের ১ তে ২ এর সেবা ও দুঃখ লাঘব করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অপব্যবহার করা হয়েছে।"

আবার কিছু প্রাণীকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এর কারণ বলা হল "তাদের ১ তে ২ এর গুণাবলি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা হারিয়ে পশুর চেয়েও অধমে পরিণত হয়েছে।"

সে সামনে তাকিয়ে অসংখ্য দণ্ডপ্রাপ্ত প্রাণীকে দেখতে লাগল। যাদের সবাইকে দেখা তার পক্ষে অসম্ভব। সাথে সাথেই সে তার মনে যেন ব্যথা অনুভব করল।

কিন্তু মন ?

৩

তার কি মন আছে নাকি নেই। তা সে জানে না।

মজাদার মুদি

তামছিদুল হক তন্ময়
কলেজ নম্বর : ২৩৯২
শ্রেণী : নবম, শাখা : ঘ

শ'তিনেক বছর আগেকার কথা। এক যে ছিল মজাদার মুদি। নাম লিউএনহুক। নিবাস হল্যান্ডে। মাথার মধ্যে বই পড়া বিদ্যার বালাই বড় একটা নেই। তার বদলে রীতিমত ছিট। কে যেন তার মাথায় ঢুকিয়েছিল পরিষ্কার কাচ নিয়ে অনেক ঘষে-মেজে লেন্স তৈরি করা যায় আর সেই লেন্সের মধ্য দিয়ে ছোট্ট জিনিস খুব বড় করে দেখতে পাওয়া যায়। এমন কি, যে জিনিস এত ছোট যে, শুধু চোখে দেখতেই পাওয়া যায় না, সে জিনিসও লেন্স দিয়ে দেখলে স্পষ্ট দেখতে পাবার সম্ভাবনা।

লিউএনহুক ঠিক করল এই লেন্স দিয়ে এক মজাদার যন্ত্র বানিয়ে ফেলা মন্দ কথা নয়। তবে দুনিয়ার অন্য কারোর হাতে করা কাজে লিউএনহুকের মোটেই বিশ্বাস নেই ! তাই সে চলল চশমার দোকানে, কাচ কেমন করে ঘষে-মেজে লেন্স তৈরি করতে হয় শেখবার জন্য। তারপর সে চলল স্যাকরার দোকানে, কেমন করে সোনা, রুপার কাজ করতে হয় সেইটুকুও না শিখলেই বা যন্ত্র বানানো যাবে কেমন করে ?

তারপর দিন নেই, রাত নেই সে মশগুল হয়ে নিজের মনের মত একটা যন্ত্র বানাতে লেগে গেল। আর তারপর একদিন সেই ছিটগ্রস্ত মুদির মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। তার যন্ত্র শেষ হয়েছে ! এক ভারি তাজ্জব যন্ত্র। এমন যন্ত্র তার আগে দুনিয়ায়ও কেউ বানাতে পারেনি।

সেই ক্ষ্যাপা মুদির তৈরি যন্ত্রটাই পৃথিবীর প্রথম অণুবীক্ষণ। এই অণুবীক্ষণ হাতে পেয়ে তার কি ফুর্তি ! একেবারে আজগুবি যতসব জিনিস অণুবীক্ষণ দিয়ে সে পরীক্ষা করা শুরু করল ; মাছের মাংসপেশী, নিজের গায়ের চামড়া, মরা ষাঁড়ের চোখ, জ্যান্ত ভেড়ার লোম, মাছির মগজ, বোলতার হুল, উকুনের ঠ্যাং এমনি আরও কত কি।

এই তো গেল হাফ পাগলা মুদির কথা। কতই না মজার মজার ব্যাপার সে আবিষ্কার করেছিল। প্রথমটায় অবশ্য কেউ তেমন কান দেয় নি, তবে যেই না এই যুগান্তকারী যন্ত্র দ্বারা রোগ জীবাণু সম্পর্কে নতুন নতুন সব তথ্য আবিষ্কৃত হতে লাগলো ক্রমেই সব নামজাদা পণ্ডিতদের মাথা গেল ঘুরে। এভাবেই সেই আধা পাগলা মুদি লিউএনহুক দ্বারা আবিষ্কৃত হল যুগান্তকারী যন্ত্র অণুবীক্ষণ।

[দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর 'ক্ষুদে শয়তানের রাজ্য' অবলম্বনে]

যে সাগরে কেউ কখনও ডোবে না

মোঃ মেহেদী হাসান
কলেজ নম্বর : ২৬৪০
শ্রেণী : একাদশ (বাণিজ্য)

সুপ্রাচীন ইতিহাসবাহী এক দেশে এমনই এক সাগর আছে, যে সাগরে কেউ কখনই ডুববে না। সেই প্রাচীন দেশটির নাম প্যালেস্টাইন আর সেই আশ্চর্যজনক সাগরটির নাম হচ্ছে 'ডেড সী' বা মৃত সাগর। এর পানি এতই লবণাক্ত যে, কোন কিছুই এতে বাস করতে পারে না। স্থানীয় প্রখর বৃষ্টিহীন জলবায়ুর জন্য এর উপরিভাগের পানি বাষ্পীভূত হয়ে যায়। লক্ষ্য করার বিষয়, একমাত্র পানিই

বাষ্পীভূত হয় কিন্তু এ পানিতে দ্রবীভূত লবণ থেকে যায় যা পানিকে আরো লবণাক্ত করে তোলে। এই কারণেই অধিকাংশ সাগর মহাসাগরের পানির মত ওজন হিসাবে এর পানিতে লবণের পরিমাণ শতকরা দু'ভাগ বা তিন ভাগ না হয়ে লবণের পরিমাণ শতকরা সাতাশ (২৭) ভাগের মত।

এভাবে 'ডেড সী' বা মৃত সাগর এর প্রায় চার ভাগের এক ভাগ পানি দ্রবীভূত লবণ দিয়ে তৈরি। এই সাগরের লবণের পরিমাণ হিসাব করে দেখা গেছে প্রায় চার কোটি টন।

বিশেষ করে লবণাক্ত হওয়ার জন্য মৃত সাগরের পানির এক অদ্ভুত ধর্ম আছে। সাধারণ সাগরের পানির তুলনায় এই লবণাক্ত পানি অধিকতর ভারি হওয়ায় এতে মানুষের শরীর বা দেহ ডুববে না। কারণ মানুষের শরীর এর তুলনায় অনেক হালকা।

সমপরিমাণ অত্যন্ত লবণাক্ত পানির ওজনের তুলনায় মানুষের দেহের ওজন বেশ কম। অতএব পানির প্লাবতার (Buoyancy) সূত্রানুসারে আমরা কখনই মৃত সাগরে ডুববো না। লবণ পানিতে ডিম যেমন ভাসে আমরাও তেমনি এর উপরিভাগে ভাসবো। বিশুদ্ধ সাধারণ পানিতে ডিম কিন্তু সবসময় ডুবে যায়।

বিখ্যাত আমেরিকার কৌতুকপ্রিয় লেখক মার্ক টোয়েন এই মৃত সাগর দর্শন করেছিলেন এবং তার গ্রন্থে খুব হাস্যরসের ছলে তিনি ও তার সাথীদের এই সাগরে স্নানের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।

সূত্র ঃ রুশ বিজ্ঞানী ইমপোরেলম্যানের 'ফিজিক্স ফর এন্টারটেইনমেন্ট' গ্রন্থ থেকে।

বোকা থেকে মহারাজা

মোহাম্মদ তানভীর হোসেন

কলেজ নম্বর : ২৫৮৭

শ্রেণী : দ্বাদশ, শাখা : বিজ্ঞান

দরিদ্র পরিবারের একমাত্র সন্তান মাহবুব। মাহবুবের বয়স প্রায় একুশ বছর। তার বাবা মারা যায় যখন তার বয়স আট বছর। তাদের কোন সম্পদ নেই। তার মা তাকে লালন পালন করে বড় করে তোলে। কিন্তু ছেলেটি এত বোকা যে কেউ তাকে কোন কাজ দিতে চায় না। এটাই তার মায়ের সবচেয়ে বড় দুঃখ।

একদিন মাহবুবের মা ভিক্ষা করতে গেল। কিন্তু এখন লোকজন তাকে ভিক্ষা দিতে চায় না। সবাই বলে, ঘরে এত বড় ছেলে থাকতে তুমি কেন ভিক্ষা করবে ? সকল বাড়িতে প্রত্যেক মানুষের মুখে একই কথা। রাগে দুঃখে মাহবুবের মা বাড়িতে গিয়ে ছেলেকে নানা রকম গালাগালি করতে লাগল, "এত বড় গাধা কোন কাজ করতে পারিস না। শুধু আমার মাথার উপর বসে খাস। তোর লজ্জা লাগে না। কাল থেকে তুই ভিক্ষা করতে যাবি। আমিই রান্না-বান্না করব।"

শেষ পর্যন্ত ঐ বোকাটাকে তার মা ভিক্ষা করতে পাঠাল। লোকজন কি তাকে ভিক্ষা দেয়। বরং গ্রামের ছেলে-বুড়ো তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টায় মেতে উঠে।

তার গায়ে সবাই ঢিল ছুঁড়ে মারে। কেউ তার গায়ের জামা ধরে টান দেয়। আর টানবেই বা না কেন ! সে জামা যে ভাবে পরেছে, জামার সামনের দিক পেছনে আর পেছনের দিক সামনে। পায়জামার হুক, চেইন সব পেছনে। দেখলে লোকজনের এমনিই হাসি পায়। তবে সে ছিল সাদাসিধা ধরনের। যে যেভাবে বলত সেই ভাবেই সে শুনত। কিন্তু কোন কাজ করতে বললে সে একঘণ্টার কাজ দুই ঘণ্টা ব্যয় করত। সকালে বেরিয়ে সে ছেঁড়া জামা কাপড় নিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এল। ভিক্ষা আনা দূরে থাক সে নিজে আসতেই তার মুশকিল হয়ে গেল।

তার মা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল, "তোকে নিয়ে আমার যত জ্বালা। কাল সকালে তুই আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাবি। তোর মুখ আমি আর দেখতে চাই না।" এভাবে আরও নানান গালাগালি করতে লাগল ছেলেটিকে। কিছুক্ষণ পর ঘর থেকে দশটাকা এনে ছেলের হাতে দিল। বলল, "এই দশটাকা দিয়ে বিষ কিনে খেয়ে মরে যাবি, তবুও এখানে আসবি না।"

পরদিন সকালে ছেলেটি কারো কাছে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের শেষ প্রান্তে গেল তবুও যেন তার হাঁটা শেষ হয় না। এভাবে দু-তিনটা গ্রাম হেঁটে আসার পর লোকালয়ের শেষ সীমানায় একটি বড় বটগাছের নিচে বসল। এখন সে চিন্তা করতে লাগল বিষ কোথা থেকে কিনবে।

এমন সময় তার থেকে কিছু দূরে বনের পাশ দিয়ে একটি ক্ষেতে কাজ করছে এক চাষা। তার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। কিন্তু সে এমন কাউকে দেখতে পাচ্ছে না যে সে তার গরু দুটো তার হাতে দিয়ে চারটে ভাত খেয়ে নিবে। পরে লোকটিকে দেখে আনন্দিত হল এবং তাকে কাছে ডাকল, "এই ভাই একটু এদিকে আসবা।" বোকা মাহবুব লোকটির কাছে এগিয়ে আসল। তখন লোকটি বলল,

"একটু কষ্ট করে আমার গরু দুটো ধরবে ? আমি চাইরটা ভাত খেয়ে নিই।" তখন মাহবুব লাঙ্গল হাতে তুলে নেয় আর লোকটি ভাত খেতে চলে যায়। কিন্তু বোকা লাঙ্গল হাতে নেয় ঠিকই, গরু দুটোকে সে শান্তি দিল না এক মুহূর্তের জন্যও। একবার সে গরুর লেজ ধরে টান দেয় এবং বলে, "ভাই গরু তোর মত লেজ যদি আমার থাকত তাহলে আমিও তোর সাথে কাজ করতে পারতাম আর ভাল খাবার খেতে পারতাম।" আবার সে লাঠি দিয়ে গরুর পাছার মধ্যে গুতা দেয় আর অমনিই গরু লাফ দেয় তিন হাত এবং সাথে সাথে সেও লাফ দেয় আড়াই হাত। গরুর সাথে দুষ্টোমি কি আর থামে—! এখন সে এক গাদা কাদা নিয়ে লেপে দিল গরুর সমস্ত গায়ে। লোকটির ভাত খাওয়া শেষ হলে সে এসে দেখে একটি গরুর সমস্ত গায়ে কাদা। সে জিজ্ঞেস করল, "তুমি আমার গাইটাকে এমন করলে কেন ?" বোকা উত্তর দিল, "আমি হুনছি কাদা লেপে দিলে নাকি উকুন মরে যায়।" লোকটি বলল, "তাই বুঝি ? তো বাপু তুমি এখন কোথায় যাবে ? আর এখানেই বা এসেছে কেন ?" বোকা তখন বলল, "ভাইসাব আমি এক গেলাস পানি খামু।"

লোকটি বলল, "ঠিক আছে তুমি আমার বাড়িতে গিয়া আমার বউরে কইলে তোমারে পানি দিব।" লোকটি তার বাড়ি দেখিয়ে দেয়। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে লোকটির বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

তারপর ডাক দিল ঘরে কেউ আছেন বলে। ঘর থেকে একটি মহিলা বেরিয়ে এল। সে বলল, "আমার কাছ থেকে আপনার উনি ঐ যে দেখছেন সাদা গরুটা, ওটা কিনছে।" আঙ্গুল তুলে সে গরু দেখিয়ে দেয়। আসলে কোন গরুই বেচা কেনা হয়নি। বোকাটি যে গরুটিতে কাদা দিয়ে লেপে দিয়েছিল, সেই কাদা শুকিয়ে সাদা হয়ে গিয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটি ধবধবে সাদা গরু।

তারপর সে বলল, "ঐ গরুটা আমার কাছ থেকে বিশ টাকা দিয়া উনি কিনছে। উনি বলছে আমারে বিশ টাকা দিতে।"

তখন মহিলাটি জিজ্ঞেস করল, "তাহলে আমাদের আরেকটা কাল গরু কোথায় গেল?" সে বলল, "ও হো—ঐ গরুটাকে উকুনে কামড়িয়েছে। তাই ওটা বসে কাঁদতেছে।" মহিলাটির কাছ থেকে আবার যখন সে টাকা চাইল তখন মহিলা না করে দিল। মহিলাটি বলল, "আমি তোমাকে কোন টাকা দিতে পারব না।" তখন সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিয়ে ক্ষেতের লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, "ভাইসাব দেয় না গো—দেয় না"।

লোকটি সেখান থেকে তার বউকে বলল, "ওডি তাড়াতাড়ি দে কইছি নইলে লাঙ্গল দিয়া মাথা পাডাই পালামু।" মহিলটি আর কি করবে, বেচারী তাড়াতাড়ি করে বিশটা টাকা দিয়ে দিল। এই টাকা নিয়ে সে চলে এল বনের মধ্যে। অবশ্য ছেলেটি বোকা হলে কি হবে, তার একটু একটু বুদ্ধি আছে বললে মন্দ হয় না।

বনের মধ্যে যেতে যেতে সে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল। অন্ধকার রাত। কেবল নক্ষত্রালোকে যেটুকু পথ দেখা যাচ্ছে সেটুকু দেখেই সে এগুচ্ছে।

এমনই অন্ধকার রাত্রিতে সে ছোট্ট একটি প্রদীপ জ্বলতে দেখল। সেখানে গিয়ে সে থামল এবং দেখল একটি দোকান। দোকানের ভেতর একটি লোক। নাম জিজ্ঞেস করাতে লোকটি তার নাম বলল, কাশেম। কাশেম ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল, "এই পোলা তোর নাম কি ? আর এত রাতে এখানেই বা কেন এসেছিস ?"

বোকা নিজেকে হাবলা বলে পরিচয় দিল।

কাশেম মুখ বাঁকিয়ে বলল, "তা তুই বলার আগেই বুঝতে পেরেছি তুই যে সত্যি সত্যিই হাবলা। আমি এখানে বিষ বিক্রি করি। যারা মরতে চায় তারা রাতের বেলা এই বনে আসে আমার কাছ থেকে বিষ কিনতে, তুইও কি মরতে চাস নাকি?" হাবলা খুশি হয়ে বলল, "হ হ—, আমারে এই তিরিশ টাকার বিষ দেন। আমি মরি যাইতাম চাই। বাঁচি থাকি আমার কোন লাভ নাই। সবাই আমাকে নিয়া হাসে। আমি নাকি বোকা ?" বলতে বলতে চোখের পানি আর মুখের লালা একত্রে গড়িয়ে পড়ছে। হাবলার কাছ থেকে ত্রিশ টাকা নিয়ে কাশেম তাকে তিন চামচ বিষ দিল। বিষের কোন শিশি ছিল না তাই সে বিষটুকু এক টুকরো কলার পাতায় মুড়িয়ে নিল।

তারপর সেখান থেকে সে চলে এল বনের মধ্যে এক মস্ত বড় বাড়ির সামনে। বাড়িটি খুব সুন্দর কারুকার্যময়। সে মনে মনে ভাবল, বুঝি কোন রাজা-বাদশার বাড়ি। সে মনে মনে স্থির করল একটু ঘুমিয়ে নিবে। তারপর না হয় বিষ খাবে। এই মনে করে সে বিষ মোড়ানো কলাপাতাটি পাশে রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। আসলে বাড়িটি রাজার ঠিকই কিন্তু বর্তমানে সে বাড়িটি এখন এক মস্তবড় হাতির দখলে। রাজার পরিবার তাড়িয়ে দিয়ে এখন হাতির পরিবার রাজত্ব করছে এই বাড়িতে। হাতিটি একেবারে বদমেজাজী। রাজার রাজ্যের সমস্ত সুন্দর গাছপালা, ফলের গাছ, ক্ষেতের ফসল ইত্যাদি সবকিছু নষ্ট করে ফেলেছে ঐ হাতি। ঐ হাতির অত্যাচারে কেউ শান্তি মত রাজ্যে বাস করতে পারে না। লোকজনের রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছে ঐ হাতি। হাতিটিকে মারার জন্য রাজা বহুবার বহু সৈন্য পাঠিয়েছিল, কিন্তু কিছুতই কিছু হয়নি, বরং সৈন্যদের নিজেরা নিজেদের জান নিয়ে পালাতে হয়েছিল অনেক কষ্টে।

রাজার রাজ্য ঠিক বনের পাশেই। ঐ রাজ্যের নাম ছিল 'রূপেশ্বর'। অপূর্ব সুন্দর এই রাজ্য। কিন্তু প্রজাদের একটাই দুঃখ শুধু ঐ হাতিটি নিয়ে।

ঠিক যখন ভোররাত তখন হাতি ফিরল তার বাসায়। বাসার সামনে একটি মানুষকে শুয়ে থাকতে দেখে হাতি তো রেগে তেলে

বেগুনে জ্বলে উঠল। মানুষটিকে হাতি তার পায়ের তলায় চ্যাপ্টা বানাবে এমন সময় সে দেখল পাশে পড়ে থাকা কলাপাতাটি। কলাপাতা হতে পারে হাতির প্রিয় খাবার। তাই হাতি মনে মনে স্থির করল লোকটিকে পরে মারি, আগে খাবারটা খেয়ে নিই। এই মনে করে হাতিটি হাবলার বিষ রাখা কলাপাতাটি মজা করে খেতে লাগল।

কিন্তু হায়! আজ হাতিটির মাথা ঘুরছে কেন? হাতি কিছুই ভেবে পায় না। আস্তে আস্তে বিষক্রিয়া যখন শুরু হল তখন হাতি দাঁড়িয়ে ছটফট করতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর হাতি নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে ইন্তেকাল করল। তার বয়স হয়েছিল দেড়শ বছর।

যখন ভোরের আলো দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল তখন হাবলা হামি দিতে দিতে যেই মাত্র হা করে চোখ খুলল, হা বন্ধ না করেই একলাফে দশহাত পিছে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। ভেবেছিল হাতিটি বুঝি এখনই ধরে এক আছাড় দিবে। অনেকক্ষণ কেটে গেল কিন্তু হাতির কোন নড়াচড়া না দেখে সে হাতির দিকে এগিয়ে এল। দেখল হাতিটি তাকে কিছুই করছে না। সে হাতির গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আদর করছে, হাতির মাথার উপরও উঠার চেষ্টা করলো কিন্তু ব্যর্থ হল। এখন সে বিষ খাবে। খুঁজছে তার বিষ মোড়ানো কলাপাতা। কিন্তু কোথায় গেল সেই কলাপাতাটা? এখানেই তো ছিল! নিশ্চয়ই এই বেয়াদব হাতিটা আমার বিষ খেয়ে ফেলেছে। এইসব মনে মনে বলতে লাগল সে। এবার সে তো রেগে আগুন। ক্রোধের সেই আগুন যেন মাইনাস একহাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার ঠাণ্ডা পানি থেকে একহাজার লিটার ঢাললেও নিভবে না। এবার আদর করা তো দূরে থাক, চোখ দুটো টকটকে লাল করে এক পা তুলে হাত দিয়ে জোরে হাতির গালে ঠাস্ করে চড় বসিয়ে দিল যে, হাতি আর স্থির না থেকে ধপাস্ করে মাটিতে পড়ে গেল এবং তার উপর পড়ল সে নিজে।

মনে মনে সে বকতে লাগল, বেয়াদব হাতি, আমার দুঃখে আমি বিষ এনেছি মরে যেতে, তোর কিসের দুঃখ? তুই আমার বিষ খেতে গেলি কেন? মরেছিস ভালই করেছিস। তোর বাড়িতে এখন আমি থাকব।

একজন জেলে এসেছে বনের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি নদীতে মাছ ধরতে। জেলেটি সেই রাজ্যের লোক। সে জাল ফেলতে ফেলতে বজ্জাত হাতি আর দুঃসাহসী ছেলেটির কাণ্ড কারখানা দেখছে। এসব দেখে সে বিস্মিত হচ্ছে আর ভাবছে এই ছেলে বুঝি হাতিটির বর, নইলে এই জেদী হাতি কি করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে? যখনই জেলে দেখল যে ছেলেটি এক চড়ে হাতিটিকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে অমনিই তার গায়ে কাঁপন ধরে গেছে। সে এত জোরে জোরে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল যে তার পরনের কাপড় পর্যন্ত খুলে গেল। কাপড় কি আর ধরার সুযোগ পায়, সে ন্যাংটা অবস্থাই দৌড়াতে শুরু করল রাজার কাছে যাওয়ার জন্য। পথে কত মানুষই না তাকে দেখে হাসতে লাগল।

বিজ্ঞ রাজা তখন এক চুরির বিচার করছিল। ঠিক তখনই জেলেটি রাজার দরবারে এসে পড়ল। সবাই তার অবস্থা দেখে ভাবল পাগল-টাগল হবে হয়ত। রাজা নির্দেশ দিল, "একে কাপড় দিয়ে বিদায় করে দাও।"

যখন ওকে কাপড় দিয়ে বিদায় করে দেয়া হচ্ছিল তখন জেলের মুখ দিয়ে কথা বেরুলো। সে বলল, "হুজুর, আমি আপনার সেই দুশমন হাতির খবর নিয়ে এসেছি।" এবার কি আর তাতে অবহেলা করা যায়! রাজা বিচার কার্য ফেলে জিজ্ঞাসা করল, "কি খবর এনেছ ঐ হাতির? তুমি কে? কোথা হতে এসেছ?"...

লোকটি বলল, "হুজুর, আমি এক সাধারণ জেলে। গিয়েছিলাম বনের মধ্যে নদীটিতে মাছ ধরতে। সেখানে গিয়ে দেখলাম...।" তার গলা দিয়ে কথা কাঁপতে কাঁপতে বেরুচ্ছে। হঠাৎ থেমে গেল। "আঃ থামলে কেন?" রাজা বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করল। সে আবার বলতে শুরু করল— "সেখানে গিয়ে দেখলাম এক মানুষ দানব সেই শয়তান হাতিটার সাথে কথা বলছে। হাতিটা নীরবে দাঁড়িয়ে মানুষ দানবটির কথা শুনছে। তারপর দেখলাম হঠাৎ মানুষ দানবটি কেন যেন ঐ হাতির প্রতি রাগ করল এবং জোরে এক চড় মেরে হাতিটাকে মেরে ফেলল।"

রাজা এক লাফে সিংহাসন থেকে উঠে পড়ল, "বল কি? কে সেই মানুষ দানব যে আমার চিরশত্রু হাতিটিকে মেরে ফেলেছে? এখনই তাকে আমার সামনে হাজির কর।"

রাজার সৈন্যরা সদলবলে বনের ভেতর ঢুকে মানুষ দানবটির সন্ধান করতে লাগল। অবশেষে তারা খুঁজে বের করল সেই মানুষ দানবটিকে ওরফে হাবলাকে। হাবলা কিছুই বুঝতে পারল না যে তাকে কেন এত লোক খোঁজ করতে বনে এসেছে। হাতি মেরে এই রাজবাড়ি দখল করার অপরাধে তাকে শাস্তি দিতে নিশ্চয়ই এত লোক এসেছে, সে মনে মনে ভাবল।

পরে সে দেখল সৈন্যরা কেন যেন আনন্দ করতে করতে তাকে মাথায় তুলে বন পেরিয়ে অন্য একটি রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছে। সে কোন কথাই বলল না। রাজ্যে পৌঁছানোর পর সৈন্যরা তাকে হাজির করল রাজার সামনে। রাজা তো মহাখুশি। হাততালি দিতে দিতে রাজা তাকে সম্বোধন করে বলল, "বাঃ! বীরপুরুষ, বাঃ! আজ তুমি হাতিটিকে মেরে আমার অনেক উপকার করেছ।"

তখন হাবলা সত্য প্রকাশ না করে নিজের অহংকার ধরে রাখল। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল "হ্যাঁ আমি এক থাপ্পড়ে হাতি মেরে ফেলেছি। আর এক লাথি মেরে এই বড় দালান ভেঙ্গে ফেলতে পারব।"

রাজা তার কথা শুনে প্রস্রাবই করে দিল। তারপর তাকে শান্ত করে বলল, "বাবা বীরপুরুষ, আজ থেকে তুমি আমার রাজ্যের প্রধান

সৈনিক। আমার ডান হাত। আমি তোমার নাম দিলাম 'বীরবাহাদুর'। তুমি যে মহৎ কাজ করেছ তার জন্য তোমার পুরস্কার পাওয়া উচিত। বল তুমি কি চাও?"

তখন সে বলল "আমি বেশি কিছু চাই না। শুধু আমাকে এক বস্তা টাকা দিন।" রাজা সঙ্গে সঙ্গে তাকে এক বস্তা টাকা দিয়ে দিল। আর বলল যে, সে যেন রাজা খবর দেয়ার সাথে সাথে চলে আসে।

সেই বোকা ছেলে আজ হয়েছে বীরবাহাদুর। সে এখন এক বস্তা টাকা নিয়ে রওয়ানা হল তার মায়ে কাছে। যেতে যেতে অনেক রাত হয়ে গেল। বাড়িতে পৌছে ঘরের দরজার সামনে গিয়ে সে তার মাকে ডাকতে লাগল। তার মা দরজা খুলে তাকে দেখে তো অবাক! বলল, "একি তুই এখনো মরিসনি?" তখন সে তার মাকে বস্তা ভরা টাকাগুলো দিল এবং সব ঘটনা খুলে বলল। তার মা তার এই বুদ্ধি দেখে খুশি হল। তারপর মা-ছেলে দু'জন সেই রাজ্যে চলে এল।

বড় সুখে দিন কাটছিল মা ছেলে দু'জনের। ইতোমধ্যে রাজ্যে একটি বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেই রাজ্যে বড় একটা বাঘ ঢুকেছে। রাজার ঘোড়াশালের সমস্ত ঘোড়া, রাজার পশু পাখি সব একে একে খেয়ে সাবাড় করছে ঐ বাঘটি। বাঘটিকে কেউ মারতে পারে না বরং যে মারতে যায় তাকেই খেয়ে ফেলে। ফলে ভয়ে কেউ বাঘের কাছেও যেতে চায় না।

এমতাবস্থায় রাজা বীরবাহাদুরের কাছে চিঠি পাঠাল এই বলে, "বাবা বীরবাহাদুর, তুমি জান আমি কি সমস্যায় পড়েছি। ...এই বাঘটিকে একমাত্র তুমিই মারতে পার। যদি না পার তাহলে তোমার গর্দান যাবে।"

বীরবাহাদুর এই খবর শুনে এমনভাবে কাঁচুমাচু করতে লাগল যেন ইঁদুরের গর্তে গিয়ে পালাবে। সে তার মাকে খবরটি বলল। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে তারা এই রাজ্য থেকে রাতেই পালিয়ে যাবে। কিন্তু রাতের বেলা বাতির এত আলো যে তাদের সবাই দেখে ফেলবে। তাহলে কি করা যায়, ভাবতে লাগল মা ও ছেলে। পরে তারা একটি উপায় বের করল এবং রাজার কাছে খবর পাঠাল এই বলে যে রাজা যদি রাতের বেলা তার রাজ্যের সমস্ত বাতি বন্ধ রাখে তাহলে সে বাঘটিকে মারতে পারবে। তার কথা মত রাজার হুকুমে রাতের বেলা রাজ্যের সমস্ত বাতি বন্ধ রাখা হল।

এই সুযোগ কি হাতছাড়া করা যায়! তারা সমস্ত জিনিস গুছিয়ে নিল। আজ রাতেই তারা রাজ্য ছেড়ে পালাবে। কিন্তু হেঁটে তো পালাতে পারবে না। তাই তারা সমস্ত জিনিসপত্র আর টাকা পয়সা নিয়ে গেল রাজার ঘোড়াশালে। ঘোড়া নিয়ে তারা পালিয়ে যাবে। আবার সেই ঘোড়াশালে এসেছে ঐ বাঘটি ঘোড়া খেতে। অন্ধকার রাত্রি। কিছুই দেখা যায় না। বাঘ এক পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। মা আর ছেলে দু'জন ঘোড়া মনে করে চেপে বসল বাঘের ঘাড়ে।

বাঘ বেচারা তো কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সে মনে করল যে তার ঘাড়ে বুঝি টাক উঠেছে। কিছুক্ষণ পর তার পিঠের মধ্যে সাঁই সাঁই করে চাবুক পড়তে লাগল। বাঘ কি আর থেমে থাকে। সে শুরু করল এলোপাতাড়ি দৌড়। দৌড়াতে দৌড়াতে রাজ্যের শেষ সীমানায় এক গাছের তলায় বাঘ গিয়ে থামল। মা-ছেলে বাঘের পিঠ থেকে নেমে শেকল দিয়ে তাকে বেঁধে রাখল। বাঘ এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

সকাল বেলা মা-ছেলে উঠে দেখল যে এ তো ঘোড়া নয় বাঘ! তখনই চিৎকার শুরু করল। সাথে সাথে চারিদিক থেকে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। বাঘও দেখল যে এরা তো তার শত্রু নয়, এরা তো মানুষ। শেষে অনেক চেষ্টা করেও বাঘ ছুটতে পারল না। ততক্ষণে সবাই বাঁশ বেত নিয়ে বাঘটিকে পিটাতে শুরু করল। বাঁশ বেতের আঘাত এত তীব্রভাবে পড়তে লাগল যে বাঘটি অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা গেল।

এরপর আবারও সরগোল পড়ে গেল যে রাজার বীরবাহাদুরই বাঘটিকে ধরে বেঁধে ফেলেছে। রাজা তো দারুণ আনন্দিত। বীরবাহাদুরকে ডেকে পাঠান হল এবং রাজার সামনে হাজির করা হল। রাজা বলল, "তুমি বীরত্বের আজ যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছ তা সত্যিই অসাধারণ। বল তুমি কি চাও আমার কাছে?

"আমাকে একটি সাত তলা দালান তৈরি করে দিন", বীরবাহাদুর উত্তর দিল। রাজা তার কথা মত দালান তৈরি করে দিল। এভাবে কয়েক মাস অতিবাহিত হল। সেই রাজ্যে এবার দেখা দিল ডাকাত। প্রতি রাতে প্রজাদের বাড়ি লুট হতে লাগল। অনেক মূল্যবান সম্পদ ডাকাত দল লুট করে নিয়ে গেছে। কেউ তাদের ধরতে পারে না। ডাক পড়ল বীরবাহাদুরের। রাজার একই ধরনের আদেশ শুনে বীরবাহাদুর একেবারে শংকিত। বীরবাহাদুরের মা পিঠা বানিয়েছিল খুব মজা করে তারা খাবে বলে। পরবর্তীতে তারা রাজার আদেশ শুনে সমস্ত সাত তলা বাড়িটা খোলা রেখে চলে গিয়ে বনের মধ্যে তারা আশ্রয় নিল। এদিকে ডাকাত দল আজ ঠিক করল যে তারা এই সাত তলা বাড়িটা লুট করবে। ঢুকল সাত তলা বাড়িতে। কেউ বাড়িতে নেই। আঃ! কি আনন্দ! মজা করে আজ সব জিনিস লুট করবে, মনে মনে ভাবল তারা। ডাকাত দলের সর্দার সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, "এই বাড়িতে আজ কেউ নেই। আমরা আগে কিছু খেয়ে নিই। তারপর জিনিসপত্র নেব।"

বীরবাহাদুরের মায়ের হাতের বানানো পিঠাগুলো ডাকাতরা খুঁজে বের করল এবং মজা করে খেতে লাগল। পিঠা খেয়ে সব ডাকাত

শুরু করল বমি। কিছুক্ষণ পর সবাই মরে সাফ। আসলে বীরবাহাদুরের মা বীরবাহাদুরকে পিঠা বানানোর জন্য বাজারে পাঠিয়েছিল তেল আনতে অথচ সে এনেছিল বিষ। নিয়তির কি লিখন। এদিকে রাজা সৈন্য পাঠিয়েছে গতকাল রাতে কার বাড়ি লুট হয়েছে তা দেখার জন্য। অবশেষে সৈন্যরা গিয়ে ঢুকল বীরবাহাদুরের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে সৈন্যরা দেখে যে সব ডাকাত মরে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে। তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে হুররা ধ্বনি দিতে আরম্ভ করল। আর সবাই বলাবলি করতে লাগল দেখেছ, আমাদের বীরবাহাদুরের কত শক্তি! সে এক সঙ্গে এতগুলো ডাকাত মেরে ফেলেছে। রাজার কাছে এই খবর পৌছামাত্র বীরবাহাদুরকে খবর পাঠাল। বীরবাহাদুর তো বাড়িতে নেই। তাকে পাওয়া গেল বনের মধ্যে বসে বসে কাঁপতেছে। সৈন্যরা তাকে মাথায় তুলে নিয়ে গেল রাজার কাছে। সে এবার রাজার কাছে একটা রাজ্য দাবি করল। রাজা কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, "আমার আগে এক রাজ্য ছিল। ঐ রাজ্যটি এখন আরেক রাজার দখলে। সে রাজা খুব শক্তিশালী। তুমি ঐ রাজাকে মেরে আমার রাজ্যটি দখল নিয়ে নাও।"

রাজার কথা শুনে বীরবাহাদুর ভাবল, এবার তো আর রক্ষা নেই। এবার সে সত্যি সত্যিই এই রাজ্য ছেড়ে রাজ্যে চলে যাবে।

সে রাজাকে বলল, "হজুর, আমি এক শর্তে ঐ রাজাকে মারতে পারব যদি আপনিসহ আপনার রাজ্যের সকল সৈন্য, প্রজা, হাতি, ঘোড়া, পশু-পাখি, হাঁস-মুরগি সব নিয়ে ঐ রাজ্যের দিকে রওনা হন। রাজা তার কথা মেনে নিল। তারপর সবাইকে ঢোল পিটিয়ে খবরটি জানিয়ে দেওয়া হল।

পরদিন সকালবেলা সদলবলে রাজা ও বীরবাহাদুরসহ রওনা হল ঐ রাজ্যের উদ্দেশ্যে। এরই ফাঁকে বীরবাহাদুর আস্তে আস্তে দলের পেছনে সরে এল। পেছনে আসা মাত্র সে দেয় এক ছুট। এতবড় দল কে কার খবর রাখে। সে ছুটতে ছুটতে তার মাকে নিয়ে চলে গেল তাদের নিজেদের বাড়িতে। এদিকে হঠাৎ করে বীরবাহাদুরের অর্থাৎ রূপেশ্বরের রাজা ও তার এত বড় বাহিনী দেখে ঐ রাজ্যের রাজা ও তার সৈন্যরা এমনভাবে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল যে তাদের হৃৎপিণ্ড দশ ইঞ্চি উপরে উঠছে আর নামছে। ঐ রাজা এমন থ হয়ে গেল যে সে কোন্ দিকে ঢলে পড়বে তা ভেবে না পেয়ে দাঁড়িয়েই রয়েছে। শেষে রূপেশ্বরের রাজা পৌছানোর আগেই ঐ রাজ্য ছেড়ে রাজা ও তার সৈন্যরা পালিয়ে যায়।

রূপেশ্বরের রাজা তার হারান রাজ্যটি আবার ফিরে পায়। আবারও বীরবাহাদুরের নাম উচ্চারিত হতে লাগল।

বীরবাহাদুর খবরটি শুনে তার মাকে নিয়ে রাজা ফেরার আগেই সেখানে হাজির হয়। তারপর রাজা বীরবাহাদুরকে এই রাজ্য উপহার দিল এবং রাজার সুন্দরী কন্যার সাথে বীরবাহাদুরের বিয়ে দিয়ে দিল। রাজা তাদের আশীর্বাদ করে নিজের রাজ্যে চলে গেল। এভাবে সেই বোকা একটি রাজ্য ও সুন্দরী রাণী লাভ করে। তবে বুদ্ধির দ্বারা নয় ভাগ্যের লিখনে। এখন সে সুখে দিন যাপন করতে লাগল। তার আর কোন চিন্তা নেই। এখন সে আর বোকা নয়, একটি রাজ্যের রাজা। তার বীরত্ব ও বুদ্ধির জন্য তাকে রূপেশ্বরের রাজা উপাধি দিল 'মহারাজা'।

অথবা, সুহাসিনী সন্দর্শন বিষয়ক কথকতা

আশফাকুল নোমান

প্রভাষক

মেরাশানি থেকে সুহাসিনী—এই দুই গ্রামের দূরত্ব গজ ফিতার মাপে খুব বেশি নয়। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত দূরত্বও অসীম মনে হবে, অন্তত, যখন আপনি পায়ে হাঁটা পথ ধরে জোনাকির আলো সঙ্গে নিয়ে এগুবেন। আপনার উদ্দেশ্য সুহাসিনীর সদাহাস্যময় রূপে মুগ্ধ হওয়া, এবং এজন্য, আটঘাট বেঁধে আপনি যখন মেরাশানি গ্রামে এসে পৌছান, তখন গোলাকার চাঁদটি তারাগুলোর সাথে সূর্যের গল্প করছে। অতএব এই আলো-আঁধারির সংক্ষিপ্ত পথটুকু তখন সীমাহীন কোন পারাবার যেন; অবশ্য দিনের আলোর পরিপ্রেক্ষিতে মেরাশানি থেকে সুহাসিনী পর্যন্ত সবুজ মাঠের মাঝখান দিয়ে সর্পিণীর মতো চমৎকার এক পথের যে রূপকল্প আপনি তৈরি করেছিলেন, তা শতভাগ ভ্রান্ত— এমন বলা যাবে না। তবে, আপনি যখন মেরাশানিতে পৌছান, সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তা কুহক মাত্র। কিন্তু আপনি সাহসী মানুষ; আর, তাই গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে আপনার অভিযাত্রা মাঝপথে থামবে না। সেজন্য মেরাশানি পৌছে আপনি কোন একটা বাহনের খোঁজ করবেন, তা সে রিকশা, ঠেলাগাড়ি, গরুরগাড়ি— যাই হোক একটা কিছু, এবং শেষে নিদেনপক্ষে একজন সঙ্গীর। শেষ পর্যন্ত কিছুই না পেয়ে আপনি একাই সমস্ত সাহস বুকে জমা করে যাত্রা শুরু করবেন ; কারণ স্বপ্নময় সুহাসিনী তখন যেন আপনার নাগালে। আপনার তখন মনে পড়বে, সুহাসিনী এই নামটি প্রথম শোনামাত্রই বুকের ভেতরের আলোড়নের কথা এবং আপনি পুনরায় শিহরিত হবেন, মনে পড়বে উচ্ছল তরুণীর কলহাস্যের মতো সজীব একটি গ্রামের রূপকল্পের কথা। কিন্তু আলো আঁধারীর শীর্ণ পথ যেনো আর শেষ হতে চাইবে না। এমন সময় শেয়ালের হুক্কা হুয়া ডাক আপনার কানে আসবে। আপনি প্রথমে ভীত, বিভ্রান্ত ও বিচলিত বোধ করবেন। আর পরক্ষণেই, গ্রামে শেয়াল থাকতেই পারে, এমন ভেবে, ভ্রূভঙ্গি করে এগুতে থাকবেন। কিন্তু শেয়ালমণ্ডলের ক্রমাগত চীৎকার ক্রমশ বাড়তে থাকলে হঠাৎ আপনার চোখে পড়বে রাস্তার পাশে বীরের মতো একাকী দাঁড়িয়ে থাকা শ্মশানটি। আপনি তখন দারুণভাবে ভীত ও বিপর্যস্ত বোধ করবেন। হেমন্তের কুয়াশাভেজা রাতে তখন মনে হবে সেখান থেকে ধোঁয়া উড়ছে। ফিরে যাওয়ার

এক প্রবল পিছুটান অনুভব করবেন তখন, কিন্তু, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আপনার উপায় থাকবে না। এ সময় শেয়ালমণ্ডল উদ্‌ভ্রান্ত উৎসবে উল্লসিত হবে আর আপনি দেখবেন, শ্মশানের চারপাশে ধোঁয়া যেন ঘন হয়ে উঠছে, গাছগাছালি যেন কিছুটা নুয়ে আছে; কিন্তু আপনি নড়বেন না। তখন, হঠাৎ মনুষ্যকণ্ঠের আওয়াজে আপনি যেন অনেকটা নেতিয়ে পড়বেন এবং দেখবেন শেয়ালমণ্ডল সাথে নিয়ে মনুষ্যাকৃতির কেউ একজন এদিকেই এগিয়ে আসছে; আপনি সংশয়বিদ্ধ হবেন 'এটি কী মানুষ না অন্য কিছু'– এরূপ ভাবনায়। অদ্ভুত এক সাহসে শিরদাঁড়া সোজা করে আপনি অভূতপূর্ব এই দৃশ্যটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন এবং দেখবেন যে, লোকটি শেয়ালসমেত উত্তর দিক বরাবর যাচ্ছে। সুহাসিনী গ্রামের কথা কিছু সময়ের জন্য আপনার মন থেকে উবে যাবে, এবং তখন লোকটিকে অনুসরণ করাই দ্রষ্টব্য হিসাবে বিবেচনা করে তাকে অনুসরণ করতে থাকবেন। শ্মশানের উল্টো দিকের মাঠের মধ্য দিয়ে লোকটি হেঁটে সামনের দিকে যাবে, সাথে শেয়ালমণ্ডল আর পেছনে আপনি। ধানগাছের অবশিষ্ট কাটা অংশ মাঝে মাঝেই আপনার পায়ের জুতার উর্ধ্বাংশে মোজা কিংবা প্যান্টটিকে কোনরূপ তোয়াক্কা না করেই পা দুটোকে খাবলে দেবে। আর রক্তাক্ত পা নিয়ে অন্য সমস্ত কিছুই উপেক্ষা করে আপনি এগুতে থাকবেন। হঠাৎ দেখবেন, সামনেই উঁচু টিলার মতো একটি স্থানের দিকে লোকটি যাচ্ছে আর সে স্থান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে শেয়াল এসে যোগ দিচ্ছে আগের পালের সাথে, আর তখন, সেই দৃশ্য দেখে আপনি পুনরায় ভীত বোধ করবেন, কিন্তু তারপরও আপনি থামবেন না। আর একটু এগুলেই বুঝতে পারবেন যে উঁচু স্থানটিতে মানুষকে কবর দেয়া হয় এবং তখন আপনি আবারও ভয়ে কুঁকড়ে যাবেন। সে সময় শেয়ালমণ্ডল যেন মহানন্দের এক উৎসবে মেতে উঠবে, আর আপনি পুনরায় এই সংশয়ে বিদ্ধ হবেন, লোকটি মানুষ না অন্য কিছু, নাকি শেয়াল। এই সংশয়ে আপনি বিপর্যস্ত বোধ করবেন তখন, আর ঠিক সে সময়ে দেখবেন একটি শেয়াল আপনার দিকেই দৌড়ে আসছে; এরূপ দেখে অথবা না দেখে ভয়ে আপনি অসহায় বোধ করে পেছন দিকে দৌড়াতে চেষ্টা করবেন, কিন্তু ব্যর্থ হবেন। মনে হবে আপনার পা মাটিতে আটকে আছে, অথবা পেছন থেকে কেউ আপনাকে টেনে ধরেছে। আর এতে মুহূর্তের মধ্যে আপনি চেতনা হারাবেন। তখন রাত্রির শেষভাগ। আপনার অজান্তেই সুহাসিনীর অনেক নিকটবর্তী আপনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আপনি চেতনা ফিরে পাবেন না। যখন চেতনা ফিরে পাবেন তখন কানে আসবে কাকের কা কা, পাখির ডানা ঝাপটানো, মোরগের ডাক; আপনার মনে হবে আপনি ঘুম থেকে উঠেছেন। কিন্তু যে জায়গায় আপনি শুয়ে আছেন তা দেখে আপনার পূর্বা রাত্রির কথা একে একে মনে পড়বে এবং দেখবেন, আপনি যা দেখতে পেয়েছিলেন, যা পান নি তার চেয়ে অনেক কম। একটু চোখ ঘোরালেই দেখবেন একটু দূরেই একটি খুলি চোখহীন কোটরে তাকিয়ে আছে আর তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পায়ের নিচে শক্ত কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করে নিচের দিকে তাকাবেন এবং দেখবেন পায়ের নিচে পাঁচটি আঙ্গুলের কঙ্কাল সমেত হাতের কিছু অংশ। সকালের শুভ্র আলোতেও আঁৎকে উঠে লাফ দিয়ে তিন হাত দূরে সরে যাবেন; কিন্তু সেখানেও পায়ের নিচে নরম কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করে সংশয়বশত তাকালে দেখবেন, পায়ের নিচে এক গোছা চুল। তখন আপনি এসব কিছুকে পাশ কাটিয়ে সুহাসিনীর দিকে মনোযোগ নিবিষ্ট করতে চাইবেন এবং সে সময় গত রাতের কথা পুনরায় আপনার মনে পড়বে আর আপনি কোথায় এসে পড়েছেন হায়, এমন ভেবে কাউকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা জরুরি বিবেচনা করবেন। দূরে দেখবেন, কাঁধে লাঙল নিয়ে দুটো গরু সমতে কেউ একজন যাচ্ছে; ভোরের সূর্য তখন উঁকিঝুঁকি দেয়ার চেষ্টায় লিপ্ত; কাকের কা কা আর কয়েকটি কুকুরের একটানা চিৎকারে আপনার ডাক 'এই যে ভাই' তার কানে পৌঁছুবে না। তাই আপনি দ্রুত হেঁটে তার নিকটবর্তী হবার চেষ্টা করবেন এবং এক্ষেত্রে আপনি সফল হবেন। তখন আপনি ভাববেন সফলতা তো মানুষের নিকট সময়ের ব্যাপার মাত্র। আর এরূপ ভাবনা শেষ হওয়া মাত্রই লোকটির মুখোমুখি হয়ে—

আপনি : আচ্ছা, সুহাসিনী যেন
লোকটি : ও, বুঝেছি
আপনি : হ্যাঁ, সুহাসিনী
লোকটি : যাবেন তো—, অনেকেই যায়।
আপনি : কোনদিকে ?
লোকটি : কোনদিকে যাবেন আপনিই ভালো জানেন।
আপনি : আরে ভাই— সুহাসিনী
লোকটি : কেন ? চেনেন না ? সবাই তো চেনে—
আপনি : কোথায় ?
লোকটি : এই যে, এসেই পড়েছেন, —না মানে
আপনি : কত দূর, কোন্ পথে ?

লোকটি : এই যে মাঠ, মাঠের পর কবরস্থান, তারপর একটি পুকুর, পুকুরের যে দিকে সূর্য আপনাকে দেখবে সেদিকে সোজা এগুলে একটি তালগাছ, ওটাই—

পথের দিশা পাওয়া মাত্রই আপনি মাঠ পেরুতে তৎপর হবেন, আর তখন লোকটি পেছন থেকে বলবে, 'ডরাইয়েন না, সব ঠিক আছে'—এবং এই কথা শুনে আপনি, প্রথম বিভ্রান্ত হবেন, ভাববেন ভয়ের কী আছে; এরূপ ভেবে মনে মনে হাসবেন। কবরস্থানের দিকে দৃষ্টি রেখে আপনি এগুতে থাকবেন, আপনার মনের প্রফুল্লতা অনেকটা ফিরে আসবে। কারণ সুহাসিনী তখন আপনার হাতের

নাগালে আর আপনি সুহাসিনীর হাস্যময়, লাস্যময় রূপ দর্শনে মুগ্ধ হবেন, এমন ভাবনায় উৎফুল্ল। এমন সময় আপনার জুতোর নিচে কাচ ভাঙার শব্দে আপনি নিচের দিকে দৃষ্টি দেবেন এবং দেখবেন হরেক রঙের, লাল-নীল-সবুজ-হলুদ, চুড়ির ভাঙ্গা টুকরো। এসব উপেক্ষা করে সামনে এগুতে থাকবেন আপনি; তখন কবরস্থানের খুব নিকটে লাল রঙের কী যেন আপনার নজরে পড়বে; কৌতূহলবশত সেখানে যাবেন এবং দেখবেন কিছু চুলের ফিতা। কারো মাথা থেকে পড়ে গেছে— এরূপ ভেবে সামনে এগুবেন এবং তখন কবরস্থান পেরুলেই পুকুরটি আপনার নজরে পড়বে। আপনি সূর্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাইবেন। এতে আপনার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসবে আর তখন চোখে হাত দিয়ে নিম্নমুখী হবেন আপনি। এভাবে ১ মিনিট ৫০ সেকেন্ড কেটে যাবে। আপনি পুনরায় চোখ খুলে তাকাবেন। তখন পুকুর পাড় ঘেঁষে পানিতে ও পুকুরে মিলিয়ে একটি শাড়ি আপনার নজরে পড়বে। আপনি ভাববেন কেউ হয়তো ধুতে এসে ফেলে গেছে এবং এরূপ ভেবে আপনি শাড়ির প্রসঙ্গ মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে তালগাছটি— ; লোকটি যে তালগাছের কথা বলেছিল, তা খুঁজতে তৎপর হবেন। সঙ্গে সঙ্গেই তালগাছটি আপনার দৃষ্টিতে পড়বে। আপনি দেখবেন তালগাছটি খুব নিকটে এবং তখন সুহাসিনী গ্রামে পৌঁছার উল্লাসে আপনি আপনার ভেতরে অতীন্দ্রিয় এক ধরনের কাঁপন অনুভব করবেন। সে সময় আপনার হাঁটার গতি বেড়ে যাবে এবং দ্রুত হেঁটে আপনি সুহাসিনী গ্রামে প্রবেশ করবেন। কিন্তু গ্রামে ঢুকে চতুর্দিকে তাকিয়েও কোন মানুষের সাক্ষাৎ পাবেন না। তখন আপনি বিভ্রান্ত হবেন, 'এ কোথায় এসেছি।' দেখবেন মাঠগুলো যেন বিরানভূমি, নিস্তব্ধ পুকুরে কোন গ্রাম্য কিশোরীর উল্লাস আপনার দৃষ্টিতে পড়বে না, কারো হাসি কিংবা কান্নার আওয়াজ আপনার কানে পৌঁছুবে না। আপনার বিভ্রম ক্রমশ বাড়তে থাকবে। এমন সময় একটি লোকের দিকে, আপনার থেকে যে ১৭ গজ ১ ফুট দূরের রাস্তা দিয়ে পূর্ব দিকে যাচ্ছে, আপনার দৃষ্টি পড়বে। আপনি তখন লোকটির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করবেন। কিন্তু তখন আপনার অবাক হবার পালা! দেখবেন আপনাকে দেখামাত্রই লোকটি পালিয়ে যাবার ভঙ্গিমায় কেটে পড়েছে। ভাববেন, ভারী বিপদেই পড়া গেল। এমন সময় আপনার আবারো গতরাতের ঘটনার কথা মনে পড়বে এবং ভাববেন লোকটি কে ছিল, মানুষ না-শেয়াল না-অন্যকিছু ? এরূপ ভাবতে ভাবতে সামনের দিকে হাঁটতে থাকবেন, এমন সময় হঠাৎ বেখাপ্পা কিছু আপনার পায়ের নিচে পড়বে এবং আপনি তাকিয়ে দেখবেন হাঁটু পর্যন্ত কাটা একটি পা; আপনি যুগপৎ ভীত এবং বিভ্রান্ত হবেন। কিন্তু 'একটি কাটা পা এখানে কেন ?'—জিজ্ঞাসার কাউকে খুঁজে না পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ৪ মিনিট ৪৩ সেকেন্ড সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আপনার কৌতূহল ক্রমশ বাড়তে থাকবে। তাই এ বিষয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করা জরুরি বিবেচনা করে সামনের দিকে হাঁটতে থাকবেন এবং এভাবে ১৩ মিনিট হাঁটার পর আপনি একটি ছোট বাজারে এসে উপস্থিত হবেন। আপনি দেখবেন, ছোট একটি চায়ের দোকানে কিছু লোক। দূর থেকে দেখবেন, ধোঁয়া উঠা চায়ে রুটি ভিজিয়ে তারা মুখে দিচ্ছে। 'যাক, অবশেষে জিজ্ঞাসা করার কাউকে পাওয়া গেল'—এরূপ ভেবে তখন আপনি হোটেলের দিকে এগুতে থাকবেন; কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ করবেন, আপনাকে দেখামাত্রই হোটেলের পেছন দিকের দরজা দিয়ে সবাই পালিয়ে গেছে। দ্রুত হেঁটে হোটেলে ঢুকে আপনি দেখবেন, কারো কাপে অর্ধেক চা রয়ে গেছে, কারো কাপে রুটিসমেত চা, কারো বা কাপ উল্টে সয়লাব টেবিল-মাটি। আপনি তখন পুরোপুরি বিভ্রান্ত এবং বিচলিত বোধ করবেন; ভেবে পাবেন না আপনাকে দেখে সবাই পালাচ্ছে কেন ? আপনি পুনরায় সংশয়বিদ্ধ হবেন, ভাববেন, এই লোকগুলো মানুষ না শেয়াল। তখন আবারো গতরাতের কথা আপনার মনে পড়বে; মনে পড়বে সেই লোকটির কথা, যে শেয়াল সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিল এবং একবার ভয়ঙ্কর গর্জন করে কথা বলছিল। দূরগামী ট্রেনের হুইসেলের মতো আপনার স্মৃতিতে তা পুনরায় ফিরে আসবে, আপনার মনে পড়বে শিলাবৃষ্টির মতো উদ্‌ভ্রান্ত কথাগুলো; লোকটি যেন প্রলাপ বকছিল, 'মানুষ না—আমি মানুষ না, মানুষগুলো তো মানুষ খায়,— রক্ত খায়, মাংস খায়—, হায় বোন আমার'; তখন এই কথা মনে পড়ামাত্র আপনি অসহায় বোধ করবেন এবং রাস্তায় উদ্দেশ্যবিহীন হাঁটতে থাকবেন। সে সময় হঠাৎ আপনার দৃষ্টিতে পড়বে চাপ চাপ রক্ত, রৌদ্র আর বাতাসে তখনও পুরোপুরি জমাটবদ্ধ হয়নি। এগুলো কিসের রক্ত তা দেখার জন্য আপনি ৪৫° ঝুঁকে দাঁড়াবেন এবং রক্তের সঙ্গে মানুষের একটি আঙ্গুলও আপনি দেখতে পাবেন। তখন আপনার মনে হবে এগুলো গরুর রক্ত, জবাই করার সময় হয়তো একটি আঙ্গুলও কেটে গিয়েছে। এরূপ ভেবেও ব্যাখ্যা অযোগ্য এক ভয়ে আপনি কুঁকড়ে যাবেন; ভাববেন এমন কেন? তখন হঠাৎ একটি স্কুটার এসে আপনার পাশে থামবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনজন পুলিশ নেমে আপনার হাতে হাতকড়া পরাবে। আপনি যুগপৎ বিভ্রান্ত ও অবাক হবেন এবং আপনার হাতে হাতকড়া কেন এরূপ প্রশ্ন বারবার করেও কোন উত্তর পাবেন না; তখন অসহায়ের মতো আপনি ভাববেন আইনের লোক বোধ হয় কৃতকর্মের উত্তর দেয় না। পুলিশগুলোর চোখ বিজয়ের আনন্দে চিকচিক্ করবে আর তখন একজন পুলিশ স্কুটারের ড্রাইভারের সাথে ও বাকি দুজন পেছনের সিটে আপনাকে নিয়ে বসবে। বিশ মিনিটের মধ্যেই স্কুটার থানার সামনে এসে পৌঁছুবে। পুলিশ তিনজন তখন কোন কথা না বলেই আপনাকে হাজতে ঢোকাবে। সেখানে আপনি কত দিন মাস বা বছর পার করবেন তা বলা অসম্ভব। অবশ্য জেলে বসে সুহাসিনীর সদা হাস্যময় রূপ কল্পনা তখন আপনার জন্য সহজ হবে।

তুমি কি মনের সজীবতা ধরে রাখতে চাও, তবে সব কিছুকে সহজভাবে গ্রহণ করতে শেখ।

—টমাস হুড

প্রবন্ধ

প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী ডায়নোসর

ইফতেখার আলম
কলেজ নম্বর : ১৮৩৮
শ্রেণী-পঞ্চম, শাখা-ক

২০০৩ সাল। আধুনিক যুগ। মানুষ নামক দুপেয়ে প্রাণী অর্থাৎ আমরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ জীব বলে দাবি করছি, আমরা আমাদের নাম দিয়েছি 'Homo sapiens' বা 'জ্ঞানী জীব'। কিন্তু এমন একটা সময় ছিল, যখন এ পৃথিবীতে ডায়নোসরেরা শাসন করেছে। এ বিশাল ভূ-খণ্ড জুড়েই ছিল তাদের আধিপত্য। মানুষ পৃথিবীতে পা রেখেছে মাত্র বিশ লক্ষ বছর। ডায়নোসরের বংশ বিশ কোটি বছরের পুরনো এবং এরা নির্বংশ হবার পরও আট কোটি বছর কেটে গেছে।

ডায়নোসর বংশের প্রতিষ্ঠাতার জন্ম হয় আজ থেকে প্রায় ২৮ কোটি বছর আগে 'কটিলোসুর' গোত্র থেকে। সে সময়টাকে বলা হয় ট্রায়াসিক যুগ। ডায়নোসর জাতি খুবই পুরনো। তখন গাছপালা বলতে ছিল নল খাগড়ার মত লম্বা সরু নিষ্পত্র ইকুজিটাম ঝোপ, কার্ন সাইকাস আর পাইন। তখনকার পরিবেশ এখনকার মত শ্যামল ছিল না। সবকিছু ছিল ধুলো-ঢাকা, কেমন যেন পাংশু-বিবর্ণ।

'কটিলোসুর' গোত্র থেকে জন্ম নিল 'সোরিশ্চিয়' গোত্র। এরাই পৃথিবীর আদিমতম ডায়নোসর। ট্রায়াসিক যুগের শেষ পর্বে এরা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। এ গোষ্ঠী থেকে জন্মেছিল জুরাসিক যুগের ডায়নোসর বংশের সন্তানেরা।

'জুরাসিক' যুগের আবহাওয়া ছিল 'ট্রায়াসিক' যুগ থেকে কিছুটা আলাদা। এ যুগেই জন্মেছিল বড় ডায়নোসরেরা :

ব্রন্টসোরাস; ডিপ্লডোকাস, স্টেগ্যাসোরাস; এলসোরাস। ব্রন্টসোরাস ও ডিপ্লডোকাস ছিল জলচর দানোবিশেষ। তাদের আশি ফুট লম্বা দেহের ওজন ছিল প্রায় পাঁচশ মণ। থামের মত বড় বড় ছিল তাদের পা। তারা পানিতে গা ভাসিয়ে থাকত।

এ যুগে নিরামিষাশী ডায়নোসরে তুলনাবিহীন দৃষ্টান্ত স্ট্যোসোরাস। আকারে এটি ব্রন্টসোরাসের চেয়ে ছোট। মাত্র বিশ ফুট দীর্ঘ দেহ, দশ ফুট উচ্চতা। এগুলো ডায়নোসর সমাজে তাচ্ছিল্যের পাত্র হয়ে দাঁড়াত, যদি না তাদের মেরুদণ্ডের ওপর দুসেট শক্ত বিষাক্ত কাঁটা না থাকত।

এলসোরাস ছিল মাংসাশী। ওরা জলের ধারে ঘুরে বেড়াত জ্যান্ত কিংবা মৃত ব্রন্টসোরাসের খোঁজে। মুহূর্তে এরা টুকরো টুকরো করে ফেলত ব্রন্টসোরাস, ডিপ্লডোকাসের মত বিশালদেহী ডায়নোসরের।

প্রায় আড়াই কোটি বছর পর 'জুরাসিক' যুগ শেষ হলে শুরু হয় 'ক্রিটেসাস' যুগ। এ যুগ প্রায় সাত কোটি বছর স্থায়ী ছিল। এ যুগই ডায়নোসরদের চরম উত্থান-পতনের সাক্ষী। এ যুগে আবহাওয়া ক্রমেই উষ্ণ হতে থাকে। এ যুগের ডায়নোসরদের মধ্যে এংকাই লোসোরাস, ইগুয়েনডন, ট্রাইসেরোপ্টস, এলুসিউয়াস, করিহোরাস, জয়যগেন্টোসেথারাস, টাইরেনেসোরাস অন্যতম। টাইরেনেসোরাস ছিল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। এর দেহ ছিল ১২০ ফুট, ওজন প্রায় সাড়ে ছয়শ মণ। এর গর্জনে আদিম অরণ্যে নেমে আসত মৃত্যুপুরীর নিস্তব্ধতা।

ডায়নোসরের মত একটি বিশাল প্রাণী-বংশ নির্বংশ হয়ে গেল কেন?

এককথায় এর উত্তর হচ্ছে-প্রকৃতির প্রতিকূলতার জন্য।

ফুটবলের যাদুকর সামাদ

মোঃ রিদওয়ান
কলেজ নম্বর : ১১৮৭
শ্রেণী : ৭ম, শাখা : ক

বিশ্বব্যাপী ফুটবল একটি জনপ্রিয় খেলা। বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম নয়। সত্তর-আশির দশক ছিল এদেশের ফুটবলের স্বর্ণযুগ। ব্রিটিশ শাসন আমলেও এদেশে অনেক ভাল খেলোয়াড়ের উত্থান ঘটেছিল। এর মধ্যে অন্যতম ছিলেন সৈয়দ আব্দুস সামাদ। সামাদ পশ্চিম বাংলার পূর্ণিয়া জেলায় ১৮৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১১ বছর বয়সেই সামাদ অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্য, কলাকৌশল প্রদর্শনের মাধ্যমে অবিভক্ত ভারত ক্রীড়ামোদীদের নয়নমণি হয়ে ওঠেন।

১৯২৪ সালে ভারতীয় জাতীয় দলের সাথে যোগ দিয়ে সামাদ মায়ানমার, চীন, যুক্তরাজ্য সফর করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি "কলকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং" ক্লাবে যোগ দেন এবং এই বছরেই তাঁকে অসাধারণ ক্রীড়া প্রদর্শনের জন্য "হিরো অবদি গেমস্" সম্মানে সম্মানিত করা হয়ে থাকে। ফুটবল খেলায় ক্রীড়ানৈপুণ্য, অসাধারণ খেলার ঘটনা তাঁর জীবনে অনেক ঘটেছে। তবে তাঁর খেলোয়াড়ি জীবনের অবিস্মরণীয় ঘটনাটি ঘটেছে ফুটবলের জন্মদাতা খোদ ইংল্যান্ডের মাঠে। ঘটনাটি ছিল, লন্ডনের এক খেলায় সামাদের শট করা বল গোলপোস্টের গোলবারে লেগে ফিরে এলে তিনি এই শটে গোল দাবি করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রেফারিকে বলেন গোলবারটি কিছুটা নিচু আছে। সামাদের এই অভিযোগ কেউ মেনে নিতে চায় না। অনেক বাক-বিতণ্ডা তর্ক-বির্তকের পর মেপে দেখা গেল যে, সত্যিই গোলবারটি দেড় ইঞ্চি নিচু। অবশেষে বাতিল গোলটি গোল হিসাবে গণ্য হয়। এই ঘটনা বিশ্বের ফুটবল ক্রীড়ামোদীদের চমক লাগিয়ে দিয়েছিল। এমন নির্ভুল শট এবং চ্যালেঞ্জ করার মত ফুটবলার বাংলাদেশ তথা বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে আজও জন্মায়নি। কিংবদন্তির এই নায়ক, জাদুকর এই বিরল প্রতিভাধর ফুটবলারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য, তাঁর স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বাংলাদেশ ডাক বিভাগ সামাদের ২৯ তম মৃত্যু বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ সালে একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। এর সঙ্গে একটি ফার্স্ট ডে কভারও (এফডিসি) প্রকাশ করেছে। এই ডাকটিকিটের আকার ৩২ × ৪২ মি.মি. প্রতি পাতায় টিকিটের সংখ্যা ১০০টি। নক্‌শাবিদ প্রাণেশ কুমার মণ্ডল। ফুটবলের এই মুকুটহীন সম্রাট ১৯৬৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

Cricket প্যাঁচালী

নাজমুস সাকিব
কলেজ নম্বর : ১২০৫
শ্রেণী : ৭ম, শাখা : ক

Cricket নাকি ভদ্রলোকদের খেলা। সেই যে, যুগ যুগ আগে ইংল্যান্ডে এ খেলার যখন জন্ম হয়, তখন তা গুটি কয়েক অভিজাত পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু Cricket এখন আর শুধু ইংল্যান্ডের একচেটিয়া অধিকারে নেই, বরং তা বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। Cricket যদিও একটি সিরিয়াস খেলা তবুও কখনও এ খেলার এমন অনেক হাস্যকর ঘটনা ঘটে, যা দেখে সদাগম্ভীর আম্পায়ারও ফিক করে হেসে ফেলে। এ রকম কয়েকটি ঘটনা নিয়ে আমার এ Cricket প্যাঁচালী।

◗ ১৮৭০ সালে লর্ডস এ 'এম.সি.সি' হয়ে 'ইয়র্কশায়ারের' বিরুদ্ধে খেলছিলেন সি আর ফিলগ্যাট আর বোলিং করছিলেন ফ্রিম্যান। তার হাতেই ফিলগ্যাট বোল্ড আউট হয়ে গেলে প্যাভিলিয়নে যাবার পথে উইকেটের দিকে দেখলেন তিনটি স্ট্যাম্পই মাঝখানে টুকরা হয়ে পড়ে আছে।

◗ বল করলেন সাসেক্স দলের এইচ ই-রবার্টস, ব্যাট করছিলেন অ্যাল্টন ক্লাবের বার্নাড বেনটিক। তিনি দেখলেন যে তার হিট করা বল আঘাত করল পিচের উপর উড়ন্ত সোয়ান পাখির ডানায়। সেখান থেকে বল ঘুরে এসে লাগল হতচকিত বেনটিকের অরক্ষিত উইকেটে। বোল্ড আউট হলেন বেনটিক। আর সোয়ান পাখিটি তখন পিচের ওপর চিৎপটাং।

◗ ১৯০২ সালের ঘটনা। বোলার এইচ ট্রাম্বলে'র বল এসে লাগল বসে পড়া ব্যাটসম্যান জি এল জেসন্সের শার্টের সবচেয়ে ওপরের বোতামে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে আম্পায়ার জানালেন জেসন্স এল.বি.ডব্লুউ।

◗ ১৯৬১ সালে গ্লস্টারশায়ার নর্দাম্পটনশায়ারের বিরুদ্ধে খেলায় পেস বোলার ডেভিড লোটারের প্রথম বলে আউট হয়ে গেলেন টম পাজ। বলটি লেগেছিল তার চোয়ালে এবং দু'জায়গায় ভেঙ্গে গিয়েছিল। হতভম্ব পাজ দেখলেন যে আম্পায়ার তাকে L.B.W দিয়েছেন ।

◗ ইংল্যান্ডের ওপেনিং ব্যাটসম্যান মিলবার্ন একবার খেলেছিলেন স্পিন বোলিং এর বিরুদ্ধে। উঠিয়ে বল করছিলেন বোলার। দেখে লোভ সামলাতে না পেরে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে যেই সজোরে ছক্কা হাঁকাতে যাবেন, অমনি বিপত্তি বাধিয়ে বসলো তার প্যান্টের চিনে বোতাম। জোর পড়তেই আলগা হয়ে গেল বোতামের সুতা এবং সাথে সাথে কোমরের বাঁধন। হাতের ব্যাট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি চেপে ধরলেন প্যান্ট। আর ক্রিজের বাইরে চলে যাওয়ায় উইকেট ভেঙ্গে দিল উইকেট কিপার।

◗ স্কোরবোর্ডে লেখা আছে, "পিটার ম্যারিল রান আউট।" —আসলে লেখা উচিত ছিল জান বাঁচাতে আউট। কারণ ব্যাট করার সময় হঠাৎ তিনি ক্রিজে সাপ দেখতে পান। অমনি ভয়ে দে দৌড়। ওদিকে ফিল্ডাররা ইতোমধ্যে উইকেট ভেঙ্গে দিয়েছে।

◗ ১৯৭০ সালে মুরসাইড দলের জয়ের জন্য প্রয়োজন পাঁচ রানের। তাই ব্যাটসম্যান সজোরে বল হাঁকালেন নির্ঘাত চার। কিন্তু ছক্কার প্রয়োজন। বলটির গতি দেখে বাউন্ডারি লাইনে দাঁড়ানো ফিল্ডার ব্রডমেন্ট মাথা নিচু করে দাঁড়ালেন। কিন্তু পড়বি তো পড়, বল একেবারে সোজা তার মাথায় ড্রপ খেয়ে সীমানার বাইরে, ছক্কা।

◗ "দ্যা হিস্টরি অফ র‍্যাডলে" এর মতে ডব্লিউ কলিন্ত ছিলেন একজন দানবীর বোলার, একবার তিনি এক বলে তিনজনকে আউট করেন। প্রথমজন বুড়ো আঙ্গুলে ব্যথা পান ও রক্তপাত হতে থাকে। দ্বিতীয়জন এ দেখে অজ্ঞান হন ও তৃতীয়জন ব্যাট না করার সিদ্ধান্ত নেন।

◗ ১৯৫৮ সালের ঘটনা। দক্ষিণ আফ্রিকার এক ম্যাচে ব্যাটসম্যান মাঠে ব্যাট করছেন। হঠাৎ খবর এল তার স্ত্রীর ফোন, খুব জরুরি, অগত্যা তাকে যেতে হল, রিসিভার ধরার সাথে সাথে এল স্ত্রীর বাজখাঁই গলা— "সাবানটা রেখেছো কোথায় ? কোথাও তো পাচ্ছি না ?

স্কাউটিং ও সুন্দর জীবন

প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত
মাহফুজুল ইসলাম সুমন
কলেজ নম্বর : ২৬১২
শ্রেণী : দ্বাদশ, বিজ্ঞান বিভাগ

স্কাউট্স এর জনক লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল বলেছেন "তোমরা পৃথিবীকে ঠিক যেভাবে পেয়েছ তার চেয়ে একটু ভাল করে রাখার চেষ্টা করো।" স্কাউটরা ব্যাডেন পাওয়েল এর এই মহান বাণীকে অনুসরণ করে থাকে। পৃথিবীকে আমরা যেভাবে পেয়েছি তার চেয়ে সুন্দর করে রেখে যাওয়ার মাঝেই আমাদের সার্থকতা। স্কাউটিং মানুষকে সেই সার্থকতা অর্জনে সাহায্য করে। স্কাউটিং একটি আন্দোলন, সেই আন্দোলনের মাধ্যমে কোন মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে বা গড়ে ওঠার চেষ্টা চালায়। ১৯০৭ সালে ইংল্যান্ডের ব্রাউন সী দ্বীপে ব্যাডেন পাওয়েল প্রথমবারের মত স্কাউটিং প্রবর্তন করেন। সেই থেকে সারাবিশ্বে স্কাউটিং শুরু হয়।

স্কাউটদের মটো হচ্ছে,

"সেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা।"

স্কাউটরা আর্তমানবতার সেবায় সদা প্রস্তুত। যে-কোন দুর্যোগ, ঝড়-ঝঞ্ঝায় স্কাউটরা সেবার জন্য এগিয়ে আসে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসে দুর্গত মানুষদের মাঝে স্কাউটরা সাহায্য বিতরণ করে। শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করে স্কাউটরা।

স্কাউটের মূলনীতি চারটি। এগুলো হচ্ছে, আল্লাহ/সৃষ্টিকর্তার প্রতি কর্তব্য পালন ও সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস, দেশের প্রতি কর্তব্য পালন ও পরোপকার, আত্মউন্নয়ন এবং স্কাউট আইন ও প্রতিজ্ঞার প্রতি আস্থা স্থাপন।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্কাউটিং জড়িয়ে আছে। স্কাউটদের সাতটি আইন রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে, স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী, স্কাউট সকলের বন্ধু, স্কাউট বিনয়ী, স্কাউট জীবের প্রতি সদয়, স্কাউট সদা প্রফুল্ল, স্কাউট মিতব্যয়ী, স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল।

স্কাউটরা এইসব আইন মেনে চলার চেষ্টা করে। আর এইসব আইন যে কেউ মেনে চলুক না কেন তার জীবন সাফল্যমণ্ডিত হবেই। জীবন একটাই। আর সুন্দরভাবে বাঁচার নামই জীবন। সুন্দরভাবে বাঁচা মানে হচ্ছে সৎভাবে বাঁচা। স্কাউটের প্রথম আইনে রয়েছে। "স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী।" আত্মমর্যাদা শব্দটির অর্থ আমি সৎ ও সত্যবাদী হব।

স্কাউটিং এর একটি অঙ্গ হচ্ছে আত্মনির্ভরশীলতা। স্কাউটিং প্রতিটি মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হতে শিক্ষা দেয়। দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট কাজ থেকে শুরু করে বড় কাজ সবই স্কাউটিং করতে হলে শিখতে হয়। স্কাউটিং করলে লেখাপড়ার কোন ক্ষতি হয় না। এটা স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের জীবন গড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই স্কাউটিং এর প্রতি সবার শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত এবং প্রকৃত স্কাউট হওয়ার জন্য সবার চেষ্টা থাকা উচিত। তবেই ব্যাডেন পাওয়েল এর উক্তি পাবে যথার্থ সার্থকতা।

পড়া মনে রাখার কৌশল

মোঃ মাইনুল হক মিতুল
কলেজ নম্বর : ২৬৩৯
শ্রেণী : দ্বাদশ, (বিজ্ঞান)

'পড়া মনে থাকে না' এই অভিযোগ প্রায়ই বন্ধুদের কাছে শোনা যায়। অনেকে জন্মগতভাবেই প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকেন। এছাড়া বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করলে ভালো স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া সম্ভব। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন মহাকবি হোমারসহ প্রমুখ মনীষীও প্রথমে দুর্বল স্মৃতিশক্তি সমস্যায় ভুগেছেন। প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও চেষ্টার মাধ্যমে তাঁরা তাদের স্মৃতিশক্তিকে উন্নত করে তোলেন। স্মৃতিশক্তিকে উন্নত করা ও পড়া মনে রাখার কিছু কৌশল উল্লেখ করা হল :

বিজ্ঞানী মারগানের মতে কোন কিছু মনে রাখতে হলে মন দিয়ে সেটি অধ্যয়ন করতে হবে, বারবার পড়তে হবে এবং সর্বোপরি সেটি মনে রাখার ইচ্ছা থাকতে হবে। কোনো পড়া খুব বেশিক্ষণ না পড়ে বরঞ্চ অল্প অল্প করে নিয়মিত মনোযোগ দিয়ে পড়াই উত্তম। লেখার অভ্যাস একটি ভালো অভ্যাস। কোন পড়া পড়বার পর সেটি প্রথমে দেখেও লিখতে পারেন, তারপর না দেখে লিখুন। পড়বার সময় কোলাহলপূর্ণ জায়গা পরিহার করতে হবে এবং মানসিক দুশ্চিন্তা পরিহার করতে হবে। এছাড়া মনোবিজ্ঞানে 'মেমোরি হুক' (Memory Hooky) নামে এক শব্দ আছে, এর অর্থ হচ্ছে, কোনো জানা তথ্যের সাথে কোন নতুন তথ্যের সম্মিলন ঘটালে জানা তথ্যটি মনে পড়বার সাথে সাথে নতুন তথ্যটিও চট করে মনে পড়বে।

বিজ্ঞানী রবিনসন পড়া মনে রাখার জন্য একটি পদ্ধতির কথা বলেছেন, যার নাম 'Survey Q & 3R' যার অর্থ হচ্ছে Survey (দেখা, পর্যবেক্ষণ করা), Question (নিজেকে পড়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করা), Read (পড়া), (Recite (আবৃত্তি করা), Review (পুনরায় পড়া এবং স্মরণ করা)। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে দেখা গেছে পড়া সহজেই মনে থাকে।

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করেছেন যে, মানুষের স্মৃতি দু'রকম— একটি স্বল্পমেয়াদী এবং অন্যটি দীর্ঘমেয়াদী। আর আমাদের মস্তিষ্ক সবসময় একভাবে কাজ করে না। যেমন— স্বল্পমেয়াদী স্মৃতি সবচেয়ে ভালো থাকে সকাল বেলায়। আর দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি সবচেয়ে ভালো থাকে বিকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে। তাই যেসব পড়া দীর্ঘদিন মনে রাখতে হবে সেগুলো বিকাল বা সন্ধ্যা বেলায় পড়াই সবচেয়ে ভালো। এ সময়টি কোন কঠিন পড়া তৈরির জন্যও সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সময়। রাত জেগে পড়লে সেই পড়া খুব বেশি দিন মনে থাকে না যদিও তার স্বল্পমেয়াদে মনে থাকে। মাথা খাটাতে হয় এমন পড়া, যেমন- অংক করবার জন্য সকাল হচ্ছে সর্বোত্তম সময়। এ সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য নিচে দেওয়া হল :

- ☆ একটানা দীর্ঘ সময় পড়লে ক্লান্তি আসে। তাই ক্লান্তি আসার পূর্বে কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় পড়া উচিত। চোখের ক্লান্তি দূর করার জন্য দু'তিন মিনিট চোখ বন্ধ করে রাখা, আকাশের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় অথবা সবুজ ঘাসের দিকে কিছুক্ষণ তাকানো ভালো।
- ☆ মুখস্থ করতে হবে এমন বিষয় নীরবে না পড়ে জোরে জোরে আবৃত্তি করে পড়লে বেশি মনে থাকে।
- ☆ মুখস্থ হওয়ার পর আরো তিন চারবার সেটি পড়তে হবে।
- ☆ নিয়মিত পাঠের অভ্যাস করতে হবে। একদিন পড়ে দু'দিন ফাঁকি দিলে চলবে না।
- ☆ পড়বার আগে নিজেকে যথাসম্ভব মানসিক চাপমুক্ত থাকতে হবে।
- ☆ প্রতিদিন কমপক্ষে ছ'ঘণ্টা ঘুম এবং সুষম খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।
- ☆ প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন শেখা এবং গুরুত্বসহকারে হোমওয়ার্ক করা।
- ☆ পড়ার সময় সকল প্রকার চিন্তা, শচীনের ছক্কা, বেকহ্যামের গোল। এমনকি কোন প্রেয়সী থাকলেও তাকে ভুলে যেতে হবে।
- ☆ রুটিনসহকারে পড়া। তবে রুটিনের চেয়েও বেশি যা দরকার তা হল প্রতিটি বই প্রতিদিন সমান গুরুত্বসহকারে পড়া।

সবশেষে বলা যায়, অধ্যবসায়, নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা, কঠোর পরিশ্রম, সাধ-সাধ্য-সাধনার অপূর্ব মিলনে অভিধান থেকে 'খারাপ ছাত্র' শব্দটিই হারিয়ে যাবে এক সময়।

আল-কুরআনের একটি বিস্ময়কর তথ্য

সংগ্রাহক : মীর খায়রুজ্জামান
কলেজ নম্বর : ২৫১৭
শ্রেণী : দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

কুয়েত থেকে একজন বিশিষ্ট গবেষক এফ. রহমান পবিত্র কুরআন গবেষণা করে বিস্ময়কর এক তথ্য বের করেছেন। আজ থেকে প্রায় ১৫০০ বছর আগে মহান আল্লাহ তার নাযিলকৃত আয়াত এর মাঝে টুইন টাওয়ারের ধ্বংসের কথা উল্লেখ করেছেন। আয়াতটির বাংলা তর্জমা হল :

"ভেবে দেখো, তবে কি এমন ব্যক্তিই উত্তম, যে নিজ অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করেছে আল্লাহ ভীতি এবং তার সন্তুষ্টির উপর, নাকি সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজ অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করেছে একটি প্রান্তরে অন্তঃসারশূন্য স্থিতিহীন বেলাভূমি বা কোন গর্তের কিনারায় যা ধ্বসে পড়ার নিকটবর্তী; যা তাকে নিয়ে জাহান্নামে পতিত হয়। এ ধরনের জালিম লোকদের আল্লাহ কখনও পথ দেখান না।" (সূরা তাওবাহ : ১০৯)

গবেষক এ আয়াতের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন সূরা তাওবাহ'এ ১-১০৯ আয়াত পর্যন্ত মোট অক্ষর সংখ্যা ২০০১টি যা ২০০১ সালকে বুঝাচ্ছে, যে সালে টুইন টাওয়ার ধ্বংস হয়েছিল। ধ্বংসের কথা ১০৯ নং আয়াতে উল্লেখ আছে। টুইন টাওয়ারের উচ্চতা ছিল ১০৯ তলা। সূরাটি কুরআন শরীফের ১১ পারায় অবস্থিত যা ১১ তারিখকে নির্দেশ করছে, যে তারিখে টুইন টাওয়ার ধ্বংস হয়েছিল। সূরাটির ক্রমিক নং ৯ যা বুঝাচ্ছে ৯নং মাসকে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর, যে মাসে টুইন টাওয়ার ধ্বংস হয়েছিল। যে সড়কটির উপর টুইন টাওয়ার অবস্থিত ছিল সে সড়কটির নাম 'জুরুফিন হার'। সূরা তাওবাহ এর ১০৯ নং আয়াত তেলাওয়াত করলে 'জুরুফিন হার' শব্দের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। গবেষক এর মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন 'কুরআন শরীফ' সর্বকালের আধুনিক গ্রন্থ।

এক্স ফাইলস

মীর খারুজ্জামান
কলেজ নম্বর : ২৫১৭
শ্রেণী : দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

'এক্স ফাইলস' শব্দটির সাথে অনেকেই পরিচিত। এর অর্থ হচ্ছে 'রহস্যময় ঘটনার নথিপত্র।' যে ঘটনার কোন উৎপত্তি নির্ণয় করা যায় না, তাকে যে ফাইল এ সংরক্ষিত করে রাখা হয় তাকে বলে 'এক্স ফাইলস।'

এক্স ফাইলস এর একটি ঘটনা :

আনুমানিক ১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে রিচার্ড নামক এক বৃদ্ধ লোক থাকতেন। এক রাতে তিনি খুব অসুস্থ বোধ করেন। তার বড় ছেলে তাকে বিছানায় শুইয়ে রেখে ডাক্তার ডাকতে যান এবং খুব তাড়াতাড়ি ডাক্তার চলে আসেন। ডাক্তার তাকে (বৃদ্ধ লোকটিকে) পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। হঠাৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল। মোমবাতি জ্বালানোর পর আবার পরীক্ষা করা শুরু হল। হঠাৎ মোমবাতি নিভে গেল এবং তার সাথে গুলির শব্দ এবং তার সাথে সাথে মোমবাতি নিজ থেকেই জ্বলে উঠলো। ডাক্তার দেখতে পান রিচার্ড মারা গেছেন এবং তার শরীরে কোন ক্ষতচিহ্ন না থাকায় নিশ্চিত হন গুলিতে তার মৃত্যু হয় নি। পরে রিচার্ডের দেহ ময়নাতদন্ত করা হয় এবং তার শরীর থেকে একটি বুলেট পাওয়া যায় সবাই অবাক হয়ে যান কোন প্রকার ক্ষত সৃষ্টি না করেই কিভাবে তার শরীরে বুলেট ঢুকলো এবং সেদিন নিভে যাওয়া মোমবাতি নিজ হতে কি করে জ্বলে উঠলো ? তার রহস্যজনক মৃত্যুর কোন সমাধান না খুঁজে পাওয়ায় তার মৃত্যুর ঘটনাটি 'এক্স ফাইলস'-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নতুন নামে সার্স আতঙ্ক ঃ নিরাময় ও প্রতিষেধক হোমিওপ্যাথি ও বর্তমান বিশ্ব

কামরুন নাহার খানম
সহকারী অধ্যাপক

সার্স (SARS) : সার্স হচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাসে আক্রান্ত এক ধরনের মারাত্মক রোগ। যা নাকি হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে বা ঋতুর পরিবর্তনে শিশু ও বয়স্ক মানুষের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা যায়।

সার্স লক্ষণ ঃ উচ্চজ্বর, সর্দি ও ভীষণ কাশি, শ্বাসকষ্ট, মাথাধরা, বমি বমি ভাব, ক্ষুধামান্দ্য লক্ষণই প্রধান লক্ষণ। SARS হচ্ছে Severe Acute Respiratory Syndrome.

Acute Diseases ঃ যে সব রোগ রোগীকে অর্থাৎ জীবনী শক্তিকে কখনো মৃদু, কখনো দ্রুত ও ভীষণ বেগে আক্রমণ করে। আক্রমণকারী ভাইরাস রোগী দেহে কিছু সময়, কিছুদিন, কিছুমাস অবস্থান করে আবার কতগুলো ভাইরাস বিনা ঔষধে, আবার কতগুলো ভাইরাস ঔষধের সাহায্যে আরোগ্য হয়। যে সব ভাইরাসের প্রবল আক্রমণের জীবনীশক্তি নিস্তেজ হয় এবং সঠিক ঔষধ এবং সময়মতো ঔষধ নির্বাচন ও সেবনে বিফল হওয়ায় রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হয়। সেই সব রোগই Acute Diseases নামে পরিচিত। Acute Diseases-কে বৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অতর্কিতে বৈশাখী ঝড়ের মতো ভীম বেগে আক্রমণ করার পর কিছু সময় থেকে আবার চলে যায়।

সার্সকে কেন ঘাতক বা মরণ ব্যাধি বলা হয় ?

এইডসের পর সারা বিশ্বে নতুন আতঙ্ক ঘাতক ব্যাধি সার্স (SARS)-কে মানবসৃষ্ট এক জীবাণু বলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন। সম্প্রতি রাশিয়ার 'দি গেজেটা ডেইলি' পত্রিকায় মস্কোর মহামারী বিশেষজ্ঞ নিকোলাই ফিলাটভের লেখা এক নিবন্ধের সূত্র ধরে ড. পেট্রিকা এ. ডয়েল নামক অপর এক বিশেষজ্ঞ এই ধারণায় পৌছেন যে, কাইমেরা নামক এক ভাইরাস নিয়ে কেউ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে সার্স রোগের সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন কিভাবে কাইমেরা ভাইরাসকে কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ের ফল হচ্ছে সার্স ব্যাধি। ড. পেট্রিকা এ. ডয়েল বলেন, কাইমেরা ভাইরাস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে সহায়ক হিসাবে করোনা

ভাইরাসকে নির্বাচন করেন। কেননা করোনা ভাইরাস নিয়ে কাজ করা সহজ। অন্যদিকে এটা একটা সাধারণ ভাইরাস বলে সহজে সংগ্রহ করা যায়। কাইমেরা ভাইরাস ঝুঁকিপূর্ণ বলে তার সংস্পর্শে আসাটা বিপজ্জনক। (সূত্র : ১লা মে ঃ ইনকিলাব)

সন্দীপন

সার্স ব্যাধির ক্ষেত্রে করোনা ভাইরাসের বড় ভূমিকা থাকলেও কাইমেরা ভাইরাসের কারণে সার্স বর্তমান বিশ্বে ঘাতক ব্যাধিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

সার্স (SARS) আসলে Pneumonia, Bronchitis, Pleurisy ও Pleuro-Pneumonia'র বর্তমান আতঙ্কিত রূপ। নিউমোকক্কাস। (Pneumococcus) নামে এক প্রকার জীবাণু থেকে Pneumonia রোগের উৎপত্তি। ফুসফুস প্রদাহকে আমরা ইংরেজিতে Pneumonia বলি। ফুসফুসের বায়ুনালীর প্রদাহকে বলি Bronchitis আর ফুসফুসবেষ্ট প্রদাহকে বলা হয় Pleurisy । ফুসফুস প্রদাহ ও ফুসফুসবেষ্ট প্রদাহ একত্রে দেখা গেলে তার নাম হয় Pleuro-Pneumonia.

Pneumonia.-র তিনটি পৃথক পৃথক অবস্থা তৈরি হয় যার নতুন নাম সার্স এর সাথে তুলনীয়ঃ

এক. প্রথম অবস্থাতে ফুসফুসে রক্ত সঞ্চিত হয় এবং ভীষণ উত্তাপসহ জ্বর দেখা দেয়, লোহার মরিচার মত কাশি বের হয়। অনেক ক্ষেত্রে ১০৬°, ১০৭° পর্যন্ত উত্তাপ উঠে যায়। নাড়ির স্পন্দন মিনিটে ১৩০ বার হয়। শ্বাস—প্রশ্বাসের গতি হয় মিনিটে ৩০ থেকে ৩৫ বার।

দুই. দ্বিতীয় অবস্থায় ২/৩ দিন পর ফুসফুস কঠিন হয়ে পড়ে এবং ব্যথা কমে যায়, কাশি তরল হয় এবং বুকে কোন শব্দ শোনা যায় না।

তিন. উপশম ও শোষণ অবস্থা আসে তিন / চার দিন পর। তৃতীয় অবস্থা থেকেই রোগী হয় পুনর্জীবন লাভ করে নয়তো কঠিন লক্ষণ দেখা গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

নিউমোনিয়ার তৃতীয় অবস্থাই হচ্ছে— Severe Acute Respiratory Syndrome. এ সময় ফুসফুসে পুঁজ উৎপন্ন হয়, কাশির সঙ্গে খুব বেশি পুঁজ উঠতে থাকে। রোগী খুব অবসন্ন ও দুর্বল হয়ে পড়ে। নাড়ী খুব ক্ষীণ ও দ্রুত চলে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের বেগ বাড়তে থাকে, শরীর ঠাণ্ডা হতে থাকে। প্রায়ই ঐ অবস্থায় রোগী মারা যায়।

পৃথিবীতে মানব জাতির বসবাসের পর থেকেই মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগে মৃত্যু হয়েছে। তখন মানুষের কাছে এই সব মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত ছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব রোগের উৎস, কারণ, লক্ষণ, ভাবীফল ও চিকিৎসা সম্পর্কে মানুষ অবগত হয়েছে এবং হচ্ছে।

SARS বর্তমানে মহা আতঙ্কজনিত একটি নাম। এটি একটি ভাইরাস। ধারণা করা হচ্ছে, এটি প্রাকৃতিক ভাইরাস নয়। দুই ভাইরাস যথা কাইমেরা ও করোনা ভাইরাসের সংমিশ্রণে এটি তৈরি।

ভাইরাস ঃ অণুজীবগুলোর মধ্যে ভাইরাস হলো সবচেয়ে ছোট। এর আকার এতো ছোট যে, একটি আলপিনের মাথায় কয়েক লক্ষ ভাইরাস জায়গা করে নিতে পারে। এরা কেবল জীবিত জীবকোষের ভেতর বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। অন্য কোথাও নয়। জীবকোষের বাইরে এগুলো বড় পদার্থের মতো থাকে। ভাইরাসের কোনকোষ নেই। ইলেকট্রনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এদের দেখা যায়। এগুলো সহজে মরে না। এদের এক একটির আকার এক এক রকম। কোনটি সোজা লম্বাটে, কোন কোনটি পেঁচানো স্ক্রুর মতো, আবার কোন কোন ভাইরাসের গঠন আরো জটিল। প্রোটিনের যে আবরণের ভেতরে ভাইরাসের উপাদান থাকে, তা গঠিত হয় একই রকম অনেকগুলো প্রোটিন খণ্ড দিয়ে। যেসব ভাইরাস প্রাণীদেহের শ্বাসনালীতে প্রদাহ সৃষ্টি করে, সেগুলোকে বলা হয় অ্যাডোনা ভাইরাস। ভাইরাসগুলো জীবন্ত প্রাণিকোষের বাইরে বংশ বিস্তার করতে পারে না। তবে একই কোষের মধ্যে একটি ভাইরাস থেকে লক্ষ লক্ষ ভাইরাস জন্ম নিতে পারে। বংশ বাড়াবার জন্য এরা কোষের এনজাইম, প্রোটিন, রাইবোজোম ও অন্যান্য পদার্থের সাহায্য নেয়। একটিকোষের মধ্যে কয়েক লক্ষ ভাইরাসের জন্ম হলে তারা আবার অন্য কোষে আশ্রয় নেয়। এভাবে ভাইরাস একই প্রক্রিয়ায় নিজেদের সংখ্যা বাড়াতেই থাকে।

ফলে ভাইরাসবাহিত রোগের সঠিক চিকিৎসা না হলে এবং ভীষণ বেগে সংক্রামিত হতে থাকলে মহামারী আকার ধারণ করে, যা নাকি বর্তমান বিশ্বে SARS নাম নিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে।

প্রকৃতপক্ষে জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট ভাইরাসজনিত রোগ। হোমিওপ্যাথিতে এই রোগের চিকিৎসা ডা. স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের সময় থেকেই চলে এসেছে। হোমিওপ্যাথির প্রবর্তক মহাত্মা স্যামুয়েল হ্যানিম্যান এলোপ্যাথি চিকিৎসায় ব্রতী থাকাকালীন উক্ত চিকিৎসার ত্রুটিগুলো সূক্ষ্মভাবে খেয়াল করেন। তিনি লক্ষ করেন, কোন একটি রোগ নিরাময়ের জন্য একটি ঔষধ প্রয়োগ করলে সে রোগটি সেরে গিয়ে অন্য একটি আরো মারাত্মক রোগ দেখা দেয়। যেমন : মলম প্রয়োগে চর্মরোগ অন্তর্মুখী হয়ে হাঁপানী ও হৃদরোগ ইত্যাদি মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করে। অর্থাৎ চর্মরোগটি চাপা পড়ে ভিতরে গিয়ে অন্যরূপে আবির্ভূত হয়।

সন্দীপন

ডা. স্যামুয়েল হ্যানিম্যান বলেন, 'এলোপ্যাথি ঔষধে রোগ চাপা দিয়ে রোগীর সর্বনাশ সাধন করে।' তিনি কেবল এই কথা বলেই ক্ষান্ত হননি। তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আবিষ্কার করে সমলক্ষণে ঔষধ প্রয়োগ করে এ্যালোপ্যাথি ঔষধে চাপা দেয়া রোগটিকেও বের

করে রোগীকে স্থায়ী সুস্থ করা যে সম্ভব তা প্রমাণ করে গেছেন। ড. স্যামুয়েল হ্যানিম্যান প্রমাণ করে গেছেন 'অসম লক্ষণের ঔষধ সেবনে' রোগ চাপা পড়ে। হোমিওপ্যাথিতে ঔষধকে জড় অবস্থা থেকে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মাংশে বিভাজিত করে ক্রমোচ্চ শক্তিতে পরিণত করায় বেশ কিছু ঔষধ জটিল রোগ হোমিও ঔষধেই আরোগ্য করা সম্ভব। কারণ জড় ঔষধের শক্তি অপেক্ষা শক্তিকৃত ঔষধের শক্তি অনেক অনেক বেশি।

নিউমোকক্কাস (Pneumococcus) নামে এক প্রকার জীবাণু হতেই নিউমোনিয়া রোগের উৎপত্তি ঘটে। হোমিওপ্যাথিতে লক্ষণ ভিত্তিক নিউমোনিয়া রোগীর চিকিৎসা ঃ—

এক. জ্বর, পিপাসা, অস্থিরতা, ছটফটানি, সর্দি, কাঁধে বেদনা, বুকে বেদনা, বিকালে বৃদ্ধি অবস্থায় Aconit-3x ১ ঘণ্টা অন্তর সেবন।

দুই. যদি এই জ্বর ১ দিন ১ রাত্রির মধ্যে না কমে তবে Sulpher-30 ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন।

তিন. বুড়ো ও শিশুদের ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ায় গায়ের তাপ কম, ভীষণ উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, মুখমণ্ডল কালো বা পাণ্ডুর, ঠাণ্ডা, ঘাম প্রচুর ইত্যাদি লক্ষণে Antim Tart-12 ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন।

নিউমোনিয়ায় ডান পাশের ফুসফুস আক্রান্ত হলে এন্টিম টার্ট, চেলিডোনিয়াম, লাইকোপোডিয়াম ইত্যাদি ঔষধ যাদুর মত কাজ করে।

নিউমোনিয়ায় বাম পাশের ফুসফুস আক্রান্ত হলে সালফার-৩০ ১ ঘণ্টা অন্তর সেবন। সালফার নিউমোনিয়ার একটি প্রধান ঔষধ। তেমনি ফসফরাস ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া'র একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নিউমোনিয়া কখনো একটি ফুসফুসে আক্রান্ত হলে তাকে সিঙ্গেল নিউমোনিয়া এবং দু'টি ফুসফুসে আক্রান্ত হলে তাকে ডাবল নিউমোনিয়া বলে। চিকিৎসা শাস্ত্রের গোড়া থেকেই এসব রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

বর্তমানে ঢাকায় **SARS** এর লক্ষণযুক্ত রোগ দেখা গেলেও এই রোগকে সার্স বলা যায় না। উচ্চ জ্বর, শুকনো কাশি, শ্বাস কষ্ট, মাথা ধরা, বমি বমি ভাব, ক্ষুধামান্দ্য লক্ষণযুক্ত ব্যাধি প্রতি বৎসরই ঋতু পরিবর্তনের সময় লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, এই জ্বর কাশি শ্বাসকষ্ট ভাইরাসজনিত। এটাকে সাধারণত মৌসুমী অসুখ বলে অভিহিত করা হয়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থা 'আরসৃকি'র প্রধান বৈজ্ঞানিক ড. এম. এ. হাসান বলেন, 'ঢাকায় এখন যে জ্বর হচ্ছে তা কমন কোল্ড ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে। যদিও এই ভাইরাসের দশ থেকে বিশ ভাগ করোনা ভাইরাস। উল্লেখ্য যে, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে মরণব্যাধি **SARS** হচ্ছে বলে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা **(WHO)** জানিয়েছে। এ প্রসঙ্গে- ডা. হাসান জানান, সার্স ভাইরাসকে করোনা ভাইরাসের নিউটিজেন হিসাবে দেখা হচ্ছে। এই ভাইরাসের কালচার করা কঠিন হওয়ায়, মনে করা হচ্ছে যে, জীবাণু অস্ত্র তৈরিতে ব্যাপৃত কোন ল্যাবরেটরিতে এর মিউটেশন (বিকৃতি) ঘটে থাকতে পারে। ডা. এম. এ. হাসান বলেন, 'সার্স তত ভয়ঙ্কর নয়।' তিনি আরো বলেন বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক সৃষ্টিকারী সার্স রোগকে যতটা ছোঁয়াচে বলে প্রচার করা হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তা ততটা ভয়ঙ্কর নয়। অপেক্ষাকৃত গরমে ৩৭ ডি. সে.'র উপরে ও খোলা-মেলা আবহাওয়ায় এ ভাইরাসের বিস্তার অনেক সঙ্কুচিত হয়ে আসে। তিনি আরো আশা প্রকাশ করেন, গ্রীষ্মে ও বৃষ্টিপাতে এশিয়ার বেশ কয়েকটি অঞ্চলে সার্সের প্রকোপ কমে আসবে। (সূত্র : জনকণ্ঠ)।

সার্স তত ভয়ঙ্কর নয় : সার্স রোগটি যত ভয়ঙ্কর রূপেই আসুক না কেন, সার্সের প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়েছে। চীনা মেডিসিন ইন্সটিটিউট (আই.সি.এম.) ৪২ হাজার ভাইরাস প্রতিরোধী 'টিসিএম' কণিকার ক্যাপসুল তৈরি করেছে। আই.সি.এম. ভবিষ্যৎ-এ এই ফর্মুলার উন্নয়ন ও অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের মাঝে একটি পর্যবেক্ষণ জরীপও শুরু করেছে। এটা খুবই আশার কথা যে, স্বল্প মূল্যে সাধারণের কাছে সরবরাহের জন্য ইউ ইয়ান সাং (হংকং) লিমিটেড ব্যাপকভাবে 'টিসিএম' তৈরিতে আইসিএমকে সহায়তা দানের প্রস্তাব দিয়েছে।

সার্স মহাআতঙ্কজনক একটি নাম। এটি একটি ভাইরাস। অত্যন্ত সংক্রামক এ ভাইরাসটি আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা মাত্র সংক্রমিত হয়। তাই এটির প্রতিরোধে সবার আগে প্রয়োজন সতর্কতা ও সাবধানতা। সতর্ক হতে হবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরিতে। সাবধান হতে হবে কুমননের প্রভাব থেকে 'যা নাকি সকল রোগের উৎস।' অতএব, এক বাক্যে বলা যায়, সুন্দর মন, সুস্থ দেহ। সার্স তুমি পরাভূত।

মেজাজ ঠাণ্ডা রাখ, তাহলে সবাইকে শাসন করতে পারবে। — *সেন্টজ্যাক*

সকালে চিন্তা কর, দুপুরে কাজ কর, সন্ধ্যায় খাও এবং রাত্রে ঘুমাও। — *উইলিয়াম ব্লাক*

ধাঁধা ও কৌতুক

নানা-নাতির গল্প

এম, আশফাক আলী
কলেজ নম্বর : ২৮৩৫
শ্রেণী : তৃতীয়, শাখা : গ

(১) নানা : তোর বয়সে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছিলেন আর তুই সামান্য ব্যাকরণ পারিস না।
নাতি : নানা, রবীন্দ্রনাথ তো তোমার বয়সে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। তাহলে তুমি কেন পেলে না?
(২) নাতি : ও নানা, হে বেড়ায় কি খায় ?
নানা : চা।
নাতি : নাগো নানা, আমি চাইতে পারুম না, আমার লজ্জা লাগে।

ইনশাল্লাহ

এ. কে. এম. সালমান হোসেন
কলেজ নম্বর : ২৮২৬
শ্রেণী : তৃতীয়, শাখা : গ

একটি লোক হাটে ঘোড়া কিনতে যাচ্ছিল। পথে এক হুজুরের সাথে দেখা হলে হুজুর জিজ্ঞেস করেন— কোথায় যাচ্ছেন ? জবাবে লোকটি বলল, ঘোড়া কিনতে যাচ্ছি। হুজুর বলল কোন কাজ করার আগে ইনশাল্লাহ বলতে হয়! লোকটি হাটে যাওয়ার পর তার টাকা চুরি হয়ে যায়। লোকটি খালি হাতে বাড়ি ফেরার পথে হুজুরের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যায়। হুজুর জিজ্ঞেস করলেন— ঘোড়া কিনেন নি কেন ? তখন লোকটি জবাব দিলেন "ইনশাল্লাহ টাকা চুরি হয়ে গেছে।"

বাবা মারবে

ইরফান মাহমুদ
কলেজ রোল : ২৭৫৫
শ্রেণী : তৃতীয়, শাখা : খ

বন্ধুকে নিয়ে একদিন বেড়াতে গেছে সোহেল। সুন্দর একটা নদী দেখে সে বন্ধুকে পরামর্শ দেয়, "চল এই নদীতে গোসল করি।"
"কিন্তু আমি সাঁতার জানিনা যে।" সোহেল বলল : "তাতে কি হয়েছে ? আমি শিখিয়ে দেব।"
বন্ধুটি বলল : "না-না, তা হয় না। নদীতে ডুবে মরলে বাবা ভীষণ মারবে।"

সৈয়দ আসফ উদ্দিন

কলেজ রোল : ২১২৯
শ্রেণী : চতুর্থ, শাখা : ক

(১) কোন্ দেশের মাটি নাই ?
উত্তর : সন্দেশ।
(২) কোন্ যানবাহনের ছয়টি পা আছে ?
উত্তর : পাল্‌কি।
(৩) কোন্ মা, মা না ?
উত্তর : কোরমা।

ইনজামাম-উল-হক

কলেজ রোল : ১৭৯১
শ্রেণী : পঞ্চম, শাখা : খ

(১) পাঁচ অক্ষরের সেই দেশটির নাম যার মধ্যের অক্ষর বাদ দিলে, দুটো ফলের নাম হয়। দেশটির নাম কি ?
উত্তর : বেলজিআম। বেল এবং আম।
(২) খাইবার জিনিস নয় তবু লোকে খায়। খাইলে পরে ব্যাথা পায় ?
উত্তর : আছাড়।

সিমান্ত সিদ্ধা

কলেজ রোল : ১৮১৩
শ্রেণী : পঞ্চম, শাখা : ক

(১) ৮ পায়ে চলি আমি ৪ পায়ে বসি, বাঘ নই, ভাল্লুক নই আস্ত মানুষ গিলি। বল দেখি জিনিসটা কি ?
উত্তর : পালকি।
(২) ৩ অক্ষরের নাম যার পানিতে বাস করে, মাঝের অক্ষর বাদ দিলে আকাশেতে ওড়ে, বলত জিনিসটা কি ?
উত্তর : চিতল, চিল।

শিক্ষক ছাত্রের বিপরীত শব্দের সমস্যা

আহমেদ সাব্বির হোসেন
কলেজ নম্বর : ২৩২৩
শ্রেণী : পঞ্চম, শাখা : খ

একদিন শিক্ষক তাঁর ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করছেন যে, শীত-এর বিপরীত শব্দ বল ?

ছাত্র : গ্রীষ্ম।
শিক্ষক : গুড।
ছাত্র : ব্যাড।
শিক্ষক : বসো (রেগে)।
ছাত্র : উঠো।
শিক্ষক : বেয়াদব।
ছাত্র : আদব।
শিক্ষক : আশ্চর্য।
ছাত্র : স্যার, এই শব্দের বিপরীত শব্দ জানি না।

খ. ম. জোবায়ের জিহান

কলেজ নম্বর : ১৮৮৪
শ্রেণী : ৫ম, শাখা : ক

(১) দুই বন্ধুর কথোপকথন—

১ম বন্ধু : জানিস, আমার বাবার কাছ থেকে অনেক লোক সাঁতার শিখেছে।

২য় বন্ধু : তার মানে তোর বাবা খুব ভাল সাঁতারু।

১ম বন্ধু : হ্যাঁ, অবশ্যই।

২য় বন্ধু : আর, আমার বাবার কাছে সবাই মাফ চায়।

১ম বন্ধু : তোর বাবা কি করে বলতো।

২য় বন্ধু : ভিক্ষা করে।

(২) ছেলে : মা, লোকটা অনেকক্ষণ ধরে চেচাচ্ছে, উনাকে ১০ টাকাদিয়ে আসি।

মা : কি বলে চেচাচ্ছে।

ছেলে : আইসক্রীম, আইসক্রীম!!

(৩) ডাক্তার : আমার প্রেসক্রিপশনটা অনুসরণ করেছিলেন ?

রোগী : না।

ডাক্তার : কেন ?

রোগী : কারণ, আপনার প্রেসক্রিপশনটা পাঁচতলা থেকে পড়ে গিয়েছিল, ওটা অনুসরণ করলে তখন আমি মারা যেতাম।

মো: ইমতিয়াজ হোসেন

কলেজ নম্বর : ১৯১৯
শ্রেণী : ৭ম, শাখা-'ক'

আইসক্রিম অলা ডাকছে— ভাই চাইরে, চাই দুধ মালাই,

(১) কিনে দেবার বায়না ধরে ছোট্ট ছেলে বলাই।
আম্মু বোঝায় : ঠাণ্ডা লেগে গলায় হবে হ্যাম্পার,
বলাই বলেন : তাহলে খাব গায়ে দিয়ে জাম্পার।

(২) শিক্ষক বলে তাজমহলটা কোথায় আছে বড়া,
পড়া না পারায় ছাত্রকে বলে বেঞ্চের উপর দাঁড়া।
ছাত্র শুনে না পেয়ে ভয়ে বলেছে দৃঢ়ভাবে,
বেঞ্চে উঠে দাঁড়ালে কি তাজমহল দেখা যাবে ?

(৩) গভীর রাতে স্ত্রীর চিৎকার!
চোর ঢুকেছে ঘরে,
টাকা-পয়সা গয়নাগাটি
নিচ্ছে ব্যাগে ভরে।
পাশে শোয়া পুলিশ স্বামী
যত জাগায় তারে,
বলে : এখন ডিউটি নাই,
ডেকো না বারে বারে।

(৪) স্ত্রী : আমার জন্য সাবান আনো নি ?
স্বামী : খুঁজে পাইনি।
স্ত্রী : খুঁজে পাওনি মানে ?
স্বামী : কি করব প্রত্যেক সাবানের গায়ে রূপসীদের প্রিয় সাবান লেখা আছে। তাই আনিনি।

তারেক বিন মামুন

কলেজ নম্বর : ১১৯৬
শ্রেণী : ৭ম, শাখা : খ

(১) পরীক্ষার হলে দুই বান্ধবী পাশাপাশি বসে পরীক্ষা দিচ্ছে—

১ম বান্ধবী : এই, তিন নম্বর শূন্য স্থানটা কি হবেরে ?

২য় বান্ধবী : (ফিসফিসিয়ে) পানামা।

১ম বান্ধবী : (পা নামিয়ে) বল না।

২য় বান্ধবী : বললাম তো, পা-না-মা!

১ম বান্ধবী : আরে পা তো নামিয়েছিই তাড়াতাড়ি বল না !!

(২) সঙ্গীত চর্চা করছেন স্ত্রী—

স্ত্রী : ওগো, দেখো বাইরে থেকে একটা জুতো এসে ঘরে পড়ল !

স্বামী : তুমি গান চালিয়ে যাও তা হলে এর জোড়াটাও এসে পড়বে।

(৩) এক বৃদ্ধ ও দোকানদারের মধ্যে কথা হচ্ছে—

বৃদ্ধ : ওই মিয়া, তুমি যে কইছিলা এই রেডিওটা লাইফ গ্যারান্টি, তাইলে নষ্ট হইলো ক্যান ?

দোকানদার : এইটা কত দিন আগে কিনছিলেন ?

বৃদ্ধ : ৪০ বছর আগে মাত্র ।

দোকানদার : তাই বলেন, আরে আমি কি জানতাম যে আপনে এত দিন বাঁচবেন।

মো: মোশফিকুর রহমান

কলেজ নম্বর : ১২১৭
শ্রেণী : ৭ম, শাখা : গ

(১) ক্লাসে শিক্ষক ছাত্রদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন—

শিক্ষক : সজল তুমি বড় হলে কি হবে ?

সজল : ডাক্তার হব, স্যার।

শিক্ষক : তুমি ডাক্তার হবে কেন ?

সজল : হাসানের পেট থেকে আমার সুন্দর মার্বেলটা বের করার জন্য।

(২) মাস্টার : মানুষ তাকেই বলব, যে পরের উপকারে আসে।

ছাত্র : তাহলে আপনি মানুষ নন। কারণ পরীক্ষার হলে আপনি উপকার করতে আসেন না। যারা উপকার করতে এগিয়ে আসে তাদের কাউকে আসতে দেন না।

শওকত হোসেন

কলেজ নম্বর : ২৪৭২

শ্রেণী : নবম (বিজ্ঞান), শাখা : ঘ

(১) শিক্ষক : কি নিয়ে তোমরা ঝগড়া করছ ?

ছাত্র : একটা পাখি নিয়ে স্যার। আমরা স্থির করেছি যে সবচেয়ে মজাদার মিথ্যা বলতে পারবে পাখিটা তার হবে।

শিক্ষক : বলিস কি ! তোদের বয়সে মিথ্যা কাকে বলে তা আমরা জানতামই না।

ছাত্র : তাহলে পাখিটা তো আপনিই পেলেন স্যার।

(২) ছাত্র : দেখুন স্যার, খাতা দেখায় নিশ্চয়ই কোন গণ্ডগোল আছে। আমি একেবারে শূন্য পাব বলে মনে করি না।

শিক্ষক : আমিও মনে করি না যে তুমি একেবারে শূন্য পাবে। কিন্তু কি করব এর চেয়ে কম দেওয়ার কোন উপায় নেই।

বলতো দেখি ?

সায়মন আহমেদ মিলকি

কলেজ রোল : ২৫০৪

শ্রেণী : দ্বাদশ, শাখা : খ

(১) এক গ্রামে শুধু বারটি ঘর। গ্রামের মধ্যে তিনজন মাতব্বর। একজন সব সময় দৌড়ের উপর থাকে। অন্য জন দেখেশুনে ধীরে ধীরে হাঁটে। পরের জন চার পাশের খবর নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘণ্টা পার হয়ে যায়।

উত্তর : ঘড়ি।

(২) আমি সবুজ,
আমার বাচ্চারা কালো
আমাকে ছেড়ে দাও,
আমার বাচ্চাদের খেয়ে ফেল।

উত্তর : এলাচি।

(৩) সূচের হাত, সূচের পা
সূচ কিন্তু নয়।
মানুষ-গরু ধরে খায়
বাঘও কিন্তু নয়।

উত্তর : মশা।

(৪) তিন অক্ষরের নাম এর
মানুষের ঘরে থাকে,
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে
মানুষ খেতে ভালোবাসে।
শেষের অক্ষর বাদ দিলে
মানুষ একে ভয় পায়,
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে
তুমি বিনা আমার চলে না।

উত্তর : বিছানা।

(৫) আন্ধার ঘরে বান্দর নাচে,
না, না, কইলে আরও নাচে।

উত্তর : জিভ।

(৬) লাথির পর লাথি খায়
লাজ-লজ্জা নাই,
তবু মাথা উঁচু করে
দাঁড়িয়ে আছে ঠাঁই।

উত্তর : ঢেঁকি।

নাহিদ হাসান

কলেজ নম্বর : ২৫৩৩

শ্রেণী : দ্বাদশ (বিজ্ঞান)

(১) খদ্দের : খুব তাড়াতাড়ি আমাকে একটা ইঁদুর ধরার কল দিন তো। আমাকে এক্ষুণি বাস ধরতে হবে।

দোকানি : মাফ করবেন, বাস ধরার মতো কল নেই।

(২) বহুদিন পর দুই ঠগবাজের দেখা।

: এই দাঁত দিয়ে তুই তোর চোখ কামড়াতে পারবি ?

: পারলে কত টাকা দিবি ?

: পাঁচশ টাকা। বাজি রইল।

দ্বিতীয় ঠকবাজ তার পাথরের চোখটা বের করে দাঁত দিয়ে কামড় দিল। বাজি মেরে প্রথম ঠকবাজ ভাবল দ্বিতীয় চোখটা তো আর পাথরের হতে পারে না। বলল , বাকি চোখটা যদি দাঁত দিয়ে কামড়াতে পারিস তাহলে এক হাজার টাকা পাবি। দ্বিতীয় ঠকবাজ হা করে তার বাঁধানো দুপাটি দাঁত বের করে চোখটা কামড়ে বলল, দে টাকা।

জানা-অজানা

মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম খান
কলেজ রোল : ২১০০
শ্রেণী : ৪র্থ, শাখা : ক

প্র: কোন্ প্রাণী মানুষের মত হাসতে পারে ?
উ: হায়েনা।
প্র: পৃথিবীর কোন্ দেশে নীল রংয়ের ঘোড়া পাওয়া যায় ?
উ: চীনের 'জোশায়ান' প্রদেশে।
প্র: পৃথিবীর কোন্ দেশে আবর্জনা থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় ?
উ: জার্মানি।
প্র: সবচেয়ে উজ্জ্বল গ্রহ ও নক্ষত্র কোন্‌টি ?
উ: শুক্রগ্রহ ও ডগস্টার নক্ষত্র।
প্র: বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন গাছটি কোথায় ও তার বয়স কত ?
উ: তাইপিয়ান দ্বীপে, গাছটির বয়স ৪১২৮ বছর।
প্র: কোন্ গ্যাস লোহার চেয়ে ৪ গুণ ভারি ?
উ: রেডন গ্যাস।
প্র: কোন্ মহাদেশে কোন্ প্রকার মাছির দংশনে বহু লোক মারা যায় ?
উ: আফ্রিকায় 'সি সি' নামক মাছির দংশনে।
প্র: কোন্ দেশের কোন্ পাখি তার বাচ্চাকে দুধ খাওয়ায় ?
উ: অস্ট্রেলিয়ার ডাকবিল পাখি।
প্র: কোন্ প্রাণী মায়ের গর্ভে ৬৪৫ দিন থাকে ?
উ: হাতি।
প্র: বিশ্বের কোন্ দেশে রাবারের রাস্তা আছে ?
উ: ফ্রান্সের প্যারিস শহরে।
প্র: কোন্ দেশে মাঠে গাছ লাগিয়ে মুক্তার চাষ করা হয় ?
উ: জাপানে।
প্র: কোন্ দেশকে মুক্তার দেশ বলে ?
উ: কিউবা।
প্র: নিউইয়র্ক আমেরিকার কততম রাজ্য ?
উ: ১১ তম।
প্র: বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য পাখির নাম কি ?
উ: কাওয়াই ও-ও।

সাদাব আহমেদ
রোল : ২১৪৭
শ্রেণী: ৪র্থ, শাখা : গ

☞ দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে কয়েক বছর আগে একটি সোনার পাহাড় আবিষ্কৃত হয়েছে। পাহাড়টির নাম 'আনগাইজা'।
☞ পাখিরা উত্তর আসামের বরেইল পাহাড়ের জাতিংগা অঞ্চলে গিয়ে আত্মহত্যা করে। প্রাণীবিজ্ঞানিদের কাছে এটা একটি রহস্যময় ঘটনা।
☞ জার্মান ভূবিজ্ঞানী আলফ্রেড ওয়েগনার-এর ধারণা, পৃথিবীর মহাদেশগুলো বোধহয় এক সঙ্গে জোড়া ছিল। পরে খণ্ড খণ্ড হয়ে মহাদেশগুলো আজকের চেহারায় এসেছে।
☞ পাহাড় শুধুমাত্র মহাদেশের উপরেই নয়, সাগরের নিচেও আছে।

ভূগোলের ছদ্মনাম
মো: তাসলীম রহমান
কলেজ নম্বর : ১০২৫
শ্রেণী : ৮ম, শাখা : গ

ছদ্মনাম	প্রকৃত নাম
মুক্তোর দেশ	বাহরাইন
পৃথিবীর ছাদ	পামীর মালভূমি
নীলনদের দান	মিশর
উদীয়মান সূর্যের দেশ	জাপান
গোলাপী শহর	জয়পুর
ঝড়-ঝঞ্ঝার শহর	শিকাগো
ভূমধ্যসাগরের চাবি	জিব্রাল্টার
ম্যাপল গাছের দেশ	কানাডা
সাত পাহাড়ের দেশ	রোম
মধ্যরাতের সূর্যের দেশ	নরওয়ে
নীল পাহাড়	নীলগিরি পর্বত
ভারতের উদ্যান ভূমি	ব্যাঙ্গালোর
ভারতের প্রবেশ দ্বার	মুম্বাই
সহস্র-হ্রদের দেশ	ফিনল্যান্ড

সৌরজগৎ সম্পর্কিত কিছু তথ্য
শ্রেণী : নবম, বিজ্ঞান
শাখা-ঘ (দিবা শাখা)

☞ আমাদের সবচেয়ে কাছের পেচানো গ্যালাক্সি হল অ্যান্ড্রোমিডা।
এর ব্যাস প্রায় ১·৩০ লক্ষ আলোক বছর আর এটি আমাদের সৌরজগৎ হতে ২৩ লক্ষ আলোক বছর দূরে।
☞ মঙ্গলগ্রহের উপর রয়েছে সৌরজগতের সবচেয়ে বিশাল আগ্নেয়পর্বত অলিম্পাস। এটা ৬০০ কি. মি. চওড়া এবং ২৫ কি. মি.অর্থাৎ এভারেস্টের চেয়ে তিনগুণ উঁচু।
☞ বৃহস্পতির উপগ্রহ গ্যানিমিড সৌরজগতের সবচেয়ে বড় উপগ্রহ। এর ব্যাস ৫২৮০ কি. মি.। এ উপগ্রহ বুধের চেয়ে বড়।
☞ ইউরেনাস তার উপগ্রহসমূহকে নিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঘোরে—সৌরজগতের স্বাভাবিক নিয়মের উল্টো।
☞ বৃহস্পতির একটি উপগ্রহ হল ইউরোপা। এর ভূত্বক হল কঠিন বরফে আবৃত। সত্তর ফুট নিচ পর্যন্ত এরকম অবস্থা। এর নিচে রয়েছে এক বিশাল মহাসাগর যা পৃথিবীর পাঁচটি মহাসাগরের চেয়েও আয়তনে বড়।

বিজ্ঞানী এবং তাঁদের অবদান

ফেরদৌস আহমেদ ফাহিম
কলেজ রোল : ১৬৩৬
শ্রেণী : ৭ম, শাখা : ক

নাম	জাতি	অবদান
আলবার্ট আইনস্টাইন	জার্মান	রিলেটিভিটির সূত্র
আইজ্যাক নিউটন	ব্রিটিশ	জাতি ও মাধ্যাকর্ষণের সূত্র, ক্যালকুলাসের জনক
এ. মাইকেলসন	আমেরিকান	আলোর গতি
এম. জে. শ্লিডেন	জার্মান	কোষতত্ত্ব
থিওডর শোয়ান	জার্মান	সেল থিউরী (১৮৩৮ ও ১৮৩৯)
কেলভিন	ব্রিটিশ	পরম শূন্যতার স্কেল
গিবস	আমেরিকান	থার্মোডাইনামিকস-এর সূত্র
গভার্ড	আমেরিকান	রকেটের সূত্র
জন থমসন	ব্রিটিশ	ইলেকট্রন আবিষ্কার
জে. পি. জৌল	ব্রিটিশ	উত্তাপ ও শক্তির সম্পর্ক
দ্র্যা ব্রগলি	ফরাসি	ওয়েভ মেকানিকস
রাদারফোর্ড	ব্রিটিশ	নিউক্লিয়াসের গঠন
রুডলফ হার্টজ	জার্মান	বিদ্যুৎ তরঙ্গ
অটোহান	আমেরিকান	পারমাণবিক বোমা
সি. ভি. রমন	ভারতীয়	রমন এফেক্ট
ডেভিড নীলসবোর	ড্যানিস	পারমাণবিক কাঠামো এবং আধুনিক পদার্থবিদ্যা (বোরের যোগসূত্র নীতি)
আবুদস সালাম	পাকিস্তানি	তড়িৎ চুম্বকীয় বল ও দুর্বল পারমাণবিক বলের সমন্বয় সাধন।

বিচিত্র তথ্য

মো: সাজিদুল ইসলাম
কলেজ নম্বর : ২৪৮৭, শ্রেণী : অষ্টম

১। দুধের গাছ : দক্ষিণ আমেরিকায় ভেনিজুয়েলাতে 'বোসিয়াম' নামের এক গাছ আছে। যে গাছ অবিকল গরুর দুধের মত দুধ দেয়। ঠিক খেজুর গাছের মত এদের গা কেঁটে নলা বসিয়ে এ গাছের দুধ সংগ্রহ করা যায়। ১৮৪৯ সালে ড. রিচার্ড স্পোস নামের একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম এ গাছ আবিষ্কার করেন।

২। অর্ধমানব : ১৮৯০ সালের ২৭ আগস্ট ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক বিস্ময়কর অর্ধমানব। তার মাথা ছিল, হাত, মুখ ও চোখ ছিল। পেটও ছিল সাধারণ মানুষের মত কিন্তু, কোমর থেকে নিচের অংশটুকু ছিল না। এমন আকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করার পর কারো পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব না হলেও কোন এক বিস্ময়কর কারণে বেঁচে গিয়েছিলেন জনি এ্যাক নামের সেই অর্ধমানবটি। শুধু বেঁচেই থাকেননি বরং দশটা মানুষের মতো জীবনও তিনি কাটিয়েছেন। নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বিনিময়ে জনি এ্যাক নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন একজন সত্যিকার মানুষ হিসেবে। জনি এ্যাক চমৎকার সাঁতার শিখেছিলেন। তিনি সার্কাসের দড়িবাজদের মত দড়ি দিয়ে নানা রকম খেলাও খেলতেও পারতেন। যাদু বিদ্যাতেও তাঁর যথেষ্ট হাত ছিল। আর চমৎকার হাত ছিল পিয়ানো বাজাতে।

জনি এ্যাক ছিলেন একজন সফল সাহিত্যিক। চমৎকার সব গল্প লিখে সে যুগে খুব নাম করেছিলেন তিনি। আর সবচেয়ে সুখের কথা—মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে জনি এ্যাক নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এক বিস্ময়কর প্রতিভা হিসেবে।

ইচ্ছা ও সাধনার মধ্য দিয়ে যে কোন বাঁধাকেই যে জয় করা যায়, অর্ধমানব জনি এ্যাক তার জীবন্ত উদাহরণ।

৩। **বিশ্ববিখ্যাত অন্ধ সাহিত্যিক :** পৃথিবীর অন্যতম দুটো অমর মহাকাব্যের নাম ইলিয়ড ও ওডিসি। অষ্টম শতাব্দীতে বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক হোমার এই মহাকাব্য রচনা করেন। অবাক ব্যাপার এই যে, হোমার ছিলেন আজীবন অন্ধ।

৪। **বিশ্বের সবচেয়ে দামি বই :** বিশ্বের সবচেয়ে দামী বই হিসেবে এখনও পৃথিবীতে যে বইটি অম্লান হয়ে রয়েছে সেটির নাম 'কোকেডম আটলান্টিকুস'। এটি একটি অসাধারণ বই। বইটির দৈর্ঘ্য (১৮ × ২৪) ইঞ্চি। ১২টি খণ্ডে সমাপ্ত। প্রতি খণ্ডের পাতার সংখ্যা ৩৬০টি। বইটিতে ২১৩৬টি ছবি আছে। সবগুলো ছবি অমরশিল্পী 'লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির' আঁকা। বইটির প্রচ্ছদে নাম লেখা আছে 'সোনার জল'। অঙ্কিত ছবি ছাড়া রয়েছে ব্যক্তিগত চিঠি, ডায়রি খসড়া ইত্যাদি। মোট মুদ্রিত কপির সংখ্যা ১,০৩৮টি। বাংলাদেশী টাকায় এর দাম ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা। এই বইয়ের মাঝে 'লিউনার্দো দ্যা ভিঞ্চি' অমর হয়ে আছেন।

কিছু বিস্ময়

খ. ম. সারোয়ার
কলেজ নম্বর : ১০৩২
শ্রেণী : ৮ম, শাখা : গ

ক.

১। **আত্মার জানালা :** সুইজারল্যান্ডের গ্রিসনস অঞ্চলের প্রত্যেক বাড়িতে শোবার ঘরের মাথার কাছে একটি অতি ছোট জানালা থাকে। বাড়িতে যদি কোন মানুষ মৃত্যুশয্যায় থাকে তখন জানালাটি খুলে দেওয়া হয়। যাতে মৃতের আত্মা জানালা দিয়ে সহজেই যেতে পারে।

২। **রক্তের মতো চোখের পানি :** চীনে ইউয়ান চী নামের এক কবি ছিলেন যিনি জন্মগ্রহণ করেন ২১০ সালে। তাঁর চোখের অশ্রুর বর্ণ ছিল লাল। অর্থাৎ তিনি কাঁদলে তাঁর চোখ দিয়ে রক্তের মত লাল রং-এর পানি পড়ত। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ২৬৮ সালে।

৩। **কম্পাস গাছ :** আমরা জানি, চৌম্বিক কম্পাসের কাঁটা সবসময় উত্তর-দক্ষিণ দিকে নির্দেশ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে 'কম্পাস' নামে এক ধরনের গাছ আছে। এর পাতা সবসময় উত্তর-দক্ষিণমুখী হয়ে থাকে যা দিক নির্দেশনায় সাহায্য করে। এ গাছকে পাইলট উইডও (Pilot weed) বলা হয়। এরা সিলফিনামল্যাসিনিয়াটেটাস (Silphinumlaciniatatum) শ্রেণীভুক্ত। এদের পাতাগুলোর আকৃতি নাশপাতির মত। এ গাছগুলো সাধারণত ৩·৫ মিটার লম্বা হয়। এর ফুলের রং হলুদ।

৪। **সাপের সঙ্গে বসবাস :** ১৯৮০ সালের মে মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার অস্টিন স্টিভেন নামের ২৯ বছর বয়স্ক এক যুবক ২৪টি বিষধর সাপের সাথে ৫০ দিনেরও বেশি সময় কাটিয়েছেন। তিনি ৬টি কালো মামবাস, ৬টি মিশরীয় গোখরা, ৬টি বিষধর পুফেতর এবং ৬টি বোম্বল্যাঙ্গের সঙ্গে এক হাজার ২০০ ঘণ্টা (প্রায়) কাটান।

৫। **কম বয়সে ডাক্তার :** বালামুরালি এমবাতি নামে একজন আমেরিকান কিশোর মাত্র ১৭ বছর বয়সে ১৯৯৫ সালের ১৯ মে ডাক্তারি পাশ করেন।

খ. নদীর নাম রহস্য

নদীমাতৃক বাংলাদেশের বুকে কত শত নদী জালের মত বিস্তার করে আছে। এসব নদীর রয়েছে আলাদা আলাদা নাম। এই নামগুলো যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ তেমনি নামের উৎপত্তিতেও রয়েছে বৈচিত্র্য। কয়েকটি নদীর নামকরণের ইতিহাস নিম্নরূপ :

পদ্মা : পদ্মা নদীর প্রাচীন নাম ছিল 'নলিনী'। এ নদীর নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে রামায়ণে বলা হয়েছে যে, গঙ্গা নদীর পৃথিবীতে আসার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত দেওয়া হয়েছিল। এই শর্তগুলো পালনে ব্যর্থ হওয়ায় পদ্মাবতী গঙ্গা দেবীকে ভুল পথে পূর্ব দিকে নিয়ে যান। ধারণা করা হয় মায়াজাল বিস্তারকারী পদ্মাবতীর নামনুসারে এ নদীর নাম হয়েছে পদ্মা।

মেঘনা : 'মেঘ দেখলে নৌকা ছেড়ো না', এমন একটি ধারণা থেকেই মেঘনা নামের উৎপত্তি। এ নদীতে নৌ চালনা খুবই বিপজ্জনক। এমনিভাবে মেঘ এবং না এ দুটি বিচ্ছিন্ন শব্দকে একীভূত করে নদীর নাম রাখা হয়েছে মেঘনা।

যমুনা : পুরাণ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, বিশ্বকর্মার মেয়ের নাম ছিল 'সংজ্ঞা'। কেউ তাকে সুরেণু বা ঊষা বলেও ডাকতো। সংজ্ঞার মনু, যম ও যমুনা নামে তিনটি সন্তান ছিল। ধারণা, পুরাণের সেই যম ও যমুনা থেকেই যমুনা নামটি এসেছে।

করতোয়া : কথিত আছে, হিন্দু দেবতা শিব যখন পর্বত কন্যা পার্বতীকে বিয়ে করেন। তখন বিয়ের অনুষ্ঠানে শিবের করে (হাতে) যে তোওয়া (জল) ঢালা হয় সেই জল (তোওয়া) নি:সৃত হয়ে করতোওয়া বা করতোয়া নদীর সৃষ্টি হয়। এটি যমুনার প্রধান উপনদী।

কর্ণফুলী : কর্ণফুলী নদীর নামকরণের একটি লোক কাহিনী প্রচলিত আছে। একদা একটি নৌকায় একই সাথে এক ইংরেজ ভদ্রলোক ও এক কিশোরী এই নদী পথে কোথাও যাচ্ছিলেন। মেয়েটি নৌকায় বসে কাঁদছিল। তার কান্নার কারণ ইংরেজ ভদ্রলোক জানতে চাইলে সে ইশারায় বোঝালো যে, তার কর্ণ অর্থাৎ কানের ফুল নদীতে হারিয়ে গেছে। সেই কানের ফুল বা কর্ণফুল থেকে কর্ণফুলী নামের উদ্ভব হয়। কর্ণফুলীকে মারমারা বলে কিনসা খিয়া; স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠরা বলে কাইচা খাল।

রূপসা : নড়াইলের ধৈনিয়া গ্রামের এক বিশিষ্ট লবণ ব্যবসায়ী রূপচাঁদ সাহার নামেই এ নদীর নামকরণ করা হয়েছে। কথিত আছে, ভৈরব ও কাজী বাজারের মধ্যে যোগাযোগের জন্য খাল খনন করা হয়। ঐ খাল পরবর্তীতে রূপসা নদীতে পরিবর্তিত হয়। ঐ খাল খনন করেছেন রূপচাঁদ সাহা।

ধলেশ্বরী : এ নদীতে কোনো এক সময় দু'কূল উপচে ঢল নামত। এই ঢলকে স্থানীয় লোকেরা ঈশ্বরপ্রদত্ত বলে মনে করত। সেই ঢল + ঈশ্বর = ঢলেশ্বর থেকে ঢলেশ্বরী তারপর ধলেশ্বরী নামের উদ্ভব হয়।

দুধকুমার : দুধকুমার নদীর উৎপত্তি ভারতের সিকিম নদী থেকে। এই নদীর জল দুধের মত সাদা ও স্বচ্ছ বলে এর নামকরণ হয়েছে দুধকুমার।

কপোতাক্ষ : কপোতাক্ষের সন্ধি বিচ্ছেদ হলো—কপোত + অক্ষ। কপোত অর্থ পাখি আর অক্ষ অর্থ চোখ। এ নদীর পানি খুবই স্বচ্ছ। পাখির চোখের সাথে এ নদীর পানির তুলনা করে এর নামকরণ হয়েছে কপোতাক্ষ।

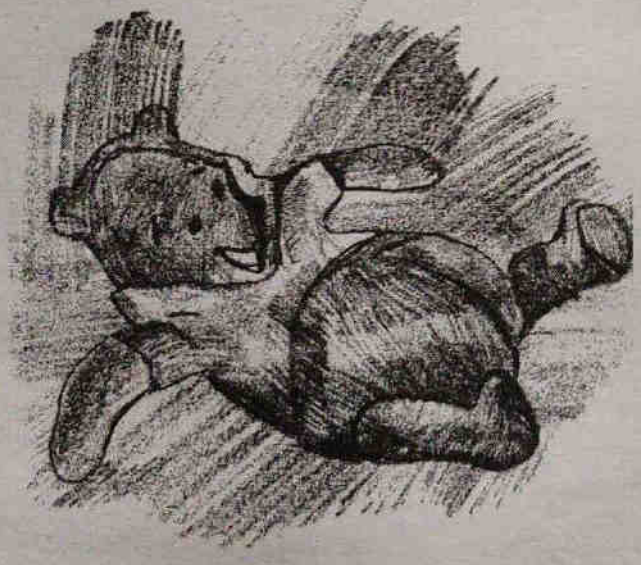

তারেক বিন মামুন
কলেজ নম্বর : ১১৯৬
শ্রেণী : সপ্তম

জয়দেব চৌধুরী
কলেজ নম্বর : ২৭৮১
শ্রেণী : নবম

English Section

No one is born hating another person because of the colour of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.

— Nelson Mandela

That's one small step for a man, one giant leap for mankind.

— Neil Armstrong

War begin when you will, but they do not end when you please.

—Nicolo Machiavelli

Rain

Kh. Imtiaj Ahmed
College No : 1029
Class : VIII-A

That day was a bit cloudy
The place was everywhere muddy.
The sun was hidden behind.
After clouds were not very kind.
After some time the rain started cats and dogs.
The frogs started dancing in the ponds.
The leaves of the trees were washed.
The roads of the cities were cleaned.
Dancing in joy the crops of the village.
The birds flew wildly who were not in the cage.
For the sudden rain the people ran here and there.
And the vehicles were driven with care.
The roads got full of water,
Because the drainage systems are poor.
In the village the fields were full of water
There played the naughty boy as
Though it was no matter.
As wild as ever the rivers were,
The boatman drove the boat with all his care.
So the rain means something everywhere.
City or village it tries to help everyone with care.

From Heaven I See

Kh. Imtiaj Ahmed
College No : 1029
Class : VIII-A

The sun rises,
The moon shines,
Cuckoo sings,
Flower blooms,
But I am no more.
Wind blows,
River flows,
The maiden passes by my house,
And looks at my window,
But does not see me.
Everybody is busy,
And I am forgotten,
But mother in her hurry,
Sometimes wishes,
If her son were alive,
I see all from heaven.

New Beginnings

Sajib Das
College No : 2414
Class : IX
Sec-D (Science)

The power to be the best
Is within us all
Having love inside our chest
The best of success will truly be ours.
Preserving our planet earth
Guardians of nature we must be
Serving with our head, hands and hearts
We will honour this planet faithfully.
It's time to take a stand
Make a new plan for the world.
We can make it right.
And then we just might
Leave something to pass our children
Peace eternal, and poverty an unspoken word
New beginnings now will give us a new future.

Please Do Not Sleep

Sohan Azad
College No : 1046
Class : X-Sciance

When all the noise stops,
The earth sleeps.
The most beautiful star in the sky will appear
And you have to understand that I am calling you.
I am calling you my friend...
I am calling you.
Do not sleep in that night my friend...
Please, do not.
And yes, if you smell a flower
Then you have to understand that I am coming.
I am coming my friend...
I am coming
The young cuckoo is calling her lover
And you have to imagine that I am not very far.
I am not very far my friend...
I am not very far.
The fresh air will touch you ferociously
And you have to understand that I have come.
Do not sleep in that night my friend...
Please, do not.

Dark Deep Night

Md. Fuad Hasan Lotus
College No : 2527
Class : XII–C

It's a dark deep night,
Because of the absence of light,
Busy world becomes surprisingly quiet.
Trees are getting asleep,
As well as tired wilds are taking rest,
Silence fairly crowds in the forest.
Eventually, like other nocturnals,
Fox comes out from hole to search his victims.
At times, an unknown bird screams,
Moon goes behind the clouds,

Dew drops fall on the grass,
Mystery engulfs the whole world
Of night — dark, deep night!

More Than Suicide

Asma Begum
Asst. Professor—Zoolgy
(Day shift)

Loss of Norms and loss of values
I think it is more than swicide
Life is full of problems and sufferings
But values can't be sold.
Though the delightful feelings are killed
And painful feelings are alive—
Yet I wish to live with Norms,
And I wish to live in values.
Man without Norms and values,
Seems to be alive,
But he or she is dead indeed.

Smile

Md. Shamsul Arefin
College No : 1056
Class : XII–C (Sc)

I cannot smile,
I cannot sing,
But if you smile,
The whole world will smile;
If you sing,
The whole world will sing.
Your smile's just like a moon
And you sing just like a bird.
You are my mother
Mother—I love you.

Ashikur Rahman
College No. 2297
Class V

JOKES

Arafat Uddin Khan
College No : 1311
Class VII, Sec-A

1. **Buyer** : Can I get any pure poison in your shop for killing rats.
   Salesman : Of course, I shall pack it or you can taste it first.
2. **Teacher** : Can you answer why bears have got so long hairs ?
   Student : Because there is no saloon in the jungle !
3. **Inspector** : What is your last wish before dying ?
   Criminal : To get free from this jail.
4. **Teacher** : A proper man is one who helps people.
   Student : So you are not a proper man.
   Teacher : (angrily) Why ?
   Student : Because you don't help us in our exam. instead you chase others.
5. **1st friend** : When do you like the sound of drum, Masum ?
   2nd friend : When the sound of drum stops.
6. (Seeing his friend Jane jumping)
   John exclaimed : Why are you jumping ?
   Jane : I am repairing my mistake.
   John : What mistake ?
   Jane : I have not shaken my bottle off medicine before taking it.

NAME PROBLEM

Mir Raihan Reza
College No : 1000
Class : VIII (A)

There were three friends called Somebody, Nobody and Mad. Once Somebody killed Nobody in a quarrel. Then Mad went to the police station and said, "Sir Somebody killed Nobody ?" Then the policeman asked, "Who are you ?" Mad answered, "I am Mad." Then the policeman sent him to the mental hospital.

Sajib Das
College No : 2414
Class : IX, Sec-D

After ordering a milkshake, a man had to leave his seat in the restaurant to make a phone call. Since he didn't want anyone to take his drink, he took a paper napkin, wrote on it, "The world's strongest weightlifter," and left it under his glass.
When he returned from making his call the glass was empty. Under it was a new napkin that said : "Thanks for the treat !" It was signed, "The world's fastest runner." (Adapted)

SOME INFORMATIONS

Tamim Raja
College No. 1251
Class–VII

- Rubber bands last longer when refrigerated.
- Peanuts are one of the ingredients of dynamite.
- The average secretary left hand does 56% of the typing.
- A shark fish is the only fish that can blink with both eyes.
- Donald Duck's comics were banned in Finland because he did not wear pants.
- A polar bear's skin is black. Its fur is not white, but actually clear.
- Our eyes are always the same size from birth, but our nose and ears never stop growing.
- Babies are born without knee caps. They don't appear until a child reaches 2–6 years of age.
- The strongest muscle in the body is the tongue.
- It's impossible to sneeze with our eyes open.
- Polar bears are left handed.
- An ostrich's eyes are bigger than its brain.
- A rhinoceros' horn is made of compact hair.
- If you keep a goldfish in a dark room, it will eventually turn white.
- The name of all the continents end with the same letter that they start with.
- A snail can sleep for 3 years.
- China has more English speakers than the United States.
- The electric chair was invented by a dentist.
- There are more chickens than people in the world.
- Did you know, you shared your birthday with at least 9 million people in the world.

The Strange Similarities

Rupam Raj Bongshi
College No : 2900
Class VIII, Sec–A

The strange similarities that are found between the two U.S. Presidents of two centuries Abraham Lincoln and J.F. Kennedy are as follows :—

Abraham Lincoln	J.F. Kennedy
(1) He was elected the member of the Congress in 1856.	(1) He was elected the member of the Congress in 1956.
(2) He was elected the President of the U.S.A. in 1860.	(2) He was elected the President of the U.S.A in 1960.
(3) He was killed by bullet.	(3) He was killed by bullet.
(4) He was killed in the presence of his wife.	(4) He was killed in the presence of his wife.
(5) The secretary of Abraham Lincoln prohibited him to go to the theatre.	(5) The secretary of J.F. Kennedy prohibited him to go to Dalas.
(6) The name of Abraham Lincoln's secretary was Kennedy.	(6) The name of J.F. Kennedy's secretary was Lincoln.
(7) The aggressor of Abraham Lincoln killed him in the theatre and hid away through the storehouse.	(7) The aggressor of J.F. Kennedy killed him in the storehouse and hid away through the theatre.
(8) He was killed on Friday.	(8) He was killed on Friday.

Hoking : The Famous Scientist

Bikram Roy
College No : 1045
Class : IX, Sec–D (Science)

The month was November of 1999. At least 5000 people gathered in 'Royal Albert Hall'. Everybody came to hear the lecture of Stephen Hoking. People hardly like to hear the speech of science. But when 'The Times' published the news about that lecture just 5000 tickets were flown away. We know the book of Hoking named 'The Brief History of Time'. It could not be imagined before it that a book could remain at the top of selling list years after years. He wrote about the 'Black Hole' and 'Universe' in this book. How our earth came and how it will be vanished, he told us about that. Now Hoking is attacked by 'Motor Newron' disease. He is paralised now. But his cells of brain is still good. A speech about Hoking is always said that 'An Olympian mind trapped in a broken body.' He studied only for some hours in a week. But he got first class in Oxford. When he began to study about our universe, the disease began to paralise him. He completed Ph.D. when he was ill. Many diseases are attacking him now. He is very sick now. But he will be honoured and remembered even after his death for his contribution to science.

Threats to Forests

Shantonu Das
College No : 1933
Class : IX, Sec–D (Science)

Forests cover about one-third of the world's surface, but many countries have only a tiny fraction of their forests left. There are many reason why forests have been cleared. Of them three principal factors are extension of land for growing food, using of wood for fuel energy and tremendous use of forest products in industries. Encroachment of agriculture, shifting cultivation with shorter cycle have been the primary causes of deforestation in countries like Bangladesh, India, Nepal, Myanmar and Sri Lanka (UN, 1995). Today tropical forests are the most threatened. At least 38 species of tropical trees could become extinct. The endangered forests and trees are given below in table :

Forests and trees	**Locality**	**Causes**
Confier forest	N. America N. Europe N. Asia	Logging, Acid rain Forest fires
Mountain forest	Mexico, Andes, Himalayas	Logging, Habitat, destruction
3 species of pine (pinus)	Mexico	Habital, destruction, felling
Brazilian rose wood	Brazil	Logging
Topical forest	S. America, Africa, Asia	Logging, pests, forest fires

The unabated destruction of world's forest had caused considerable damage to the ecological stability in the topical regions causing severe soil loss, aggravating floods and droughts, disrupting water supply, reducing land productivity and would have contributed to the opening ozone layer causing the 'Green house effect' as more carbon dioxide has formed in the atmosphere.

IN THE INTERNET

Nasif Ahmed
College No : 1369
Class : X–C, Day shift

Internet has made the world small. It has become much more easy to send or receive a mail in few moments for everyone from everywhere by Internet. This kind of mail is called e-mail.

There are a lot of e-mail service providers, where you can open an e-mail account and check your mail or send someone from anywhere of the world. 'Hotmail' is one of the best institutions where free e-mail services are given. Today we will discuss and learn how to operate and use this 'Hotmail'.

How to open an e-mail account at Hotmail :—

(1) Firstly connect with Internet.
(2) Open Web-Browser.
(3) Write http : II www.hotmail.com and press enter.
(4) You will see the Hotmail home page. Click sign up now.
(5) Now you will see a registration form. Fill in the form and click the submit up button.
(6) If you are given an e-mail ID which is already used, give another ID.
(7) Now click access button.
(8) Now you will be brought to the hotmail Inbox folder.

You have opened your personal e-mail account just now!

How to use Hotmail :—

(1) Write www.hotmail.com when you are connected with Internet.
(2) Write your Hotmail ID in the sign in name box. Type your password in the password box.
(3) Click sign in.
(4) Your account will be opened. You can mail or receive mail from here.

How to check your mails :—

(1) If you want to check your mails click on the Inbox.

How to send a mail :—

(1) Click on the **Compose** button.
(2) Write the address where you want to send your mail in the **To :** field.
(3) Type a subject in the **Subject :** field.
(4) Now type your message in the **message** part.
(5) Now click on **Send** button.

Congratulations ! You have learned how to open an account, send a mail or receive one. Now you can keep in touch with anyone from everywhere.

Wonderful World Records :—

Dear readers, if we try we can do a lot of hard works. Do you want to know about some of those ? Let's know !

Hungry men are not hungry for food !

It was his hobby. He ate coins. At last Sezfield General Hospital in Britain's Durham County found him as a patient having pain belly. Doctors operated him and found something (?) in his belly. Will you believe ? They found four hundred and twenty-four coins and some wire from his belly. It was 1958.

Not only that, in 1960 doctors operated a patient and they also found something in his belly. It happened in America. There were found only these things :—

(1) 1 kg 360 gram iron
(2) Some cobalt
(3) 26 various types of keys
(4) 1 bracelet
(5) 16 medals
(6) 4 nail cutters
(7) 39 machines used to smooth nails
(8) 3 gold chains
(9) 88 coins and
(10) a neckless.

What will you do, if you meet him ?

Sorry, what's your real name ?

Jaan Leton. Citizen of New York. An actor. He has acted more than 1077 characters only ! You can't call a person guilty if he cannot remember Leton's real name!

What she had taken with her ?

Heaty Geen is known as the best miser in history lived in New York. She died on 3rd July of 1916 and left only (?) 95 million dollars. When her bank balance was 31·4 million dollars he ate cold pie. She disagreed with buying a heater machine. Once his son broke his leg in an accident. While she was wasting her time a lot in search of a hospital which costed less, her son's leg became inactive.

Will you dare to beg a cent from her ?

An Amazing Trip

Nasif Ahmed
College No : 1369
Class : X, Sec-D

Few years ago, during winter season I got an opportunity to have a trip to Bogra. My uncle is a captain of Bogra Cantonment. He invited us to go to Bogra Cantonment to see him. In my school a vacation was going on and my father took a week's leave from his office. It was just a suitable time to see my loving uncle.

We took tickets from the Shohag Bus Service and started early in the morning. The journey took almost five hours but for sitting beside the window I enjoyed the long journey.

The bus stopped just in front of the Bogra Cantonment Gate for us. My uncle was waiting to receive us at that gate with his car. We started to the Cantonment Rest House. I didn't even imagine that what a fabulous trip was waiting for me.

We had a sound sleep at that night. The next morning was just fantastic. The environment of the cantonment is so good. We went out for a walk. We saw where the soldiers took physical exercises, a lot of canons, statue of a horse architected by my uncle, swimming pools, tennis courts, mosques and moreover, unlimited natural beauty. We played badminton on the cantonments badminton court that evening which was superb.

The next day we decided to go to the 'Mahasthangardh', a historical place. My uncle took a jeep car and we started for our destination. It is just an excellent place to visit. We visited the museum beside the 'Mahasthangar' too which was also fantastic. We had a lot of good memories to sleep with that night.

The following day was even better. My uncle told us about the Rajbari of Natore. He took his car with us and we visited another historical place, which is surrounded by a wonderful lake. The location was marvelous and after that we went to the 'Uttara Ganabhaban' which was also a fabulous fabric.

The days were just running out. I don't know how we passed a whole week there. We visited a lot of memorable places and enjoyed a lot. It is just impossible to describe about all those places in few pages. I returned from Bogra with an affluent memory. I will be grateful to my dear 'Choto Mama' for gifting me those fantastic experiences ever.

Hey ! Wait a Minute !

Ekramul Islam
Roll : 704
Class : X-D (Sc)

People sometimes advise us that, to earn money we must have knowledge. But I think this advice should be called in question. Let's see.

There are two proverbs :—

* Proverb – 1 : Knowledge is power
* Proverb – 2 : Time is money

So, we can say, knowledge = Power

Money = Time

Physics says, Power $= \frac{\text{work}}{\text{time}}$

that means, Knowledge $= \frac{\text{work}}{\text{money}}$

So, money = $\frac{\text{work}}{\text{knowledge}}$

Now think, if your knowledge is little and you work much, your money will be a lot.

And interesting that, if your knowledge is zero your money will be infinite! I mean beyond measure.

So I suggest you giving up acquiring knowledge. Better if your knowledge is zero. Now choice is yours.

Number Eleven

Ekramul Islam
Roll : 704
Class : X–D (Sc)

Last September 11th, 2001 a tragic accident took place at New York. It hurt the people of the whole world. But did you know here is a magic of number eleven ? If you don't know just go through.

* The date of attack : 9/11 : 9 + 1 + 1 = 11
* September 11th is the 254th day of the year : 2 + 5 + 4 = 11
* After September 11th there are 111 days left to the end of the year.
* 'Twin Towers' standing side by side looks like the number '11'
* The first plane who hit the tower was 'flight–11'
* State of New York – the 11th state added to the union
* New York City – 11 letters
* The Pentagon – 11 letters

Really amazing!

Cricket : In Bangladesh

Md. Fuad Hasan Lotus
College No : 2527
Class : XII–C (Sc)

Cricket is a game which is played on grass by two teams of eleven players, in which a ball is bowled at a wicket and a batsman tries to hit it. It is named after a small brown jumping insect that makes a shrill noise. In past, Football was the most spectator sports in our country. But now it is needless to say that it is replaced by cricket which has become a great source of entertainment today. In 1997, we won the "I.C.C. Trophy" and that's why we got the opportunity to perform in the World Cup in 1999 in England. In that world cup we defeated Scotland and Pakistan too which was a world cup winner under the leadership of great Imran Khan and was considered one of the strongest teams of the cricket world. As a result, we got the test status in 2001. But as a matter of great regret, being the youngest test playing nation, we are not doing as good as we should do. In spite of having some young and energetic players like Ashraful, Kapaly, and Mashrafy etc. we are failing to do better frequently. Actually, I think, it is only matter of time. As the time will progress, we shall be capable to overcome our faults. And it is not far away when we shall be the world cup holder like other three test playing nations of the sub-continent and I am looking for that day with a great interest.

Saiful Islam
College No. 2381
Class IX